পেটবেদনায় চরম সীমায় ভ্রমি।

মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকপার্শ্ব অথবা রগে চাপ, স্পর্শে উপশম।

কপালে, রগ এবং মস্তক পার্শ্বে ভিতর হইতে বাহিরের দিকে সূচীবেধ।

সর্ব্বপ্রকার মাথাধরা সন্ধ্যাগমে বৃদ্ধি; গৃহমধ্যে বিশ্রাম, উপবেশন অথবা শয়নাবস্থায় বৃদ্ধি।

উত্থানকালে অথবা খোলাবায়ুতে সঞ্চালনে উপশম।

চক্ষু।—চক্ষু সম্মুখে কুয়াসা।

▌ চক্ষু ও মস্তকের মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে রাত্রিকালীন, দপ্‌দপানি বেদনা।

▌ জ্বালা, সূচ্যাবিদ্ধ বা চাপযুক্ত বেদনাসহ, কর্ণিয়ার বিস্তৃত অগভীর ক্ষত।

নাসিকা।—▌ নাসিকা হইতে দুর্গন্ধিস্রাব।

নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ।

অস্থিসকল আক্রমণ করিয়া স্ফীতি ও প্রদাহ।

মুখমণ্ডল।—শ্রবণশক্তি হ্রাস, তৎসহ পাতলা, দুর্গন্ধি পুঁজস্রাব।

গণ্ডোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা।

নিম্নচোয়াল।—লালাস্রাবসহ নিম্ন চোয়ালের আকৃষ্ট বেদনা ও ক্ষয়প্রাপ্তি (caries)।

১০ দন্ত।—মাড়ীতে বেদনা।

১১ মুখমধ্য।—তৈলাক্ত আস্বাদ। লালা হ্রাস। জ্বালা।

১২ গলমধ্য।—কসেসে জ্বালা, তৎপরে টাটানি।

বক্ষ হইতে ঊর্দ্ধে অন্ননলীর দিকে চিড়িকমারা।

গলমধ্যে বেদনা বোধ।

▌ গলমধ্যে একটা গোলা উঠিতেছে অনুভব, তাহাতে শ্বাসকষ্ট উৎপন্ন করিতে পারে।

অন্ননলী মধ্যে শুষ্কতা ও জ্বালা।

▌ অন্ননলী মধ্যে এইরূপ অনুভব যেন উহার কৃমিবৎ (peristaltic) সঞ্চালন নিম্ন হইতে উপর দিকে হইতেছে; হিষ্টিরিয়া রোগের গোলাকার পদার্থ।

১৩ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—সর্ব্বপ্রকার খাদ্যে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা।

১৬ **পানাহার।**—আহারান্তে :—পাকাশয়ে চাপবোধ, বিম্ব গহ্বরাস্থি সমূহের নিকট সূচীবেধ, উদরে কাটকাট বোধ; অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট; জ্বর।

পানান্তে :—উদরাময়।

১৭ **বিবমিষা ও বমন।**—উদ্গার; রসুনের ন্যায় গন্ধ।

বায়ু উপর দিয়া (উদ্গার) উঠে, নিম্ন দিয়া (বায়ুনিঃসরণ) নামে না।

১৮ **পাকস্থলী।**—পাকাশয়ে পূর্ণতানুভব।

এপিগ্যাষ্ট্রিয়ামে শূন্যবোধ।

থাকিয়া থাকিয়া চাপযুক্ত, কর্তনবৎ, সূচীবেধ বেদনা।

১৯ **উদর।**—পেটকামড়ানি যেন অন্ত্র ছিন্ন বা কর্তিত হইয়াছে।

যেন কি একটা বক্ষ হইতে গলমধ্যে উঠিতেছে অনুভব সহ, পার্শ্বে কর্তনবৎ বেদনা স্থান।

বায়ুজনিত পেটবেদনা তৎসহ উদরের স্পন্দন; উদর অত্যন্ত বেদনা-দায়ক স্ফীত, পেট ডাকা, বায়ুনিঃসরণে উপশমিত হয়।

২০ **মল, ইত্যাদি।**—বিবর্ণ কর্দমযুক্ত জলবৎ মল, মলস্রাব প্রচুর ও সবুজাভাযুক্ত।

অতি দুর্গন্ধ উদরাময়, তৎসহ পেটবেদনা, দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ।

উদরের বিদারণবৎ বেদনাসহ অবশ্য কোষ্ঠবদ্ধ

কেবল আম নির্গত হয়, মল নাই।

২১ **পুংজননেন্দ্রিয়।**—উপস্থে সূচীবেধবৎ বেদনা।

মেঢ়ে আকৃষ্ট বোধ অণ্ডত্রয়ে বেদনা

২২ **স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।**—কামেচ্ছা উত্তেজিত।

ঋতু অতি পুনঃ পুনঃ, অল্প এবং অতি অল্পকাল স্থায়ী। কর্তন ও বেগ-বোধ সহ, জরায়ুপ্রদেশে প্রসব বেদনাবৎ বেদনা।

জননযন্ত্রসমূহে বেগ বোধ, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে বৃদ্ধি।

জরায়ু-স্কন্ধ, চৈতন্যাধিক ও বেদনাযুক্ত।

শ্বেতপ্রদর প্রচুর, সবুজাভাযুক্ত, পাতলা ও দুর্গন্ধযুক্ত।

২৩ **লেরিংক্স।**—স্বর দুর্বল, ভগ্ন।

প্লটিসের আক্ষেপ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—বক্ষের আক্ষেপযুক্ত কসিয়া ধরা বোধ, যেন ফুসফুস সম্পূর্ণ বিস্তৃত হইতে পারে না।

বক্ষের সঙ্কোচন বোধ গলমধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

২৭ কাসী।—শুষ্ক কাসীর উত্তেজনা।

কণ্ঠশব্দক কাসী, এমন কি স্তন্যপায়ী শিশুদিগেরও; বড় বড় শব্দযুক্ত শ্বাসক্রিয়া, উৎকণ্ঠাযুক্ত ও অস্থির, উদর ও বক্ষ উষ্ণ।

টেকিয়াতে সুড় সুড়ি বশতঃ স্বরভঙ্গতাযুক্ত, শুষ্ক কাসী, তৎসহ হাঁপানির ন্যায় অনুভব।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষে ভারচাপানবৎ চাপবোধ।

বক্ষে চাপযুক্ত সূচীবেধ।

বক্ষে জ্বালা, ঐ জ্বালা উভয় বাহু বহিয়া এবং নিম্নাঙ্গ বাহিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—মৃদু নাড়ী সহ স্নায়বিক হৃৎকম্পন; অতিভোজ অথবা স্রাবসমূহ রুদ্ধ হইয়া (স্ত্রীলোকদিগের)।

নাড়ী—অসমান, প্রায়ই সাধারণতঃ বর্দ্ধিতগতি কিন্তু ক্ষুদ্র।

৩০ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—সঙ্কোচনে গ্রীবার বামপার্শ্বে নিম্নদিকে আকর্ষণ।

পৃষ্ঠদেশের মাংসপেশীতে সূচীবেধ।

স্কন্ধদ্বয়ের নিম্নে আকর্ষণ ও কম্পন

৩১ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুমধ্যে সূচীবেধ ও চিড়িকমারা

হস্ত-সন্ধিতে কম্পন। মণিবন্ধ হইতে ছিন্নকর অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত।

অঙ্গুলি সঞ্চালনে দক্ষিণ মণিবন্ধ হইতে ছিন্নকর সূচীবেধ, পরে জ্বালা।

৩২ নিম্নাঙ্গ।—টিবিয়া অস্থির ক্ষয় (caries).

গুল্‌ফসন্ধির চতুর্দিকে স্ফীতি।

চরণের অস্থির স্ফীতি ও ক্ষয় (caries)।

৩৩ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রাম; ৩, ৫। সঞ্চালন: ৩১। উপবেশন: ৩, ১৮। উঠিয়া বসা: ২ সম্মুখে ঝুঁকিয়া বসা: ২। শয়ন: ৩। শয্যামধ্যে: ২। উঠিলে: ৩।

সতত অবস্থান পরিবর্ত্তন।

৩৬ স্নায়ু।—গলমধ্যে বা অন্ননলী মধ্যে কষ্টসহ ঊর্দ্ধবায়ু (হিক্কিকা)।

মাংসপেশীর নৃত্য ও উৎক্ষেপ।

তাণ্ডব রোগ (কোরিয়া)।

৩৭ নিদ্রা।—ঘুমাইতে প্রবৃত্তি। মধ্যরাত্রির পরে অনিদ্রা।

মধ্যরাত্রির সময়ে শরীরের বামার্দ্ধ মধ্যদিয়া প্রবল বেদনা।

৩৮ সময়।—প্রাতে ১১টা : ১৭। বৈকাল : ২, ২২, ৪০। বেলা ৩টা হইতে ৪টা : ৪০। সন্ধ্যা : ২, ৩। রাত্রি : ৪৩। মধ্য-রাত্রি ও বৈকাল : ৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—গৃহমধ্যে বৃদ্ধি, খোলাবায়ুতে উপশম।

খোলাবায়ুর ইচ্ছা। গৃহ : ৩। খোলা বায়ু : ৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত, চর্ম্মের শীতলতা ও রুক্ষতা।

প্রতিদিন বেলা ৩টা হইতে ৪টার মধ্যে শীতলতা ও কম্প, তৎসহ মস্তকমধ্যে অসহ্য সূচীবেধ।

উৎকণ্ঠা ও নিদ্রালুতা সহ (তৃষ্ণা নাই) আহারান্তে মুখমণ্ডলে উত্তাপ।

৪১ আক্রমণ।—ক্ষত সমূহে সবিরাম চিমটিকাটাবৎ বেদনা।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৮, ৩২, ৩৩। বাম : ২, ৩১, ৩৭। ভিতর হইতে বাহিরে : ৩, ৫, ২৮। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে : ১৩, ১৬, ১৯, ২৬, ৩২। ঊর্দ্ধহইতে নিম্নে : ২৮, ৩১, ৩২।

৪৩ অনুভব।—বেদনাসহ অসাড়তা।

মাংসপেশী সমূহে জালাকর কিম্বা চাপযুক্ত, বিদ্ধবৎ বেদনা।

সর্ব্বাঙ্গের অত্যন্ত ভার বোধ।

শল্যবিদ্ধবৎ বেদনা।

৪৪ ত্বক্।—চিড়িকমারা ও উৎক্ষেপযুক্ত বেদনা সহ, গ্রন্থিসমূহের কাঠিন্য, স্ফীততা, উষ্ণতা ও দপদপানি।

অঙ্গচ্ছেদনের পরে অবশিষ্টাংশে (stump) স্নায়ুশূল। অস্থিপ্রদাহ, অস্থিক্ষত (caries), ক্ষত সকলের নীলাভাযুক্ত আরক্তিমতা ও স্ফীততা।

ক্ষত, তাহার কিনারা নীলবর্ণ, শক্ত, সামান্যমাত্র স্পর্শে বেদনাযুক্ত; স্বচ্ছ ও পাতলা, অত্যন্ত দুর্গন্ধময় পূঁজ।

অস্থির কোমল বিবৃদ্ধি, অস্থিবক্রতা।

১৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৩, ২৮, ৪৬। চাপ : ৫, ১১। শকটারোহণ : ২৩।

১৬ চর্ম্ম।—উচ্চ ও শক্ত প্রান্তবিশিষ্ট ক্ষত, উহাতে স্পর্শ অসহ্য এবং সহজেই উহা হইতে রক্ত পড়ে; প্রভূত, সবুজাভ, পাতলা, দুর্গন্ধ পূঁজ।

ক্ষতের চতুর্দ্দিকে চিড়িকমারা বেদনা।

ক্ষতসকল কাল হইয়া যায়।

ক্ষতের পুরাতন দাগসকল পুনরায় ক্ষত হয় এবং কাল হইয়া যায়।

১৭ অবস্থা।—শ্লেষ্মাপ্রধান প্রকৃতি।

গণ্ডমালা দোষগ্রস্ত, স্ফীত, কুৎসিত বালকগণ।

শৈরিক প্রধান, অর্শ-বিশিষ্ট ধাতু।

স্নায়বীয় (বায়ুপ্রধান) ব্যক্তি।

অতিশয় পারদসেবী উপদংশগ্রস্ত রোগী।

১৮ সম্বন্ধ।— সদৃশ :—অরম (অস্থির পীড়াসকল); আর্জ্জে-নাইট্রি; ক্যাল্কেরি, চায়না, কষ্টি; কোনি; হেপার (ক্ষতে স্পর্শ অসহ্য); ইগনে (হিষ্টিরিয়া); মার্কু (উপদংশ); মস্ক (হিষ্টিরিয়া, ফুসফুসের আক্ষেপ, ভ্রমি); পলসা; থুজা; ভিরাট্রি।

এসাফিটিডার প্রতিবিষ :—পলসা, কষ্টি, ক্যাম্ফ, চায়, মার্কু, ভ্যালে।

এসেটিকাম এসিডাম।

পরীক্ষক :—সি, হেরিং।

১ মন।—পর্য্যায়ক্রমে তন্দ্রাবেশ ও প্রলাপ।

উদর স্ফীত ও অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ সহ প্রবল প্রলাপ।

অতি বিমর্ষচিত্ত। উৎকণ্ঠা।

২ চৈতন্য।—ক্ষীণতা ও বমিসহ মাথাঘোরা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—তামাক, আফিং, কাফি, সুরাপান হইতে শিরঃপীড়া।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীত্বকে লালবর্ণ চাকা চাকা দাগ, কেশমধ্যে মামড়ী।

৫ চক্ষু।—কণ্টকটাইভা প্রদাহিত। অশ্রুস্রাব।

কৃত্রিম ঝিল্লি—পুরু, ভস্মবর্ণ, শক্ত, সজোরে সংলগ্ন।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

পুনঃ পুনঃ সর্দ্দি লাগিয়া থাকে।

৮ মুখমণ্ডল।—‖ জ্বরের সহিত বামগণ্ড অত্যন্ত রক্তিমাবর্ণ। *ক্রূপ।

রক্তশূন্য, মোমবৎ, শীর্ণ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁট গভীর বেগুনে রং।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বামূলে বেদনা, কথা কহিতে ও চোয়াল নাড়াইতে বাধা জন্মে।

জিহ্বানিম্নে ও নিম্ন চোয়াল অস্থির প্রতিসন্ধ স্ফীত; স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

১৩ গলমধ্য।—‖ শিশুগণ এমন কি এক চামচে জলও অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করে। *ক্রূপ।

কষ্টকর গলাধঃকরণ, ধীরে ধীরে আহার করিতে হয়।

গলদেশে প্রদাহযুক্ত, কণ্ডূবিশিষ্ট।

১৪ পান।—‖ জ্বরের সহিত তৃষ্ণার অভাব। *ক্রূপ।

‖ অত্যন্ত তৃষ্ণা।* শোথ, বহুমূত্র, ২১।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—টক উদ্গার, পাকাশয়ে উত্তাপ।

‖ অধিক তৃষ্ণাসহ প্রত্যেক আহারের পরেই বমন। *কর্কট রোগ।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়স্থ পদার্থ সকলের যেন উৎসেচন হইতেছে।

▌ পাকাশয় ও বক্ষে অতি প্রবল জ্বালাকর বেদনা, তৎপরে চর্ম্মের শীতলতা ও কপালে শীতল ঘর্ম্ম; চিত হইয়া শয়নে জ্বালা বৃদ্ধি।

১৮ উদর।—পেটডাকা, উদরাময়, এবং প্রবল প্রলাপ সহ পেট কামড়ানি।

▌ উদরী।

২০ মল, ইত্যাদি।—তরল বা অজীর্ণ উদরাময়, তৎসহ পদ ও চরণদ্বয়ের স্ফীতত্তা। *যক্ষ্মাকাস।

▌ ঔদরিক লক্ষণযুক্ত (যথা উদরাময়যুক্ত) টাইফাসের শেষাবস্থায় উদরাময়।

আধ্মান ও তন্দ্রাদোষ সহ কোষ্ঠবদ্ধ।

অর্শ হইতে প্রচুর রক্তস্রাব।

অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব। অর্শ হইতে রক্তস্রাব রুদ্ধ হইলে পর।

২১ মূত্র।—▌ রোগী অত্যন্ত প্রচুর মূত্রত্যাগ করে।* সশর্করা বহুমূত্র।

২২ পুং জননেন্দ্রিয়।—অত্যন্ত দুর্বলকারী রাত্রিকালীন স্বপ্নদোষ।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় অম্ল উদ্গার ও বমন, দিবারাত্রি গলা বহিয়া জল উঠে ও প্রচুর লালা নিঃস্রব হয়।

প্রসবান্তে রক্তস্রাব।

স্তনদ্বয় বেদনাযুক্ত অত্যন্ত দুগ্ধ পূর্ণ।* স্তনের এবসেসের আশঙ্কা।

দুগ্ধ নীলাভ, স্বচ্ছ, অতি তীব্র স্বাদ ও অম্ল গন্ধময়; উহাতে ছানা ও মাখনের অংশ অল্প থাকে।

স্তন্যপায়ী শিশুগণ রোগা হইয়া যায়, দেহ শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়।

২৬ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গতা।

লেরিংক্স ও ট্রেকিয়ার ঝিল্লি ফাইব্রিনাস-এক্সুডেশান দ্বারা আবৃত।

▌ ক্রুপ, বিশেষতঃ যখন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল লালবর্ণ থাকে। (এসেটিক এসিড জলে দ্রব করিয়া, তাহার দশফোঁটা একগ্লাস জলে দিয়া একটু চিনি মিশ্রিত করিয়া দুই এক ঘণ্টা অন্তর প্রযোজ্য।)

২৭ শ্বাসক্রিয়া।—লেরিংক্সে বাধা বশতঃ শ্বাসকষ্ট।

গলমধ্যে হিস্ হিস্, ঘড় ঘড়, শব্দ।

দ্রুত ও কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া।

[illegible] কাসী।—ক্রুপবৎ শব্দ।

[illegible] হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—নাড়ী মিনিটে ১৬ বার; পূর্ণ ও অনিয়মিত; বর্দ্ধিতগতি ও ক্ষুদ্র; অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র।

[illegible] পৃষ্ঠদেশ।—পৃষ্ঠদণ্ডের বেদনা উপশমের জন্য উপুড় হইয়া শুইতে হয়। *মেরুমজ্জা প্রদাহ।

[illegible] নিম্নাঙ্গ।—দুর্ব্বল ও শ্রান্ত।

চৈতন্য শক্তি হ্রাস।

উদরাময়সহ শোথবৎ স্ফীততা।

[illegible] নিদ্রা।—অত্যন্ত যন্ত্রণা সহ অনিদ্রা।

বিনা কারণে নিদ্রা বারে বারে ভাঙ্গিয়া যায়

[illegible] সময়।—উদরাময় প্রাতঃকালে বেশী।

দিবা রাত্রি: ২৪। রাত্রি ২২, ৪০।

[illegible] শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—চর্ম্ম শীতল।

জ্বরের উত্তাপ, তৎসহ [illegible] চর্ম্ম. পৈত্তিক, পচনশীল ও টাইফাইড জ্বরে।

প্রলাপসহ টাইফাস জ্বর।

প্রচুর ঘর্ম্ম হয়; রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম।

বিলেপী জ্বর তৎসহ কাসী, শ্বাসকৃচ্ছ্র, নৈশ ঘর্ম্ম, উদরাময়, শোথবৎ স্ফীততা ও শীর্ণতা।

[illegible] অনুভব।—সমগ্র শরীরের চৈতন্য হ্রাস।

আভ্যন্তরিক ও বাহ্যাংশ সমূহে জ্বালা।

[illegible] ত্বক্।—নাসিকা, ফুসফুস, পাকাশয়, অন্ত্র ও জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

* বোধা হইয়া যাওয়া, অত্যন্ত শীর্ণতা।

‖ অধিক তৃষ্ণা সহ, সাধারণ সার্ব্বাঙ্গিক শোথ এবং উদর ও পদদ্বয়ের শোথের পীড়া।

[illegible] সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ১১। চাপ. ১।

দাহ ও ঝলসিয়া যাওয়া।

তোষকের ক্ষতচিহ্ন।

উন্মত্ত বিড়ালের দংশনের পরে, বিচ্ছিন্ন ক্ষত, উপর ও নিম্ন পদ স্ফীত
(বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যবহৃত হয়)।

১৭ চর্ম্ম।—চর্ম্ম হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক ত্বক খসিত হয়।

চর্ম্ম রক্তশূন্য ও মোমবৎ। *শোথ।

যৌতুক, আঁচিল, কড়া।

১৮ সম্বন্ধ।—ইহার উচ্চক্রমের প্রতিবিষ—যন্ত্রণা ও বিরক্ততা বোধ: ট্যাবেক; তাহাতে সুফল না হইলে একো, পাকাশয়িক, দুগ্ধকুসীয় ও জ্বরের লক্ষণে, উচ্চক্রম নেট্রাম-মিউর।

রক্তস্রাবে ইহা চায়নার পরে সুফলপ্রদ।

কালি-বাইক্রমিকের সহিত ইহার তুলনা কর।

এসেটিক এসিড প্রতিষেধ করে—একো, এমেরি, কফি, ইউফর্বি, হেপার, ইপিকে, ওপি, ষ্ট্র্যামো, ট্যাবেক।

বেলেড, মার্ক ও ল্যাকেসিসের লক্ষণসকল এসেটিক এসিড কর্তৃক বর্দ্ধিত হয়।

বোরাক্স, কষ্টি, নক্সভমি, র‍্যানা-বল্ব ও সারসাপারিলার পরে এসেটিক এসিড উপযোগী হয় না।

এসেরাম ইউরোপিয়াম।

পরীক্ষক—হানিমান।

১ মন।—ক্রমশঃ চিন্তা হ্রাস হয়,—যেমন নিদ্রিত হইবার সময় হয়।

মস্তকমধ্যে শূন্যতাবৎ বোধ, কোন কাজ করিতে ইচ্ছা নাই। অশ্রুযুক্ত বিষণ্ণতা ও উৎকণ্ঠা।

২ মস্তকাভ্যন্তর।—বামপার্শ্বে মাথাধরা, তৎপরে প্যারাইটাল অস্থির নিম্নে এবং সর্ব্বশেষে অক্সিপটে।

মস্তিষ্কের অধিকাংশের উপর চাপবোধ—বাহির হইতে ভিতরের দিকে।

নাসিকামূলাগ্রে চাপযুক্ত মাথাধরা।

কপালে ছিন্নকর, শূলসযুক্ত বেদনা, অবনত হইলে বর্দ্ধিত।

৫ **বহির্মস্তক।**—বাম রগের নিম্নে চুলকানি।

মস্তকের বামপার্শ্বে, কর্ণের ঊর্দ্ধে, একটী ক্ষুদ্র স্থানে শীতলতা অনুভব।

৬ **চক্ষু।**—বাম উপরকার অক্ষিপুট কিঞ্চিৎ স্ফীত। চক্ষুদ্বয়ের বেদনাযুক্ত শুষ্কতা। চক্ষুতে জলপড়া ও জ্বালা।

৭ **কর্ণ।**—দক্ষিণকর্ণ স্পর্শে উষ্ণ।

স্নায়ুমণ্ডলের চৈতন্যাধিক্যতা, কাপড় প্রভৃতির শব্দ অসহ্য বোধ হয়।

দূরস্থ প্রবল বায়ুবৎ বামকর্ণে শোঁ শোঁ শব্দ; দক্ষিণ কর্ণে সুস্পষ্ট সঙ্গীত।

বামকর্ণের শ্রবণশক্তি হ্রাস।

৮ **নাসিকা।**—নাসিকা হইতে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মাস্রাব। শুষ্ক সর্দ্দি, বাম নাসিকা রুদ্ধ।

প্রবল হাঁচি।

৯ **মুখমণ্ডল।**—গণ্ডদ্বয়ের উষ্ণতা।

দক্ষিণগণ্ডে সূক্ষ্ম দংশনের বোধ।

বাম গণ্ডোপরি জ্বালাযুক্ত দংশনের বেদনা।

১০ **দন্ত।**—বামপার্শ্বের দন্তসকল যেন দন্তহর্ষবিশিষ্ট।

মাড়ীর উপরে কনকনে বোধ।

১১ **জিহ্বা, ইত্যাদি।**—কটু তিক্ত লাগে।

ধূমপানের সময় তামাক তিক্ত লাগে।

জিহ্বোপরি জ্বালা অনুভব।

১২ **মুখগহ্বর।**—মুখমধ্যে থুথু, থুথু ঈষৎ মিষ্ট, বিস্বাদ।

বিবমিষাসহ বমন, মুখমধ্যে অধিক জলসঞ্চয়।

১৩ **গলমধ্য।**—সূচীবেধ সহ, গলমধ্যে শুষ্কতা।

গলমধ্যে শক্ত শ্লেষ্মা; তুলিতে পারে না।

গলাধঃকরণ কষ্টকর, যেন গলমধ্যকার গ্রন্থিসকল স্ফীত হইয়াছে।

১৪ **ইচ্ছা, অনিচ্ছা।**—কোন প্রকার পাকাশয়িক বিকৃতি না থাকিয়া খাদ্যে বিতৃষ্ণা।

মদ্যপানের অদম্য ইচ্ছা।

১৮ **বিবমিষা ও বমন।**—হিক্কা। বারম্বার শূন্য উদ্গার।

ক্রমাগত বিবমিষা ও বমন করিবার ইচ্ছা।

শূন্য কাঠবমি; কাঠবমির সময়ে মস্তকের স্তম্ভিত বোধ ব্যতীত অন্যান্য সকল লক্ষণ বর্দ্ধিত হয়, উহা হ্রাস হয়।

অল্প পরিমাণে ঈষৎ অম্ল, নদুগ্ধাতাদৃক্ তরল পদার্থ বমন।

বমনের পরে মস্তকের লক্ষণসকল উপশম হয়।

১৯ **উদর।**—উপর পেটে কণ্ডনবৎ বেদনা, বায়ু নিঃসরণে উপশম।

প্রবল পেটবেদনা ও বমন।

উদরমধ্যে গড় গড় ও গোঁ গোঁ ডাক।

২০ **মল, ইত্যাদি।**—মলত্যাগের পূর্ব্বে, উদরমধ্যে কর্ত্তন এবং সরলান্ত্রে সূচীবেধ।

মল —তন্তুবর্ণ, মলের অগ্রভাগে রক্তযুক্ত আম।

২১ **পুংজননেন্দ্রিয়।**—বাম মুষ্কে প্রবল বেদনা, ঐ বেদনা প্রস্রাবপথ মধ্য দিয়া চিড়িক মারিয়া উঠে।

২২ **স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।**—ঋতু আগমনে কটিদেশে প্রবল বেদনা, তজ্জন্য তিনি নিশ্বাস লইতে পারেন না।

যোনিমধ্যে নালী (fistula)।

২৩ **গর্ভাবস্থা।**—স্নায়ুগণের অত্যধিক চৈতন্যাধিক্যতা বশতঃ গর্ভস্রাবের আশঙ্কা।

২৪ **লেরিংক্স।**—লেরিংক্স মধ্যে সূচীবেধ ও সঙ্কোচন বোধ।

২৫ **শ্বাসক্রিয়া।**—অত্যন্ত হ্রস্ব শ্বাসক্রিয়া (বর্দ্ধিত)।

লেরিংক্সের সূচীবেধ ও সঙ্কোচন বশতঃ হ্রস্ব, শ্বাসক্রিয়া।

২৭ **কাসী।**—নিশ্বাসগ্রহণকালে দক্ষিণ অথবা উভয় ফুসফুসে সূচীবেধ।

২৯ **হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।**—নাড়ী দ্রুত ও বলশালী।

৩০ **বহির্বক্ষ।**—দক্ষিণ বক্ষে জ্বালানুভব, আভ্যন্তরিক অপেক্ষা বাহিরে বেশী।

৩১ **গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।**—বসিতে গেলে কটিদেশে সূচীবেধসহ জ্বালাকর বেদনা।

পৃষ্ঠদেশে মুষ্টিবৎ বেদনা।

স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের নিম্নে সূচীবেধ।

২৯ উর্দ্ধাঙ্গ।—সঞ্চালন বা বিশ্রামকালে উভয় স্কন্ধে প্রবল সূচীবেধ।

বাম মণিবন্ধ-সন্ধিতে আকৃষ্ট ও খঞ্জবৎ বেদনা।

৩০ নিম্নাঙ্গ।—দক্ষিণ নিতম্বে চাপ।

পদবিক্ষেপকালে নিতম্বসন্ধি ও উরুর মধ্যোদেশে প্রবল বেদনা।

সঞ্চালন ও বিশ্রামকালে জানুদ্বয়মধ্যে প্রবল বাতজনিত ছিন্নকর সূচীবেধ।

জানুদ্বয়ে অলসতা।

পায়ের তলায় সূচীবেধ।

৩১ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রাম বা সঞ্চালন : ৩২, ৩৩। উত্থান ২। পাদবিক্ষেপ : ৩৩। ভ্রমণ : ২, ৩। অবনত : ৩। উপবেশন : ৩ : ৩১। শয়ন : ৩। শয়নান্তে : ৪০। দণ্ডায়মান : ৩৩।

৩২ স্নায়ু।—অত্যন্ত অলসতা।

অত্যন্ত ভ্রমিবোধ ও সতত হাইতোলা।

সাধারণ পরিশ্রান্তি বোধ।

৩৩ নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ হাইতোলা।

দিবসে অত্যন্ত নিদ্রালুতা।

অস্থির নিদ্রা।

৩৪ সময়।—প্রত্যূষে : ৫১। পূর্ব্বাহ্নে : ৪০। মধ্যাহ্নে : ৩। সন্ধ্যা : ৩৩। রাত্রি : ৩৭, ৪০। দিবা : ৩৭, ৪০।

৩৫ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণতা বা আবরণ : ৪০।

খোলা বায়ু : ৩, ৪০। খোলা বায়ুতে ভ্রমণ : ২।

৩৬ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—পূর্ব্বাহ্নে পান বা আহারের পরে, এবং খোলা বায়ুতে শীত এবং ঠাণ্ডা বোধ, সাধারণতঃ তৎসহ মস্তকের উত্তাপ।

ঠাণ্ডাবোধ, আবরণে অথবা গৃহের উষ্ণতায় উপশমিত হয় না।

সন্ধ্যাকালে শয়নের পরে উত্তাপ, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও হাতের তলায়।

রাত্রিতে ঘর্ম্ম বর্দ্ধিত, অল্পগন্ধ ; বগলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৬, ৮, ২৮, ৩০, ৩৩। বাম : ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ২২, ৩২, ৩৩। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ২০। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে : ২৭। বাহির হইতে ভিতরে : ৩।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৬।

৪৭ অবস্থা।—বায়ুপ্রধান প্রকৃতি, উত্তেজনশীল অথবা বিমর্ষচিত্ত।

৪৮ সম্বন্ধ।—তুলনা কর :—কুপ্র, নক্স-ভমি, ক্ষক।

এমেরামের প্রতিবিষ।—ক্যাম্ফার, সির্কা, উদ্ভিজ্জাম্ল।

ওপিয়াম।

(অহিফেন)।

পরীক্ষক :—হ্যানিম্যান।

১ মন।—অচেতন, চক্ষু অর্দ্ধমুদিত, মুখমণ্ডল রক্তাভ, গভীর কোমা।

সুস্পষ্ট কল্পনা, মনের প্রসন্নতা।

অনুমানে হয় দেহের অংশসকল অতি বৃহৎ।

প্রলাপ বকা, চক্ষু উন্মুক্ত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, স্ফীতভাব।

বায়ুপ্রধান (স্নায়বীয়) ও খিট খিটে।

রোগসকল :—অতিরিক্ত আহ্লাদ ; ভয়প্রাপ্তি ; ক্রোধ বা লজ্জা হইতে।

ভয়প্রাপ্তির পরে ভয়প্রাপ্তির ভয় তথাপি থাকে।

২ চৈতন্য।—শব্দ, আলোক এবং অতি সামান্যমাত্র আলোকে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

সংন্যাস, তৎসহ মাথাঘোরা, কাণ ভোঁ ভোঁ অচৈতন্যতা, রক্তবর্ণ, স্ফীত উষ্ণ মুখমণ্ডল ; ধনুষ্টংকারবৎ কাঠিন্য (জড়তা)।

মস্তকে রক্তাধিক্যতা, তৎসহ উহাতে স্পন্দন।

মস্তকের অত্যন্ত ভারবোধ। উঠিলে ভ্রমি।

মাথাঘোরা ; সুরাপানের ন্যায় স্তম্ভিত।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মাথাধরা চক্ষুসঞ্চালনে বর্দ্ধিত।

পুরাতন মস্তকোদক (hydrocephaluss)।

৫ চক্ষু।—অস্পষ্ট দৃষ্টি। দৃষ্টি হ্রাস।

অক্ষিতারকা বিস্ফারিত ও আলোকে অসাড়।

অক্ষিতারকা সঙ্কুচিত। *শৈশব বিসূচিকা।

চক্ষু অনড়, বহির্গামী, উজ্জ্বল।

একদৃষ্টি। লালবর্ণ, অর্দ্ধমুদিত চক্ষু, বিস্ফারিত অক্ষিতারকা।

নিম্ন অক্ষিপুটের স্ফীততা। অক্ষিপুটদ্বয় পক্ষাঘাতের ন্যায় ঝুলিয়াপড়ে।

৬ কর্ণ।—শ্রবণশক্তির তীব্রতা দূরে ঘড়ির শব্দ অথবা কুক্কুট-রবে তাহাকে জাগাইয়া রাখে।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত।

দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণে দক্ষিণ নাসিকায় সূচীবেধ।

নাসিকা রুদ্ধ, শুষ্ক সর্দ্দি।

৮ মুখমণ্ডল।—স্ফীত, কালচেবর্ণ, লালবর্ণ ও উষ্ণ, পাণ্ডুবর্ণ, রক্তশূন্য, মৃত্তিকাবর্ণ, অন্তঃপ্রবিষ্ট মুখমণ্ডল ও চক্ষু, তৎসহ গণ্ডোপরি লালবর্ণ দাগ, নীলাভাযুক্ত স্ফীত মুখমণ্ডল।

মুখমণ্ডলের মাংসপেশী শ্লথ, অধর ঝুলিয়া পড়ে।

মৌখিক মাংসপেশীর কম্পন, উৎক্ষেপ ও আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচন।

মুখমণ্ডলের শিরাসকল পূর্ণ।

▌৩। ৪ সপ্তাহের স্তন্যপায়ী শিশুকে বৃদ্ধের ন্যায় দেখায়।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—অধর ও নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে।

মুখে ফেনা উঠে।

১০ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বার পক্ষাঘাত ও বাক্যোচ্চারণে কষ্ট।

কাল জিহ্বা। মুখগহ্বর ও জিহ্বায় ক্ষত।

১১ মুখমধ্য।—শুষ্ক। লালাস্রাব, রক্ত নিষ্ঠীবন।

লালাস্রাব।

১২ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—তৃষ্ণা নাই।

প্রবল তৃষ্ণা; খাদ্যে বিতৃষ্ণা, কিম্বা রুচি না থাকিয়া প্রবল ক্ষুধা।

সুরাপানের ইচ্ছা; কোষ্ঠবদ্ধ।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—মদ্যপায়ীদিগের নিষ্ফল বমোনোদ্যম।

বমন, প্রথমে খাদ্য, তৎপরে মলের গন্ধের ন্যায় পদার্থ; হিক্কা; অত্যন্ত তৃষ্ণা, হস্তপদাদি শীতল; বিকৃত মুখমণ্ডল।

বমন:—সবুজ, রক্তযুক্ত বা তিক্ত, তৎসহ প্রবল পেটবেদনা ও আক্ষেপ; মল বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে ভার ও চাপ বোধ।

পরিপাকযন্ত্রের ক্রিয়া শৈথিল্য।

১৮ উদর।—প্লীহার স্ফীতত্ত্ব।

বায়ুকর্তৃক পূর্ণ, উদ্গার ও বমন; অন্ত্র বোধ হয় সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ কিন্তু তৎসহ সদত মলমূত্র ত্যাগের বেগ।

অণ্ডকোষ ও মূত্রাশয় মধ্যে চিড়িকমারা বেদনা; অস্থির, উৎকণ্ঠাপূর্ণ, পরিবর্তনশীল অবস্থিতি, মুখমণ্ডল উষ্ণ; নাড়ী ধীর।

উদর শক্ত, স্ফীত, আধ্মানযুক্ত।

■ নাভি ও কুচকিতে অবরুদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি, মল বমন।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল:—জলবৎ; কাল, দুর্গন্ধময়; মলদ্বারে জ্বালা ও বেগসহ সঞ্চলন, অসাড়ে, দুর্গন্ধময়, পাতলা; ভয়প্রাপ্তির পরে অসাড়ে।

■ শৈশববিসূচিকা, তৎসহ তন্দ্রাদোষ, নাক ডাকানসহ আক্ষেপ।

■ ওলাউঠার বিকার লক্ষণে অথবা অধিকমাত্রায় কর্পূর সেবনের পরে।

■ স্থূলকায়, প্রসন্নচিত্ত স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধতা।

মল শক্ত, গোলাকার, কাল; অন্ত্রের ক্রিয়া শৈথিল্য হেতু কোষ্ঠবদ্ধ।

■ মলাবরোধ, ileus অথবা অন্ত্রের পক্ষাঘাত হইতে।

২১ মূত্র।—অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

মূত্র:—মূত্রোৎপত্তি রুদ্ধ; নিদ্রালু, স্তম্ভিত; মূত্র রুদ্ধ, মূত্রাশয় পূর্ণ; মূত্রাশয়ের মুখাবরক পেশীর সঙ্কোচন অথবা পক্ষাঘাত বশতঃ; অল্প, ইষ্টকচূর্ণ অধঃক্ষেপ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা এবং প্রবল লিঙ্গোত্থান; কিম্বা ধ্বজভঙ্গ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু প্রচুর, প্রবল পেটবেদনা, তাহাতে তাঁহাকে বক্র হইয়া পড়িতে বাধ্য করে; মলত্যাগে বেগ।

ভয়প্রাপ্তিহেতু ঋতুরোধ; অদম্য নিদ্রালুতা; আক্ষেপ।

ভয়প্রাপ্তি হইতে জরায়ুস্খলন।

জরায়ু হইতে দুর্গন্ধ স্রাব। * জরায়ু প্রদাহের পরে।

জরায়ুর কোমলতা।

২৪ গর্ভাবস্থা।—ভ্রূণের প্রবল সঞ্চালন।

অত্যন্ত ভয় প্রাপ্তির পরে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা, বিশেষতঃ গর্ভাবস্থার শেষভাগে।

প্রসবের সময়ে—প্রসব বেদনা স্থগিত, তন্দ্রাবেশ (coma), মলমূত্র অবরুদ্ধ, প্রায়ই ভয়প্রাপ্তি হইতে।

প্রসব বেদনার সময়ে ও পরে আক্ষেপ, তৎসহ চৈতন্য বিলুপ্ত ও নিদ্রালুতা, মুখ উষ্ণ।

ভয়প্রাপ্তি হইতে প্রসবান্তিক স্রাব (লোকিয়া) অবরুদ্ধ।

সদ্যোজাত শিশুর রক্তশূন্যতা, শ্বাসহীন, নাভি নাড়ী স্পন্দিত হয়।

কয়েক সপ্তাহের স্তনপায়ী শিশু বাড়ে নাই কিন্তু দেখিতে বৃদ্ধের ন্যায়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি শুষ্ক।

চর্ম্ম কুঞ্চিত।

২৫ লেরিংক্স।—ভগ্ন দুর্বলস্বর ও গলব্যথা, এবং গলা ভিজাইবার প্রবৃত্তি।

ক্ষীণস্বর।

ক্রুপ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—হ্রস্ব নিশ্বাসগ্রহণ, দীর্ঘ, ধীর প্রশ্বাস প্রক্ষেপ; শুষ্ক কাশী, ঘড়্ঘড়্ শব্দ (râles), নিদ্রা, মুখমণ্ডল নীলাভাযুক্ত; অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং শ্বাসরুদ্ধের ভয়; কাশির সময় মৃত্যুবৎ দেখায়।

কষ্টকৃত, অনিয়মিত শ্বাসক্রিয়া, যেন ফুসফুসের পক্ষাঘাত হইতেছে।

ঘড় ঘড় করিয়া শ্বাসক্রিয়া; মুখব্যাদান করিয়া গভীর, নাক ডাকাইয়া শ্বাসক্রিয়া; ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত (stertorous) শ্বাসক্রিয়া।

বুকচাপার ন্যায় নিদ্রাবস্থায় শ্বাসকষ্ট বোধ। * ডিপথিরিয়া।

২৭ কাসী।—শুষ্ক, ভড়ভড় করিয়া, থাকিয়া থাকিয়া, রাত্রিতে বৃদ্ধি ; ফুস-ফুসের আক্ষেপ ও নীলবর্ণ মুখমণ্ডল। * ডিপথিরিয়া।

‖ কাসী, তৎসহ শ্বাসকৃচ্ছ্র ও নীলবর্ণ মুখমণ্ডল। ‖ কাসী, তৎসহ সর্ব্বাঙ্গ শরীরে প্রচুর ঘর্ম। * ডিপথিরিয়া।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষে সঙ্কোচন বোধ।

বক্ষে উত্তাপ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের নিকটে জ্বালা।

গ্রীবায় স্পন্দনকারী ধমনী ও স্ফীত শিরা।

নাড়ী :—পরিবর্ত্তনশীল, নাকডাকানসহ, পূর্ণ ও ধীর ; উৎকণ্ঠাপূর্ণ শ্বাসক্রিয়াসহ, দ্রুত, কঠিন ; অননুভবনীয় ; শিশুদিগের নীলবর্ণ-প্রাপ্তি অবস্থায়।

৩০ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—মদ্যপায়ীদিগের ন্যায়, বাহু ও হস্তদ্বয়ের উৎক্ষেপ ও আক্ষেপিক সঞ্চালন।

বাহুদ্বয়ের পক্ষাঘাত।

হস্তের শিরাসকল পূর্ণ।

৩১ নিম্নাঙ্গ।—পদদ্বয়ের উৎক্ষেপ ও আক্ষেপিক সঞ্চালন।

পদদ্বয়ের দুর্ব্বলতা, অসাড়তা ও পক্ষাঘাত।

চরণদ্বয়ের ভার ও স্ফীততা।

৩২ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—ভয় প্রাপ্তির পরে হস্তপদাদির কম্পন।

হস্তপদাদির আক্ষেপিক উৎক্ষেপ ও অবশতা।

হস্তপদাদির আক্ষেপিক সঞ্চালন।

হস্তপদের শীতলতা।

৩৩ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—উঠিয়া বসে : ২। চক্ষুসঞ্চালন : ৩। সম্মুখে বক্র : ২৬। সঞ্চালন : ৩৬। চীত হইয়া শয়ন : ৩৭।

৩৪ স্নায়ু।—আক্ষেপ :—মানসিক আবেগ, ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি হইতে; অপরিচিত ব্যক্তির আগমনে (শিশুগণ); ক্রন্দনের পর। ধনুষ্টঙ্কারে দেহ পশ্চাতে বক্র। উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া আক্ষেপ আরম্ভ হয়; তৎপরে মুখ দিয়া ফেনা উঠে;

হস্তপদাদির কম্পন; শ্বাসরোধ; চক্ষু অর্দ্ধমুদিত ও ঊর্দ্ধনেত্র, অক্ষিতারকা আলোকে অসাড়। আক্রমণের পরে গভীর নিদ্রা, মুখমণ্ডল গাঢ় রক্তবর্ণ ও উষ্ণ থাকে।

মস্তক, বাহু ও হস্তদ্বয়ের উৎক্ষেপ, কম্পন; দেহ শীতল; নিদ্রা; দেহ-সঞ্চালন এবং মস্তক অনাবৃত করিলে উপশম।

প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর ভ্রমি হয়; চক্ষু মুদিত করে; মস্তক ঝুলিয়া পড়ে; অচেতন হয়; উৎক্ষেপ; গভীর শ্বাস।

ঔষধের ক্রিয়ায় উত্তেজনশীলতার অভাব; জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়ার অভাব।

অবশতা ও অসাড়তা।

সংন্যাসের পরবর্তী পক্ষাঘাত, অসাড়তা, মদ্যপায়ী ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের মল মূত্র অবরুদ্ধ।

— নিদ্রা।—নিদ্রালুতা বা তন্দ্রাবেশ, নাক ডাকাইয়া শ্বাস গ্রহণ, উষ্ণ ঘর্ম।

অতিশয় নিদ্রালুতা কিন্তু নিদ্রা হয় না।

অচৈতন্যকর নিদ্রা ও তৎসহ অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু এবং উচ্চশ্বাসাবস্থ।

কোমা, ভিজিল।

নিদ্রাকালে শয্যাপরি গোঁঙা, গোঁ গোঁ করে, কামোদ্দীপক স্বপ্ন।

অনিদ্রা, তৎসহ ভীতিপ্রদ দৃশ্য, মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে।

অনিদ্রা, তৎসহকারে শ্রবণশক্তির তীক্ষ্ণতা।

— সময়।—দিবা ও সন্ধ্যায় হ্রাস।

রাত্রি ও প্রাতে বৃদ্ধি।

রাত্রি: ২৭, ৬০। মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে ৩৭।

— উত্তাপ ও বায়ু।—শয্যা এত উষ্ণ বোধ হয় যে তিনি (স্ত্রী) উহাতে শুইতে পারেন না; ঠাণ্ডায় উপশম; উত্তাপে বৃদ্ধি।

শীতল বায়ুতে অত্যন্ত রোগপ্রবণ।

— শীত, জ্বর, ঘর্ম।—কেবল হস্তপদের শীতলতা।

শেষ রাত্রিতে শীত, তৃষ্ণা, হস্তপদে বেদনা, মস্তক উত্তপ্ত, নিদ্রালু; পরে উষ্ণতা, তৎসহকারে নিদ্রা, মাথাধরা, রক্তপূর্ণ মুখমণ্ডল,

পিত্ত বমন ; তৎপরে ঘর্ম্ম, প্রধানতঃ পদদ্বয়ে, তৎসহকারে জ্বালা-কর উত্তাপ বোধ।

জ্বর, এমন কি ঘর্ম্মে স্নাত হইলেও সর্ব্বাঙ্গ শরীরে জ্বালা, মুখমণ্ডল লাল-বর্ণ ; নাক ডাকান, মুখব্যাদান ; অনাবৃত হইতে চাহে।

যখন জ্ঞান হয় তখন বলে যে মস্তক অত্যন্ত গরম। * টাইফাস।

রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল, শীতল পদদ্বয়, নিদ্রালু কিন্তু নিদ্রা যাইতে পারে না।

সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম, শরীর জ্বালাকর উষ্ণ, নিদ্রা এবং নাসারব (নাকডাকা)।

শরীরের ঊর্দ্ধাংশে ঘর্ম্ম, নিম্নাংশ উষ্ণ ও শুষ্ক।

কপালে শীতল ঘর্ম্ম।

টাইফইড প্রকারের জ্বর, তন্দ্রাদোষ, জাগাইতে পারা যায় না ; বাক্‌রোধ ; চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত, মৃদু প্রলাপ অথবা উচ্চরবে বকে, প্রলাপে বলপূর্ব্বক হস্তপদাদি সঞ্চালন, সঙ্গীত, পলায়নের ইচ্ছা ; মুখমণ্ডল যত কালচে লালবর্ণ হইবে, ততই ওপিয়ম উপযোগী হইবে ; গভীর রক্তাধিক্যতা বশতঃ মস্তিষ্ক পক্ষাঘাতের আশঙ্কা।

৮১ আক্রমণ।—রাত্রিকালে মৃগীরোগের আক্রমণ।

৮২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৯, ৪২। বাম : ১৮।

৮৩ তন্তু।—মেদ সঞ্চয় (plethora)।

বেদনাশূন্য পূয়োৎপত্তি এবং ক্ষত।

শিরাসমূহে জ্বালা ও শীতলতা অনুভব।

ঐচ্ছিক মাংসপেশীর ক্রিয়া এবং উত্তেজনশীলতা বর্দ্ধিত, অনৈচ্ছিক মাংসপেশীতে হ্রাস।

সমগ্র শরীরের শোথজনিত স্ফীতভা।

সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—শীর্ণ : ৪৬।

চর্ম্ম।—জ্বর না থাকিয়া চর্ম্মের শুষ্কতা।

সর্ব্বস্থানে অতিশয় বিরক্তিকর চুলকানি, সূক্ষ্ম সুঁচবিদ্ধ বোধ।

চর্ম্মের আরক্তিমতা ও চুলকানি।

চর্ম্মোপরি নীলবর্ণ দাগ। চর্ম্মের রক্তশূন্যতা।

১৭ অবস্থা।—শিশু ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে বিশেষতঃ উপযোগী।

মদ্যপায়ীদিগের পক্ষে প্রায়ই উপযোগী।

১৮ সম্বন্ধ।—ওপিয়াম কয়লার ধূমজনিত রোগে প্রায়ই নির্দ্দিষ্ট।

ওপিয়াম প্রতিষেধ করে :—বেলেড, ডিজি, ন্যাকে, মার্কু, নক্সভমি, ষ্ট্রিক, প্লম্ব, ষ্ট্রামো, এণ্টিম-টার্ট।

ওপিয়ামের প্রতিবিষ :—তীব্র কাফি, বেলেড, ইপিকা, নক্স-ভমি।

ওলিয়েণ্ডার।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—স্মরণশক্তি দুর্ব্বল।

অন্যমনস্ক, মনঃসংযোগাভাব।

বোধশক্তি ধীর।

অলস, কোন কাজ করিতে চাহে না।

প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না, চটিয়া উঠে।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা —পক্ষাঘাতের পূর্ব্বে বহুদিবস পর্য্যন্ত ; শয্যা হইতে উঠিতে, দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিম্নে তাকাইলে।

মস্তকভার, শুইয়া পড়িলে উপশম।

যেন দুর্ব্বলতা বশতঃ ভূমি. স্পর্শে উপশমিত হয়।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—বক্র দৃষ্টিতে মাথাধরা উপশমিত হয়।

কপালে, ভিতর হইতে বাহিরের দিকে, চাপযুক্ত বেদনা।

যেন ফাটিয়া যাইবে এইরূপ কপালে বেদনা।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীত্বকে দংশন-চুলকানি, যেন কীটাদির ন্যায়, মস্তকের ও কর্ণের পশ্চাতে বেশী।

সরস, আঁইসবৎ মামড়ীযুক্ত, দংশন-চুলকানি উদ্ভেদ, বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাতে।

৫ চক্ষু।—অশ্রুস্রাব। স্থির দৃষ্টি। চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত।

৬ কর্ণ।—কর্ণের উপর ও চতুর্দ্দিকে রক্ত ও ক্ষত।

৯ মুখমণ্ডল।—প্রাতঃকালে রক্তশূন্য, অন্তঃপ্রবিষ্ট মুখমণ্ডল, চক্ষুর চতুর্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডলাকার দাগ।

ওষ্ঠের অসাড়তা (অবশতা)। মুখে ফেনা উঠে।

১০ দন্ত।—কেবল চর্ব্বণকালে দন্তশূল।

রাত্রিতে শয়নকালে কসের দন্তে আকর্ষণবৎ বেদনা, তৎসহ উৎকণ্ঠা, বিবমিষা ও পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব।

১১ জিহ্বা।—বাক্‌রোধ।

জিহ্বা:—কর্কশ, শুষ্ক শাদা, কণ্টকসকল উন্নত।

খাদ্যে বিস্বাদ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অত্যন্ত ক্ষুধা, তৎসহ হস্তদ্বয়ের কম্পন এবং দ্রুত ভক্ষণ, রুচি নাই।

অধিক তৃষ্ণা, বিশেষতঃ শীতল জলের।

১৫ পানাহার।—ভোজনকালে প্রবলরূপে শূন্য উদ্গার।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—খাদ্য এবং তিক্ত সবুজাভাযুক্ত জল বমন।

বমনের পরে প্রচুর ক্ষুধা ও তৃষ্ণা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়গহ্বরে শূন্যতা বোধ, এমন কি আহারান্তেও।

পাকাশয়গহ্বরে স্পন্দন।

১৯ উদর।—নাভির নিকটে সূচীবেধ ও চর্ব্বণ।

অন্ত্রমধ্যে ডাকা ও গড় গড় শব্দ হয়, তৎসহ অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধ বায়ুঃনিঃসরণ।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলত্যাগের নিষ্ফল বেগ।

গড় গড় করিয়া পেট ডাকা, তৎসহ পচা ডিম্ববৎ দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ।

মল পাতলা, হরিদ্রাবর্ণ, অজীর্ণ, বায়ু নিঃসরণকালে অসাড়ে নির্গত হয়।

যাহা তিনি পূর্ব্বদিন ভক্ষণ করিয়াছেন তাহা পরদিন প্রাতে অজীর্ণ নির্গত হইয়া যায়।

প্রথমে উদরাময়, তৎপরে কঠিন, কষ্টকৃত মল; গর্ভাবস্থায়।

মল ও মূত্র অসাড়ে।

অন্ত্রে ক্ষত সহ উদরাময়।* টুবার্কুলোসিস।

মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে মলদ্বারে জ্বালা।

২৪ মূত্র।—পুনঃ পুনঃ প্রচুর প্রস্রাব।

২৫ লেরিংক্স।—ট্রেকিয়াতে আঠাবৎ শ্লেষ্মা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শয়নে কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া। গলা ঘড় ঘড় করিয়া শ্বাসক্রিয়া।

২৭ কাসী।—লেরিংক্সে শুড় শুড়ি বশতঃ প্রবল, দেহ-কম্পনকারী কাসী।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষমধ্যে শূন্যতা ও শীতলতা অনুভব।

বাম বক্ষে সূচীবেধ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডোপরি আকৃষ্ট বেদনা, অবনত হইলে বৃদ্ধি।

চক্ষের দুর্ব্বলতা ও শূন্যতা অনুভব সহ হৃৎকম্পন, সেই সময়ে পাকাশয়-গহ্বরে পূর্ণতাবোধ।

নাড়ী:—দ্রুত, চঞ্চল উষ্ণ, পরিবর্ত্তনশীল অনিয়মিত।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—লিখিবার সময়ে হাত কাঁপে।

জ্বালাকর বেদনা সহ অঙ্গুলিসকল অনম্য ও স্ফীত।

হস্তোপরি শিরা সকল স্ফীত।

মণিবন্ধের আভ্যন্তরিক পার্শ্বে ও অঙ্গুলিসমূহের মধ্যে মধ্যে চুলকানির ন্যায় উদ্ভেদ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা।

দাঁড়াইলে জানুদ্বয় কম্পমান।

চরণদ্বয় সতত শীতল।

৩৪ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালনে।—আক্ষেপ উপস্থিত হয়।

লেখা: ৩২। উত্থান: ২। দাঁড়ান: ২, ৩৩। শয়ন: ২, ১০।

৩৫ স্নায়ু।—বেদনাশূন্য পক্ষাঘাত।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির অনম্যতা ও শীতলতা।

পৈশিক শক্তি বিলুপ্ত, কম্প।

মাংসপেশীর প্রবল আক্ষেপিক সঙ্কোচন; শরীরের ঊর্দ্ধাংশের ও বাম পার্শ্বেরই বেশী।

৩৭ নিদ্রা।—হাইতোলা:—তৎসহ নিম্নচোয়ালের কম্পন; তৎসহ শীত শীত বোধ ও মাংসপেশীর কম্পন।

অস্থির নিদ্রা, পুনঃ পুনঃ জাগরণ।

স্বপ্নদোষ সহ কামোদ্দীপক স্বপ্ন।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীতবোধ, গাত্রের আভ্যন্তর উত্তাপ হ্রাস, অথবা বাহ্যিক শীত, আভ্যন্তরিক উত্তাপ, তৃষ্ণা নাই।

সর্ব্বাঙ্গে সাময়িক শীত, মুখমণ্ডল উষ্ণ, হস্তদ্বয় শীতল।

৪১ আক্রমণ।—সাময়িক ৪০।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ ৩৬। বাম ২৮, ৩৬।

৪৬ চর্ম্ম।—প্রবল কণ্ডূয়নযুক্ত উদ্ভেদ, রক্তস্রাবী, রস পড়িয়া মামড়ী জন্মে।

৪৮ সম্বন্ধ।—ওলিয়েণ্ডারের প্রতিবিষ:—ক্যান্থার।

ককুলাস।

পরীক্ষক:—হার্নিমান।

১ মন।—মস্তকমধ্যে স্তম্ভিত বোধ।

মেধাশক্তি ধীর।

সময় অতি দ্রুত চলিয়া যায়।

দীর্ঘশ্বাস, কোঁথান, গোঁ গোঁ করা।

হঠাৎ অধিক উৎকণ্ঠা।

সহজেই চমকিত হয়।

সামান্য বিষয়েই রাগান্বিত হয়।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা:—সুরাপানের ন্যায়, অথবা তৎসহ শয্যায় উঠিয়া বসিতে গেলে বমনেচ্ছা, শুইয়া থাকিতে বাধ্য।

মস্তক যেন কুয়াসাবৃত, সাধারণতঃ পানাহারে বর্দ্ধিত হয়।

মস্তকমধ্যে শূন্যতা ও গহ্বর বোধ, খোলাবায়ুতে ও আহারান্তে বৃদ্ধি, শয্যায় দেহ উষ্ণ হইলে উপশম।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মাথাধরা, তৎসহ বিবমিষা ও বমনেচ্ছা।

মাথাধরা যেন চক্ষুদ্বয় টানিয়া ছিঁড়িয়া বাহির হইতেছে।

বাহির হইতে ভিতরের দিকে চাপযুক্ত মাথাধরা।

বিবমিষাসহ কপালে চাপযুক্ত বেদনা, বাহির হইতে ভিতরের দিকে বেদনা; আহার, পান, নিদ্রা, চিন্তা হইতে বৃদ্ধি; বিশ্রাম ও গৃহমধ্যে উপশম।

প্রবল মাথাধরা, মস্তকের পশ্চাতে চাপ দিয়া শুইতে পারে না, পার্শ্বে শুইতে হয়; সামান্য মাত্র আলোকে বৃদ্ধি; শব্দে বমন হয়।

সন্ধ্যাকালে কপালে স্পন্দন, আহারের পূর্ব্বে ও পরে বৃদ্ধি।

৪ বহির্মস্তক।—গ্রীবার মাংসপেশীর দৌর্ব্বল্য বশতঃ মস্তকের আক্ষেপিক কম্পন; খোলাবায়ুতে ও নিদ্রার পরে, কাফি ও তামাকে বৃদ্ধি; উষ্ণ গৃহে উপশম।

৫ চক্ষু।—অল্প দৃষ্টি, চক্ষুর সম্মুখে কাল দাগ, যদিও পদার্থ সুস্পষ্ট দেখা যায়।

চক্ষুতে সূচবৎ বেদনা, তৎসহ রাত্রিতে অক্ষিপুট খুলিতে অক্ষমতা।

অক্ষিগোলক সতত বিঘূর্ণন সহ, চক্ষু মুদিত।

৬ কর্ণ।—শ্রবণশক্তির চৈতন্যাধিক্যতা।

শ্রবণশক্তির হ্রাস সহ, জলস্রোতের ন্যায় কর্ণ মধ্যে শব্দানুভব।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তি তীব্র কিম্বা দুর্ব্বল।

নাসিকা হইতে স্রাব রক্তযুক্ত, পূঁজের ন্যায়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল:—রক্তশূন্য; চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ; মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম।

গণ্ডাস্থিদ্বয়ের নিকটে চাপযুক্ত, অসাড় ও খিলধরাবৎ বেদনা, চোয়াল খুলিলে বৃদ্ধি।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—নিম্ন চোয়ালের নিম্নে স্ফীত কঠিন গ্রন্থি সকল, এবং সম্মুখ বাহুতে ঐ, ঐ সকল আঘাত করিলে বেদনাযুক্ত বোধ হয়।

১০ দন্ত।—গহ্বরযুক্ত দাঁতসকল কেবল চর্ব্বণের সময় বেদনা করে, এমন কি কোমল খাদ্য হইলেও।

১১ **জিহ্বা, ইত্যাদি।**—আস্বাদ :—তিক্ত ; পচা ; অম্ল ; দুর্গন্ধ ; ধাতব ; গন্ধকবৎ।

খাদ্যে বোধ হয় যেন অল্প লবণ দেওয়া হইয়াছে, তামাক তিক্ত লাগে।

খাদ্যে বিতৃষ্ণা সহ হরিদ্রাবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা।

১২ **মুখমধ্য।**—রাত্রিতে মুখের শুষ্কতা, তৃষ্ণা নাই।

ফেনাযুক্ত লালা ও প্রবল তৃষ্ণাসহ, মুখমধ্যে শুষ্কতা অনুভব।

১৩ **গলমধ্য।**—লেরিংক্সে শুষ্কতা।

টন্সিলদ্বয়ে চাপযুক্ত বেদনা, খাদ্য গলাধঃকরণ অপেক্ষা ঢোক গিলিতে বৃদ্ধি।

মুখে গন্ধকের গন্ধসহ অন্ননলীতে জ্বালা, উহা কসেস পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

একপ্রকার পক্ষাঘাত, তাহাতে গলাধঃকরণে বাধা জন্মে।

শ্বাসকষ্ট ও কাসী, কিম্বা কাসিবার ইচ্ছাসহ, কসেসের ঊর্দ্ধাংশে শ্বাসরোধক সঙ্কোচন বোধ।

১৪ **ইচ্ছা, অনিচ্ছা।**—রুচি অভাবে ক্ষুধা।

জলপানে বিতৃষ্ণাসহ তৃষ্ণা।

তৃষ্ণাশূন্য, অম্ল পদার্থে বিতৃষ্ণা।

১৫ **পানাহার।**—সমস্ত লক্ষণ ও রোগসকল (বিশেষতঃ মস্তকের) পানে ও আহারে বর্দ্ধিত হয়।

১৬ **বিবমিষা ও বমন।**—পুনঃ পুনঃ শূন্য উদ্গার ; তৎপরে তিনি (স্ত্রী) খাইতে চান।

প্রাতঃকালে বিবমিষা মস্তক মধ্যে অনুভূত হয়, এবং বমন করিবার ইচ্ছা, ভ্রমি বশতঃ শয্যা হইতে উঠিতে পারে না।

শকটারোহণ অথবা ঠাণ্ডা লাগাইলে বিবমিষা ও বমন।

বমন :—অম্ল ; তিক্ত ; দুর্গন্ধময়।

১৭ **পাকস্থলী।**—পাকাশয়ের প্রবল খিলধরা ; এবং তৎসহ অধিক বায়ুসঞ্চয় (আধ্মান) ও লালা ; পাকাশয়শূল (gastralgia)।

পাকাশয় মধ্যে বেদনাযুক্ত পূর্ণতা অনুভব।

১৮ **হাইপোকণ্ড্রিয়া।**—যকৃত প্রদেশে চাপযুক্ত বেদনা, কাসিলে বৃদ্ধি।

যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ।

১৯ উদর।—উদরমধ্যে শূন্যতা বোধ।

উদরমধ্যে অনুভব হয় যেন প্রত্যেক সঞ্চালনে তীক্ষ্ণধার প্রস্তর খণ্ড সকল পরস্পর ঘৃষ্ট হইতেছে।

পেটের মধ্যে অত্যন্ত ডাকা।

প্রায় মধ্যরাত্রির সময়ে আক্ষেপিক আধ্মানিক পেট বেদনা।

বায়ুনিঃসরণে উপশমিত হয় না; উদ্গারে উপশম হয়।

২০ মল, ইত্যাদি।—বৈকালে সরলান্ত্রে সঙ্কোচক বেদনা, তাহাতে বসিতে পারে না।

উদরাময়, তৎসহ অনুভব হয় যেন উদরমধ্যে তীক্ষ্ণধার প্রস্তরখণ্ড পরস্পর ঘৃষ্ট হইতেছে।

কেবল দিবসে উদরাময়, মল পাতলা, হরিদ্রাভাযুক্ত, বেদনাশূন্য।

উদরমধ্যে আবেষ্ট বদ্ধ; অন্ত্রের অবরোধ।

২১ মূত্র।—অনবরত মূত্র। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের ইচ্ছা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রাত্রিতে স্বপ্নদোষ।

জননেন্দ্রিয়ে উগ্র জ্বালা, তৎসহ সঙ্গমেচ্ছা।

জননযন্ত্র সমূহে চৈতন্যাধিক্যতা বর্দ্ধিত।

স্পর্শ করিলে অণ্ডকোষ মধ্যে আকৃষ্ট, টাটানি বেদনা।

মেঢ্রের চুলকানি

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু প্রচুর ও অতি শীঘ্র শীঘ্র, উঠিয়া দাঁড়াইলে রক্ত পড়িয়া ভাসিয়া যায়।

কাল রক্তযুক্ত স্রাব।

ঋতুর পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর।

শ্বেতপ্রদর, রক্তের জলীয়াংশের (সিরামের) ন্যায়, তৎসহ পূঁজ, উত্তেজক ইত্যাদি মিশ্রিত।

রজঃশূলের পরে অর্শ। জরায়ু মধ্যে বেদনাকারক চাপ, তৎসহ বক্ষে বিবমিষা, ঝিমঝিমা ও ভ্রমি।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় জরায়ু হইতে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা স্রাব।

আক্ষেপিক ও অনিয়মিত প্রসব বেদনা।

কটিদেশে ভয়ানক বেদনা, তৎসহ জরায়ুর ও এর আকারবৎ সঙ্কোচন।

কষ্টদায়ক প্রসববেদনার পর আক্ষেপ।

২৬ **লেরিংক্স।**—কথা কহিলে সমস্ত লক্ষণ, বিশেষতঃ মস্তকের লক্ষণসকল বর্দ্ধিত হয়।

২৭ **কাসী।**—বক্ষে কষ্ট বোধ বশতঃ শ্রান্তিপ্রদ কাসী।

২৯ **হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।**—নাড়ী ক্ষুদ্র ও আক্ষেপযুক্ত, প্রায়ই অননুভবনীয়, কদাচিত কঠিন, কিঞ্চিত বর্দ্ধিতগতি।

দ্রুত সঞ্চালন এবং মানসিক উত্তেজনা বশতঃ, মাথাটলা ও ভ্রমিবোধ সহ হৃৎকম্পন।

৩১ **গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।**—সঞ্চালনকালে গ্রীবায় বেদনাদায়ক অনম্যতা।

নিতম্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত পক্ষাঘাতবৎ বেদনা।

৩২ **ঊর্দ্ধাঙ্গ।**—স্কন্ধসন্ধি ও বাহুর মাংসপেশী সমূহে বিশ্রামকালে সূচীবেধ।

দক্ষিণ বাহুর উদ্ধাংশে সূচীবেধ।

একবার এক হাত, আবার অন্য হাত অসাড়।

একবার এক হাত, আবার অন্য হাত পর্য্যায়ক্রমে উষ্ণ অথবা শীতল।

৩৩ **নিম্নাঙ্গ।**—আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় উরুদ্বয়ে বেদনা।

জানুর প্রদাহযুক্ত বেদনা।

সঞ্চালনকালে জানুদ্বয়ে খট্ খট্ শব্দ।

নিম্নাঙ্গ :—প্রায় পক্ষাঘাতযুক্ত।

চরণদ্বয়ের উষ্ণ, কণ্ডূয়নযুক্ত, স্ফীততা।

চরণদ্বয় শীতল, চরণদ্বয়ের শোথবৎ স্ফীততা।

৩৪ **সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।**—দক্ষিণ বাহু ও দক্ষিণ পদের অনৈচ্ছিক সঞ্চালন, নিদ্রাকালে স্থগিত হয়।

সন্ধিসমূহে খট্ খট্ শব্দ ; সন্ধিসমূহের বেদনাদায়ক অনম্যতা।

৩৫ **অবস্থিতি।**—বিশ্রাম : ৩, ৩২। সঞ্চালন : ১১। ভ্রমণ : ২৮। সঞ্চালন : ৩৩। দ্রুত সঞ্চালন : ২৯। সামান্য ব্যায়াম : ৪০। উপবেশন : ২০। শয়ন : ৩।

৩৬ স্নায়ু।—সর্ব্বাঙ্গ শরীরের অলসতা, চীৎকার করিয়া কথা কহিতে দুর্ব্বলতা অনুভব হয়।

প্রাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানে মৃগীরোগ; তৎপরে জ্বর।

বিমর্ষতাসহ হিষ্টিরিয়া রোগ।

মুখমণ্ডল, জিহ্বা ও ফেরিংক্সে পক্ষাঘাত; অসাড়তা ও শুড়শুড়িযুক্ত নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত।

৩৭ নিদ্রা।—রাত্রি জাগরণ করিয়া অনিদ্রা।

অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা বশতঃ নিদ্রা ভাল হয় না।

নিদ্রায় সমস্ত লক্ষণ, বিশেষতঃ মস্তকের লক্ষণসকল, বর্দ্ধিত হয়।

উৎকণ্ঠাযুক্ত, ভীতিপ্রদ স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ১৬, ৪০। বৈকাল: ২০, ৪০। সন্ধ্যা: ৩, ৪০, ৪৬। রাত্রি: ৫, ১২, ২২, ৪০, ৪৬। সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত: ৪০। দিন: ২০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—ঠাণ্ডা বা গরম (খোলা) বাতাস সহ করিতে পারে না।

ঠাণ্ডা লাগাইলে: ১৬। ঠাণ্ডা ঘর: ৮। শীতল বায়ু: ৩। খোলা বায়ু: ২, ৪। বাহ্যিক উষ্ণতা: ৪০। উষ্ণ গৃহ: ৪। গৃহমধ্য: ৩, ৪।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—পুনঃ পুনঃ পর্য্যায়ক্রমে শীতের সহিত উত্তাপ।

বৈকাল ও সন্ধ্যায় আভ্যন্তরিক শীত; তৎসহ সমস্ত শরীরে কম্প, কিন্তু পৃষ্ঠদেশ ও পদদ্বয়ে বেশী।

উষ্ণ চর্ম্মসহ ক্রমাগত শীত শীত বোধ।

সমস্ত রাত্রি শুষ্ক উত্তাপ।

সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত শরীরের ঘর্ম্ম, তৎসহ মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম।

অতি সামান্য মাত্র পরিশ্রমে সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম।

৪১ পার্শ্ব।—দক্ষিণ ৯, ১৮, ১৯, ২৮, ৩২, ৩৪। বাম: ২৮। বাহির হইতে ভিতরে. ৩, ৪৪। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে।

৪২ তন্তু।—শীর্ণতা। রক্তাল্পাবস্থা।

সন্ধিসমূহে বাতরক্তের (gout) বেদনা ও খট্ খট্ শব্দ।

পক্ষাঘাতের বেদনা; ছিন্নকর; টাটানি; খননবৎ; অস্থিমধ্যে যেন আঘাত প্রাপ্ত।

গ্রন্থিসকল :—জ্বালা; বাহির হইতে ভিতরে চাপ বোধ; উষ্ণ স্ফীততা; শীতল; হুলবেধ।

৪৬ চর্ম্ম।—অত্যন্ত কণ্ডূয়ন, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে গাত্রবস্ত্রাদি খুলিবার সময়ে কিম্বা রাত্রিতে পালক-শয্যায়।

ক্ষত স্পর্শে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

৪৭ অবস্থা।—শিশু ও স্ত্রীদের পক্ষে প্রায়ই উপযোগী।

স্বল্পকেশ ব্যক্তি। মদ্যপায়ীগণ।

৪৮ সম্বন্ধ।—সুরাপানজনিত রোগসমূহে উপযোগী।

পাকাশয়শূলে (gastralgia) নক্সভমিকার পরে উপকারী।

কফিয়া।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—নানাপ্রকার ভাবোদয়; কার্য্যে সত্বরতা, তন্নিমিত্ত নিদ্রার অভাব।

পানাত্যয় :—মনে হয় তিনি বাড়ীতে নাই, তৎসহ হস্তেদ্বয়ের কম্পন; ক্ষুদ্র, দ্রুত নাড়ী।

সামান্য বিষয়ের জন্য অত্যধিক ক্রন্দন ও বিলাপ।

শিশু সহজেই কান্দে ও হাসে; ক্রন্দনের সময় হঠাৎ আনন্দচিত্তে হাসে, এবং পরিশেষে পুনরায় কান্দে।

প্রফুল্লতা। মৃত্যুর ভয়।

বেদনা অসহ্য বোধ হয়, তাহাতে নিরাশা জন্মে।

২ চৈতন্য।—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত প্রাখর্য্য,—শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদ ও স্পর্শ শক্তি তীক্ষ্ণ। সংন্যাসের আশঙ্কা; অতি-উত্তেজিত, বেশী কথা কহে, ভয়পূর্ণ, বিবেকের যন্ত্রণা, খোলাবায়ুতে অনিচ্ছা, নিদ্রাহীন, আক্ষেপিক দন্তসংঘর্ষণ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকে রক্তাধিক্যতা; কথা কহা বশতঃ চিন্তা করিয়া মাথাধরা।

এক পার্শ্বের মাথাধরা, যেন মস্তক মধ্যে প্রেকবিদ্ধ হইতেছে, খোলা বায়ুতে বৃদ্ধি।

মাথাধরা, যেন মস্তিষ্ক ছিন্নবিছিন্ন বা খণ্ড খণ্ড হইয়াছে।

৫ চক্ষু।—রক্তাভ; দর্শনশক্তি বর্দ্ধিত। অক্ষিতারকা বিস্ফারিত।

৬ কর্ণ।—শ্রবনশক্তি অধিকতর তীব্র।

শব্দে বিতৃষ্ণা; শব্দে কষ্টবোধ হয়।

মস্তক (একপার্শ্বে) মধ্যে খট্ খট্ শব্দ, নাড়ীস্পন্দনের সহিত সমকালিক; বিশেষতঃ প্রাতে ও খোলাবায়ুতে; গৃহমধ্যে ভাল।

৭ নাসিকা।—তীব্র, চৈতন্যাধিক আঘ্রাণশক্তি।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব:—মস্তকের ভার ও বিমর্ষতাসহ; মলত্যাগে বেগ দিবার সময়ে।

৮ মুখমণ্ডল।—রক্তবর্ণ গণ্ডসহ, মুখমণ্ডলের শুষ্ক উত্তাপ।

বেলা ১ টার সময়ে মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বে, মস্তকে এবং দক্ষিণ অক্ষিগোলকে স্নায়ুশূল।

১০ দন্ত।—দন্তশূল:—হুলবেধ ও উৎক্ষেপযুক্ত, সবিরাম কামড়ানি (aching), তৎসহ অস্থিরতা, যন্ত্রণা ও ক্রন্দনেচ্ছা, বিশেষতঃ রাত্রিতে ও আহারের পরে; দন্তশূল বর্দ্ধিত হয়:—উত্তপ্ত বা উষ্ণ পানীয় হইতে, চর্ব্বণ হইতে, রাত্রিতে; উপশমিত হয়:—বরফ বা বরফজল মুখে লইলে।

১৩ গলমধ্য।—ঘুভূলা অতি লম্বা, স্ফীত। গলবেদনা, ঠাণ্ডাবায়ুতে বৃদ্ধি।

তালুর পার্শ্ব হইতে অন্ননলী পর্য্যন্ত স্থায়ী বেদনা; গলমধ্যে শল্যাদ্ভব বশতঃ গলাধঃকরণে সতত ইচ্ছা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—দ্রুত ভোজনসহ বর্দ্ধিত ক্ষুধা।

রাত্রিতে তৃষ্ণায় জাগিয়া উঠে; ঘর্ম্মাবস্থায় তৃষ্ণা।

১৫ পানাহার।—দ্রুত আহার ও পান করে।

সুরাপান হেতু কুফল।

আহারান্তে : ১০। উত্তপ্ত বা উষ্ণ পানীয় : ১০। বরফ বা বরফজল : ১০।

১৮ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা, উদ্গার।

গলমধ্যে সর্ব্বদা বমন করিবার ইচ্ছা বোধ হয়।

১৯ উদর।—পেটবেদনা :—যেন পাকাশয় অধিক বোঝাই হইয়াছে; যেন উদর ফাটিয়া যাইবে; উদরের উপর কসা কাপড় সহ্য করিতে পারে না।

উদরমধ্যে চাপ বোধ, যেন বায়ুরুদ্ধ রহিয়াছে।

২০ মল, ইত্যাদি।—উদরাময় :—জলবৎ, সমস্ত দিবস বেদনাশূন্য।

দন্তোদ্গমকালে। দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—জননযন্ত্র সমূহ অধিক উত্তেজিত কিন্তু শুক্রক্ষরণ হয় না, এবং তৎসহ দেহের শুষ্ক উত্তাপ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু :—অতি প্রচুর ও দীর্ঘস্থায়ী; প্রচুর, তৎসহ দেহের শীতলতা ও অনম্যতা।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব :—বৃহৎ কাল কাল পিণ্ডবৎ, প্রত্যেক সঞ্চালনে বৃদ্ধি, তৎসহ কুচকিতে প্রবল বেদনা ও মৃত্যুভয়।

শ্বেতপ্রদর :—শ্লেষ্মার ন্যায়, কিম্বা দুগ্ধবৎ; প্রস্রাবের সময়ে বেশী।

২৪ গর্ভাবস্থা।—আসন্ন গর্ভস্রাব, বা প্রসববেদনা হেতু অতি প্রবল বেদনা।

প্রসব বেদনা স্থগিত হইয়া আইসে।

প্রসব বা প্রসবান্তিকা বেদনার সময়ে অত্যন্ত মৃত্যুভয়।

মানসিক উত্তেজনাবশতঃ সূতিকা জ্বর, তৎসহ দেহের উষ্ণতা, জিহ্বা সরস, তৃষ্ণা নাই; প্রলাপ বকা, চক্ষু উন্মিলীত; প্রবল ঔদরিক বেদনা, তৎসহ নিরাশা, অনিদ্রা।

২৫ লেরিংক্স।—গ্লটিসের আক্ষেপ, নিদ্রাহইতে কষ্টকর শ্বাসক্রিয়া বশতঃ জাগিয়া উঠে, তৎসহ শাঁই শাঁই শব্দ, শীতলঘর্ম্ম, নীলবর্ণ মুখমণ্ডল।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—বক্ষের কষ্টবোধ; হ্রস্ব নিশ্বাস গ্রহণ; বক্ষ সুস্পষ্ট উন্নত অবনত হয়।

প্রাতে হাঁপানির আক্রমণ, ক্রমাগত নড়িতে চাহে।

২৭ কাসী।—হ্রস্ব; শুষ্ক; আক্ষেপিক ও শুষ্ক; রাত্রিতে; হাপের সময়ে।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎকম্পন প্রবল, অনিয়মিত, তৎসহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কম্পন।

নাড়ী অধিকতর দ্রুত কিন্তু অল্প বলশালী, এমন কি ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—সায়াটিক স্নায়ুশূল, ফাটিয়া যাওয়া, চিড়িকমারা, ভ্রমণে বর্দ্ধিত; চাপে উপশমিত, বৈকাল ও রাত্রিতে বৃদ্ধি; রাত্রিতে অস্থির ও নিদ্রাশূন্য।

৩৫ অবস্থিতি।—সঞ্চালন: ২৩। নড়িতে ইচ্ছা: ২৬। ব্যায়াম: ৪০। ভ্রমণ: ৩৩। উপবেশন: ৩।

৩৬ স্নায়ু।—অত্যন্ত স্নায়বীয় অস্থিরতা ও উত্তেজনা।

দন্তোদ্গামী শিশুদিগের আক্ষেপ, তৎসহ দন্ত সংঘর্ষণ এবং হস্তপদের শীতলতা।

হঠাৎ মানসিক আবেগবশতঃ ভ্রমি।

৩৭ নিদ্রা।—অনিদ্রা—মানসিক বা শারীরিক অধিক উত্তেজনা বশতঃ।

৩৮ সময়।—৬, ২৫, ২৬, ৪০। বৈকাল: ৩। সন্ধ্যা: ২৩, ৪০। রাত্রি: ১০, ১৪, ১৭, ৩৩, ৪০। সমস্তদিন: ২০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উত্তপ্ত বা গরম পানীয়: ১০। বরফ বা বরফজল: ১০। শীতলবায়ু: ১৩। ঠাণ্ডা: ৪০। খোলাবায়ু: ২, ৩, ৬, ২৭।

৪০ শীত জ্বর, ঘর্ম্ম,।—শীত পৃষ্ঠ বহিয়া নামে।

ব্যায়ামে শীত বর্দ্ধিত।

মুখমণ্ডল বা সমস্ত শরীরের বাহিক উত্তাপ সহ আভ্যন্তরিক কম্প।

আভ্যন্তরিক ও বাহিক উষ্ণতা সহ শীত শীত বোধ।

ঠাণ্ডায় অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

সন্ধ্যাকালে শয়নান্তে, পৃষ্ঠদেশে কম্পনসহ, বাহিক উত্তাপ। প্রলাপ সহ রাত্রিতে উত্তাপ।

৪১ পার্শ্ব।—বাহির হইতে ভিতরে: ২। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে: ৪০।

৪২ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—চুলকাইলে: ২৩। চাপ: ৩৩; কাপড়ের চাপ: ১৯। চর্ব্বণ: ১০।

১৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মের অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।
অত্যন্ত বর্দ্ধিত উত্তেজনশীলতা ও ক্রন্দন সহ হাম।
গাত্রে রক্তিমাবর্ণ উদ্ভেদ।

১৮ সম্বন্ধ।—কফিয়ার প্রতিবিষ :—একো, ক্যাম, নক্সভমি, পলসা।
কফিয়া প্রতিষেধ করে :—ক্যাম, কলো, নক্সভমি, সোরি।
কাফি পানবশতঃ পুরাতন রোগ সমূহে :—ক্যাম, ইগনে, মার্কু, নক্সভমি, সলফা।

কলচিকাম।

পরীক্ষক :—ষ্টাফ।

১ মন।—চৈতন্যশক্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, অজ্ঞান।
স্মরণশক্তি দুর্ব্বল। পড়িতে পারে কিন্তু বুঝিতে পারে না।
মস্তকমধ্যে গোলমাল (confusion)।
কোন প্রকার ব্যায়ামে অনিচ্ছা।
মানসিক প্রকৃতি প্রায়ই প্রফুল্ল; কিম্বা বিমর্ষ।
বাহ্য উত্তেজনাসকল যথা উজ্জ্বল আলোক, তীব্র গন্ধ, সংস্পর্শ, অন্যের অন্যায় কাজ প্রভৃতি তাঁহাকে জ্ঞানহারা করিয়া তুলে।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা ভ্রমণান্তে উপবিষ্টাবস্থায়; উঠিলে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—একবিন্দুবৎ মাথাধরা, বিশেষতঃ চক্ষূর্দ্ধে।
মস্তকে চাপ বোধ; বিশেষতঃ অক্ষিপটে।
মস্তিষ্কমধ্যে গভীর স্থানে চাপযুক্ত ভার বোধ, বিশেষতঃ সঞ্চালন বা অবনত হইলে।
কপালে কীটচারণানুভব।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীত্বকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে, বিশেষতঃ অক্ষিপটে ছিন্নকর।
মস্তক সঞ্চালনে কষ্ট।

৫ চক্ষু।—চক্ষুর মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে অতি প্রবল, তীক্ষ্ণ ছিন্নকর বেদনা।

গভীর অক্ষিগহ্বরের মধ্যে আকর্ষণ খননবৎ বেদনা।

চক্ষুর প্রদাহ, অপরিষ্কার দৃষ্টি, চক্ষু হইতে জল পড়ে, কর্ণিয়ার উপরে সাদা দাগ।

কোমল ছানি (cataract)।

চক্ষু :—অর্দ্ধমুদিত ; অন্তঃপ্রবিষ্ট, একদৃষ্টি।

৬ কর্ণ।—শ্রবণশক্তি সাধারণতঃ তীব্র।

কর্ণমধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ ; কর্ণ রুদ্ধ বোধ হয়।

কর্ণমধ্যে সূচীবেধ সহ কাণ কামড়ানি।

কর্ণমধ্যে ছিন্নকর বেদনাসহ কর্ণ হইতে স্রাব। *হামের পর।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তি অতি তীব্র ; মাংসের ব্রথের গন্ধে বিবমিষা, এবং টাট্‌কা ডিম্বের গন্ধে প্রায় ভমি উপস্থিত হয়।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

দীর্ঘস্থায়ী সর্দ্দি ; স্রাব পাতলা, আঠাবৎ।

নাসিকা শুষ্ক ও কাল।

৮ মুখমণ্ডল।—বিমর্ষ, শোকার্ত্ত চেহারা ; অন্তঃপ্রবিষ্ট ; যেন হাস্যবদন ; হরিদ্রা দাগযুক্ত ; গণ্ডদ্বয় লালবর্ণ ও উষ্ণ ; ঘর্ম্মাবৃত।

মুখমণ্ডলের শোথবৎ স্ফীততা।

বিনষ্ট দন্ত বশতঃ বেদনা ও স্ফীততা।

মুখমণ্ডল ও নাসিকার অস্থিসমূহ মধ্যে আকর্ষণ, যেন উহা বিদীর্ণ হইতেছে।

১০ দন্ত।—দন্ত সংঘর্ষণ। দন্তে দন্তে চাপিলে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য।

দন্ত অতি লম্বা বোধ হয়।

ঠাণ্ডা হইতে দন্তশূল বর্দ্ধিত, গরম দ্রব্যের পরে।

চোয়াল ও মাড়ীতে ছিন্নকর বেদনা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—খাদ্যের আস্বাদশূন্যতা।

বাকরোধ। *টাইফাস জ্বরে।

জিহ্বা :—উজ্জ্বল লালবর্ণ ; ভারী, অচল ও অসাড় ; কষ্টে বহিষ্কৃত করা যায়।

১২ মুখমধ্য।—গলমধ্যের শুষ্কতা সহ, প্রচুর লালানিঃসরণ।

মুখগহ্বর ও গলমধ্যকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ।

তৃষ্ণাসহ মুখমধ্যে উত্তাপ।

১৩ গলমধ্য।—যেন সর্দ্দি এইরূপ গলমধ্যে শুড়শুড়ি বোধ।

গলমধ্যে অধিক সবুজাভ, পাতলা শ্লেষ্মা।

তালু ও ফসেসের প্রদাহ ও আরক্তিমতা।

টন্সিল প্রদাহিত ও স্ফীত; স্থানে স্থানে পুঁজাবৃত স্থান, কষ্টকৃত গলাধঃকরণ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু আহারে রুচি নাই।

খাদ্যে বিতৃষ্ণা; খাদ্যের দৃষ্টি এবং তদপেক্ষা খাদ্যের আঘ্রাণ অতি ঘৃণাকর।

১৫ বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা, উদ্গার ও প্রভূত শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন।

পুনঃ পুনঃ, প্রচুর, আস্বাদহীন বাষ্পের উদ্গার।

অত্যন্ত অস্থিরতা সহ বিবমিষা।

প্রবল কাঠবমি, তৎপরে প্রচুর ও সবেগে খাদ্য এবং পরে পিত্ত বমন; সম্পূর্ণ স্থিরভাবে থাকিলে উপশম।

১৭ পাকস্থলী।—এপিগাষ্ট্রিয়াম স্পর্শে বা চাপে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক।

পেটবেদনা সহ, পাকাশয় বরফবৎ শীতল।

পেটবেদনা:—আহারে বৃদ্ধি; বায়ু জন্মে এরূপ খাদ্যে; উদরের অত্যন্ত স্ফীততা সহ; বক্র হইয়া দুমড়াইয়া পড়িলে উপশম।

১৯ উদর।—উদরের আধ্মানিক স্ফীততা, তৎসহ বারে ও পরিমাণে অতি অল্প মলত্যাগ হয়।

উদরমধ্যে চাপযুক্ত, ছিন্নকর, কর্ত্তনবৎ বা সূচীবেধ বেদনা।

আধ্মান। পেটবেদনা আহারে বৃদ্ধি, ইত্যাদি, ১৭ দেখ।

২০ মল, ইত্যাদি।—সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ।

মল:—পুনঃ পুনঃ, প্রচুর, জলবৎ; হরিদ্রাভ ও রক্তযুক্ত; আম্রাক্ত, তৎসহ বেগ, রক্তস্রাব এবং প্রচুর মূত্রোৎপত্তি; প্রচুর, পুনঃ পুনঃ, জলবৎ অথবা পিত্তযুক্ত, প্রায়ই বেদনা থাকে না, কখন কখন কর্ত্তনবৎ

পেটবেদনা থাকে ; মলদ্বারে বেদনা, এবং প্রবল কোঁথপাড়া বেগ সহ অত্যল্প, কষ্টকৃত, রক্তযুক্ত আম ; মলত্যাগের সতত নিষ্ফল চেষ্টা ; সবুজ, জলবৎ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ আম ; অজ্ঞানে, অসাড়ে মলত্যাগ করে।

মলত্যাগ বা অন্য সময়ে মলদ্বারের মুখাবরক মাংসপেশীর আক্ষেপ।

পুনঃ পুনঃ ; কিঞ্চিৎ রক্তযুক্ত এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ মল ; রক্তামাশয়।

২১ মূত্র।—বৃক্কক প্রদেশে বেদনা।

মূত্র :—পুনঃ পুনঃ, প্রচুর, জলবৎ ; মূত্রাশয়ের বেগ এবং প্রস্রাবপথে জ্বালাসহ কাল্‌চেবর্ণ ও ঘোলা ; অম্লগন্ধ এবং অম্ল প্রতিক্রিয়াযুক্ত ; অত্যল্প, ফোটা ফোটা নিঃসৃত, শাদাটে অধঃক্ষেপ।

॥ রক্তযুক্ত, প্রায় ঠিক কালীর ন্যায়, তাহাতে এল্বুমেন থাকে।

মূত্র অত্যল্প, দেখিতে টুকরা টুকরা গলিত রক্তখণ্ডের ন্যায়, তাহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

মূত্রত্যাগকালে প্রস্রাব পথে যেন ক্ষতবৎ বেদনা বোধ হয়।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষ ও বাম শুক্রবাহক নলীতে ছিন্নকর বেদনা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অত্যন্ত আগাইয়া।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থার শেষ কয়েক মাসে জ্বরজনিত অস্থিরতা।

চুচুক অত্যন্ত বহির্গামী ; সন্তান কর্তৃক অতি সামান্য মাত্র স্পর্শে অসহ্য বেদনা ; স্তনযুগল পূর্ণ, চর্ম্ম উষ্ণ, নাড়ী বলশালী (সূতিকাগারে ৪র্থ দিন)।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—দ্রুতগতি ও শ্রুতিগোচর হয় ; ধীর ; অনিয়মিত ; হাঁপানিবৎ।

বক্ষে কষ্ট বোধ, স্বরভঙ্গ, বা স্বাভাবিকাপেক্ষা গম্ভীর।

২৭ কাসী।—সর্দ্দিসহ সামান্য কাসী।

লেরিংক্স মধ্যে শুড়শুড়ি বশতঃ পুনঃ পুনঃ, হ্রস্ব, শুষ্ক কাসী।

নৈশকাসী, তৎসহ অসাড়ে মূত্র ছিটকাইয়া বাহির হয়।

২৮ ফুস্ফুস।—বক্ষমধ্যে প্রবল কর্ত্তনবৎ বেদনা, তাহাতে শ্বাসক্রিয়ার বাধা জন্মে।

কষ্ট বোধসহ, হৃৎপিণ্ড প্রদেশে হুলবেধ।

আঘাতের পরে রক্তনিষ্ঠীবন (রক্ত উঠা)।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—উদ্বেগসহ প্রবল হৃৎকম্পন।

তরুণ বাতের পরে হৃদ্‌রোগ।

হৃদ্‌বেষ্টক ঝিল্লিমধ্যে জলসঞ্চয়।

নাড়ী :—দ্রুতগতি ও কঠিন, কিম্বা পূর্ণ ও ধীর ; ধীর ও ক্ষীণ ; দ্রুত ও সূত্রবৎ।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশে বাতের বেদনা।

আকর্ষণ, সূচীবেধ বেদনা সঞ্চালনে উপস্থিত বা অধিক বর্দ্ধিত হয়।

কটিদেশে হঠাৎ ছিন্নকর ও চিড়িকমারা।

ত্রিকাস্থিতে একটী স্থানে যেন ক্ষতবৎ টাটানি বোধ ; উহা স্পর্শে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাতের বেদনা :—কণ্ঠাস্থি, স্কন্ধ, বাহু, পৃষ্ঠদেশ ও গ্রীবায়, তাহাতে মস্তক সঞ্চালন করিতে পারে না ; কনুইসন্ধি, সম্মুখবাহু, মণিবন্ধ এবং অঙ্গুলি সন্ধিসমূহের বন্ধনীতে।

বাহুদ্বয়ে খঞ্জকারী বেদনা, তাহাতে সামান্য লঘু পদার্থও ধরিতে পারে না।

হস্তদ্বয়ের শোথবৎস্ফীতি।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—ছিন্নকর বেদনা :—উরুদেশে ; স্ফীততাসহ জানুসন্ধিতে ; প্যাটেলাস্থিতে (মালুইচাকী) ; টিবিয়াস্থি, পায়ের ডিম, গুলফ্‌সন্ধি ; বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, প্রভৃতিতে।

বেদনা হইতে পরিশ্রান্তি, ভার বোধ, এবং সঞ্চালনে অক্ষমতা।

পদ ও চরণদ্বয়ের শোথবৎ স্ফীততা ও শীতলতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—খোঁচাবেধ সহ হস্ত ও চরণদ্বয়ের অসাড়তা।

স্কন্ধ ও নিতম্ব সন্ধিতে বেদনা ; এবং মস্তক ও জিহ্বা সঞ্চালনে কষ্টসহ সমস্ত অস্থিতে বেদনা।

মাংসপেশী ও সন্ধিসমূহে ছিন্নকর বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—ব্যায়াম : ১। সঞ্চালন : ৩, ৪, ৩৮, ৩২, ৩৪। উত্থান : ২, ১৬। উপবেশন : ২। অবনত : ৩। সম্মুখে বক্র হইয়া দুমড়াইয়া পড়া : ১৭, ১৯।

৩৬ স্নায়ু।—যেন পরিশ্রান্তির ন্যায় অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

হঠাৎ শক্তি বিলোপ; অত্যন্ত শয্যাশায়িতা।

বেদনা সহ পক্ষাঘাত বোধ।

ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ ভিজিয়া পায়ের ঘর্ম্ম, হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া পক্ষাঘাত।

৩৭ নিদ্রা।—তন্দ্রাদোষযুক্ত নিদ্রা।

দিবসে অত্যন্ত নিদ্রালুতা, পড়িতে পড়িতে নিদ্রিত হয়।

রাত্রিতে বেদনাবশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত।

ভীতিপ্রদ স্বপ্ন বশতঃ নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে।

নিদ্রাবস্থায় চমকিত, উৎক্ষিপ্ত।

৩৮ সময়।—সন্ধ্যা : ২০। রাত্রি : ২৭, ৩৭, ৪০। দিবা : ৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণতা : ৪০। ঠাণ্ডা : ১০। ভিজিলে : ৩৬।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম,।—সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির মধ্য দিয়া শীত ও কম্প উঠে; এমন কি উষ্ণ গৃহেও।

পৃষ্ঠ বহিয়া পুনঃ পুনঃ কম্প।

অগ্নির নিকটে বসিয়াও শীত শীত বোধ।

সমস্ত রাত্রি বাহ্যিক শুষ্ক উত্তাপ, তৎসহ প্রবল, অতৃপ্ত তৃষ্ণা।

শরীর উষ্ণ এবং হস্তপদাদি শীতল। * টাইফাস জ্বরে।

ঘর্ম্মের অভাব। *সবিরাম জ্বরে।

প্রচুর অম্ল ঘর্ম্ম, হঠাৎ আইসে ও যায়। * বাতরোগে।

৪১ আক্রমণ।—শরৎকালিক রক্তামাশয়।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৮। বাম : ৩, ১৮, ২২, ২৮। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ৪০।

যে বাতরক্ত (gout) বাম হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে যায় তাহা এই ঔষধে আরোগ্য হয়।

৪৩ তত্ত্ব।—অস্থিবেষ্টক ঝিল্লির উপর ইহার সুস্পষ্ট ক্রিয়া; সন্ধিসমূহের, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি সমূহের, সৈহিক (সাইনোভিয়াল)

ঝিল্লির উপর; স্নায়ুবিধানের যে অংশ দ্বারা ঐচ্ছিক সঞ্চালন অনুশাসিত হয়।

ফাইব্রস তন্তুর সহিত ইহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; আরক্তিমতা, স্ফীততা, উত্তাপ ইত্যাদি কিন্তু পূয়োৎপন্ন করে না, একস্থান হইতে স্থানান্তরে সহজেই ও সত্বরেই স্থান পরিবর্ত্তন করে; আরক্তিমতা হ্রাস হয় যেমন রোগ সরিয়া যায়।

শীর্ণতা। ইডিমা। সার্ব্বাঙ্গিক শোথ।

দেহস্থিত গহ্বর ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহের শোথ, বিশেষতঃ হৃদ্‌বেষ্টক ঝিল্লিতে জলসঞ্চয় (হৃদবেষ্টকোদক); বক্ষোদক; উদরী; জরায়ূদক।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৩, ১৭, ২৪, ৩১। চাপ: ১০, ১৭।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্ম শুষ্ক, ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ, কিম্বা প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

চর্ম্মমধ্যে সূচীবেধ।

৪৭ অবস্থা।—সবলদেহ ব্যক্তির বাতরক্ত (gout)।

বৃদ্ধদিগের পক্ষে প্রায়ই উপযোগী।

৪৮ সম্বন্ধ।—কলচিকামের সাধারণ প্রতিবিষ:—বেলেড, ক্যাম্ফ, কক্কু, নক্সভমি, পলসা।

নক্সভমি বা লাইকোপোডিয়ামে উপকার দর্শিলে পর কলচিকম সুফলপ্রদ।

কলিন্সোনিয়া।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—পদদ্বয়ে সঞ্চরমাণ বেদনাসহ অল্প অল্প কপালে মাথাধরা; জানুদ্বয়ে ছিন্নকর।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—মধ্য ও মূলদেশে জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ; তিক্তাস্বাদ।

১৯ উদর।—হাইপোগাষ্ট্রিয়ামে কর্ত্তনবৎ বেদনা;

২০ মল, ইত্যাদি।—কোষ্ঠবদ্ধ, মল বড় বড়, তৎসহ অত্যন্ত কোঁথপাড়া।

উদরাময়, আম ও রক্তযুক্ত ; পাতলা, হরিদ্রাবর্ণ পদার্থ, কিম্বা জলবৎ ; প্রবল বেগ ও অন্ত্রমধ্যে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বেদনাসহ।

অর্শ, রক্তপড়ে বা পড়ে না ; সরলান্ত্রে ভার বোধ, চুলকানি, শল্য-বেধ বা বালির ন্যায় বোধ ; নিম্নান্ত্রের রক্তাধিক্যতাযুক্ত ক্রিয়াভাব-জনিত। অত্যন্ত দুর্দ্দম্য স্থলে ইহা উপকারী।

২২ **পুংজননেন্দ্রিয়।**—ভেরিকোসিল ; সরলান্ত্রের লক্ষণানুসারে ইহা প্রযুজ্য।

২৩ **স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।**—পুরাতন প্রদাহ, রিট্রোফ্লেক্সন বা রিট্রোভার্সান ; স্খলন ; যখন পেলভিস মধ্যে রক্তাধিক্যতা, অর্শ ইত্যাদি, ডিম্বকোষ সম্বন্ধীয় স্নায়ুশূল, কর্ত্তনবৎ বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে বেশী প্রভৃতি লক্ষণ থাকে।

ভগন্দর ; জরায়ু স্খলন অথবা গর্ভাবস্থায়।

২৭ **কাসী।**—কাল, শক্ত, আঠাবৎ শ্লেষ্মাবৃত জমাট রক্ত তুলে ; পূর্ব্বে এ রক্ত মলদ্বার দিয়া নির্গত হইত।

২৯ **হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।**—হৃৎপিণ্ড উত্তেজনশীল, উহা দ্রুত ও অনিয়মিত স্পন্দিত হয়, অতি সামান্য সঞ্চালন অথবা উত্তেজনায় বৃদ্ধি ; সাময়িক ভ্রমি বোধ।

৪৪ **তন্তু।**—নিম্নান্ত্রের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহাতে রক্তাধিক্যতা-যুক্ত ক্রিয়াভাব উৎপন্ন করে।

ইহা শিরা সকলকেও আক্রমণ করিয়া থাকে, তজ্জন্য ইহা আর্ণিকার ন্যায় ক্ষত ও বাহ্যিক আঘাতাদি আরোগ্যার্থ ব্যবহৃত এবং ভেরি-কোসিল রোগে প্রযুক্ত হয়।

৪৮ **সম্বন্ধ।**—তুলনা কর :—এলোজ (রক্তার্শ) ; ইস্কুলাস (অর্শ) ; নক্স-ভমি।

কলোফিলাম।

পরীক্ষক :—বার্ট।

২ চৈতন্য।—দৃষ্টির অস্পষ্টতা সহ, একপ্রকার মাথাঘোরা; তিক্ত, অম্ল তরল পদার্থ তুলে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মাথাধরা, চক্ষুপশ্চাতে চাপবোধ, দৃষ্টির অস্পষ্টতা; জরায়ুরোগ-জনিত মাথার অসুখ।

৪ বহির্মস্তক।—বাতের মাথাধরা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের।

৫ চক্ষু।—চক্ষুপশ্চাতে চাপ; প্রচুর অশ্রুস্রাব।

৮ মুখমণ্ডল।—শ্বেতপ্রদর সহ, কপালে দাগ।

১০ দন্ত।—দন্তসকল বেদনা, লম্বা বোধ হয়।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—শাদা ক্লেদাবৃত।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্যে শুষ্কতা অনুভব, উত্তাপ। ক্ষত (aphtæh)।

১৩ গলমধ্য।—ফসেসে কষ্ট বোধ, তাহাতে পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে ইচ্ছা জন্মে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অধিক তৃষ্ণা।

শাদা ক্লেদাবৃত জিহ্বাসহ, প্রচুর ক্ষুধা।

১৫ বিবমিষা ও বমন।—শূন্য উদ্গার।

মাথাঘোরা সহ, পুনঃ পুনঃ অম্ল, তিক্ত তরল পদার্থ তুলে।

আক্ষেপিক বমন, পাকাশয়-শূল, অত্যন্ত বিবমিষা, জরায়ুর উত্তেজনা বশতঃ পাকাশয়ের আক্ষেপ।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে উত্তাপ; পূর্ণতা।

দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়ামে আকর্ষণ সহ পাকাশয় ও অন্ত্রে কষ্ট বোধ।

আক্ষেপিক লক্ষণসমূহসহ অজীর্ণ রোগ।

১৯ উদর।—বেদনাসহ উদরের স্ফীততা।

অন্ত্রমধ্যে গড় গড় শব্দে ডাকা।

আক্ষেপিক ও আধ্মানিক পেটবেদনা।

গত্যুৎপাদক স্নায়ুর উত্তেজনা অথবা বাত বশতঃ অন্ত্রের পৈশিক স্তরের আক্ষেপিক ক্রিয়া।

২০ মল, ইত্যাদি।—কোষ্ঠবদ্ধ; একদিন অন্তর মলত্যাগ।

জলবৎ মল, পরিমাণে অধিক কিন্তু বেদনা নাই; রাত্রি ১ টা।

কোমল মল, অত্যন্ত শাদা। মূত্র প্রচুর, জলবৎ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—কয়েক মিনিট অন্তর শিশ্নে শূলবেধবৎ বেদনা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অনুভব হয় যেন জরায়ু রক্তাধিক্যতাযুক্ত।

ঋতু অতি শীঘ্র শীঘ্র।

ঋতুরোধ; আক্ষেপ খিলধরা, কিন্তু অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য।

কষ্টকর ঋতু, স্রাব পরিমাণে স্বাভাবিক।

আক্ষেপিক রজঃশূল; মূত্রাশয়, পাকাশয়, কুচকি, এমন কি বক্ষ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে আক্ষেপিক, সবিরাম বেদনা, জরায়ুর রক্তাধিক্যতা ও উত্তেজনশীলতা; স্বল্প স্রাব।

রজঃশূল; জরায়ু পশ্চাতে বক্র (retroverted)।

যোনি উত্তেজনশীল, আক্ষেপযুক্ত, তীব্র বেদনা।

শ্বেতপ্রদর:—প্রচুর, শ্লেষ্মাযুক্ত; কপালে দাগ; প্রায়ই ছোট ছোট বালিকাদের।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভস্রাবের আশঙ্কা, আক্ষেপিক বেগ দেওয়া বেদনা; রক্ত সঞ্চালনের উত্তেজনা; সকম্পন দুর্ব্বলতা; পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা অতি প্রবল, কিন্তু জরায়ুর সঙ্কোচন অতি ক্ষীণ; অল্প স্রাব দেখা দেয়।

জরায়ুর দৌর্ব্বল্য বশতঃ অভ্যস্ত গর্ভস্রাব।

প্রসববেদনা স্বল্পস্থায়ী, অনিয়মিত, আক্ষেপযুক্ত, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল; প্রসববেদনার কোন উন্নতি দেখা যায় না।

জরায়ুমুখের (অসের) আক্ষেপিক অনম্যতা (কাঠিন্য), তাহাতে প্রসববেদনার বিলম্ব হয়।

প্রসববেদনা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, দীর্ঘস্থায়ী বেদনা বশতঃ ক্রমশঃ হ্রাস হয়, তাহাতে পরিশ্রান্তি উৎপন্ন করে; তৃষ্ণাতুর, অল্প জ্বর।

গর্ভস্রাব বা প্রসবের পরে শৈরিক রক্তস্রাব।

দীর্ঘস্থায়ী লোকিয়া। লোকিয়া রুদ্ধ।

প্রসবান্তিকা বেদনা, বিশেষতঃ দীর্ঘস্থায়ী, শ্রান্তিজনক প্রসববেদনার পরে ; নিম্নোদরের উপর দিয়া আক্ষেপিক বেদনা ; কুচকি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর বিলুপ্ত ; জরায়ুর বিকৃতি বশতঃ প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়াজনিত রোগসকল।

২৮ ফুস্ফুস।—রজোরোধ (amenia) সহ, বক্ষে আক্ষেপিক, সবিরাম বেদনা।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবায় বাতজনিত অনম্যতা।

মস্তক বাম পার্শ্বে আকৃষ্ট।

কটিদেশে অল্প অল্প বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্ফীততাসহ মণিবন্ধ ও অঙ্গুলি-সন্ধিসমূহের বাত। হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিতে গেলে সন্ধিসমূহে কর্ত্তনবৎ বেদনা ; বেদনা সরিয়া গ্রীবাপশ্চাতে যায়, তৎসহ আক্ষেপিক অনম্যতা ; বক্ষে ভীষণ কষ্ট বোধ ; প্রবল জ্বর ; প্রলাপ ; স্নায়বীয় উত্তেজনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জানু, গুলফ্, চরণ ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে আকৃষ্ট বেদনা।

ভ্রমণ বা ফিরিতে গেলে সমস্ত সন্ধিতে খট্ খট্ শব্দ হয়।

চরণ ও অঙ্গুষ্ঠে বেদনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

প্রতিদিন বেদনা উপস্থিত হয়।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বাত, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির।

বাহু ও পদদ্বয়ে সদত সঞ্চরমাণ বেদনা ; কয়েক মিনিট মাত্র বেদনা কোন এক স্থানে থাকে।

বাহু ও পদদ্বয়ের সন্ধিসমূহে অতি প্রবল আকৃষ্টবৎ বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—হস্তমুষ্টি করিলে, কর্ত্তনবৎ : ৩২। ভ্রমণ : ৩৩। ফিরিলে : ৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—যৌবনারম্ভে তাণ্ডব রোগ (কোরিয়া)।

যৌবনারম্ভে ঋতুর গোলমাল বশতঃ, বিশেষতঃ বাত রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের গুল্মবায়ু অথবা মৃগীরোগের আক্ষেপ।

প্রসবান্তে জরায়ুর পশ্চাতে বক্রতা (Retroversion) ও রক্তাধিক্যতা সহ নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত; চেতনাশক্তির আংশিক হ্রাস; শীর্ণতা, রক্তাল্পতা, সাধারণ দুর্ব্বলতা।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রাহীন, অস্থির, স্নায়বীয় (বায়ুপ্রবল)।

৩৮ সময়।—রাত্রি ১টা : ২০। রাত্রি : ৩৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—প্রবল জ্বর, প্রলাপ, স্নায়বীয় উত্তেজনা (বায়ুর প্রাবল্য), বাত।

৪১ আক্রমণ।—বেদনাসকল সবিরাম।

প্রতিদিন : ৩৩। একদিন অন্তর : ২০। প্রতি কয়েক মিনিট অন্তর : ২২, ৩৪।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৭। বাম : ৩১।

৪৭ অবস্থা।—স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী।

কলোসিন্থিস।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—বিষণ্ণ, আনন্দশূন্য; কথা কহিতে, প্রশ্নের উত্তর দিতে, বন্ধুবান্ধবদিগকে দেখিতে অপ্রবৃত্তি।

অত্যন্ত খিটখিটে; কিছুই তাঁহার নিকট ঠিক বলিয়া বোধ হয় না; অত্যন্ত অসহ; প্রত্যেক কথাতেই চটিয়া উঠে।

ভাক্তভাসহ ক্রোধান্বিতভা; ক্রোধবশতঃ কুফল, বিশেষতঃ বমন ও উদরাময়।

অপরের এবং তাঁহার (স্ত্রী) নিজের দুর্ঘটনায় তিনি অত্যন্ত আক্রান্ত হন।

২ চৈতন্য।—মস্তক দ্রুত ফিরাইতে মাথাঘোরা, যেন পড়িয়া যাইবেন। শূলবেদনার প্রারম্ভে মাথাটলা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে চাপযুক্ত শিরঃপীড়া, অবনত বা চিত হইয়া শুইলে বৃদ্ধি।

সমস্ত মস্তিষ্ক মধ্য দিয়া বেদনাদায়ক ছিন্নকর, উপর অক্ষিপুট সঞ্চালনে অসহ্য হয়।

কপালের দক্ষিণপার্শ্বে অতি প্রবল জ্বালাকর, প্রেক দ্বারা ছিদ্রকর বেদনা।

কপালের বাম পার্শ্বে ছিন্নকর।

উভয় রগে চাপ বোধ।

৪ বহির্মস্তক।—কেশমূলসকল বেদনাযুক্ত।

বামপার্শ্বে করোটীত্বকে জ্বালা।

৫ চক্ষু।—দৃষ্টি অস্পষ্ট।

অক্ষিগোলক মধ্যে বেদনাদায়ক চাপ, বিশেষতঃ অবনত হইলে।

চক্ষুতে বেদনাসহ দক্ষিণ অক্ষিগোলকে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ।

চক্ষু হইতে বিদাহী তরল পদার্থ স্রাব।

৬ কর্ণ।—উভয় কর্ণে, বিশেষতঃ বামে, গোঁ গোঁ শব্দ ও দপ্‌দপানি।

কর্ণমধ্যে কীটচারণ; চুলকানি; সূচীবেধ; কর্ত্তন বা কামড়ানি, কর্ণমধ্যে অঙ্গুলি দিলে উপশম।

৭ নাসিকা।—সরস সর্দ্দি গৃহাপেক্ষা খোলাবায়ুতে বৃদ্ধি।

স্পন্দন ও খননবৎ বেদনা।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—মলিন আরক্ত; কিম্বা, রক্তশূন্য, তৎসহ মাংসপেশী শিথিল ও চক্ষুদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট।

উত্তাপ ও স্ফীততা সহ ছিন্নকর বেদনা, বিশেষতঃ বামপার্শ্বের; স্পর্শ বা সঞ্চালনে বৃদ্ধি, সম্পূর্ণ বিশ্রামে এবং বাহ্যিক উষ্ণতা প্রয়োগে উপশম।

বামপার্শ্বে ছিন্নকর, বা জ্বালাকর ও হুলবেধবৎ বেদনা, ঐ বেদনা কর্ণ ও মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত; গণ্ডদ্বয়ে ছিন্নকর।

১০ দন্ত।—আকর্ষণ ও উৎক্ষেপযুক্ত দন্তশূল।

স্পন্দনকারী দন্তশূল, প্রথমে বামপার্শ্বের একটী, পরে আর একটী দন্তে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—তিক্ত, কখন কখন বিরক্তিকর কিম্বা ধাতব।

জিহ্বা :—শাদা, অথবা হরিদ্রাবর্ণ ক্লেদাবৃত; কর্কশ; অগ্রভাগে জ্বালা।

জিহ্বায় ঝলসিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভব।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—রুটি খাইতে ইচ্ছাসহ প্রচুর ক্ষুধা।

খাদ্যে অনিচ্ছা।

রুচি হ্রাস, তৃষ্ণা নাই তথাপি জলপানের অত্যন্ত ইচ্ছা; তৎপরে মুখমধ্যে পচা আস্বাদ।

১৫ পানাহার।—অতি সামান্য মাত্র খাদ্য বা পানীয়ের পরে উদরাময়।

গোলালু খাইলে পেট কামড়ায়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা পাকাশয় হইতে উত্থিত হয়।

তিক্তাস্বাদ; হরিদ্রাবর্ণ তরল পদার্থ বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে শূন্যতা অনুভব।

পাকাশয়ে জ্বালাকর বেদনা।

এপিগ্যাষ্ট্রিক প্রদেশে পূর্ণতা অনুভব।

প্রত্যেক আহারের পরে এপিগ্যাষ্ট্রিয়ামে মোচড়ানি বেদনা, সন্ধ্যাসময়ে বৃদ্ধি।

রাত্রিতে পাকাশয়ে খিলধরা, উদ্গারে উপশমিত।

▌অতি প্রবল কর্ত্তনবৎ, ছিন্নকর বেদনা বক্ষ ও উদরের নানাস্থান হইতে আসিয়া পাকাশয়গহ্বরে কেন্দ্রীভূত হয়, সজোরে চাপ দিলে এবং সম্মুখে দুমড়াইয়া পড়িলে উপশমিত হয়; বিরক্তি বা ত্যক্ততা বশতঃ পুনরুপস্থিত হয়।

১৮ উদর।—উদর স্ফীত ও বেদনাবিশিষ্ট; আধ্মানযুক্ত। আবদ্ধ বায়ু।

▌উদরের উভয় পার্শ্বে খিলধরার ন্যায় বেদনা, চাপে বৃদ্ধি।

▌প্রথম প্রসবের পর হইতে উদরে মেদসঞ্চয়।

প্রবল শূলবেদনাবৎ বেদনা, প্রধানতঃ নাভির চতুর্দ্দিকে; সম্মুখে দুমড়াইয়া পড়িতে হয়, অন্যান্য সকল অবস্থাতেই বৃদ্ধি; অবস্থিতি পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত অস্থিরতা ও উচ্চরবে চীৎকার; ৫ বা ১০ মিনিট অন্তর অন্তর বৃদ্ধি।

শূলবেদনা এত কষ্টকর যে পেটে টেবিলের কোণ, বালিস অথবা খাটের পায়ার মাথা চাপিয়া ধরে।

শূলবেদনা নাভি হইতে প্রসারিত হয়, পুনঃ পুনঃ বায়ুনিঃসরণে উপশম।

কুচকিতে বেদনা, যেন অন্ত্রবৃদ্ধির ন্যায়, টিপিলে অনুভব হয় যেন অন্ত্রবৃদ্ধি সরিয়া যাইতেছে।

২০ মল, ইত্যাদি।—উদরের পার্শ্বে বেদনাসহ, প্রাতঃকালে জলবৎ পুরাতন উদরাময়।

রক্তামাশয়বৎ উদরাময়, প্রত্যেক বারে অতি সামান্য মাত্র খাদ্য বা পানীয় গ্রহণে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

রক্তযুক্ত উদরাময়, তৎসহ উদরের প্রবল বেদনা, বেদনা নিম্নে উরু পর্য্যন্ত প্রসারিত।

পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের বেগ, তৎসহ অনুভব হয় যেন দীর্ঘস্থায়ী উদরাময় বশতঃ মলদ্বার ও সরলান্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

মল :—প্রচুর মলযুক্ত উদরাময়, তৎসহ অত্যধিক বায়ুনিঃসরণ; তরল; আহারান্তে, তৎসহ বায়ুনিঃসরণ ও উদরে বেদনা বোধ, শয্যায় দেহ গরম হইলে উপশম; পাতলা, ফেণাযুক্ত, জাফরাণের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ; পিচ্ছিল, রক্তযুক্ত, যেন চাঁচিয়া বাহির হইয়াছে, তৎসহ মলত্যাগকালে কোঁথপাড়া বেগ; মলত্যাগের পর বেদনার উপশম।

কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন।

সরলান্ত্রে ও মলদ্বারে বেদনাদায়ক স্ফীত অর্শ।

২১ মূত্র।—মূত্রাশয়ের উপর হঠাৎ প্রবল চাপবোধ, বায়ুনিঃসরণে উহা হঠাৎ চলিয়া যায়।

প্রচুর মূত্র; মূত্রাশয়ের সূচীবেধ ও জ্বালাসহ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের ইচ্ছা; পর্য্যায়ক্রমে সরলান্ত্রে সূচীবেধ।

মূত্র :—দুর্গন্ধ; কপিসবর্ণ; গাঢ় আঠাবৎ; প্রচুর জেলিবৎ পদার্থ অধঃপতিত; ঈষৎ মাংসাক্ত, অর্দ্ধস্বচ্ছ অধঃক্ষেপ, মূত্রমধ্যে ঈষৎ রক্তাক্ত

দানা সকল জন্মে, উহা পাত্রের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকে এবং জলে ধৌত করিলে সহজে বিদূরিত হয় না।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।— রতীচ্ছা বলবতী; তৎসহ লিঙ্গোত্থান।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাম ডিম্বকোষ প্রদেশে খিলধরাবৎ বেদনা।

ডিম্বকোষে প্রবল প্রেকবেধবৎ বেদনা, তাহাতে তাঁহার সম্মুখে বক্র হইয়া দুমড়াইয়া পড়িতে হয়। গভীর সূচীবেধ, বাম ডিম্বকোষে অধিক।

বিরক্তি বা অপ্রসন্নতা জনিত ঋতুরোধ।

রজঃশূল, খিলধরাবৎ বেদনা, সম্মুখে দুমড়াইয়া পড়িতে হয়, কখন কখন আহার বা পানান্তে বৃদ্ধি।

যোনি-ওষ্ঠ স্ফীত, তৎসহ যোনিতে টন্ টন্ বেদনা ও উত্তাপ।

অজীর্ণ বশতঃ জরায়ুর প্রদাহ, অন্ত্রমধ্যে ছুরিকাদ্বারা কর্ত্তনবৎ বেদনা, উদরের স্ফীততা; অনুভব হয় যেন অন্ত্র প্রস্তর খণ্ডদ্বয়ের মধ্যে নিপীড়িত হইতেছে।

অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট কোন কোন প্রকার কর্কট রোগে ব্যবহৃত হয়।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় পুনঃ পুনঃ শূলবেদনার আক্রমণ, তাহাতে রোগী প্রায় দুমড়াইয়া পড়ে।

প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব (লোকিয়া) রুদ্ধ:— তৎসহ প্রবল শূলবেদনা; ক্রোধ বা বিরক্তি বশতঃ, তৎসহ উদরের আধ্মানিক স্ফীততা ও উদরাময়।

২৫ শ্বাসক্রিয়া।—রাত্রিতে হাপানির ন্যায় আক্রমণ, তৎসহ ধীর, কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া, তাহাতে কাসী উত্তেজিত হয়।

বক্ষে কষ্ট বোধ, সন্ধ্যাকালে ও মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে বৃদ্ধি।

২৬ কাসী।—গুড়গুড়িযুক্ত কাসী, প্রায়ই রাত্রিতে।

২৭ ফুস্ফুস।—বক্ষের দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বে সূচীবেধ বেদনা।

২৮ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে সূচীবেধ।

নাড়ী:—সাধারণতঃ পূর্ণ, কঠিন ও বর্দ্ধিতগতি দৃষ্ট হয়, তদপেক্ষা অল্প সময়ে নাড়ী ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল। সমস্ত ধমনীতে দপ্‌দপানি।

৩১ গ্রীবা, ও পৃষ্ঠদেশ।—মস্তক সঞ্চালনকালে গ্রীবপাশ্চাত্তের মাংসপেশীতে অনম্যতা বোধ।

বাম গ্রীবাদেশীয় পেশীতে প্রবল আকৃষ্ট বেদনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

দক্ষিণ স্কন্ধদেশে আকৃষ্ট বেদনা, যেন স্নায়ু ও ধমনীসকল টানটান হইয়াছে।

সন্ধ্যাকালে কটিদেশ ও নিম্নাঙ্গে বেদনাদায়ক অলসতা।

কটিদেশে বেদনা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বগলের গ্রন্থিসমূহের স্ফীততা ও পুঁজোৎপত্তি।

মুখমণ্ডল ও গ্রীবা হইতে বামস্কন্ধে আকৃষ্ট ছিন্নকর বেদনা।

বাহুমধ্য দিয়া বাতের বেদনা।

হাতের তলায় বেদনা, যেন মাংসপেশী সঙ্কুচিত হইয়াছে।

বাম হস্তের সন্ধিসমূহে ছিন্নকর।

দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলিতে প্রবল আকৃষ্ট বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—আক্রান্ত নিতম্বে খিলধরা বেদনা, জানু গুটাইয়া আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করে।

সমস্ত নিম্নাঙ্গ মধ্যদিয়া যেন বিদ্যুৎবৎ চিড়িকমারা বেদনা।

কেবল ভ্রমণকালে দক্ষিণ উরুতে বেদনা।

বৈকালে বাম উরুর আভ্যন্তরিক পার্শ্বে আকৃষ্ট বেদনা।

দক্ষিণ উরুতে নিম্নে জানু পর্য্যন্ত আকৃষ্ট বেদনা।

বাম জানুসন্ধিতে ক্রমাগত বেদনা, তাহাতে ভ্রমণে বাধা জন্মে।

বাম পায়ের ডিমে খিলধরা। বাম চরণে আকৃষ্ট, কামড়ানি।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে ছিন্নকর বা আকৃষ্টবৎ বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রাম : ৮। ভ্রমণ : ৩৩। সঞ্চালন : ৮, ৩১। মস্তক সঞ্চালন : ৩১। মস্তক ফিরান : ২, ৩১। অবনত : ৩, ৫। বক্রহইয়া দুমড়াইয়া পড়া : ১৭, ১৯, ২৩, ২৪। চীত হইয়া শয়ন : ৩, ৩১। আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন : ৩।

আকৃষ্ট, ছিন্নকর এবং জ্বালাকর বেদনাসকল সঞ্চালনে সাধারণতঃ উপশমিত হয়।

৩৬ স্নায়ু।—সর্ব্বশরীরের পেশীতে বেদনাসহ খিলধরার অত্যন্ত প্রবণতা।
দুর্ব্বলতা অনুভব, ভ্রমি বোধ।

৩৭ নিদ্রা।—হাইতোলা ও নিদ্রালুতা।
বেদনাসহ অনিদ্রা ও অস্থিরতা।
স্বপ্ন :—তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে; উৎকণ্ঠাপূর্ণ।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ২০, ২৬। বৈকাল : ৩৩। সন্ধ্যাকাল : ১৭, ২৬, ৩১। রাত্রি : ১৭, ২৭, ৪০। মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে : ২৬।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—গরম প্রয়োগ : ৮। শয্যার উষ্ণতা : ২০। খোলা বায়ু : ৭।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—প্রায়ই মুখমণ্ডলের উত্তাপসহ, সর্ব্বাঙ্গ শরীরের শীত ও শীতলতা।
হস্তের অথবা পায়ের তলায় শীতলতা, শরীরের অপরাপর স্থান উষ্ণ।
বেদনাসহ শীত ও কম্প। বাহ্যিক শুষ্ক উত্তাপ।
রাত্রিকালে মূত্রগন্ধবৎ ঘর্ম্ম, তাহাতে চর্ম্মের চুলকানি উপস্থিত হয়।
ঘর্ম্ম প্রধানতঃ মস্তক ও হস্তপদাদিতে।

৪১ আক্রমণ।—ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় : ৩।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩, ৫, ১৮, ১৯, ২৬, ৩১, ৩২, ৩৩। বাম : ১, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০, ১৯, ২০, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩।

৪৩ অনুভব।—সর্ব্বপ্রকার বেদনাসহ পিপীলিকা হণ্টন ও অসাড়তা সহ, বাত।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শে—রগে বেদনা উপশমিত হয় : ৩; কর্ণমধ্যে : ৬; মৌখিকশূল বৃদ্ধি হয়; পাকাশয় স্পর্শে চৈতন্যাধিক। সজোর চাপে উপশমিত হয় : ১৭, ১৯। চাপে উপশমিত হয় কিন্তু পরে বৃদ্ধি হয়।

৪৬ চর্ম্ম।—কণ্ডূয়ন; খোঁচাবেধা, কীট সঞ্চারণ; পিপীলিকা হণ্টন।
সমস্তশরীরের ত্বকস্খলন।

৪৮ সম্বন্ধ।—কলোসিন্থ প্রতিষেধ করে :—কষ্টি।
কলোসিন্থের প্রতিবিষ :—ক্যাম্ফ, কফি, ষ্ট্যাফি।
মানসিক লক্ষণ ও উদরের বেদনা সম্বন্ধে ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া কলোসিন্থের অত্যন্ত সদৃশ ঔষধ।

কষ্টিকম।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—স্মরণশক্তির দৌর্ব্বল্য; অন্যমনস্ক।

অমনোযোগী, কাজ করিতে অনিচ্ছা।

অত্যন্ত উদ্বেগ। বিষণ্ণ চিত্ত। নিরাশ।

খিট্‌খিটে প্রকৃতি। রোগের বিষয় চিন্তা করিলে রোগ বর্দ্ধিত হয়, বিশেষতঃ অর্শ।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা:—সম্মুখে ও পার্শ্বে পড়িবার সম্ভব; রাত্রিতে-শয্যায়, কিম্বা রাত্রি ১১ টার সময়ে; কোন বস্তুর প্রতি একদৃষ্টি দেখিলে; খোলাবায়ুতে উপশম; মস্তকমধ্যে দুর্ব্বলতা ও উদ্বেগসহ রক্তাল্পতা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালের দক্ষিণ উন্নত স্থানে চাপযুক্ত বেদনা; অল্প অল্প চাপযুক্ত মাথাধরা।

রগে সূচীবেধ, বসিলে বা পড়িলে বৃদ্ধি।

মস্তকশীর্ষে দপ্‌দপানি ও সূচীবেধ।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তকশীর্ষে একটী ক্ষুদ্র স্থানে কেবল স্পর্শে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। করোটীত্বকে টন টনানি বা চুলকানি।

৫ চক্ষু।—সমস্তদিন আলোকাসহতা। চক্ষু সম্মুখে আলোক কম্পন বা অগ্নিকণা।

দৃষ্টি অপরিস্কার:—চক্ষু সম্মুখে যেন জালমধ্য দিয়া দৃষ্টি; যেন কুয়াসার মধ্যদিয়া।

ছানিরোগে বস্তুসকলের লম্বভাবে অর্দ্ধদৃষ্টি; কষ্টিকামে ছানি স্থগিত হয়।

চক্ষুতে বেদনা যেন তাহাতে বালি রহিয়াছে।

চক্ষুতে চাপযুক্ত বেদনা, স্পর্শে বৃদ্ধি।

সতত চক্ষু স্পর্শ ও ঘর্ষণ করিতে ইচ্ছা, তাহাতে চক্ষুতে চাপবোধের উপশম হয়।

চক্ষু:—প্রদাহিত; জ্বালাকর, লালবর্ণ, শুষ্ক, হুলবেধযুক্ত।

চক্ষুর চুলকানি, বিশেষতঃ অক্ষিপুটের।

চক্ষু মুদিত করিতে ইচ্ছা, অক্ষিপুট ভারী বোধ হয়; এমন কি উপরাক্ষিপুটের পক্ষাঘাত। রেক্টাই মাংসপেশীর দুর্ব্বলতা। দ্বিত্ব দৃষ্টি।

অক্ষিপুটের সংযোজনা।

গৃহমধ্যেও অশ্রুস্রাব, যদিও খোলাবায়ুতে বৃদ্ধি।

ক্ষতকারী অশ্রুস্রাব, চিড়িকমারা বেদনা, মস্তকমধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত; স্ক্রফুলা-দূষিত চক্ষুপ্রদাহ।

ভ্রু, অক্ষিপুট বা নাসিকোপরি পুরাতন আঁচিল।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে গোঁ গোঁ বা ভন্ ভন্ শব্দ।

দক্ষিণ কর্ণে সূচীবেধ, থাকিয়া থাকিয়া বৃদ্ধি, এবং ত্বরায় পুনঃ পুনঃ।

দুর্গন্ধ পুঁজস্রাব সহ কর্ণমধ্যে অবরোধ (তালাধরা) বোধ।

৭ নাসিকা।—পুনঃ পুনঃ হাঁচি।

বক্ষ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে বেদনাসহ সরস সর্দ্দি।

প্রাতঃকালে নাসিকা হইতে রক্ত পড়ে। নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তস্রাব।

নাসিকাগ্রভাগে ফুস্কুড়ি। নাসাগ্রের ও নাসাপুটের চুলকানি। নাসিকোপরি পুরাতন আঁচিল।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—হরিদ্রাবর্ণ; রুগ্নবৎ।

স্নায়ুশূল :—দক্ষিণ পার্শ্ব; রাত্রিতে বৃদ্ধি, শীত বোধ, তৃষ্ণা নাই; আকৃষ্টবৎ বেদনা গণ্ড ও কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; মাংসপেশীর আক্ষেপ ও অসাড়তা; শ্মশ্রু স্বল্প।

প্রবল কণ্ডূয়নসহ বাম গণ্ডোপরি ফুস্কুড়ি। চুলকাইলে ব্রণ জ্বালা করে, জলে ধৌত করিলে উপশম।

মুখের এক পার্শ্বের পক্ষাঘাত।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—চোয়ালে বেদনা, অতি কষ্টে মুখব্যাদন করিতে পারে, এবং ভাল করিয়া খাইতে পারে না কারণ একটী দাঁত অতি লম্বা বলিয়া অনুভূত হয়।

১০ দন্ত।—দন্তের বেদনাদায়ক শিথিলতা ও লম্বায় বৃদ্ধি।

চর্ব্বণকালে দন্ত বেদনাযুক্ত।

শীতল বায়ু টানিলে সুস্থ দন্তে বেদনা।

সূচীবেধযুক্ত ও ছিন্নকর বেদনাযুক্ত দন্তশূল।

মাড়ীর স্ফীততা।

মাড়ী অতি কষ্টে ও বিলম্বে পাকে (পূঁজোৎপত্তি হয়)। *দন্তে নালী।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—তৈলাক্ত ; পচা, তিক্ত ; পাকাশয়ের দোষ থাকিলে যেরূপ হয় সেইরূপ।

বাক্‌যন্ত্রের পক্ষাঘাত বশতঃ বাক্‌রোধ।

কথা কহিবার সময়ে জিহ্বা ও মুখের বিকৃতি।

গদগদ, অস্পষ্ট, কষ্টসাধ্য কথা।

জিহ্বার অগ্রভাগে বেদনাবিশিষ্ট স্ফোট।

১২ মুখমধ্য।—মুখগহ্বর ও জিহ্বার শুষ্কতা।

মুখমধ্যে ও গলমধ্যে অধিক শ্লেষ্মা।

কঠিন তালুতে টাটানিযুক্ত বেদনাবিশিষ্ট স্থান।

গণ্ডের ভিতর পার্শ্বে স্ফীততা, চর্ব্বণকালে উহা কামড়ায়।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে শুষ্কতা।

গলমধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চয় হয়, হক্ করিয়া উহা তোলা যায় না ; উহা গলাধঃকরণ করিতে হয়।

গলমধ্যে ক্ষতবৎ বোধ, তৎসহ বুকজ্বালাবৎ অনুভব।

গলমধ্যে ক্ষতবৎ ও শুড়শুড়ি ; তৎসহ শুষ্ক কাসী এবং কেবল দীর্ঘকাল কাসিয়া কিছু গয়ার।

গলমধ্যে গলগণ্ডের ন্যায় স্ফীততা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—শীতল পানীয়ের তৃষ্ণা ; পানের অনিচ্ছাসহ তৃষ্ণা।

মিষ্টান্নে অনিচ্ছা।

কিঞ্চিৎ ক্ষুধার সহিত খাইতে বসে কিন্তু এক মুষ্টিও খাইতে-পারে না।

১৫ পানাহার।—রুটী খাইলে পাকাশয়ে চাপানুভব।

কাফিপানে প্রত্যেক লক্ষণ বর্দ্ধিত। টাট্‌কা মাংসে বিবমিষা উৎপন্ন হয়।

১৬ বিবমিষা ও বমন ।—উদ্গার :—পুনঃ পুনঃ ; শূন্য ; খাদ্যের আস্বাদযুক্ত ; খাদ্যের ; জ্বালাকর ।

আহারের সময়ে ও পরে বিবমিষা ।

অম্ল বমন, তৎপরে অম্ল উদ্গার ।

রাত্রিতে রক্তবমন ।

১৭ পাকস্থলী ।—প্রাতে পাকাশয়ে বেদনা, প্রত্যেক দ্রুত সঞ্চালনে বর্দ্ধিত ; শুইয়া পড়িতে হয় ।

পাকাশয়ে খিলধরা ; পাকাশয় গহ্বরে চাপ বোধ ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া ।—যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ ।

১৯ উদর ।—উদরে বেদনা, দুমড়াইয়া পড়িতে হয় , অতি সামান্য আহারে অথবা কাপড় কসিয়া পরিলে বৃদ্ধি ।

পেট বেদনা :—প্রাতে : বেদনা পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষে বিস্তৃত হয় ।

উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে সূচীবেধ ।

উদরের বেদনাবিশিষ্ট স্ফীততা ।

উদরাধ্মান, উচ্চরবে পেটডাকা ।

২০ মল, ইত্যাদি ।—সরলান্ত্রে চাপবোধ ।

সরলান্ত্রে কণ্ডূয়ন ও শল্যবেধ বোধ ।

সরলান্ত্রে পুনঃ পুনঃ, হঠাৎ, বিদ্ধকারী, চাপযুক্ত বেদনা ।

পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ ।

মল :—প্রথমে কঠিন ও খণ্ড খণ্ড, শেষে কোমল ; গাঁইট বিশিষ্ট, ছাগলের নাদির মত ।

অধিক বেদনা, উদ্বেগ ও মুখমণ্ডলে আরক্তিমতাসহ মলত্যাগের পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল চেষ্টা ।

পেরিনিয়মে স্পন্দন ।

মলদ্বারে ফাটা, ভ্রমণকালে বেদনা বৃদ্ধি ।

মলদ্বারে চুলকানি ।

মলদ্বারের নিকট বৃহৎ, বেদনাবিশিষ্ট ফুস্কুড়ি, তাহা হইতে পুঁজ, রক্ত ও রস পড়ে ।

অর্শ :—মলত্যাগে বাধা জন্মে; স্ফীত, কণ্ডূয়নযুক্ত, সূচীবেধযুক্ত, সরস; হুলবেধযুক্ত, জ্বালাকর; স্পর্শে, ভ্রমণে কিম্বা অর্শ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে বেদনাযুক্ত।

২১ মূত্র।—দীর্ঘকাল মূত্রাবরোধ বশতঃ মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত।

অসাড়ে মূত্রত্যাগ :—কাসিতে, ভ্রমণে, কিম্বা নাসিকা ঝাড়িতে; রাত্রিতে নিদ্রাকালে।

বহুমূত্র।

মূত্রাবরোধ, তৎসহ পুনঃ পুনঃ ও প্রবল মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, কখন কখন কয়েক ফোটা কিম্বা অল্প মাত্র মূত্র বিন্দু বিন্দু পড়ে।

মূত্রত্যাগকালে প্রস্রাবপথে জ্বালা।

প্রস্রাবপথের ছিদ্রের চুলকানি।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—শিশ্নের নিকট segmaর বৃদ্ধি।

ক্রমাগত প্রষ্টাটিক রসক্ষরণ; স্মরণশক্তি দুর্ব্বল।

অণ্ডকোষদ্বয়ে চাপযুক্ত বেদনা।

স্ক্রোটামের এবং উপস্থের চর্ম্মের চুলকানি।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—সঙ্গমে অনিচ্ছা।

ঋতু:—অতি আগাইয়া ও অতি প্রচুর, এবং স্থগিত হইয়া পরে কয়েক দিন পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে অল্প অল্প নির্গত হয়; মন্দ গন্ধ এবং ভগের কণ্ডূয়ন উৎপাদিত করে; কেবল দিবসে; তৎসহ উদরে অতি প্রবল বেদনা এবং বড় বড়রক্তজমাট বহির্গত হয়; স্বল্প তৎসহ মৌখিক বেদনা।

শ্বেতপ্রদর :—প্রচুর, ঋতুর ন্যায় গড়াইয়া পড়ে এবং ঋতুর ন্যায় গন্ধ; কেবল রাত্রিতে; তৎসহ স্বল্প ঋতু।

ভগে টাটানি। প্রস্রাবান্তে ভগে লবণ লাগার ন্যায় জ্বালা।

২৪ গর্ভাবস্থা।—আক্ষেপিক প্রসববেদনা। প্রসববেদনা অল্প, অনিয়মিত; জরায়ুমুখ বিস্ফারিত কিন্তু রোগী পরিশ্রান্ত ও খুঁতখুঁতে হইয়া পড়িয়াছে।

অতিশ্রান্তি, রাত্রিজাগরণ এবং উদ্বেগ বশতঃ স্তনে প্রায় দুগ্ধ নাই।

চুচুক টাটানি, ফাটা, চতুর্দ্দিকে দদ্রু পরিবেষ্টিত।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গতা :—প্রাতে ও সন্ধ্যায় বৃদ্ধি; অনেকদিন পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে পারে না।

ক্রূপ, বিশেষতঃ যখন লেরিংক্সে ক্ষতবৎ অনুভব থাকে। সর্দ্দিজ ক্রূপ।

লেরিংক্সের পেশীসকল স্বস্ব কার্য্যে অক্ষম; উচ্চরবে কথাকহিতে পারে না।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—দ্রুত কথা কহিতে বা ভ্রমণ করিতে শ্বাসরোধ হয়।

শ্বাসক্রিয়ার হ্রস্বতা।

২৭ কাসী।—প্রবল, গম্ভীর, কখন বা শুষ্ক, তৎসহ দক্ষিণ বক্ষে বেদনা; গম্ভীর, বিশেষতঃ রাত্রি ও প্রাতে, তৎসহ বক্ষে শ্লেষ্মা দৃঢ় সংলগ্ন; তৎসহ বাম নিতম্বের উর্দ্ধে বেদনা এবং অসাড়ে ফোটা ফোটা মূত্র নিঃসৃত হয়।

কাসী সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি; শীতল বায়ুতে; বাতাসের হাওয়াতে; জাগিলে।

কাসী এক ঢোক শীতল জল পান করিলে উপশমিত।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষে টাটানি। কাসী ইত্যাদি সহ, ষ্টার্ণামের নিম্নে বরাবর একটী রেখায় টাটানি।

বক্ষের কসিয়া ধরা বোধ, পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস লইতে হয়।

বক্ষে ঘড়ঘড় শব্দ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের নিকটে সূচীবেধ।

হৃৎকম্পন।

বিষণ্নতা সহ হৃৎপিণ্ডের নিকটে যন্ত্রণাবোধ।

সন্ধ্যাগমে নাড়ী উত্তেজিত।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার অনম্যতা, মস্তক সঞ্চালন করিতে পারে না।

গ্রীবা ও গলমধ্যে অনম্যতা ও বেদনা, তৎসহ অক্ষিপটে বেদনা, মাংসপেশীসকল বোধ হয় যেন বাঁকা রহিয়াছে, মস্তক নাড়িতে পারে না।

পৃষ্ঠদেশের বেদনাযুক্ত অনম্যতা, বিশেষতঃ চেয়ার হইতে উঠিতে গেলে।

সূচীবেধ :—পৃষ্ঠদেশে ; বাম কটিদেশে।

কস্থিক্স অস্থিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধোপরি চাপ।

বাহু ও হস্তদ্বয়ে আকৃষ্ট ও ছিন্নকর বেদনা।

দক্ষিণ হস্তে পক্ষাঘাত বোধ।

মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিতে গেলে হাতের তলায় পূর্ণত্ব অনুভব।

অঙ্গুলি-সন্ধিসমূহে আকৃষ্ট বেদনা।

হস্তদ্বয়ের কম্পন।

লিখিতে গেলে অঙ্গুলি সমূহের আক্ষেপ ; লেখকের অঙ্গুলিতে খিলধরা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্বসন্ধিতে কামড়ানি (aching) যেন সন্ধিচ্যুত হইয়াছে।

প্রাতঃকালে শয্যায় উরু ও পদদ্বয়ে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

প্রাতঃকালে শয্যায় পায়ের ডিমে খিলধরা।

ভ্রমণে জানুতে খট্‌খট্‌ শব্দ।

চরণদ্বয়ে খিলধরা।

গোড়ালিতে ক্ষত ও ফোস্কা।

উভয় পায়ের তলায় যেন জীবিত কিছু হাঁটিতেছে বোধ।

চরণের উপর পৃষ্ঠায় কণ্ডূয়ন।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যাঙ্গাদি।—সমস্ত অঙ্গপ্রত্যাঙ্গিতে বাতের বেদনা।

সমস্ত অঙ্গপ্রত্যাঙ্গাদির দুর্ব্বলতা ও কম্পন।

অঙ্গপ্রত্যাঙ্গাদির পাক্ষাঘাতিক দৌর্ব্বল্য।

সন্ধ্যাকালে অঙ্গপ্রত্যাঙ্গাদিতে অসহ্য কষ্টবোধ।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—রাত্রিতে কোন ভাবে স্থির হইতে পারে না, কিম্বা একমিনিট সুস্থির হইয়া শুইতে পারে না।

যে পার্শ্বে চাপ দিয়া শুইয়া থাকে সেই পার্শ্বে টাটানি বোধ হয়, বারম্বার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

সঞ্চালন : ৪০, ৪৪। দ্রুত সঞ্চালন : ১৭। মস্তক নাড়িতে পারে না : ৩১। ভ্রমণ : ২০, ২৬, ৩৩, ৪০। দাঁড়ান : ২০। উপবেশন : ৩। উত্থান : ২, ৩১। শয়ন : ২। শয্যায় : ২, ৩৩, ৪০।

৩৬ **স্নায়ু।**—দৌর্ব্বল্য ও কম্পন।

ভ্রমির ন্যায় শক্তির বিলোপ।

শরীরের অস্থিরতা।

মস্তিষ্কের রক্তস্রাব বা কোমলত্বপ্রাপ্তি হেতু অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত।

যৌবনারম্ভের সময়ে মৃগী রোগের আক্রমণ, অমাবস্যায় বৃদ্ধি।

আক্ষেপ :—চীৎকার, দন্ত কিড়মিড় এবং হস্তপদাদির অতি প্রবল সঞ্চালন সহ; জ্বরের উত্তাপ এবং হস্তপদাদির শীতলতা সহ।

রাত্রিতেও কোরিয়া, মুখমণ্ডল ও জিহ্বার দক্ষিণ পার্শ্ব পক্ষাঘাতবিশিষ্ট।

৩৭ **নিদ্রা।**—হাইতোলা ও আড়ামুড়িভাঙ্গা।

অতি প্রবল নিদ্রালুতা, তাহা দমন করিতে পারে না, শুইয়া পড়িতে হয়।

শুষ্ক উত্তাপ বশতঃ রাত্রিতে অনিদ্রা।

সমগ্র রাত্রি অত্যন্ত অসুখকর, অতি অল্প নিদ্রার পরে উদ্বেগ ও অস্থিরতা হেতু জাগিয়া উঠে; উঠিয়া বসিতে বাধ্য।

নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠে, রাত্রিতে নিদ্রাকালে হস্তপদাদির বিবিধ সঞ্চালন।

স্বপ্ন :—উদ্বেগপূর্ণ; বিপদজনক।

৩৮ **সময়।**—প্রাতঃকাল : ৭, ১৭, ১৯, ২৫, ২৭, ৩৩, ৪০। রাত্রি ৪টা : ৪০। সন্ধ্যাকাল : ১, ২৫, ২৭, ২৯, ৩৪, ৪০। বৈকাল ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত : ৪০। সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত : ২৭। রাত্রি : ২, ৮, ১৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩১, ৩৬, ৩৭, ৪০। মধ্যরাত্রি : ৪০। দিবস : ৫, ২৩।

৩৯ **উত্তাপ ও বায়ু।**—শয্যার উষ্ণতা : ৩৩। গৃহ : ৫। খোলাবায়ু : ২, ৫, ৩৩, ৪০। শীতল বায়ু : ২৭। শীতল জল : ২৭। হাওয়া : ২৭।

৪০ **শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।**—শীত ও শীত শীত বোধ; সমগ্র বাম পার্শ্বের শীতলতা সহ শীতের প্রাবল্য।

আভ্যন্তরিক অধিক শীত শীত বোধ, তৎক্ষণাৎ তাহার পরেই (উষ্ণতা না হইয়াই) ঘর্ম্ম; প্রায় মধ্যরাত্রিতে প্রবল আভ্যন্তরিক শীত।

কম্প মুখমণ্ডলে আরম্ভ এবং তথা হইতে বিস্তৃত হয়।

পানে শীতের হ্রাস, এবং শয্যাতেও হ্রাস।

বৈকালে ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত উত্তাপ, উত্তাপ নিম্নে অবতরণ করে।

প্রচুর ঘর্ম্ম :—খোলাবায়ুতে ভ্রমণকালে ; সঞ্চালনে।

অম্লগন্ধ নৈশঘর্ম্ম।

প্রায় রাত্রি ৪টার সময়ে ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—অমাবস্যা. ৩৬।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩. ৬, ৮, ১৮, ১৯, ২৭. ৩২, ৩৬। বাম : ৮, ৩১, ৪০।

৪৪ তন্তু।—বাতের প্রদাহ, তৎসহ সন্ধিসমূহের অনম্যতা।

রাত্রিতে ছিন্নকর, বিদ্ধকর বেদনা, বাধ্য হইয়া অঙ্গাদি নাড়িতে হয়, কিন্তু তাহাতে উপশমিত হয় না।

চরণদ্বযেব শীর্ণতা।

অত্যন্ত কালবক্তের রক্তস্রাব।

বেদনাযুক্ত শিরাস্ফীতি, ক্ষত, বা আঁচিল।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ২, ৫, ২০, ২৫। ঘর্ষণ : ৫। কসিয়া কাপড় পড়িলে : ১৯, ৩০।

৪৬ চর্ম্ম।—দন্তোদ্গমকালে অহিপুতন (ইণ্টারট্রাইগো)। গ্রীবায় অতি প্রবল কণ্ডূয়নযুক্ত, সরস, ফুস্কুড়ি।

নাসাগ্রে ফুস্কুড়ি।

কণ্ডূয়ন :—সমগ্র শরীরে ; নানাস্থানে, বিশেষতঃ নাসাগ্রে ও নাসাপুট-দ্বয়ে ; মুখমণ্ডলে ; স্কোটামে ; পৃষ্ঠদেশে ; হাত পায়ের তলায়।

চর্ম্মের ক্ষত যাহা আরোগ্য হইয়া গিয়াছিল তাহা পুনরায় টাটাইয়া উঠে।

৪৭ অবস্থা।—যাহাদেব কৃষ্ণ কেশ ও দৃঢ় দেহতন্তু তাহাদের পক্ষেই এই ঔষধ উপযোগী।

৪৮ সম্বন্ধ।—খোস পাঁচড়া রোগে গন্ধক ও পারদের অপব্যবহারের পর কষ্টিকম উপযোগী।

কষ্টিকামের প্রতিবিষ :—এসাফি, কফি, কলোসি, নক্সভমি।

কার্ব্ব এনিমেলিস।

(জান্তব অঙ্গার)

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—গোলমাল, জানিতে পারে না যে সে জাগিয়া কিম্বা ঘুমাইয়া ছিল।
একাকী থাকিতে ইচ্ছা; তিনি (স্ত্রী) বিমর্ষ, চিন্তাশীল, বাক্যহীন, কথা কহিতে চাহে না।
পর্য্যায়ক্রমে প্রসন্নতা ও বিমর্ষতা।
বিমর্ষচিত্ত। অন্ধকারে ভয়।

২ চৈতন্য।—উঠিয়া বসিতে গেলে মাথাঘোরা ও মস্তক মধ্যে গোলমাল; হেলান দিলে উপশম; বিবমিষা।
সঞ্চালনকালে মস্তিষ্ক বোধ হয় যেন শিথিল।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকোপরি বেদনা বোধ হয় যেন করোটী দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে; উভয় হস্ত দিয়া মস্তক চাপিয়া ধরিতে হয়।
ভার:—রাত্রিতে মস্তকমধ্যে; অবনত হইলে কপালে; বিশেষতঃ সেরি-বেলমে, বৈকালে ও শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি; ভোজনের পরে উপশম।
ঋতুর পরে দপদপানি মাথাধরা; খোলাবায়ুতে বৃদ্ধি।

৫ চক্ষু।—অস্পষ্ট দৃষ্টি, চক্ষুদ্বয় দুর্ব্বল বোধ হয়।
চক্ষুসম্মুখে জালবৎ প্রতীয়মান হয়।

৬ কর্ণ।—জানিতে পারে না কোন দিক হইতে শব্দ আসিতেছে।
নাসিকা দিয়া সজোরে শ্বাস ফেলিতে গেলে কর্ণে ঘণ্টাশব্দ।
কর্ণ হইতে রক্তযুক্ত পাতলা স্রাব।
কর্ণপশ্চাতে অস্থিবেষ্টক ঝিল্লি স্ফীত।
প্যারটিড গ্রন্থি স্ফীত; ছিন্নকর বেদনা।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব:—প্রতি প্রাতে; তৎপূর্ব্বে মাথাঘোরা।

শুষ্ক সর্দ্দি, প্রাতঃকালে জাগিলে পর, এবং তাহার পরেও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত নাসিকা দিয়া নিশ্বাস ফেলিতে পারে না।

সরস সর্দ্দি, তৎসহ ঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত, হাইতোলাও হাঁছি।

নাসাগ্রভাগ :—লালবর্ণ, স্পর্শে বেদনাযুক্ত; ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক।

নাসিকার সীমাভাগে কঠিন, নীলাভ অর্ব্বুদ।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের ক্যাকেটিক চেহারা; মৃত্তিকাবৎ।

বৈকালে মুখমণ্ডল ও মস্তকে উত্তাপ।

মুখমণ্ডলের বিসর্প।

তাম্রবর্ণ উদ্ভেদ।

ব্রণ; যুবা, স্ক্রুফুলা-দূষিত ব্যক্তি।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মেলার (হনু) অস্থিতে, বিশেষতঃ বামপার্শ্বের, কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত চিড়িকমারা ও সূচীবেধ বেদনা।

ঠোঁট স্ফীত, জ্বালাকর।

ঠোঁটে সজল ফুস্কুড়ি, কিম্বা ফাটা।

১০ দন্ত।—দন্ত শিথিল, চর্ব্বণে চৈতন্যাধিক।

মাড়ী :—লালবর্ণ, স্ফীত, বেদনাযুক্ত; রক্তস্রাব হয়।

মাড়ীস্ফোটক।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—তিক্ত, বিশেষতঃ প্রাতে; অম্ল।

জিহ্বাগ্রে জ্বালা, এবং মুখমধ্যে ক্ষতবৎ।

জিহ্বার অগ্রভাগে ও পার্শ্বে জ্বালাকর ফোস্কা।

জিহ্বায় গাঁইট গাঁইট কঠিন স্থানসকল।

১২ মুখমধ্য।—ফোস্কা, জ্বালা।

মুখমধ্য ও জিহ্বা শুষ্ক।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে শ্লেষ্মা।

গলমধ্য ও অন্ননলীতে পাকাশয়-গহ্বর পর্য্যন্ত ক্ষতবৎ অনুভব; গলাধঃকরণে বৃদ্ধি হয় না।

বুকজ্বালার ন্যায় ক্ষতবৎ অনুভব, আহারান্তে উপশম।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—প্রচুর ক্ষুধা।

রুচি নাই; মেদাক্ত খাদ্যে অনিচ্ছা।

১৫ পানাহার।—আহারে জন্মে :—শ্রান্তি; পাকাশয়ে কষ্ট বোধ ও জ্বালা; পেটফাঁপা; দীর্ঘস্থায়ী বিবমিষা (মাংসাহারের পরে)।

আহারে গলমধ্যে ক্ষতবৎ অনুভব উপশমিত হয়।

আহারান্তে: ১৩, ২৬, ২৯, ৪০।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—যাহা দীর্ঘকাল খাইয়াছে সেই খাদ্যের আস্বাদ-যুক্ত উদ্গার উঠে।

বুকজ্বালা।

মুখ হইতে লবণাক্ত জল পড়ে, কাঠবমি, বমন, হিক্কা, শীতল পদদ্বয়।

* পাকাশয়ের কর্কট রোগ।

১৭ পাকস্থলী।—আক্ষেপিক খিলধরা।

প্রাতে জাগিলে পাকাশয়ে যেন একটা ভার চাপান রহিয়াছে।

পাকাশয়-গহ্বরে টাটানি বোধ।

পাকাশয়ে চাপ, খামচান, মোচড়ানি, জ্বালা।

অতি অল্প মাত্র আহারে পাকাশয়ে পূর্ণত্ব, শীতলতা অনুভব, পাকাশয়ের উপর হাত দিয়া রাখিলে উপশম।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশে কামড়ানি (aching), প্রায় কর্ত্তন-বৎ বেদনা, এমন কি যখন শুইয়া থাকে।

১৯ উদর।—উদর অধিক স্ফীত; বায়ুসঞ্চয় হেতু অত্যন্ত বিরক্ত।

নিম্নোদরের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনাবিশিষ্ট অনুভব।

বসিতে গেলে, বাম কুচকিতে যেন কি একটা কঠিন পদার্থ রহিয়াছে অনুভব; চাপদিলে পর, বায়ুঃনিঃসরণ হইলে পর উপশমিত হয়।

কাসিতে উদরে টাটানি বোধ।

কঠিন বাগী, পাকিতে আরম্ভ করে; কিম্বা যে সকল বাগীর সুচিকিৎসা হয় নাই, তাহাদের কিনারা সকল কঠিন ও অসাড়, তাহাহইতে রক্তযুক্ত, দুর্গন্ধ স্রাব।

২০ মল, ইত্যাদি।—সন্ধ্যাকালে সরলান্ত্রে প্রবল জ্বালা।

মলদ্বার টাটানি; আঠাবৎ রস, পেরিনিয়াম হইতেও নিঃসৃত হয়।

মরলান্ত্র ও মলদ্বারে সূচীবেধ।

মল কঠিন, বড় বড়, অল্প।

মলত্যাগের নিষ্ফল বেগ; কেবল দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ হয়; পৃষ্ঠদেশে বেদনা, এবং বোধ হয় যেন উদরের মলবহির্গামী ক্ষমতা নাই।

মলত্যাগকালে রক্তপড়ে।

অর্শ, জ্বালা করে ও হুলবিদ্ধবৎ বোধ হয়, ভ্রমণ কালে বৃদ্ধি। অতি প্রবল জ্বালাসহ মলদ্বারের ফাটা (fissure)।

২১ মূত্র।—পুনঃপুনঃ ইচ্ছা, মূত্র বর্দ্ধিত, দুর্গন্ধ; কখন কখন বাধাপ্রাপ্ত; রাত্রিতে বারে বেশী।

নিষ্ফল বেগ, তৎসহ নিতম্ব, কুচকি ও উরুদ্বয়ে বেদনাযুক্ত চাপ বোধ।

মূত্রত্যাগকালে :—প্রস্রাবপথে জ্বালাকর টাটানি।

উদরে সূচীবেধ ও ছিন্নকর বেদনা, প্রস্রাবত্যাগে উপশম।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—শুক্রক্ষরণ; স্থানসকল দুর্ব্বল বোধ হয়; শারীরিক ও মানসিক শ্রান্ত বোধ।

উপদংশ; বাগী (buboes)।

২৩ স্ত্রীংজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুগ্রীবার কাঠিন্য, জ্বালা।

জরায়ুর পুরাতন কাঠিন্য বশতঃ প্রচুর রজঃস্রাব।

উরুমধ্য পর্য্যন্ত জ্বালা; পেলভিস ও ত্রিকাস্থিতে প্রসববেদনাবৎ বেদনা; পিচ্ছিল, রক্তযুক্ত স্রাব, অত্যন্ত দুর্ব্বল। * জরায়ুর কর্কট রোগ।

ঋতু :—অত্যন্ত আগাইয়া, দীর্ঘস্থায়ী, প্রচুর নহে।

ঋতুকালে :—উরুদ্বয়ে খঞ্জতা; কটিদেশ, কুচকি ও উরুদ্বয়ে চাপ বোধ, উদ্গারের নিষ্ফল চেষ্টা, শীত শীত বোধ, হাইতোলা; স্রাবে তাঁহাকে দুর্ব্বলকরে, তিনি কথা কহিতে পারেন না; রক্তবর্ণ কাল।

শ্বেতপ্রদর :—কাপড়ে হরিদ্রা দাগ লাগে; দুর্গন্ধযুক্ত; জ্বালাকর; ভ্রমণ বা দণ্ডায়মানকালে অধিক; স্রাবে পাকাশয়ে দুর্ব্বলতা অনুভব হয়।

২৪ গর্ভাবস্থা।—বিবমিষা, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

লোকিয়া দীর্ঘস্থায়ী, পাতলা, দুর্গন্ধযুক্ত, ক্ষতকারী; হস্তপদাদি অসাড়।

স্তনদ্বয় :—চিড়িকমারা বেদনা, তাহাতে শ্বাসবন্ধ হয়, চাপে বৃদ্ধি; কঠিন, বেদনাযুক্ত স্থানসকল; সূতিকাবস্থায় স্ফীত,প্রদাহিত (বিসর্পযুক্ত)।

অর্ব্বুদ কঠিন, অসমান, চর্ম্ম শিথিল; জ্বালাকর বেদনা; মলিন, নীলাভ লালবর্ণ দাগসকল; বেদনা বগলের দিকে অগ্রসর হয়; নৈশ ঘর্ম্ম, বিষণ্ণ চিত্ত।

*স্তনের স্কিরাস (কর্ক্কটরোগ)।

২৫ লেরিংক্স।—প্রাতে উঠিলে পর ক্ষতবৎ ও টাটানি।

স্বরভঙ্গতা, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; রাত্রিতে স্বর বিলুপ্ত।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ও উদ্বেগ; বিষণ্ণচিত্ত।

হাঁপায় ও ঘড় ঘড শব্দ হয়।

প্রাতে ও আহারান্তে কষ্টবোধ।

২৭ কাসী।—প্রবল শুষ্ক কাশী, পেট চাপিয়া ধরিতে হয়; প্রাতে গাত্রোত্থান করিলে এবং প্রায় সমস্ত দিন।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষে শীতলতা অনুভব।

নৈশঘর্ম্ম সহ পুরাতন ব্রংকাইটিস।

বক্ষে (দক্ষিণ পার্শ্বে) জ্বালা।

দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের নিউমোনিয়া, পূঁজ হইতে আরম্ভ হইয়াছে; সবুজ বর্ণ গয়ার।

প্লুরিসি, দীর্ঘস্থায়ী; চর্ম্ম রক্তশূন্য, দেহ শীর্ণ, বিলেপী জ্বর; কিম্বা বিকার লক্ষণসকল।

বক্ষে তীক্ষ্ণ জ্বালাকর সূচীবেধ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—আহারান্তে হৃৎকম্পন; গির্জায় গান করিবার সময়; প্রাতে জাগিলে পর, চক্ষু মুদিত করিয়া স্থির হইয়া শুইয়া পড়িতে হয়।

নাড়ী বর্দ্ধিতগতি, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে; রক্তবহানাড়ীসমূহে স্পন্দন।

৩০ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার গ্রন্থিসকল কঠিন, স্ফীত, বেদনাবিশিষ্ট।

কটিদেশে ভারবৎ চাপযুক্ত, আকৃষ্ট বেদনা ও অনম্যতা।

কক্সিক্স ঘৃষ্টবৎ অনুভব হয়; স্পর্শে জ্বালা করে; চর্ম্মনিম্নে ক্ষতবৎ বেদনা, শয়ন ও উপবেশনে বৃদ্ধি।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বগলের গ্রন্থিসকল কঠিন।

বাহুদ্বয় স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

মণিবন্ধে মচকান ন্যায় বেদনা।

হস্তদ্বয় অসাড়; প্রায়ই তৎসহ বক্ষের রোগ থাকে।

অঙ্গুলিসন্ধিসমূহের বাতরক্তের (gouty) অনম্যতা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—উপবেশনকালে বাম নিতম্বে সূচীবেধ।

কেবল উরুদ্বয়ে রাত্রিকালে ঘর্ম্ম।

যেন গুল্ফ দুর্ব্বল বশতঃ ভ্রমণকালে চরণ দুমড়াইয়া উল্টাইয়া পড়ে।

গোড়ালিতে বেদনা; চরণে টাটানি।

নীহার-স্ফোটক; প্রদাহিত, জ্বালাকর।

কড়া (কদর) স্পর্শে বেদনাবিশিষ্ট।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—ঘৃষ্টবৎ (bruised) বোধ, বিশেষতঃ সঞ্চালনকালে।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—উপবেশন: ২, ১৯, ৩১, ৩৩। সঞ্চালন: ২ ৩৪। ভ্রমণ: ২০, ২৩, ৩১, ৩৩। সামান্য পরিশ্রম: ৪০। উঠিলে পর: ২৫, ২৭। দণ্ডায়মান: ২৩। অবনত: ৩। হেলানদিলে: ২। শয়ন: ১৮, ৩১; দক্ষিণ পার্শ্বে: ২৭। স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে হয়: ২৯।

৩৬ স্নায়ু।—দুর্ব্বল, উৎসাহ উদ্যমের অভাব; মস্তকমধ্যে গোলমাল; শয্যাশায়ীবৎ দুর্ব্বলতা।

এমন কি অতি সামান্য ভার তুলিতে গেলেও সহজে মচকাইয়া যায়।

৩৭ নিদ্রা।—উদ্বেগপূর্ণ; ভীতিপ্রদ দৃশ্য ও অস্থিরতা হেতু তাঁহাকে জাগাইয়া রাখে।

সমস্ত পূর্ব্বাহ্ন নিদ্রালু; হাইতোলা।

নিদ্রা সুস্পষ্ট কল্পনাপূর্ণ; কথাকহে, গোঁ গোঁ করে, চক্ষু হইতে অশ্রুপড়ে।

৩৮ সময়।— প্রাতঃকাল: ১, ৭, ১১, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯। পূর্ব্বাহ্ন: ৩, ৩৭।

অপরাহ্ন : ৮, ৪০। সন্ধ্যাকাল : ৭, ২০, ২৫, ২৯, ৪০, ৪৬। রাত্রি : ৩, ৭, ২১, ২৭, ২৫, ৩৩, ৪০। প্রাতঃকালের দিকে : ৪০। সমস্তদিন : ২৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—ভিজাবায়ু : ৩। খোলাবায়ু : ৩। শয্যায় ৪০, ৪৬। খোলাবায়ুতে যাইতে অনিচ্ছা।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত, বিশেষতঃ অপরাহ্নে ও আহারান্তে; সন্ধ্যাকালীন শীত, তৎপরে ঘর্ম্ম।

সর্ব্বদা শীতের পর উত্তাপ, প্রধানতঃ রাত্রিতে, শয্যায়।

ঘর্ম্ম সাধারণতঃ প্রাতঃকালের দিকে, এবং অতি সামান্য শ্রমে, এমন কি আহারেও।

নৈশঘর্ম্ম দুর্গন্ধ, দুর্ব্বলকারী, কাপড়ে হরিদ্রাদাগ লাগে।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৮, ১৯, ২৭, ২৮। বাম : ৯, ১৯।

৪৪ তন্তু।—শৈরিক রক্তের প্রাধান্য : ৪৭।

ক্ষত শুকাইয়া গেলে যে দাগ থাকে তাহাতে হুলবেধ।

দূষিত পূঁজোৎপত্তিতে সুস্থতাসূচক পরিবর্ত্তন।

গ্রন্থিসকল কঠিন, স্ফীত প্রদাহিত; তৎসহ ছিন্নকর, কর্ত্তন বা জ্বালা। *শিরাস।

সন্ধিসকল দুর্ব্বল; সহজেই মচকাইয়া যায় : ৪৫।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৭, ৩১, ৩২, ৩৩। চাপ : ৩, ১৭, ১৯, ২৪। চর্ব্বণ : ১০। উত্তোলন : ৩৬।

৪৬ চর্ম্ম।—সমগ্র শরীরে চুলকানি; সন্ধ্যাকালে শয্যায়। জ্বালাকর বেদনাসহ, বিসর্পযুক্ত স্ফীততা।

৪৭ অবস্থা।—বয়োধিক ব্যক্তিগণ, বিশেষতঃ তৎসহ শৈরিক রক্তের প্রাধান্য, নীলবর্ণ গণ্ডদ্বয়, নীলবর্ণ ঠোঁট, দুর্ব্বলতা, ইত্যাদি।

যুবা, কণ্ঠমালা-দূষিত রোগী।

৪৮ সম্বন্ধ—প্রতিবিষ :—আর্সে, ক্যাম্ফ, নক্সভমি, সুরা।

কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস।

(উদ্ভিজ্জ অঙ্গার)

পরীক্ষক :—হানিম্যান।

১ মন।—মস্তকমধ্যে গোলমাল; তজ্জন্য চিন্তা করিতে কষ্ট; প্রাতে জাগিলে পর।

তন্দ্রাদোষ (stupor), পতনাবস্থা (collapse)।

মুখমণ্ডলে উত্তাপসহ, উদ্বেগযুক্ত।

রাত্রিতে ভূতের ভয়।

তাচ্ছিল্য; সন্তোষ বা অসন্তোষ কিছুই অনুভব না করিয়া এবং তদ্বিষয়ে কিছুই চিন্তা না করিয়া সকল কথা শ্রবণ করে।

কোপনতা, ক্ষণরাগিতা।

অস্থির, উদ্বেগযুক্ত; বৈকালে ৪ টা হইতে ৬ টা।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—কোন দ্রব্য চাপিয়া ধরিতে হয়; অবনত হইলে; আধ্মান বশতঃ; শৈরিক রক্ত সঞ্চালনের মন্দ গতি; বিশেষতঃ অমিতাচারের পর; সমস্ত দিবস মস্তকমধ্যে ঘূর্ণন।

নিদ্রার পরে, উঠিলে অথবা যখন শয্যায় থাকে তখন ভ্রমি; উদ্গার; দুর্ব্বলকারী রসস্রাব, বা পারদ অপব্যবহার কর্ত্তৃক উৎপাদিত।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তক সীসধাতুবৎ ভারী বোধ হয়।

মস্তকে রক্তাগম, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

আক্ষেপিক সঙ্কোচন, বিবমিষা ও চক্ষূর্দ্ধে চাপ, সর্দ্দিবোধসহ মস্তকে রক্তাধিক্যতা; অত্যুষ্ণ গৃহ হইতে মস্তকে রক্তাধিক্যতা।

নিশ্বাসগ্রহণ কালে মস্তকে বেদনাযুক্ত দপদপানি।

অশ্রুস্রাবসহ ঠিক চক্ষূর্দ্ধে চাপযুক্ত মাথাধরা; চক্ষু নাড়িলে বেদনা।

চক্ষূর্দ্ধে অথবা সমগ্র মস্তকে কামড়ানি (aching) এবং স্পন্দন; গ্রীবা-পশ্চাতে আরম্ভ হয়; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; ভোজনান্তে, তৎসহ মস্তকে রক্তাধিক্যতা; অমিতাচারের পরে।

উভয় রগ ও মস্তকশীর্ষে চাপ বোধ।

কপালে, রগের নিকটে একটী ক্ষুদ্র স্থানে প্রবল ছিন্নকর বেদনা।

অক্ষিপটের বামপার্শ্বে ছিন্নকর ও আকৃষ্ট।

* বহির্মস্তক।—মস্তক চাপে চৈতন্যাধিক, বিশেষতঃ টুপির।

করোটীত্বক স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

চুল উঠিয়া যায়; মস্তকের পশ্চাতে বেশী; সন্ধ্যায় শয্যায় উষ্ণ হইলে করোটীত্বক চুলকায়।

* চক্ষু।—চক্ষু জ্যোতিহীন, অক্ষিতারকা আলোকে ক্রিয়াহীন।

চক্ষুর অতিক্রিয়া বশতঃ হ্রস্বদৃষ্টি; অতিক্রিয়া বা সূক্ষ্ম কাজ করিয়া চক্ষু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

চক্ষুর সম্মুখে কাল দাগ ভাসিয়া বেড়ায়।

চক্ষূপরি ভারী পদার্থ রহিয়াছে বোধ।

চক্ষুতে জ্বালা।

মস্তকে রক্তাধিক্যতাসহ চক্ষু হইতে রক্তস্রাব। *হুপিং কাসী।

উপরের দিকে দেখিতে গেলে চক্ষুর পেশী বেদনা করে, অক্ষিপুটের কিনারা সকল চুলকায়; প্রাতঃকালে।

* কর্ণ।—কর্ণে ঘণ্টাধ্বনি; ভন্ ভন্ শব্দ।

কর্ণের সম্মুখে গুরুদ্রব্য থাকার ন্যায় অনুভব; কর্ণরুদ্ধবৎ অনুভব, কিন্তু শ্রুতিশক্তি হ্রাস হয় না।

নূতন স্ফোটজ্বরের পরে বধিরতা; পারদ অপব্যবহার; কর্ণদ্বয় অতি শুষ্ক।

কর্ণ হইতে দুর্গন্ধ পুঁজস্রাব।

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে বাম কর্ণের উত্তাপ ও আরক্ততা।

প্যারটাইটিস, স্ফীততা কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়।

* নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব:—সপ্তাহাধিক কাল প্রতিদিন অনেকবার নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; প্রত্যেক আক্রমণের পূর্ব্বে ও পরে মুখমণ্ডল রক্তশূন্য; মলত্যাগে বেগ দেওয়ার পরে; ক্ষুদ্র, সবিরাম নাড়ী; অমিতাচারের পরে; বৃদ্ধ কিম্বা দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের।

নাসিকা মধ্যে সতত ও প্রবল শুড়শুড়ি সহ বারম্বার হাঁচি।

স্বরভঙ্গতা ও বক্ষে ক্ষতবৎ বোধ সহ প্রবল প্রতিশ্যায়।

শুষ্ক প্রতিশ্যায়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ; ধূসরাভ পীতবর্ণ; সবুজাভ; মৃতবৎ।

মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম; মুখমণ্ডল শীতল, জিহ্বা শীতল।

গণ্ডদ্বয় আরক্ত ও শীতল ঘর্ম্মাবৃত।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠের স্পন্দন।

ওষ্ঠ ও গণ্ডের স্ফীততা ও তাহাতে বেদনা।

ওষ্ঠ দেখিতে কাল্চেবর্ণ ও ফাটা।

১০ দন্ত।—কসের দন্তে আকৃষ্ট ও ছিন্নকর বেদনা।

উষ্ণ, শীতল বা লবণাক্ত খাদ্য হইতে দন্তে ছিন্নকর বেদনা; জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিলে বৃদ্ধি; সমগ্র দন্তপাটী অতিলম্বা ও বেদনা বোধ হয়।

দন্ত সত্বরে বিনষ্ট হইয়া যায়।

মাড়ী :—রক্তপড়ে, এবং যখন মাড়ী চুষা যায়; ক্ষতবৎ বেদনা; চর্ব্বণকালে চৈতন্যাধিক; মাড়ীস্ফোটক।

১১ জিহ্বা।—তালুতে তিক্ততা, জিহ্বা শুষ্ক।

আহারের পূর্ব্বে ও পরে তিক্তাস্বাদ; লবণাস্বাদ।

জিহ্বা প্রদাহ, জিহ্বা কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়।

জিহ্বা ভারী, কষ্টকৃত বাক্যোচ্চারণ।

জিহ্বা :—শাদা; সিসাবর্ণ; নীলবর্ণ, চট্চটে, সরস; শুষ্ক, ফাটা।

জিহ্বা কাল হইয়া যায়।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য ও শ্বাসবায়ু শীতল।

লালা স্রাব বর্দ্ধিত।

মুখমধ্য উষ্ণ, জিহ্বা প্রায় অচল, লালা রক্তযুক্ত; মাড়ী শিথিল, দন্ত হইতে নামিয়া পড়ে, ক্ষতযুক্ত।

নাসিকা ও মুখ হইতে রক্তস্রাব।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে ক্ষতবৎ, [illegible]।

স্ফীত কসেসের কোন কোন অংশ পচিয়া বাহির হয় দুর্গন্ধ পুঁজস্রাব।

গলাধঃকরণ, কাসী বা নাসিকায় সজোরে শ্বাস প্রক্ষেপে নাসিকার পশ্চাৎ ছিদ্রে (নেরিসে) ও ফুসেসে যেন ক্ষতবৎ বেদনা অনুভূত হয়।

খাদ্য সহজে গলাধঃকরণে অক্ষম, গলমধ্য সঙ্কুচিত বোধ হয়, বেদনা নাই।

যুভুলার স্ফীততা ও প্রদাহ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—রুচির অভাব; হস্তপদাদির মাংসপেশীর শিথিলতা ও দুর্ব্বলতা অনুভব হয়।

কাফি, অম্ল, মিষ্টান্ন ও লবণাক্ত দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা।

মাংস ও চর্ব্বি (ঘৃত তৈলাদি) যুক্ত খাদ্য, এবং দুগ্ধ খাইতে অনিচ্ছা, দুগ্ধে উদরে বায়ুসঞ্চয় হয়।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে :—মুখমধ্যে অম্লতা; অতি সহজ খাদ্যও সহ্য হয় না; ভার বোধ, পূর্ণতা বোধ (রাত্রিকালের আহারান্তে বেশী), নিদ্রালুবোধ; বিবমিষা, বমন; বোধ হয় যেন উদর ফাটিয়া যাইবে।

দুগ্ধপানের পর অম্ল উদ্গার।

বেদনা এবং এপিগাষ্ট্রিয়াম ও উদরের গভীর স্থানে জ্বালা বশতঃ খাইতে ভয় হয়।

মদ্য হইতে পাকাশয়িক লক্ষণসকল; কাফি হইতে; অতিরিক্ত পরিমাণে দুগ্ধ হইতে; অতিরিক্ত মাখন ইত্যাদি চর্ব্বি হইতে; মৎস্য হইতে; বরফজল বা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জল হইতে; বায়ু জন্মে এরূপ উদ্ভিজ্জ হইতে।

লবণ বা লোনা মাংসের অপব্যবহারজনিত মন্দ ফল।

উষ্ণ, শীতল বা লবণাক্ত খাদ্য : ১০। পান বা আহার : ২৭।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—পুনঃ পুনঃ শূন্য উদ্গার।

মুখ দিয়া অধিক জল উঠে।

অম্ল বা পচা উদ্গার। প্রাতে বিবমিষা।

বমন :—রক্ত; খাদ্য (সন্ধ্যাকালে); অম্ল, পিত্ত, বা রক্তযুক্ত পদার্থ।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়গহ্বরে কামড়ানি (aching)।

পাকাশয়ে জ্বালা, নিম্নে কটিদেশ ও ঊর্দ্ধে স্কন্ধপর্য্যন্ত বিস্তৃত।

চিত হইয়া শয়ন ও ভ্রমণকালে পাকাশয়ে অম্ল বোধ হয়; পাকাশয় অত্যন্ত ভারী এবং যেন ঝুলিতেছে বোধ হয়।

টান টান, পূর্ণ বোধ হয়; আধ্মান।

রক্ত বমন; শরীর বরফবৎ শীতল; শ্বাসবায়ু শীতল; নাড়ী সূত্রবৎ, সবিরাম গতি; ভ্রমি; মৃতবৎ মুখের চেহারা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া —স্পর্শে বেদনাযুক্ত; কাপড়ে কষ্ট বোধ হয়, সহ্য হয় না।

যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ।

কামলা :—অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বা অত্যন্ত অধিক ঘৃতমসলাদিযুক্ত খাদ্য ভক্ষণ হইতে; পারদ অপব্যবহার হইতে।

প্লীহাপ্রদেশে চাপ, চিমটিকাটাবৎ বেদনা; দ্রুত, বিদ্যুৎবৎ সূচীবেধ; উদর স্ফীত।

১৯ উদর।—আধ্মান বশতঃ শূলবেদনা, উদর ফাটিয়া যাইবে এইরূপ পূর্ণ; মূত্রাশয়ের নিকট বেদনা বেশী; অতি সামান্য মাত্র খাদ্যে বৃদ্ধি; বায়ুনিঃসরণ, বা কঠিন মলত্যাগ হইলে উপশম।

উদর স্ফীত, বায়ু উপরদিক (উদ্গার) বা নিম্নদিক (অপান) দিয়া নির্গমনে উপশম।

এপিগাষ্ট্রিয়াম ও উদরের গভীর স্থানে জ্বালা, ছিন্নকর বেদনা; আহারে বৃদ্ধি; তৎসহ যন্ত্রণা, আধ্মান, উদরাময়।

উদর অনুভব হয় যেন ভারী হইয়া ঝুলিতেছে।

উচ্চরবে পেটডাকা; দুর্গন্ধ বা গন্ধহীন বায়ুনিঃসরণ।

২০ মল, ইত্যাদি।—সরলান্ত্রে বিদাহী, ক্ষতকারী রসস্রাব।

মলত্যাগ না করিবার সময়ে সরলান্ত্রে খামচান, কীটসঞ্চারণ। * কৃমি।

অপান উষ্ণ, স্বয়স দুর্গন্ধি।

মলঃ—জ্বালাকর, দুর্গন্ধ, জলবৎ, রক্তযুক্ত, তৎসহ বেগ; সূত্রবৎ হরিদ্রাবর্ণ আমদ্বারা আবৃত, শেষাংশ রক্তযুক্ত; অনৈচ্ছিক অতি দুর্গন্ধ; রক্তামাশয়, ভয়ানক দুর্গন্ধ; পাতলা আম।

এমন কি কোমল মলও কষ্টে নির্গত হয়।

ওলাউঠা, পতনাবস্থা।

অর্শ:—বহির্গামী ; নীলবর্ণ; পুঁজযুক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত ; জ্বালাসহ ; অমিতাচারের পরে ; মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপাদিত করে।

২১ মূত্র।—সুরা অপব্যবহার-জনিত ব্রাইটের পীড়া।

মূত্রাশয় হইতে পাতলা স্রাব নির্গত ; বৃদ্ধদিগের।

মূত্র :—লালাভ, ঘোলা ; যেন রক্তমিশ্রিত ; রক্তবর্ণ অধঃক্ষেপ ; রক্তযুক্ত ; প্রচুর, ঈষৎ বর্ণবিশিষ্ট, বহুমূত্রের ; দুগ্ধবৎ।

রাত্রিতে শয্যায় মূত্রত্যাগ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—নিদ্রাকালে কৃত্রিমমৈথুন।

রতিক্রিয়াকালে অতি সত্বরেই রেতঃস্রাব, তৎপরে মস্তকমধ্যে এক প্রকার শব্দানুভব।

মলত্যাগের বেগ দিতে প্রষ্টাটিক রসনিঃসরণ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু :—অতি আগাইয়া, অতি প্রচুর ; রক্ত বর্ণবিহীন বা ঘন, দাহক ; উগ্র গন্ধ।

প্রচুর রজঃস্রাব (menorrhagia)।

শ্বেতপ্রদর :—প্রাতে গাত্রোত্থানকালে পাতলা, সমস্ত দিবসে নহে ; দুগ্ধবৎ, ক্ষতকারী ; ঘন, হরিদ্রাবর্ণ।

যোনিনালী (fistula), জ্বালাকর বেদনা।

ভগের শিরা স্ফীততা, ভগ ও মলদ্বারের চুলকানি;তাহাতে মূত্রকৃচ্ছ্রতা জন্মে।

২৪ গর্ভাবস্থা।—প্রসববেদনা দুর্ব্বল, বা থামিয়া আইসে, তৎসহ অধিক দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ প্রবল পীড়া বা অধিক রসস্রাবের পরে।

স্তনপান করাইয়া দুর্ব্বলতা।

স্তনমধ্যে চাপবৎ স্থান ; তৎসহ বগলের গ্রন্থিসমূহের কঠিনত্বপ্রাপ্তি, এবং তৎসহ জ্বালাকর বেদনা, উদ্বেগ।

দুর্গন্ধ প্রসবান্ত স্রাব (লোকিয়া)।

২৫ লেরিংক্স।—গভীর স্বর, কথা কহিতে স্বর বাহির হয় না, বেদনা নাই।

স্বরভঙ্গতা :—এবং ক্ষতবৎ অনুভব, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি ; প্রাতে স্বর

বিলুপ্ত; সরস, শীতল বায়ুতে; পুরাতন; সরস সান্ধ্যসমীরণ এবং কথা কহিলে বৃদ্ধি।

লেরিংক্সাবরক ঝিল্লির কৃষ্ণাভ স্ফীততা।

লেরিংক্সে ক্ষতবৎ বেদনা ও শুড়শুড়ি।

ট্রেকিয়া মধ্যে অস্বাভাবিক শুষ্কতা অনুভব।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসবায়ু শীতল।

শীতল হস্তপদাদি সহ হ্রস্ব (short) শ্বাসক্রিয়া।

পাখা করিতে ইচ্ছা, অধিকতর বায়ু চাহে।

কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া, বক্ষের পূর্ণতা বোধ, এবং অতি সামান্য সঞ্চালনে হৃৎকম্পন।

বৃদ্ধদিগের হাঁপানিরোগ, দুর্ব্বলতা, কম্পন; যেন আসন্নমৃত্যুবৎ দেখায়; বায়ুপূর্ণ কিন্তু তাহা তুলিতে পারে না; শীতল বায়ুতে উপশম; প্রাতে বৃদ্ধি।

উচ্চরবে ঘড়ঘড় শব্দসহ শ্বাসক্রিয়া, কাসী থামিয়া যায়, ফুসফুস-স্ফীতির আশঙ্কা।

অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, অত্যন্ত উদ্বেগ, কিন্তু অস্থির নহে; কাসী থাকিয়া থাকিয়া প্রবল বেগে এক একবার; গয়ার জলবৎ, প্রচুর। *এম্ফিসিমা।

২৭ কাসী।—কাসী :—আক্ষেপিক, হ্রস্ব, থাকিয়া থাকিয়া এক একবার আক্রমণ; বোধ হয় যেন গন্ধকের ধূমবশতঃ কাসী; সন্ধ্যা বা মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে বৃদ্ধি; এক সময়ে শুষ্ক, বেদনাযুক্ত; অপর এক সময়ে গয়ার পুঁজযুক্ত, পিচ্ছিল, দুর্গন্ধযুক্ত; কাসী, তৎসহ রাত্রি ও প্রাতে প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে; এবং হুপশব্দক কাসীর অন্যান্য লক্ষণসকল দূরীভূত হইলে বমন; সঞ্চালন, খোলাবায়ুতে ভ্রমণ, শয়নের পর, সন্ধ্যায় শয্যাতে, পানাহার (বিশেষতঃ শীতল পানীয় বা খাদ্য) এবং কথা কহিলে বৃদ্ধি।

গয়ার :—হরিদ্রাভ-সবুজ পুঁজযুক্ত; রক্তযুক্ত; অম্ল বা লবণাক্ত আস্বাদ; কিম্বা খারাপ গন্ধ।

২৮ ফুস্‌ফুস ।—প্রজ্জ্বলিত অগ্নিবৎ বক্ষে জ্বালা।

বক্ষ ও মস্তকে রক্তাধিক্যতা ।

বক্ষে দুর্ব্বল, পরিশ্রান্ত বোধ ।

ষ্টার্ণামের নিম্নে জ্বালা ; বড় বড় বুদ্বুদের ঘড় ঘড় শব্দ ; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ।

বায়ুনলীভুজের সর্দ্দি, স্বরভঙ্গ, শ্লৈষ্মিক শব্দ , বক্ষ ও পঞ্জরাস্থিসকল ঘৃষ্টাঘাত প্রাপ্ত অনুভূত হয় ।

রক্ত নিষ্ঠীবন, বক্ষে জ্বালা, থাকিয়া থাকিয়া প্রবল কাসীর আক্রমণ, স্বরভঙ্গ ; মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ; চর্ম্ম শীতল ; ধীর, সবিরাম নাড়ী ; পাখার হাওয়া খাইতে চাহে ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী ।—হৃৎকম্পন :—কয়েক দিবস পর্য্যন্ত অতি প্রবল ; আহারান্তে ; উপবেশনকালে ।

কৈশিকা মধ্যে রক্ত সঞ্চালনের মন্দা গতি, নীলিমাপ্রাপ্তি (সায়ানোসিস) ; মুখমণ্ডল ও হস্তপদাদি শীতল, শীতল ঘর্ম্ম ; হৃৎপিণ্ডের আসন্ন পক্ষাঘাতের আশঙ্কা ।

নাড়ী সূত্রবৎ ; দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র ; সবিরাম ।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ ।—গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিসকল স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, বিশেষতঃ গ্রীবার পশ্চাতস্থিত ।

গ্রীবাদেশীয় মাংসপেশীর ছিন্নকর ।

পৃষ্ঠদেশের বাতসম্ভূত আকৃষ্টবৎ বেদনা, অবনত হইলে বৃদ্ধি ।

পৃষ্ঠদেশের অনম্যতা ।

কটিদেশে অতি প্রবল বেদনা, তিনি (স্ত্রী) বসিতে অক্ষম ।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ ।—দক্ষিণ স্কন্ধোপরি জ্বালা ।

রাত্রিতে যে বাহু চাপিয়া শুইয়া থাকেন তাহাতে আকৃষ্টবৎ বেদনা ।

উভয় কনুইসন্ধিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা ।

লিখিতে গেলে বাহুদ্বয় পরিশ্রান্ত বোধ হয় ।

ছিন্নকর বেদনা :—একটী মণিবন্ধে ; বাম হস্তের অঙ্গুলিতে ।

হস্তদ্বয় ।—জ্বালা করে ; বরফবৎ শীতল , অঙ্গুলির অগ্রভাগ শীতল ঘর্ম্মে আবৃত ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিম্নাঙ্গে ভার বোধ।

উদর হইতে নিম্নে বাম পদ পর্য্যন্ত অতি প্রবল খঞ্জকারী, আকৃষ্টবৎ বেদনা।

বাম নিতম্বের নিকটে ও নিম্নে, ত্রিকাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ছিন্নকর বেদনা।

নিতম্ব পীড়া (hip disease), তৃতীয়াবস্থা; কৃষ্ণবর্ণ, রক্তযুক্ত পাতলা, দুর্গন্ধ স্রাব; অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য।

পায়ের ক্ষত রাত্রিতে জ্বালা করে; স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত; ক্ষতের চতুর্দ্দিকস্থ চর্ম্ম নীলবর্ণ।

বাম পদ পক্ষাঘাতবিশিষ্ট অনুভব হয়।

অঙ্গুলিসকল লালবর্ণ, স্ফীত, হুলবেধযুক্ত, যেন নীহারাক্রান্ত।

পায়ের তলায় খিলধরা, সন্ধ্যাকালে শয়নান্তে।

অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ ক্ষতযুক্ত।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি —ঘৃষ্টবৎ অনুভূত হয়; অসাড়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

জ্বালা:—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে; ঋতুকালে হস্তদ্বয় ও হাতপায়ের তলায়।

উদরাধ্মান সহ বাতের বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি। সঞ্চালন: ২৬, ২৭, ৩৭। চক্ষুসঞ্চালন: ৩। ভ্রমণ: ১৭, ৩৬, ৪; খোলাবায়ুতে: ২৭। উপবেশন: ২৯, ৩১, ৩৭। শয়ন: ৩, ১৭, ২৭, ৩৩; চীত হইয়া: ১৭; পার্শ্ব হইয়া: ৩৭। অবনত: ২, ৩১।

৩৬ স্নায়ু।—জীবনীশক্তি প্রায় শেষ হইয়াছে, গাত্র শীতল, বিশেষতঃ জানুদ্বয় হইতে পদ পর্য্যন্ত; মৃতবৎ পড়িয়া থাকে; শ্বাসবায়ু শীতল; নাড়ী সবিরাম, সূত্রবৎ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে শীতল ঘর্ম্ম।

স্নায়বিক উত্তেজনশীলতার অভাব, ঔষধের ক্রিয়ার ক্রিয়া-প্রবণতার অভাব (ঔষধে ক্রিয়া দর্শে না)।

অল্প ভ্রমণান্তে শ্রান্ত।

ভ্রমিবৎ দুর্ব্বলতার সময়ে সময়ে আক্রমণ।

প্রাতে শয্যায় অলস, শ্রান্ত।

মধ্যাহ্নে দুর্ব্বলতা, মস্তক শূন্য বোধ হয়, ক্ষুধার অনুভব।

প্রচুর রস (পুঁজ, রক্ত, দুগ্ধাদি) স্রাব বশতঃ বৃদ্ধি।

৩৭ নিদ্রা।—হাইতোলা, আড়ামুড়ি ভাঙ্গা।

পূর্ব্বাহ্নে উপবিষ্টাবস্থায়, এবং পড়িতে গেলে নিদ্রালুতা; সঞ্চালনে দূরীভূত হয়।

দিবাভাগে নিদ্রালু; মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ও পরে নিদ্রা যাইতে হয়; রাত্রিতে নিদ্রা কেবল কল্পনাপূর্ণ।

শরীরের অসুখ বশতঃ নিদ্রাহীন।

রাত্রি ১ টার পর নিদ্রা হয় না।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিশেষতঃ জানুদ্বয় শীতল বশতঃ, পুনঃ পুনঃ জাগিয়া উঠে।

রাত্রিতে কেবল স্বপ্নপূর্ণ।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ১, ২, ৫, ১৬, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭, ৩৬, ৪০।
পূর্ব্বাহ্ন: ৭, ৩৭। মধ্যাহ্ন: ৩৬। বৈকাল: ৩৭।
সন্ধ্যাকাল: ১, ৩, ৪, ৬, ৮, ১৬, ২৫, ২৭, ৩৩, ৩৬, ৪০।
রাত্রি: ১, ৭, ১৭, ২১, ২৭, ৩২, ৩৩, ৩৭, ৪০। মধ্য-রাত্রির পূর্ব্বে: ২৭; পরে: ৩৭। দিবস: ২, ৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—বায়ুর পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি, বিশেষতঃ সরস বায়ুতে।

উষ্ণতা: ৪। অত্যুষ্ণ গৃহ: ৩। শীতল বায়ু: ২৬। পাখার হাওয়া চাহে: ২৮। খোলাবায়ু: ২৭। সরস বায়ু: ২৫।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সন্ধ্যাকালে কম্প।

শীত, সাধারণতঃ তৎসহ তৃষ্ণা; প্রায়ই সন্ধ্যাকালে, কখন কখন কেবল বাম পার্শ্বে।

বরফবৎ শীতল গাত্র সহ শীত।

শীতের পরে উত্তাপ, অথবা শীতের সহিত উত্তাপের কোন সম্বন্ধ নাই।

বিলেপী জ্বর (hectic)।

উত্তাপ ও ঘর্ম্ম মিশ্রিত।

দুর্ব্বলকারী নৈশ বা প্রাতঃকালিক ঘর্ম্ম।

সহজেই ঘর্ম্ম হয়, বিশেষতঃ মস্তক ও মুখমণ্ডলে।

ঘর্ম্ম:—প্রচুর; দুর্গন্ধ কিম্বা অম্ল।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৬, ৮, ১৮, ২৮, ৩২। বাম: ৩, ৬, ৭, ৮, ১৯, ২৮, ৩২, ৩৩, ৪০। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে: ৬।

৪৩ অনুভব।—বেদনা সর্ব্বাঙ্গশরীরে ঘুরিয়া বেড়ায়। * স্নায়ুশূল। শরীরের নানা স্থানে আকৃষ্ট ও ছিন্নকর বেদনা।

৪৪ তন্তু।—পচন দোষ, অন্তঃপ্রবিষ্ট মুখাকৃতি, রক্তশূন্য মুখবর্ণ, বিলেপীজ্বর, বিকার লক্ষণসকল।

কৈশিকামধ্যে রক্ত মন্দগতি (স্থগিত হয়), তাহাতে নীলবর্ণতা, শীতলতা জন্মে; কালশিরা।

গ্রীষ্মকালিক উদরাময়ের পরে রক্তাল্পতা; ক্ষীণ, শাদা চর্ম্ম।

শুষ্কতা প্রাপ্ত, শরীর শীতল, মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, তথাপি জ্ঞান থাকে।

গ্যাংগ্রিন (গলিত ক্ষত):—সরস, বার্দ্ধক্যাবস্থায়।

শোষিকা গ্রন্থি স্ফীত, কাঠিন্যযুক্ত, কিম্বা পুঁজযুক্ত, জ্বালাকর বেদনা।

ক্লোরোসিস, তৎসহ চুলকানিবৎ উদ্ভেদ ও যোনি হইতে শাদা স্রাব।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—ভারী দ্রব্য তুলিয়া বৃদ্ধি।

স্পর্শ: ৪, ১০, ১৮। চাপ: ৪। চর্ব্বণ: ১০। কোন দ্রব্য চাপিয়া ধরা: ৩২। কোন দ্রব্য চাপিয়া ধরিতে হয়: ২।

অশ্বারোহণে বৃদ্ধি হয়:—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে টাটানি; পেট বেদনা।

৪৬ চর্ম্ম।—আঘাত।

চুলকানিবৎ শুষ্ক উদ্ভেদ।

সূক্ষ্ম, সরস উদ্ভেদ, তৎসহ যেখানে কোন উদ্ভেদ নাই সেইখানে জ্বালা।

চর্ম্মের খাঁজ সকল ক্ষতযুক্ত হয়।

ক্ষত:—ভেরিকোস; স্কারবুটিক; পাণ্ডুবর্ণ, সহজেই রক্তপড়ে, দুর্গন্ধ।

বগলে চুলকানি ও টাটানি।

৪৭ অবস্থা।—জীর্ণশক্তি হ্রাস, শৈরিক রক্তসঞ্চালন প্রবল।

বৃদ্ধদিগের। দুর্ব্বলকর রোগান্তে বালকদিগের।

৪৮ সম্বন্ধ।—কার্ব্ব-ভেজ সুফলপ্রদ:—সলফার ও মার্কুরিয়াসের পরে, যখন

কণ্ডু (চুলকানি) শুষ্ক; ভিরাট্রমের পরে, হুপশব্দক কাসীর প্রারম্ভে; ল্যাকে, কালি-কার্ব্ব, সিপিযার পরে।

কার্ব্ব-ভেজের পরে :—আর্সে, চায়না, ড্রসে, কালি-কার্ব্ব, ফসফ-এসিড প্রায়ই উপযোগী।

কুইনাইন-জনিত রোগ সকল, বিশেষতঃ জ্বর আটকাইযা গেলে।

পারদ, লবণ বা লবণাক্ত মাংসের অপব্যবহার জনিত রোগ সকল।

কার্ব্ব-ভেজ প্রতিষেধ করে :—চায়না, ল্যাকে, মার্ক্।

কার্ব্ব-ভেজের প্রতিবিষ :— আর্সে, ক্যাম্ফ, কফি, ল্যাকে।

কার্ডুয়াস মেরিয়েনাস।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—কামলা রোগ; যকৃত প্রদেশ চাপে বেদনাযুক্ত; দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়ামে পূর্ণতানুভব। যকৃতের রক্তাধিক্যতা বশতঃ।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলের সহিত পিত্তের পরিমাণ হ্রাস। উদরাময়ের সহিত পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ।

২১ মূত্র।—মূত্রমধ্যে পিত্তের রঙ্গিল পদার্থ বর্ত্তমান; মূত্র স্বল্প, ধূসরবর্ণ ও ঘোলা।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত ও জ্বর, তৎসহ পূর্ব্বোল্লিখিত কামলারোগের লক্ষণসমূহ।

ক্যাকটাস গ্রাণ্ডিফোরাস।

পরীক্ষক :—রুবিনি।

১ মন।—একটীও কথা কহিতে, কিম্বা উত্তর দিতে অনিচ্ছা।

ক্রন্দন করে কিন্তু কেন তাহা জানে না; সান্ত্বনায় বর্দ্ধিত হয়।

অদম্য বিষণ্ণতা।

মৃত্যুভয়, তিনি বিবেচনা করেন যে তাঁহার রোগ অসাধ্য।

২ চৈতন্য।—রক্তাধিক্যতা বশতঃ মাথাঘোরা; মুখমণ্ডল লালবর্ণ, স্ফীতভাব, মস্তিষ্কে স্পন্দন; উন্মত্ততা, উদ্বেগ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতা, চক্ষু রক্তপূর্ণ, কোমা (তন্দ্রাদোষ), শ্বাসরোধ, মুখমণ্ডলে রক্তোদগম; সূর্য্যাতপ লাগান হেতু জ্বর।

মস্তকশীর্ষে প্রবল বেদনা, চাপে উপশম, কথা কহিলে বা তীব্রালোকে বৃদ্ধি। রগে স্পন্দন, যেন করোটী বিদীর্ণ হইবে, রাত্রিতে অসহ্য।

উত্তেজনা-জনিত মাথাধরা, দক্ষিণ পার্শ্বে বেশী।

৫ চক্ষু।—দৃষ্টির অস্পষ্টতা; থাকিয়া থাকিয়া সময়ে সময়ে দৃষ্টির দৌর্ব্বল্য প্রত্যাবর্ত্তন করে।

৬ কর্ণ।—রক্তাধিক্যতা বশতঃ শ্রবণশক্তির হ্রাস, কর্ণ মধ্যে স্পন্দন; ঘর্ম্মরোধজনিত কর্ণপ্রদাহের পরে কর্ণ মধ্যে জলস্রোতের ন্যায় অথবা ভন্ ভন্ শব্দ।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তস্রাব, শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যায়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল:—নীলবর্ণ; শীতল ঘর্ম্ম, পাণ্ডুবর্ণ; রক্তপূর্ণ।

মৌখিকশূল দক্ষিণ পার্শ্বের, পুরাতন; অতি সামান্য মাত্র পরিশ্রমে বৃদ্ধি, কেবল শয্যায় স্থিরভাবে শয়নে মধ্যম প্রকারে থাকে, সুরা, সঙ্গীত, তীব্রালোক, অথবা নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে আহার বশতঃ উৎপন্ন।

১২ মুখমধ্য।—প্রাতে মুখে দুর্গন্ধ।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে সঙ্কোচন বোধ, তাহাতে সদত ঢোক গিলিতে ইচ্ছা হয়।

অন্ননলীর সঙ্কোচন; অত্যন্ত অধিক পরিমাণে জল খাইলে তবে উহা সজোরে পাকাশয় মধ্যে নামে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—রুচি নাই।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে পাকাশয়ে ভার ও কষ্ট বোধ।

আহারান্তে পাকাশয়পশ্চাতে স্পন্দনানুভব।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—প্রাতে বিবমিষা, সমস্ত দিন থাকে।

বিদাহী, অম্ল তরল পদার্থ গলা ও মুখমধ্যে উঠে, তাহাতে খাদ্য পর্য্যন্ত অম্লাস্বাদ বোধ হয়।

রক্ত বমন।

১৭ পাকাশয়।—জ্বালা, পাকাশয়ে স্পন্দনানুভব।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতে রক্তপূর্ণতা; হৃদরোগ বশতঃ তরুণ বা পুরাতন :

অনুভব হয় যেন বক্ষের নিম্নাংশ দিয়া একটা দড়ী সজোরে বান্ধা রহিয়াছে।

ডায়াফ্রামের মধ্য দিয়া এবং বক্ষ পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ বেদনা চিড়িক্ মারিয়া উঠে।

১৯ উদর।—উদরে অসহ্য উত্তাপ, যেন মধ্যে কি জ্বলিতেছে।

নাভিপ্রদেশে ভ্রমণশীল (সঞ্চরমাণ) বেদনা, ঐ বেদনা থাকিয়া থাকিয়া স্থগিত ও বৃদ্ধি হয়।

২০ মল, ইত্যাদি।—প্রাতঃকালিক উদরাময়, তৎপূর্ব্বে বেদনা হয়।

মলদ্বারে ভার বোধ, মলত্যাগের প্রবল ইচ্ছা, কিন্তু কিছুই বহির্গত হয় না

আলপিনের ন্যায় মলদ্বারে খোঁচাবেধা, সামান্য ঘর্ষণে স্থগিত হয়।

২১ মূত্র।—সদত মূত্রত্যাগের ইচ্ছা।

মূত্র :—প্রচুর, বিচালির ন্যায় বর্ণ; অধিক জ্বালা সহ ফোটা ফোটা বহির্গত হয়, মূত্রাশয়-গ্রীবার সঙ্কোচন; জ্বরে মূত্র রুদ্ধ।

রক্তপ্রস্রাব; রক্তজমাট বশতঃ মূত্রনির্গত হয় না।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অতি শীঘ্র; কাল, পিচের ন্যায়।

জরায়ুর সঙ্কোচক আক্ষেপসহ ঋতু; অতি যন্ত্রণাদায়ক বেদনা; সন্ধ্যা-কালে বৃদ্ধি; স্রাব স্বল্প, শয়নে স্থগিত হয়।

ডিম্বকোষ প্রদেশে দপদপানি বেদনা নিম্নে উরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত, প্রতিদিন ঠিক একই সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

২৪ গর্ভাবস্থা।—স্তনের প্রদাহ; বক্ষে পূর্ণতানুভব; শীতল বায়ুতে অতি চৈতন্যাধিক।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর গম্ভীর, স্বরভঙ্গ; বক্ষের সঙ্কোচন বোধ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে গেলে শ্বাসকষ্ট।

যেন অত্যন্ত ভার চাপান রহিয়াছে এইরূপ কষ্ট বোধ, কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া; অসুখবোধ, যেন একটা লৌহপাত বক্ষের চতুর্দ্দিকে থাকায় বক্ষের স্বাভাবিক সঞ্চালন রুদ্ধ হইয়াছে।

২৭ কাসী।—আক্ষেপিক কাসী, তৎসহ প্রচুর শ্লেষ্মা গয়ার উঠে।

ঘন হরিদ্রাবর্ণ গয়ার সহ কাসী।

২৮ ফুস্‌ফুস।—ধামনিক বিধানের সুস্পষ্ট উত্তেজনা (কিন্তু একোনাইট অপেক্ষা অল্প জ্বর ও অস্থিরতা)।

হৃৎকম্পন সহ বায়ুনলীভুজের প্রদাহ (ব্রংকাইটীস); হৃৎপিণ্ডের অতি-ক্রিয়া বশতঃ বায়ুনলীভুজের সর্দ্দি।

ক্রমাগত শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ; কষ্টযুক্ত শ্বাসক্রিয়া; ঠিক সোজা হইয়া শুইতে পারে না; থাকিয়া থাকিয়া উদ্বেগ ও শ্বাসরোধের আক্রমণ।

বক্ষে খোঁচাবেধা বেদনা, রক্তযুক্ত গয়ার; কঠিন, দ্রুত, কম্পবান (তরঙ্গ-বৎ) নাড়ী; বক্ষ ও স্কন্ধ প্রদেশে তীক্ষ্ণ ভ্রমণশীল বেদনা।

বক্ষে সঙ্কোচন বোধ, তাহাতে কথা কহিতে পারে না।

বক্ষে রক্তাধিক্যতা, তাহাতে শুইতে পারে না; হৃৎকম্পন; বক্ষের সঙ্কোচন বোধ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডে সঙ্কোচন বোধ, যেন একটা লৌহপাত চতু-র্দ্দিকে জড়ান থাকায় উহার স্বাভাবিক সঞ্চালন রুদ্ধ হইয়াছে।

খোঁচাবেধা বেদনা বশতঃ শ্বাসক্রিয়া ও দেহের সঞ্চালন বন্ধ; কষ্টবোধ; বামপার্শ্বে শুইতে পারে না; নীলবর্ণ মুখমণ্ডল; নাড়ী দ্রুত, দপ-দপানিযুক্ত ও কঠিন।

ভারযুক্ত বেদনা, চাপে বৃদ্ধি, শ্বাসক্রিয়া রুদ্ধ হয়; মুখমণ্ডল নীলবর্ণ; ইডিমা (স্ফীতি), বিশেষতঃ বামহস্ত ও জানু পর্য্যন্ত পদদ্বয়ের; চরণ-দ্বয় বরফবৎ শীতল; নাড়ী সবিরাম গতি।

হৃৎপিণ্ডাগ্রে বেদনা বাম বাহুর মধ্য দিয়া চিড়িক মারিয়া অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগে আইসে; ক্ষীণ নাড়ী; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

এণ্ডোকার্ডিয়াল মারমার; বক্ষপ্রাচীরে হৃৎপিণ্ডের প্রবল আঘাত; দক্ষিণ ভেণ্ট্রিকেল বর্দ্ধিত।

মাথাঘোরা, অচৈতন্যতা, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা সহ হৃৎকম্পন; ভ্রমণে, রাত্রিতে, বাম পার্শ্বে শয়নে, ঋতুর (স্ত্রী) আগমনে এবং যে কোন পরিশ্রমে বৃদ্ধি।

পাকাশয়ে গড়গড় শব্দ করিয়া পরে হৃৎকম্পন।

দীর্ঘকাল স্থায়ী হৃৎকম্পন, নিরাশ প্রণয়জনিত।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অনিয়মিত, কখন দ্রুত, কখন ধীর।

৩০ বহির্বক্ষ।—ষ্টার্ণামের মধ্যদেশে সঙ্কোচন বোধ, যেন একটা লৌহপাত দ্বারা চাপ দেওয়া রহিয়াছে, তৎসহ কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

বক্ষের মাংসপেশীর বাত।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুদ্বয়ে পিপীলিকা হণ্টন ও ভার বোধ।

হস্তদ্বয়ের শোথবৎ স্ফীতি, প্রধানতঃ বামহস্তের।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পদদ্বয়ের অস্থিরতা, উহা স্থির রাখিতে পারে না।

পদদ্বয়ের শোথবৎ স্ফীতি, চর্ম্ম চকচকে; টিপিলে দাগ (গর্ত্তবৎ) অনেক ক্ষণ থাকে।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন: ৩০। ভ্রমণ: ২৯। আরোহণ: ২৬। পরিশ্রম: ৮, ২৯। শয়ন: ৮, ২৩। শুইতে পারে না: ৪০; সোজা হইয়া: ২৮; বাম পার্শ্বে: ২৯।

৩৬ স্নায়ু।—সাধারণ দুর্ব্বলতা, শয্যাশায়ীবৎ দৌর্ব্বল্য, অনিদ্রা। ভ্রমি।

৩৭ নিদ্রা।—বিনা কারণে নিদ্রাহীন; কিম্বা পাকাশয়-গহ্বর বা কর্ণমধ্যে স্পন্দন বশতঃ।

রাত্রিতে প্রলাপ; জাগিলে প্রলাপ স্থগিত হয়, কিন্তু নিদ্রিত হইলে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ১২, ১৬, ২০। সন্ধ্যাকাল: ২৩, ২৬। রাত্রি: ৩, ২৯, ৩৭। বেলা ১১ টা ও রাত্রি ১১ টা: ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—সূর্য্যাতপ: ৩, ৪০। শীতল বায়ু. ২৪।

৪০ **শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।**—পৃষ্ঠদেশে শীতলতা ও শীতল হস্তদ্বয়।

শীত আবরণে উপশমিত হয় না; প্রতিদিন একই সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে; বেলা ১১ টা ও রাত্রি ১১ টার সময় জ্বরের নিয়মিত আক্রমণ।

সবিরাম জ্বর, তৎসহ মস্তকে রক্তাধিক্যতা, মুখমণ্ডলে রক্তাগম, মূত্ররোধ, মূত্রাশয়ে বেদনা, হৃৎপিণ্ডে ছিন্নকর বেদনা, প্রবল বমন; ঘর্ম্ম প্রকাশ হয় না, সূর্য্যাতপ লাগান পরে।

শীতের পরে উত্তাপ, তৎসহ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, মাথাধরা ও তৃষ্ণা; তৎসহ মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অচৈতন্যতা, তৎপরে শ্বাসক্রিয়ার হ্রস্বতা এবং শয়ান থাকিতে অক্ষমতা; তৎপরে অত্যন্ত তৃষ্ণাসহ প্রচুর ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—সাময়িক (থাকিয়া থাকিয়া) আক্রমণ : ৫, ১৯, ২৩, ৪০।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩, ৮, ২১। বাম : ৩২। চর্ম্মের লক্ষণসমূহ, প্রথমে নিম্নে বাম হইতে ঊর্দ্ধে দক্ষিণ পার্শ্ব; পরে নিম্নে দক্ষিণ হইতে ঊর্দ্ধে বাম পার্শ্ব।

৪৩ অনুভব।—সমগ্র শরীর যেন বোধ হয় পিঞ্জরাবদ্ধ, তাহার প্রত্যেক তার যেন কসিয়া কসিয়া বান্ধা হইয়াছে।

৪৪ তন্তু।—হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক (organic) রোগসকল। শোথরোগ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—চাপ : ৩, ৩১। ঘর্ষণ : ২০।

৪৬ চর্ম্ম।—শুষ্ক, চুলকানিশূন্য আঁইসবৎ ছাল উঠে এরূপ হার্পিস।

৪৮ সম্বন্ধ।—ক্যাকটাসের প্রতিবিষ :—একো, ক্যাম্ফ, চায়না।

তুলনা কর :—একো (রক্তস্রাব, হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা, ইত্যাদি কিন্তু একোনাইটে অধিকতর যন্ত্রণা ও অস্থিরতা থাকে), কনভ্যালেরিয়া ম্যাজেলিস (হৃৎপিণ্ড)।

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা।

(গাঁজা)।

পরীক্ষক :—ফিলাডেল্‌ফিয়া পরীক্ষক সমিতি।

১ মন।—মস্তক অত্যন্ত ভারী বোধ হয়, অজ্ঞান হয়, ও পড়িয়া যায়।

মস্তিষ্কমধ্যে নানা প্রকার চিন্তা একত্রিত হওয়ায় কোন ঘটনা স্মরণ করিতে পারে না।

অত্যন্ত অন্যমনস্ক।

▌ সময় ও স্থানের দীর্ঘতা (ব্যপ্তি) সম্বন্ধে অত্যুক্তি; কএক মিনিট যুগান্তর এবং এক রশি স্থান বহুদূর বলিয়া বোধ হয়।

অত্যন্ত মানসিক স্ফূর্ত্তি। একটী আমোদজনক চিন্তা শেষ হইবা মাত্র আর একটী চিন্তা; চিন্তার সাধারণ ভাব পরিবর্ত্তিত হয় না।

▌ পানাত্যয় (ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স); প্রচণ্ড বেগশালী হইবার সম্ভাবনা; বিবমিষা; অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণা।

অসংখ্য বিভীষিকা ও কল্পনা।

তামাসা ও কৃতিজনক প্রবৃত্তি, এবং অপরিমিত হাস্য করে।

২ চৈতন্য।—উঠিলে মাথাঘোরে, তৎসহ মস্তকের পশ্চাতে স্তম্ভনকারী বেদনা।

মস্তিষ্কোপরি ভারযুক্ত চাপ, তাহাতে তাহাকে অবনত হইতে বাধ্য করে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে, বিশেষতঃ চক্ষূর্দ্ধে, আকৃষ্টবেদনা।

কপালে দপদপানি কামড়ানি (aching) বেদনা।

উভয় রগে কামড়ানি (aching), দক্ষিণ পার্শ্বে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল।

দক্ষিণ রগে অল্প অল্প সূচীবেধ।

মস্তিষ্ক মধ্য দিয়া প্রবল বেগ (বিদ্যুৎবৎ) গমন করে।

অনুভব হয় যেন মস্তকশীর্ষ স্থান খুলিতেছে ও বন্ধ হইতেছে; এবং যেন করোটী (মস্তকাস্থি) তুলিয়া ফেলা হইতেছে। (সিমি-সিফুগার সদৃশ)।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তকোপরি করোটীত্বকে কীটচারণানুভব।

করোটীত্বক স্পর্শে টাটানি।

৫ চক্ষু।—দক্ষিণ চক্ষুর আলোকে চৈন্যাধিক্যতা।

পড়িতে গেলে অক্ষর সকল একত্র সংলগ্ন দেখায়।

চক্ষুসম্মুখে আলোক পিট্ পিট্ করা ও কম্পন।

উভয় চক্ষুর কঞ্জঙ্কটাইভাব ধমনীসকল রক্তপূর্ণ।

৬ কর্ণ।—স্মরণশক্তি অতি তীব্র।

জল ফোটার ন্যায় কর্ণমধ্যে শব্দ।

কর্ণে ঘণ্টারব ও ভন্ ভন্ শব্দ।

উভয় কর্ণে কামড়ানি (aching)।

উভয় কর্ণে দপদপানি ও পূর্ণতানুভব।

৮ মুখমণ্ডল।—পরিশ্রান্ত, দুর্ব্বল মুখাকৃতি।

নিদ্রালু ও বোকাব ন্যায় চেহারা।

পাণ্ডুবর্ণ (রক্তশূন্য) মুখমণ্ডল।

মুখমণ্ডলের, বিশেষতঃ কপাল ও চিবুকের, চর্ম্ম যেন কসিয়া টানিয়া ধরা রহিয়াছে বোধ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মুখমধ্য ও ঠোঁটের শুষ্কতা।

ঠোঁটদ্বয় বোধ হয় যেন আঠাদ্বারা সংযোজিত হইয়াছে।

১০ দন্ত।—নিদ্রাকালে দন্ত কিড়মিড়।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—প্রত্যেক দ্রব্যই অত্যন্ত সুস্বাদু লাগে।

ধাতব আস্বাদ।

তোত্‌লা।

১২ মুখমধ্য।—তৃষ্ণা না থাকিয়া মুখের শুষ্কতা।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্য ঝলসিয়া যাওয়া, তৎসহ শীতল জলের প্রবল তৃষ্ণা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—প্রচুর ক্ষুধা।

জলের ইচ্ছা ও ভয়।

১৫ পানাহার।—আহারকালে পাকাশয় স্ফীত ও বক্ষে কষ্টবোধ হয়, যেন শ্বাসরুদ্ধ হইবে; কাপড়সকল শিথিল করিয়া দিতে হয়।

১৬ উদর।—রাত্রিতে উদরমধ্যে বায়ুসঞ্চার বশতঃ পেটডাকা।

উদর স্ফীত অনুভব হয়; উদ্গারে উপশমিত হয়।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলদ্বারে অনুভব হয় যেন তিনি একটা গোলাকার পদার্থের উপর বসিয়া রহিয়াছেন; যেন মলদ্বার ও প্রস্রাব-পথের কিয়দংশ একটী গোলাকার কঠিন পদার্থে দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে।

বেদনাশূন্য হরিদ্রাবর্ণ উদরাময়।

২১ মূত্র।—হাসিতে গেলে বৃক্ককে বেদনা।

উভয় বৃক্ককে তীক্ষ্ণ সূচীবেধ।

বৃক্ককে কামড়ানি, (aching), তাহাতে রাত্রিতে তাঁহাকে জাগাইয়া রাখে।

বৃক্ককে জ্বালা।

মূত্র :—পিচ্ছিল শ্লেষ্মাপূর্ণ, সরস ঠাণ্ডা লাগান পরে; মূত্রাশয় ও প্রস্রাব-পথে জ্বালা; প্রচুর, বর্ণবিহীন।

পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয়, কিন্তু পরিমাণে অল্প।

পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ, তৎসহ সন্ধ্যাকালে জ্বালাকর বেদনা।

প্রস্রাব বাহির হইবার পূর্ব্বে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়।

শেষ কয়েক ফোটা হস্তদ্বারা সজোরে বহির্গত করিতে হয়।

প্রস্রাবের ধার স্থগিত হইলে পর প্রস্রাব ফোটা ফোটা পড়িতে থাকে।

প্রস্রাবত্যাগের বেগ, কিন্তু এক ফোটাও প্রস্রাব হয় না।

প্রস্রাবত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে প্রস্রাবপথে জ্বালা ও ঝলসান বোধ, কিম্বা হুলবেধযুক্ত বেদনা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা অত্যন্ত বর্দ্ধিত।

লিঙ্গোত্থান :—অশ্বারোহণ, ভ্রমণ এবং স্থিরভাবে উপবেশন কালেও; কামোদ্দীপক চিন্তাজনিত নহে; অতি প্রবল; বেদনাযুক্ত।

উপস্থ (লিঙ্গ) শিথিল ও আকুঞ্চিত।

উপস্থে (লিঙ্গে) ও প্রস্রাবপথে জ্বালানুভব সহ অসুখ বোধ, তৎসহ পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা।

মেড্রের চুলকানি।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা বর্দ্ধিত।

অতি প্রচুর ঋতুস্রাব।

জরায়ুর অতি প্রবল শূলবেদনা।

২৫ লেরিংক্স।—কথা কহিবার সময়ে স্বরের মাত্রা ও সীমা ঠিক রাখিতে পারে না।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—গভীর নিশ্বাস লইতে অধিক চেষ্টা লাগে।

বক্ষের কষ্টবোধ, তৎসহ গভীর, কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া, উপরে উঠিতে গেলে বৃদ্ধি।

শ্বাসরোধের ন্যায় অনুভব হয়; পাখার হাওয়া খাইতে চাহে।

২৭ কাসী।—কঠিন, শুষ্ক কাসী।

২৮ ফুস্‌ফুস।—সূচীবেধ উভয় স্তন হইতে বক্ষের ভিতর দিয়া বিস্তৃত হয়।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎকম্পন, তাহাতে নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে।

হৃৎপিণ্ডে চাপবিশিষ্ট বেদনা, তৎসহ সমস্ত রাত্রি শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধকারী বেদনা।

অনুভব হয় যেন হৃৎপিণ্ড হইতে ফোটা সকল পড়িতেছে।

হৃৎপিণ্ডের সূচীবেধ, তৎসহ অত্যন্ত কষ্টবোধ; গভীর নিশ্বাসে সেই কষ্টবোধ উপশমিত হয়।

নাড়ী ধীর (এত ধীর যে মিনিটে ৪৬); দ্রুত (এত দ্রুত যে মিনিটে ১৬০)।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—স্কন্ধদ্বয় ও পৃষ্ঠদণ্ড দিয়া বেদনা, অবনত হইয়া থাকিতে হয়, সোজা হইয়া বেড়াইতে পারে না।

৩২ নিম্নাঙ্গ।—জানু হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত সুখকর আনন্দানুভব।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির প্রায় সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত বশতঃ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে পারে না, তৎসহ জানুদ্বয়ে অনম্যতা ও শ্রান্তিজনক কামড়ানি।

ভ্রমণের চেষ্টা করিলে তিনি অতি তীব্র বেদনা অনুভব করেন, বোধ হয় যেন তিনি কতকগুলি প্রেকের উপর পা দিয়াছেন, ঐ প্রেক সকল পদতল বিদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধে নিতম্ব পর্য্যন্ত উঠিয়াছে; দক্ষিণাঙ্গে বেশী।

বামচরণের অঙ্গুলি-সন্ধিসমূহের চিড়িকমারা বেদনা, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে বেশী।

৩৩ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—নিম্নাঙ্গ ও দক্ষিণ বাহুর পক্ষাঘাত।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রামে সাধারণ উপশম বোধ হয়।
দিবাভাগে শয়নের অত্যন্ত ইচ্ছা।
ভ্রমণ: ২২, ৩৩, ৩৩। আরোহণ: ২৬, ৩৩। উপবেশন: ২২।
অবনত: ৩১। উত্থান: ২।

৩৬ স্নায়ু।—অল্প ভ্রমণের পরেই সম্পূর্ণ শ্রান্ত বোধ।
এত দুর্ব্বল বোধ হয় যে কথা কহিতে পারেন না, এবং তৎক্ষণাৎ গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হন।
গুল্মবায়ু (হিষ্টিরিয়া) জনিত কাটালেপ্সি।
ধনুষ্টংকাররোগে সম্মুখে ধনুকবৎ বক্রতা, চৈতন্য বিলুপ্ত।

৩৭ নিদ্রা।—অত্যন্ত প্রবল নিদ্রালুতা।
নিদ্রিতাবস্থায় অঙ্গাদি নড়িয়া (চমকাইয়া) উঠে, তাহাতে জাগাইয়া তুলে।
কামোদ্দীপক স্বপ্ন, লিঙ্গোত্থান এবং প্রচুর রেতস্খলন।
স্বপ্ন:—বিপদের; মৃতদেহের; বিবক্তিকর।
নিদ্রিত হইবা মাত্রই প্রতি রাত্রিই বুকচাপা ধরে।

৩৮ সময়।—বৈকাল: ৪০। সন্ধ্যাকাল: ২১। রাত্রি: ১৯, ২১, ২৯, ৩৭।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—জান্তব উত্তাপের হ্রাস
সার্ব্বাঙ্গিক শীত শীত অনুভব।
ভোজনান্তে মুখমণ্ডল, নাসিকা ও হস্তদ্বয়ের শীতলতা।
শরীরের উত্তাপ বর্দ্ধিত।
প্রচুর চটচটে ঘর্ম্ম কপালে ফোটা ফোটা বাহির হয়।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৩, ৫, ৩৩, ৩৪। বাম. ৩৩।

৪৩ অনুভব।—অবর্ণনীয় এক প্রকার আশ্চর্য্য অনুভব সমগ্র শরীরে পরিব্যাপ্ত বোধ হয়।
লঘুত্ব অনুভব; যেন তিনি মৃত্তিকা হইতে উত্তোলিত এবং উড়িয়া যাইতে পারেন।
অনুভব হয় যেন কোন অংশ বৃহত্তর ও মোটা হইয়াছে।

৪৪ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৪। চাপ: ১৭।

কাপড় শিথিল করিয়া দিতে হয় : ১৫। অশ্বারোহণ : ২২।

৪০ চর্ম্ম।—নানা স্থানে পিপিলীকা হণ্টন বা চুলকানি।

চর্ম্ম চটচটে, অসাড়।

৪১ অবস্থা।—বায়ু (স্নায়ু) ও রক্তপ্রধান ধাতুব লোককে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, পৈত্তিক ধাতুর লোককে প্রায় সেইরূপ এবং লিম্ফাটিক ধাতুর লোককে অতি সামান্য মাত্র আক্রমণ করে।

ক্যানাবিস স্যাটিভা।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—কথা কহিতে একটা বলিতে আর একটা বলে।

চিন্তা স্থগিত হইয়া যায়।

বিষণ্ণতা; পূর্ব্বাহ্ণে নিরাশ, অপরাহ্ণে হৃষ্টচিত্ত। লিখিতে ভুল করে।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—দাঁড়াইয়া থাকিলে মস্তক ঘুরিতে থাকে ভ্রমণকালে পার্শ্বে টলিয়া পড়িবার সম্ভাবনা।

মস্তকে রক্তাগম, তাহাতে উত্তাপ ও আরক্ততা উপস্থিত হয়।

মস্তকের প্রবল দপদপানি ও উত্তাপ, এবং জর।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপাল সঙ্কুচিত (পিষ্ট) অনুভূত হয়; সম্মুখে অবনত হইলে উপশমিত হয় না।

কপালের উন্নত স্থানদ্বয়ের নিম্নে চাপবোধ, ঐচাপবোধ মস্তিষ্কের গভীর স্থানের মধ্য দিয়া অক্ষিপট পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

রগে চাপ বোধ।

৪ বহির্মস্তক।—অনুভব হয় যেন মস্তকোপরি ফোটা ফোটা শীতল জল পড়িতেছে।

করোটীত্বকে কীটচারণানুভব।

৫ চক্ষু।—একই আলোকে অক্ষিতারকার পর্য্যায়ক্রমে বিস্ফারণ ও সঙ্কোচন।

চক্ষুপশ্চাৎ হইতে সম্মুখ দিকে চাপবোধ।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে ঘণ্টাশব্দ।

কর্ণমধ্যে দপদপানি।

৭ নাসিকা।—নাসিকার শুষ্কতা।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

নাসিকোপরি বড় বড় ফুস্কুড়ি, তাহার চতুর্দ্দিকে রক্তবর্ণ স্ফীততা।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ।

বামগণ্ড রক্তবর্ণ কিন্তু উষ্ণ নহে; দক্ষিণগণ্ড পাণ্ডুবর্ণ; দক্ষিণ পার্শ্বে একটী দন্তে বেদনা।

১০ দন্ত।—গর্ত্তযুক্ত দন্তে বেদনা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি। আস্বাদ বিলুপ্ত।

কষ্টকৃত বাক্যোচ্চারণ।

১২ মুখমধ্য।—মুখগহ্বর, গলমধ্য ও ঠোঁটের শুষ্কতা।

১৩ গলমধ্য।—প্রাতঃকালে তালুর জ্বালাকর শুষ্কতা।

গলমধ্যে শুষ্কতা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার:—বায়ুর; তিক্ত।

বিদাহী তরল পদার্থ।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে খিলধরা।

পাকাশয়-গহ্বরের নিকটে পঞ্জরের ঠিক নিম্নে অবিরাম সূচীবেধ।

১৯ উদর।—অন্ত্র বোধ হয় যেন ঘৃষ্টাঘাতপ্রাপ্ত।

উদরমধ্যে বেদনাদায়ক উৎক্ষেপ, একস্থান হইতে স্থানান্তরে নড়িয়া বেড়ায়, বোধ হয় যেন জীবিত কি একটা উহার ভিতর রহিয়াছে।

২০ মল, ইত্যাদি।—সরলান্ত্র ও ত্রিকাস্থিপ্রদেশে চাপবোধ। বোধ হয় যেন বসিবার সময়ে অন্ত্র সজোরে বাহির হইয়া পড়িবে।

অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ; কখন কখন তাহাতে মূত্রাবরোধ জন্মে।

২১ মূত্র।—বৃক্ক ও মূত্রাশয়ের টাটানি, এবং প্রদাহ।

বৃক্কপ্রদেশ হইতে কুচকির গ্রন্থি পর্য্যন্ত আকৃষ্ট বেদনা, তৎসহ পাকাশয়-গহ্বরে বিবমিষা অনুভব।

দীর্ঘকাল স্থায়ী মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

মূত্রকৃচ্ছ্রতা। টাইফাইড জ্বর।

প্রস্রাব পথে জ্বালা ও ছনছনে বোধ, প্রস্রাব পথ হইতে পশ্চাৎ পর্য্যন্ত ; প্রস্রাব কালে পশ্চাতে সূচীবেধানুভব।

প্রস্রাব পথ বরাবর সমস্ত স্থান প্রদাহিত ও স্পর্শে টাটানি ; লিঙ্গোত্থান কালে ফাটিয়া যাওয়া বৎ বেদনা।

বেদনাশূন্য শ্লেষ্মা স্রাব, ন্যূনাধিক প্রচুর।

প্রস্রাবকালে জ্বালা, কিন্তু বিশেষতঃ প্রস্রাবের পরে।

প্রস্রাবপথে বরাবর জ্বালা, প্রস্রাবের প্রারম্ভে ও শেষে।

প্রস্রাবত্যাগের সময়ে নহে অন্য সময়ে প্রস্রাবপথের শেষভাগে জ্বালাকর বেদনা, তাহাতে প্রায় সদত প্রস্রাবত্যাগ করিতে তাঁহাকে বাধ্য করে।

প্রস্রাবপথে বরাবর ছিন্নকর বেদনা।

প্রস্রাবধার দ্বিধা বিভক্ত।

মূত্র :—শাদা ঘোলা ; কিম্বা লালবর্ণ ও ঘোলা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা বর্দ্ধিত।

রতিক্রিয়ার অপব্যবহার-জনিত ধ্বজভঙ্গ।

পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোত্থান, তৎপরে প্রস্রাবপথে সূচীবেধ।

উপস্থ (লিঙ্গ) স্ফীত, কিন্তু সুস্পষ্ট লিঙ্গোত্থান থাকে না।

ভ্রমণ কালে উপস্থ বেদনাবিশিষ্ট, যেন টাটাইয়াছে বা পুড়িয়া গিয়াছে।

উপস্থের জ্বালা-হুলবেধ।

উপস্থে বিদ্ধকারী বেদনা।

দণ্ডায়মান কালে অণ্ডকোষে চাপযুক্ত টনটনানি অনুভব।

মেঢ্রত্বকের অত্যন্ত স্ফীততা, যেন মুদার ন্যায়।

মেঢ্র ও মেঢ্রত্বক কাল্চে রক্তবর্ণ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা বর্দ্ধিত বিশেষতঃ বন্ধ্যানারীর।

মূত্রকৃচ্ছ্রতা সহ অতি প্রচুর ঋতুস্রাব।

২৪ গর্ভাবস্থা।—প্রমেহ রোগীর গর্ভস্রাবের আশঙ্কা কিম্বা অতি বারম্বার রতিক্রিয়া বশতঃ গর্ভস্রাব।

২৫ লেরিংক্স।—প্রাতে ট্রেকিয়ার নিম্নাংশে আঠাবৎ শ্লেষ্মা, কাসিয়া বা হক্

করিয়া তুলা যায় না ; হক্ হক্ করা ও কাসিবার পরে চেঁকিয়া ক্ষতবৎ ও টাটানি অনুভব হয ; পরিশেষে শ্লেষ্মা স্বয়ং শিথিল হয় এবং তিনি হক্ হক্ করিয়া তুলিয়া ফেলেন।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—ষ্টার্ণামের মধ্যভাগে চাপযুক্ত বেদনা বশতঃ শ্বাসকষ্ট, ঐ স্থান স্পর্শেও বেদনাযুক্ত ; নিদ্রালুতা।

গভীর শ্বাস লইতে বাধ্য ; বক্ষে কষ্টবোধ ; গলমধ্যে আশঙ্কা বোধ।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, সমস্তক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়।

২৭ কাসী।—কাসী, তৎসহ সবুজ, আঠাবৎ গয়ার।

২৮ ফুসফুস।—ষ্টার্ণামের উর্দ্ধাংশের নিম্নে টাটানি অনুভব।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—শরীর নাড়াইলে বা অবনত হইলে হৃৎপিণ্ডের অতি প্রচণ্ড স্পন্দন, তৎসহ হৃৎপিণ্ড প্রদেশে উষ্ণতানুভব।

নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল, ধীর, অনেক সময়ে প্রায় অননুভবনীয়।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবায় আকৃষ্টবোধ, উর্দ্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

কটিদেশে বেদনা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধোপরি বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় চাপ বোধ, এক একবার উহার আক্রমণ হয়।

হস্তদ্বয়ের শীতলতা ও শীতল অনুভব।

অঙ্গুলির অগ্রভাগ সমূহে পিপীলিকা হন্টন ও অসাড় বোধ।

হস্তের হঠাৎ খঞ্জতা, কোন দ্রব্য মুষ্টি দ্বারা ধরিতে গেলে হাত কাঁপে।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—দক্ষিণ নিতম্বে খিলধরাবৎ, উৎক্ষেপযুক্ত, খননবৎ বেদনা।

চরণদ্বয়ে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির শ্রান্তিবোধ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে স্নায়ুশূলের বেদনা।

৩৬ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—ভ্রমণ : ২, ২২। সঞ্চালন : ২৯। দণ্ডায়মান : ২, ২১, ২২। অবনত : ২৯। উপবেশন : ২০। বসিতে বাধ্য : ২৬।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালুতা।

রাত্রিতে অসুখকর নিদ্রা।

স্বপ্ন কষ্টকর ও ভীতিপ্রদ ; সকল বিষয়েই নিরাশ হয় এবং উদ্বেগপূর্ণ।

ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখিয়া রাত্রিতে নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠেন, জানেন না কোথায় রহিয়াছেন।

মধ্যরাত্রির পরে সুস্পষ্ট, কামোদ্দীপক স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১৩, ২৫। পূর্ব্বাহ্ণ : ১। অপরাহ্ণ : ১। রাত্রি : ৩৭, ৪০, ৪৩।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণাবরণে বৃদ্ধি ; অনাবৃত হইলে উপশম : ৪৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত, তৎসহ তৃষ্ণা ও কম্প।

সর্ব্বাঙ্গ শরীরে কম্প।

মুখমণ্ডল ব্যতীত, সর্ব্বাঙ্গশরীরে বাহ্যিক শীতলতা।

কেবল মুখমণ্ডলে, কিন্তু অত্যল্প, উত্তাপ।

রাত্রিকালীন জ্বালাকর উত্তাপ।

ঘর্ম্মের অভাব ; কিম্বা, রাত্রিতে কেবল কপাল ও গ্রীবায়।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৮, ৩৩। বাম : ৮, ৯, ১৮। সম্মুখ হইতে পশ্চাতে : ৩। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে : ৫। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে : ৩১।

৪৩ অনুভব।—রাত্রিতে, উষ্ণ বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত থাকিয়া ঘর্ম্ম নির্গমনকালে, যেন সহস্র সূচ্যগ্র বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য সূক্ষ্ম সূচীবেধ বোধ, অনাবৃত হইলে উপশম।

অনুভব হয় যেন উত্তপ্ত জল তাঁহার উপর ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অনুভব হয় যেন ফোটা ফোটা শীতল জল পড়িতেছে :—মস্তকোপরি ; মলদ্বার হইতে ; হৃৎপিণ্ড হইতে।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ২১, ২৬, ৪৬।

৪৬ চর্ম্ম।—কণ্ডুয়নযুক্ত ফুস্কুড়ি।

মস্তক ও বক্ষোপরি সজল ফুস্কুড়ি, তন্মধ্যে সিরম (রক্তরস) এবং চতুর্দ্দিকে লালবর্ণ মণ্ডলাকার ; স্পর্শে জ্বালা করে।

৪৮ সম্বন্ধ।—অধিক মাত্রায় ক্যানাবিস স্যাটিভার প্রতিবিষ :—লেবুর রস ; অল্পমাত্রার প্রতিবিষ :—ক্যাম্ফর।

ক্যান্থারিস।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—হঠাৎ চৈতন্য বিলুপ্ত, মুখমণ্ডল লালবর্ণ। * দন্তোদ্গম।

মস্তকের গোলমাল এবং কপালে স্পন্দন, প্রাতঃকালে চিন্তা একত্রীভূত (মনোনিবেশ) করিতে অক্ষম।

প্রচণ্ড প্রলাপ।

খিট্‌খিটে, প্রত্যেক ব্যক্তি ও বস্তুর উপর অসন্তুষ্ট।

খুঁতখুতে, তৎসহ উদ্বেগপূর্ণ অস্থিরতা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি, স্থিরভাবে শুইয়া থাকিলে উপশম।

চীৎকার ক্রন্দন, কুক্কুরবব ও দংশন সহকারে ক্রোধাবেশ; সাময়িক উজ্জ্বল, আলোকযুক্ত পদার্থ দর্শনে, স্বরযন্ত্র (লেরিংক্স) স্পর্শ করিলে, অথবা জলপান করিবার চেষ্টা করিলে উহা প্রত্যাবর্তন করে।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—এবং টলিয়া পড়া; এবং ভ্রমি; খোলা-বায়ুতে ভ্রমণকালে মাথাঘোরা সহ ক্ষণস্থায়ী মূর্চ্ছার (অচৈতন্যতার) আক্রমণ; চক্ষুসম্মুখে কুয়াষা দর্শন।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে মাথাধরা।

মস্তকপার্শ্বদ্বয়ে জ্বালা, গ্রীবা হইতে উত্থিত হয়, তৎসহ টাটানি ও মাথাঘোরা; প্রাতে ও বৈকালে বৃদ্ধি, দণ্ডায়মান বা উপবেশন কালে; ভ্রমণ বা শয়নে উপশম।

নিদ্রালুতা ও চিন্তা করিতে অক্ষমতাসহ অক্ষিপটে ভারবোধ; মস্তকের ভারবোধ।

মস্তিষ্কের প্রদাহ।

মস্তিষ্কের গভীর স্থানে বেদনা, তৎসহ মুখমণ্ডলের সদত যন্ত্রণার চেহারা, চক্ষুদ্বয় মুদিত; অথবা যন্ত্রণার চেহারা থাকে না, যদ্যপি চক্ষু উন্মিলীত থাকে।

মস্তকশীর্ষে ছিন্নকর বেদনা, তৎসহ অনুভব হয় যেন কেহ এক গুচ্ছ কেশ সজোরে ঊর্দ্ধে টানিতেছে।

করোটী-অস্থিতে সূচীবিদ্ধ, ছিন্নকর কিম্বা আকৃষ্টবৎ বেদনা।

ধৌত বা স্নান করিলে মাথাধরা।

৪ বহির্মস্তক।—মাথা আঁচড়াইতে গেলে চুল উঠিয়া যায়।

৫ চক্ষু।—পদার্থসকল হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। চক্ষুদ্বয় হরিদ্রাবর্ণ।

দৃষ্টির অস্পষ্টতা।

চক্ষুর প্রদাহ; দাহ হইতে।

চক্ষুতে জ্বালা।

চক্ষু বহির্গত হইয়া পড়ে; অগ্নিবৎ উজ্জ্বল, একদৃষ্টি চেহারা।

চক্ষু অন্তঃপ্রবিষ্ট, চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডলাকার দাগ।

খোলাবায়ুতে অশ্রুস্রাব; চক্ষু মুদিত করিতে হয়।

৬ কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে ঘণ্টা, গুণ্ গুণ বা গোঁ গোঁ শব্দ।

দক্ষিণ কর্ণে ছিন্নকর বেদনা।

৭ নাসিকা।—অতি প্রত্যূষে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

নাসিকার উপবিভাগে বিসর্পযুক্ত প্রদাহ, উভয় গণ্ডে বিস্তৃত হয়, কিন্তু দক্ষিণ গণ্ডে বেশী; তৎপরে ত্বকস্খলন হয়।

নাসিকা হইতে অধিক আঠাবৎ শ্লেষ্মাস্রাব হয়, হাঁচি হয় না।

নাসিকার পশ্চাৎ ছিদ্রে (নেবিসে) শ্লেষ্মা সঞ্চয় হয়, উঠাইতে কষ্ট হয়।

৮ মুখমণ্ডল।—অত্যন্ত যন্ত্রণার চিহ্ন।

বেদনার সময়ে ও পরে মৃতবৎ চেহারা।

মুখমণ্ডল:—অধিক স্ফীত; অবনত হইলে রক্তবৎ; হরিদ্রাবর্ণ, কিম্বা অত্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—শুষ্ক ঠোঁট, তৃষ্ণা নাই।

১০ দন্ত।—উপর ইনসাইসার দন্তের মূলের উপর আলপিনের মস্তকের ন্যায় একটী ক্ষুদ্র লালবর্ণ, বেদনাযুক্ত স্থান, কেন্দ্রস্থানে একটী ছিদ্র হইতে টিপিলে পুঁজ নির্গত হয়।

দাঁত লাগিয়া যায়, তৎসহ দন্ত সংঘর্ষণ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—তিক্ত; বিলুপ্ত।

দাঁতের গোড়ায় স্বর্ণপাত থাকিলে তাম্রের আস্বাদ বোধ হয়।

বাক্য কথন দুর্ব্বল ও কম্পবান।

জিহ্বা :—ঘন ক্লেদাবৃত, কিনারায় লালবর্ণ; স্ফীত ও ঘন ক্লেদাবৃত; জিহ্বার কম্পন; জিহ্বামূলে কিয়দংশ ক্ষতযুক্ত, কিয়দংশ ফোস্কায় ঢাকা।

১২ মুখমধ্য।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি লালবর্ণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কায় ঢাকা; টাটানি ও জ্বালা।

মুখমধ্যে নাসিকার পশ্চাৎছিদ্র (নেরিস) পর্য্যন্ত শুষ্কতা।

মুখমধ্য, গলমধ্য ও পাকাশয়ে জ্বালাকর বেদনা।

লালাস্রাব :—প্রভূত, আস্বাদহীন; বিরক্তিকর মিষ্ট।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে জ্বালানুভব; গলা বোধ হয় যেন অগ্নিতে জ্বলিতেছে। গলমধ্য প্রদাহিত ও প্লাষ্টিক লিম্ফদ্বারা আবৃত।

গলমধ্য স্ফীত।

লেরিংক্সমধ্যে হুলবেধ, শুষ্কতা।

গলার পশ্চাতে সঙ্কোচন ও তীব্র বেদনা।

গলমধ্যে জ্বালাকর টাটানি, উহা প্রদাহিত।

ফসেসের পশ্চাতে ক্ষত, উহা শাদাটে দৃঢ়সংলগ্ন মামরীদ্বারা আবৃত, দক্ষিণ টন্সিলে ঐরূপ মামরী।

তরল পদার্থ গলাধঃকরণ অত্যন্ত কষ্টকর।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—সর্ব্বপ্রকার খাদ্যে অনিচ্ছা. বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে। বেদনা স্থগিত হইবা মাত্র রোগী ক্ষুধা অনুভব করে।

গলমধ্যে ও পাকাশয়ে জ্বালাকর বেদনাসহ অত্যন্ত তৃষ্ণা।

সকল দ্রব্যেই বিরক্তি।

১৫ পানাহার।—কাফি পান করিলে পূর্ণতানুভব হয়।

অতি সামান্য মাত্র পানেও মূত্রাশয়ে বেদনা বর্দ্ধিত করে।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—অম্ল, সফেন শ্লেষ্মা উদ্গার উঠে, উহা উজ্জ্বল লালবর্ণে রঞ্জিত।

বিবমিষা ও বমন।

বমন :—যে জল পান করিয়াছে সেই জল, এবং রক্ত; সবুজাভ, দুর্গন্ধ-

যুক্ত ; পিত্ত ও ভুক্ত পদার্থ ; সফেন শ্লেষ্মা লালবর্ণে রঞ্জিত ; প্রবল কাঠবমি ও প্রচণ্ড পেট বেদনাসহ।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় ও মূত্রাশয় প্রদেশে তীব্র বেদনা, তৎসহ এত চৈতন্যাধিক্যতা যে অতি সামান্য চাপে আক্ষেপ উপস্থিত হয়।

পাকাশয়ে অতি প্রবল জ্বালাকর বেদনা।

পাকাশয়ে বেদনাসহ রোগী নিরাশার ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করে।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—ক্ষুদ্র পঞ্জরাস্থির নিম্নে বায়ুসঞ্চয়।

১৯ উদর।—উদর স্ফীত ও আধ্মানযুক্ত। পেট অত্যন্ত পূর্ণ (স্ফীত) এবং টাটানি।

জ্বালাসহ উদরমধ্যে ছুরিকাদ্বারা কর্ত্তনবৎ।

স্পর্শে বেদনাযুক্ত চৈতন্যাধিক্যতা সহ সমস্ত অন্ত্রমধ্যে অতি প্রচণ্ড জ্বালাকর বেদনা।

কুচকিতে কর্ত্তন, সূচীবেধ বা জ্বালা।

ঔদরিক লক্ষণসকল দূরস্থ অন্যান্য স্থানের লক্ষণসমূহের সহিত সমকালিক।

২০ মল, ইত্যাদি।—উদরাময়ের পরে মলদ্বারে প্রচণ্ড জ্বালা। পেরিনিয়ামে বেদনা, বাহ্যিক বোধ হয় মূত্রাশয়ের গ্রীবা হইতে ঐ বেদনা উঠিতেছে।

প্রস্রাবত্যাগকালে মলত্যাগের ইচ্ছা।

রক্ত ও আমের উদরাময়।

মূত্রকৃচ্ছ্রতা সহ রক্তামাশয় বা উদরাময় ; মল লালবর্ণ, পিচ্ছিল।

মলের সহিত শাদা, আঠাবৎ শক্ত আম, তৎসহ রক্তের দাগ ; পিচ্ছিল ও রক্তযুক্ত মল।

মূত্রাবরোধ বা পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের সহিত কোষ্ঠবদ্ধ, তৎসহ কর্ত্তনবৎ, জ্বালাকর বেদনা, কিন্তু এক একবারে অতি অল্পমাত্র মূত্রনির্গত হয়।

মলত্যাগের সময়ে :—পেটবেদনা, মলদ্বারে চাপযুক্ত, কর্ত্তনবৎ কিম্বা জ্বালাকর বেদনা, তাহাতে রোগী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে।

মলত্যাগের পরে :—কর্ত্তনবৎ পেটবেদনা, মলদ্বারে জ্বালা, দংশন কিম্বা হুলবেধ; শীত শীত বোধ যেন শীতল জল দেহের উপর ঢালিয়া দিয়াছে।

মলদ্বার ও প্রস্রাবপথ হইতে খাটী টাট্‌কা রক্ত বহির্গত হয়।

সরলান্ত্রে কর্ত্তন, বায়ুনিঃসরণে আংশিক উপশম, মলত্যাগে সম্পূর্ণ উপশম হয়।

২১ মূত্র।—বৃক্ক প্রদেশে বেদনা ও মূত্রত্যাগের বেগ, উহার প্রাবল্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়।

সন্ধ্যাকালে বৃক্ক প্রদেশে সদত বেদনানুভব।

বৃক্ককে বেদনা উদর, বগল এবং বরাবর প্রস্রাবপথ দিয়া মূত্রাশয়মধ্যে বিস্তৃত।

উভয় বৃক্ককে থাকিয়া থাকিয়া কর্ত্তন ও জ্বালাকর বেদনা, ঐ প্রদেশ সামান্য স্পর্শে চৈতন্যাধিক, ঐ বেদনা পর্য্যায়ক্রমে পুরুষাঙ্গের (উপস্থের) অগ্রভাগের বেদনার সহিত উপস্থিত হয়; মূত্রত্যাগের বেগ; যন্ত্রণাদায়ক মূত্রত্যাগ, রক্তযুক্ত মূত্র এবং কখন কেবল খাটী রক্ত ফোটা ফোটা পড়ে।

মূত্রবাহক নলীদ্বয় হইতে নিম্নে উপস্থ পর্য্যন্ত কর্ত্তন ও সঙ্কোচক বেদনা; সময়ে সময়ে ঐ বেদনা বাহির হইতে ভিতরের দিকে যায়; মেঢ্রে চাপ দিলে ঐ বেদনা কথঞ্চিৎ উপশমিত হয়।

মূত্রাশয়ে ভার বোধ, অতি সামান্য সঞ্চালনে বেদনা বোধ হয়।

মূত্রাশয়ে অতি সামান্য মাত্র মূত্র সঞ্চিত হইলেই মূত্রত্যাগের বেগ উপস্থিত হয়।

পুনঃ পুনঃ বেগসহ মূত্রাশয়ে প্রচণ্ড বেদনা; অসহ্য কোঁথপাড়া।

মূত্রাশয় গ্রীবার অতি প্রবল জ্বালা-কর্ত্তনযুক্ত বেদনা, মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে বেশী।

মূত্রত্যাগের বেগের সহিত মূত্রাশয় গ্রীবার সম্মুখভাগে সূচীবেধ বেদনা; বেগ দিতে থাকিলে কেবল কয়েক ফোটামাত্র বহির্গত হয়।

বেগ, দাঁড়াইয়া থাকিলে বৃদ্ধি, এবং ভ্রমণে ততোধিক বৃদ্ধি; বসিয়া থাকিলে হ্রাস।

মূত্রত্যাগের নিস্ফল চেষ্টা।
মূত্র সরু ও দ্বিধাবিভক্ত ধারে বহির্গত হয়।
মূত্রাবরোধ, তাহাতে বেদনা উপস্থিত হয়।
মূত্র :—ঘোলা ও স্বল্প; রাত্রিতে ঘোলাটে, তৎসহ শাদা অধঃক্ষেপ; এলবুমেনযুক্ত, তাহাতে সিলিণ্ড্রি কাল কাষ্ট, শ্লেষ্মা ও সূতা সূতা থাকে; জেলিবৎ দেখিতে; মূত্রাশয় সর্দ্দিতে বহুল পরিমাণে পূঁজ থাকে।
মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে প্রস্রাবপথে কর্ত্তনবৎ বেদনা।
২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা :—বর্দ্ধিত; তাহাতে রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে।
বলশালী ও স্থায়ী লিঙ্গোত্থান, বেদনা ও কামানুভব থাকে না।
রক্তযুক্ত শুক্র।
বরাবর প্রস্রাবপথে সঙ্কোচন ও টাটানি বেদনা সহ রাত্রিতে লিঙ্গোত্থান।
কর্ডিসহ বেদনাযুক্ত প্রমেহ; বেদনাযুক্ত priapism।
মূত্রত্যাগকালে শুক্রবাহক নলীতে আকৃষ্টবৎ বেদনা।
২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ডিম্বকোষপ্রদেশ :—সূচীবেধ, তাহাতে শ্বাস রোধ হয়; প্রবল চিমটিকাটাবৎ বেদনা; অত্যন্ত জ্বালাকর বেদনা।
ডিম্বকোষপ্রদাহ, তৎসহ কর্ত্তন বা জ্বালাকর বেদনা।
জরায়ু গ্রীবার স্ফীততা।
জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।
ঋতু :—অতি আগাইয়া, অতি প্রচুর; বক্ত কাল বা স্বল্প, তৎসহ বেদনাযুক্ত।
স্বল্প রজঃ, তৎসহ মস্তকমধ্যে পূর্ণতা ও বেদনা।
যোনিমধ্যে অতি প্রচণ্ড চুলকানি।
ভগের স্ফীততা ও উত্তেজনা।
ভগকণ্ডু (প্রুরাইটাস), তৎসহ অতি প্রবল কামেচ্ছা।
২৪ গর্ভাবস্থা।—বমন, তৎসহ অতি প্রবল কাঠবমি ও পেট বেদনা এবং পাইলোরাসের নিকট জ্বালা।

অমরা বা অন্য কোন ঝিল্লি জরায়ুমধ্যে ধৃত, প্রায়ই তৎসহ বেদনাদায়ক মূত্রত্যাগ থাকে।

প্রসবান্তিক (সূতিকা) আক্ষেপ : ৩৬।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর :—ভঙ্গ ; ক্ষীণ।

লেরিংক্সে জ্বালা, লেরিংক্স স্পর্শে চৈতন্যাধিক।

লেরিংক্সে উত্তেজনা, তাহাতে থাকিয়া থাকিয়া কাসীর আক্রমণ উপস্থিত হয়, তৎসহ দ্রুত ও কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া ; কখন কখন তৎসহ উদরে বেদনা বা তৎসহ রক্তযুক্ত গযাব।

লেরিংক্সের নিকট জ্বালা বা দংশন, তৎসহ সঙ্কোচন, বা প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয় এরূপ আকুঞ্চন।

শ্বাসপথের প্রচুর সর্দ্দি, শ্লেষ্মা আঠাবৎ চটচটে, তৎসহ কষ্টকর হক্ হক্ কাসী ও রাত্রিকালে টেকিয়া মধ্যে শুষ্কতা ও ছিন্নকর বেদনা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস ও কথা কহিবার সময়ে তিনি (স্ত্রী) শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রসমূহের অত্যধিক শুষ্কতা বা দুর্ব্বলতা বশতঃ বেশী জোর দিতে সাহস করেন না।

২৭ কাসী।—শুষ্ক, খক্ খক্ করিয়া।

২৮ ফুসফুস।—সূচীবেধ :— বক্ষে, দক্ষিণপার্শ্বে বেশী, কিম্বা প্রথমে বাম পরে দক্ষিণ পার্শ্বে; দক্ষিণপার্শ্বের নিম্নভাগে, ষ্টার্ণামের মধ্যভাগ ও বগল পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বক্ষে জ্বালা।

▌প্লুরা (ফুসফুসাবরক ঝিল্লি) মধ্যে এক্সুডেশান; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, হৃৎকম্পন; স্বল্প মূত্র; Syncope সম্ভাবনা। ৪৪ দেখ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের নিকট উদ্বেগ।

হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

হৃৎপিণ্ডে সূচীবেধ, তৎপরে কীটসঞ্চারণ অনুভব।

▌এফুসান সহ পেরিকার্ডাইটিস ; নাড়ী ক্ষীণ, অনিয়মিত; Syncope সম্ভাবনা।

হৃৎপিণ্ডের প্রবল হৃৎকম্পন।

নাড়ী :— অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল, প্রধানতঃ কঠিন, পূর্ণ ও দ্রুত, কখন কখন সবিরাম ; দ্রুত ও ক্ষুদ্র ; ধীর, ক্ষীণ ও প্রায় অনুভূত হয় না।

৩০ বহির্বক্ষ।—ষ্টার্ণামে সূচীবেধ।

বক্ষোপরি জ্বালা।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—পৃষ্ঠদেশে—হয় স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, কিম্বা তাহার ভিতরে, কিম্বা কটিদেশে—জ্বালা, বিদ্ধকারী, সূচীবেধ কিম্বা ছিন্নকর বেদনা ; কখন কখন ঐসকল স্থানের উপর চর্ম্ম ফোস্কাপড়ার ন্যায় জ্বালা করে।

গ্রীবাদেশে অন্যমতা।

গ্রীবাদেশে আকৃষ্ট কিম্বা ছিন্নকর বেদনা ; কখন কখন ঐসকল স্থানের উপর চর্ম্মে জ্বালা।

পৃষ্ঠদেশে ছিন্নকর বেদনা, বিশেষত প্রাতঃকালে।

কটিদেশ, বৃক্কদ্বয় ও উদরে বেদনা, তৎসহ মূত্রত্যাগে এরূপ যন্ত্রণা যে চীৎকার না করিয়া এককোটাও প্রস্রাব হয় না।

অবিরত মূত্রত্যাগের ইচ্ছা সহ কটিদেশে বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুদ্বয়ে ছিন্নকর ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জানুদ্বয়ে প্রবল বেদনা।

সিঁড়ি আরোহণ করিতে জানুদ্বয় কাঁপে।

নিম্নাঙ্গের অসাড়তা, প্রথমে এক পায়ে পরে অপর পায়ে।

পদতলে যেন ক্ষতবৎ বেদনা, পা পাতিতে পারে না।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির দুর্ব্বলতা ও কম্পন।

ঊর্দ্ধ ও নিম্নাঙ্গে নানা প্রকারের বেদনা, প্রথমে এক পায়ে, পরে অপর পায়ে।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে ছিন্নকর বেদনা, ঘর্ষণে উপশমিত হয়।

৩৫ অবস্থিতি ইত্যাদি।—সঞ্চালন : ১ ২১, ৪০। ভ্রমণ : ২, ৩, ২১। দণ্ডায়মান : ৩, ২১। অবনত : ৮, ৩১। উপবেশন : ২১। শয়ন : ১, ৩।

৩৬ স্নায়ু।—দুর্ব্বলতা, শয্যাশায়ীতা, ভ্রমি।

আক্ষেপ, তৎসহ মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও জলাতঙ্কের লক্ষণ সমূহ; উজ্জ্বল

আলোক, পানীয় বা জল পতনের শব্দ, লেরিংক্স কিম্বা বেদনা-যুক্ত স্থান স্পর্শ প্রভৃতি হইতে আক্ষেপ জন্মে বা পুনরুপস্থিত হয়।

৩৭ নিদ্রা ।—অল্প নিদ্রা ; উদ্বেগপূর্ণ স্বপ্ন ।

৩৮ সময় ।—কোন কোন লক্ষণ প্রতি সপ্তম দিবসে উপস্থিত হয় ।

মধ্যরাত্রির পরে ও দিবসে সাধারণতঃ বৃদ্ধি ।

প্রাতঃকালে : ১, ৩, ৩১ । বৈকালে : ১, ৩। সন্ধ্যাকাল : ২১, ৪০ । রাত্রি : ৭, ২১, ২২, ৪০ ।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু ।—উষ্ণতা প্রয়োগে জানুতে বেদনা উপশমিত হয় ।

সূর্য্যাতপ : ৪৬ । খোলা বায়ু : ২, ৫ । ধৌত ও স্নান : ৩ ।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম ।—সন্ধ্যাকালে শীত বাহ্যিক উষ্ণতা প্রয়োগে উপশমিত হয় না ।

শীত, তৎপরে তৃষ্ণা কিন্তু উত্তাপ নাই ।

শীত পৃষ্ঠ বহিয়া উঠে ।

হস্ত পদাদি শীতল ।

রাত্রিতে জ্বালাকর উত্তাপ, তাহা তিনি (স্ত্রী) অনুভব করেন না ।

হস্ত পদাদির তলায় জ্বালা ।

উত্তাপ, তৎসহ তৃষ্ণা ।

প্রত্যেক সকালনেই ঘর্ম্ম ।

শীতল ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ হস্ত পদে ।

জননযন্ত্রসমূহে ঘর্ম্ম ।

ঘর্ম্মে মূত্রের ন্যায় গন্ধ ।

সবিরাম জ্বর, প্রত্যেক জ্বরের আক্রমণেই ক্যান্থারিসের মূত্রকৃচ্ছ্রতা লক্ষণ থাকে ।

৪২ পার্শ্ব ।—দক্ষিণ পার্শ্ব : ৬, ৭, ১৩, ২৮, ৩৩ । বাম পার্শ্ব : ২১ । বাম হইতে দক্ষিণ : ৭, ২৮ । দক্ষিণ হইতে বাম : ৩৩ । নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে : ৪০ ।

৪৩ অনুভব ।—সর্ব্বাঙ্গে কতবৎ ও টাটানি বেদনা, আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ।

প্রত্যেক স্থানই অতি চৈতন্যাধিক, এবং তৎসহ আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা থাকে ।

জ্বালাকর, সূচীবেধ ও ছিন্নকর বেদনার প্রাধান্য।

৭৪ তন্তু।— ▌ সৈহিক (সিরস) ঝিল্লির প্রদাহ; প্লুরিসি রোগে একোনাইট ও ব্রাইওনিয়ার পরে ক্যান্থারিস।

▌ আভ্যন্তরিক স্থান সমূহের ক্ষত ও ছাল উঠা; রোগী নিদ্রাবিভূতের ন্যায় শুইয়া থাকে, তৎসহ হস্তদ্বয়ের থাকিয়া থাকিয়া উৎক্ষেপ; পতনাবস্থার লক্ষণ সকল।

৭৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ১৯, ২১, ৩৬, ৪৬।
চাপ: ১০, ২১, ৩৩। ঘর্ষণ: ৩৪।

৭৬ চর্ম্ম।—সূর্য্যাতপ লাগান হেতু এবিথিমা।
জ্বালাকর, চুলকানিযুক্ত বেদনা।
চর্ম্মের বিসর্পযুক্ত বেদনা; ফোস্কা হয়।
কাউর (লালবর্ণের)।
স্পর্শে ক্ষতবৎ বেদনা।
চুলকানি ও ছিন্নকর বেদনাসহ গলিত ক্ষত।
পেম্ফিগাস।
চুলকানি।
ক্ষতে ছিন্নকর বেদনা।
ফোস্কা হইবার পূর্ব্বে জ্বালা করে।

৮৫ সম্বন্ধ।—ইহার প্রতিবিষ:—একো, ক্যাম্ফ, লরো, পলসা।

ক্যাপসিকাম।

(লঙ্কা মরিচ)।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—কথা কহে না ও একগুঁয়ে।
আত্মহত্যা করিবার সতত প্রবৃত্তি।
বিষণ্ণতা বা বিমর্ষতা।

খিট্‌খিটে, ক্রোধনস্বভাব ; সহজেই চটিয়া যায়।

ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠে, চীৎকার করে এবং ভয়পূর্ণ থাকে।

মানসিক আবেগের পরে জ্বর।

২ চৈতন্য।—সবিরাম জ্বরের শীতাবস্থায় মাথাঘোরা।

মাথাঘোরা, তৎসহ পা টলা।

ইন্দ্রিয়সকল বিকৃত, কিম্বা ইন্দ্রিয়সকলের বর্দ্ধিত তীক্ষ্ণতা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মাথাধরা, যেন করোটী ফাটিয়া যাইবে।

এক পার্শ্বের রগে দপদপানি মাথাধরা।

কপালে চাপযুক্ত মাথাধরা।

মস্তকমধ্যে চিড়িকমারা বেদনা ; বিশ্রামে বৃদ্ধি, ভ্রমণে উপশম।

৪ বহির্ম্মস্তক।—মস্তক অতি বৃহৎ বোধ হয়।

দক্ষিণ কপালের অস্থিতে আকৃষ্টবৎ, ছিন্নকর বেদনা।

সঞ্চালনে, কিম্বা ভ্রমণে, মস্তক ঘৃষ্টাঘাত প্রাপ্ত অনুভব হয়।

করোটীত্বকের চুলকানি ; একপ্রকার দংশন, জ্বালা, চুলকানি ; চুলকাইলে ভাল হয় কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার পরেই অত্যন্ত খারাপ হয়।

৫ চক্ষু।—পদার্থ সকল কাল দেখায়।

অস্পষ্ট দৃষ্টি, বিশেষতঃ প্রত্যুষে ; চক্ষু ঘর্ষণে উপশম।

আরক্তিমতা ও অশ্রুস্রাব সহ চক্ষুমধ্যে জ্বালা।

চক্ষুমধ্যে চাপযুক্ত বেদনা।

চক্ষুদ্বয় বৃহৎ, লালবর্ণ ও বহির্গামী দেখায়।

৬ কর্ণ।—পূর্ব্বে কর্ণে জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা হইয়া শ্রবণশক্তি হ্রাস।

সর্দ্দিজ বধিরতা।

কাসীতে এক বা উভয় কর্ণে কামড়ানি।

পটহ ছিদ্রযুক্ত, এবং গহ্বর ঘন হরিদ্রাবর্ণ পূঁজে পূর্ণ।

কর্ণপশ্চাতে বেদনাযুক্ত স্ফীতভা।

বামকর্ণের পশ্চাতে ছিন্নকর বেদনা।

কর্ণমধ্যে প্রথমে চাপযুক্ত, পরে চুলকানিযুক্ত বেদনা।

কর্ণদ্বয় অত্যন্ত উষ্ণ।

৭ নাসিকা।—সর্দ্দি (ইনফ্লুয়েঞ্জা), তৎসহ প্রবল হাঁছি ও পাতলা শ্লেষ্মা স্রাব।

প্রাতে শয্যায় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; কাসীতে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মাস্রাব।

নাসিকা ও গলমধ্যে ঘন শ্লেষ্মা সঞ্চয়।

নাসিকাভ্যন্তরে শুড়শুড়ি; নাসাগ্র অত্যন্ত উষ্ণ।

৮ মুখমণ্ডল।—গণ্ডদ্বয় লালবর্ণ, উষ্ণ নহে।

মুখমণ্ডলে বেদনা, সন্ধ্যাকালে স্পর্শে বৃদ্ধি, * মৌখিকশূল।

মুখমণ্ডল বা কপালে উদ্ভেদ, তৎসহ ক্ষতকারী চুলকানি।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁট :—স্ফীত; ফাটা; জ্বালাযুক্ত।

১০ দন্ত।—মাড়ী :—উষ্ণ, জ্বালাকর, স্ফীত বা চৈতন্যাধিক; স্পঞ্জবৎ, দন্ত হইতে নামিয়া পড়ে।

দন্তে বেদনা, দন্ত লম্বা অনুভূত হয়।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—স্বাদহীন; অম্ল; বিস্বাদ, জলবৎ; দুর্গন্ধ, পচাজলের ন্যায়।

কাসীতে ফুসফুস হইতে যে বায়ু নির্গত হয় তাহা মুখে এক প্রকার খারাপ আস্বাদ লাগে।

জিহ্বোপরি ক্ষুদ্র জ্বালাকর ফোস্কা তাহা স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

জিহ্বা এবং ঠোঁটের ভিতর পার্শ্বে চৈতন্যাধিক, বিস্তৃতিশীল, অগভীর ক্ষত।

১২ মুখমধ্য।—পচাগন্ধ, অসহ্য।

লালা :—চট্‌চটে, দুর্গন্ধ, প্রচুর; জ্বরের শীতের সময়ে লালাস্রাব।

১৩ গলমধ্য। —যুভুলা লম্বায় বর্দ্ধিত।

মুখমধ্যে ও ফসেসে ক্ষুদ্র, অগভীর, জ্বালাকর ক্ষত।

জ্বালাসহ গলমধ্যে সঙ্কোচন।

বাম টন্সিলগ্রন্থি প্রদাহিত; দক্ষিণ টন্সিল বেদনাযুক্ত।

গলমধ্য প্রদাহিত, কালচে লালবর্ণ, জ্বালাকর।

গলমধ্যে টাটানি, জ্বালা ও দংশন।

গলাধঃকরণে কষ্ট, জিহ্বা ক্লেদাবৃত।

হৃলবেধ, তাহাতে রাত্রিকালে কাসী উপস্থিত হয়।

গলমধ্যে ক্রমাগত সূচীবেধ, তাহাতে শুষ্ক, আক্ষেপিক কাসী উপস্থিত হয়।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—রুচি বর্দ্ধিত, পর্য্যায়ক্রমে খাদ্যে অনিচ্ছা।

তৃষ্ণা, যেমন জ্বরের শীত হইতে থাকে।

অত্যন্ত তৃষ্ণা, উদরের কষ্টবোধ, কিন্তু টিপিলে বেদনা বোধ নাই।

১৫ পানাহার।—আহারের সময়ে ভাল; আহারান্তে বৃদ্ধি।

খাদ্যে অম্লাস্বাদ বোধ হয়।

আহারান্তে :—পাকাশয়ে জ্বালা; উদ্ভিজ্জাহারে উদরাধ্মান জন্মে।

জল পানে রেচন উপস্থিত হয়; আরও হঠাৎ কম্প, বেগ, পাতলামল, শীত উপস্থিত হয়।

ঠিক আহারান্তে মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ এবং রোগীব মলত্যাগ করিতে যাইতে হয়, মলত্যাগেব সময়ে ও পরে মলদ্বারে জ্বালা থাকে।

পান : ৪০।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—লঙ্কার ধূমেব ন্যায় উদ্গার।

বুকজ্বালা। মুখ দিয়া জলউঠা।

মাথাধরা সহ বিবমিষা ও বমন, স্নায়বীয়, আক্ষেপিক বমন।

জ্বরের শীতেব সঙ্গে শ্লেষ্মা বমন করে।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে শ্লেষ্মা ও অম্ল সঞ্চয়।

পাকাশয় বরফবৎ শীতল, পরে পাকাশয়ে কম্পন বা জ্বালা অনুভব, তৎসহ সময়ে সময়ে তীব্র উদ্গার।

জ্বর সহ পাকাশয়ের দোষ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতপ্রদেশে এবং প্রত্যেক কাসীর সঙ্গে দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নাংশে খামচাইয়া ধরার ন্যায় বেদনা।

প্লীহা চৈতন্যাধিক, স্ফীত, বিশেষতঃ কুইনাইনের পরে।

১৯ উদর।—নাভির চতুর্দ্দিকে পেটবেদনা, তৎসহ আমযুক্ত মল, কখন মলে রক্তের দাগ থাকে; প্রত্যেক মলত্যাগের পরে তৃষ্ণা এবং প্রত্যেক মলের পরে হঠাৎ কম্পন; পান করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ মলত্যাগ করিতে যাইতে হয়, কিন্তু আম ব্যতীত আর কিছুই নির্গত হয় না।

পেটে জ্বালাকর বেদনা।

যেন বায়ুসঞ্চয় বশতঃ উদরে কর্ত্তন; মলত্যাগের পূর্ব্বে।

উদর স্ফীত; শ্বাসরুদ্ধ হয়, কিম্বা পৃষ্ঠদেশের নিম্নাংশে বেদনযুক্ত চাপবোধ।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল:—পুনঃ পুনঃ, অল্প অল্প, তৎসহ সরলান্ত্রে ও মূত্রাশয়ে বেগ ও জ্বালা; রক্তযুক্ত আম; সবুজাভ, সফেন, রাত্রিতে বৃদ্ধি; আঠাবৎ আম কালবর্ণ রক্ত মিশ্রিত।

হুলবেধ বা জ্বালাকর বেদনা সহ উদরাময়।

অর্শ:—জ্বালাকর, স্ফীত, চুলকানিযুক্ত, দপদপানি; তৎসহ মলদ্বারে টাটানি বোধ; রক্তস্রাব হয় বা হয় না; তৎসহ আম নির্গত হয়; অল্প অল্প উদরাময়ের মলত্যাগ, জ্বালা ও ছিন্নকর বেদনা সহ সরলান্ত্রে ও মূত্রাশয়ে বেগবোধ; প্রচুর রক্তস্রাব।

অর্শ হইতে রক্তস্রাব রুদ্ধ; তজ্জন্য বিষণ্ণতা জন্মে।

জল পান করিবামাত্র মলত্যাগ করিতে যাইতে হয়; কেবল অল্প মাত্র আম নির্গত হয়।

২১ মূত্র।—কাসিবার সময়ে মূত্রাশয়ের গ্রীবাদেশে সূচীবেধ।

শূলবেদনা, তৎসহ মূত্রাশয়ের আক্ষেপ।

মূত্রাশয়ে জ্বালা।

পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের নিস্ফল ইচ্ছা।

মূত্রাশয়ের বেগ: মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে জ্বালা।

প্রস্রাবপথ হইতে স্রাব; স্রাব পূঁজযুক্ত, রক্তযুক্ত; প্রস্রাবপথ স্পর্শে বেদনাবিশিষ্ট; সরের ন্যায় স্রাব।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—ধ্বজভঙ্গ; স্ক্রোটাম শীতল, কুঞ্চিত।

রাত্রিতে বেদনাদায়ক লিঙ্গোত্থান; প্রস্রাবপথ হইতে সরের ন্যায় স্রাব; প্রস্রাবকালে জ্বালা; অন্য সময়ে প্রস্রাব পথে কর্ত্তন, হুলবেধ বোধ।

প্রমেহ।

মেঢ্রত্বক স্ফীত।

অণ্ডকোষের হ্রাস প্রাপ্তি; শুক্রবাহক নলী আকুঞ্চিত।

রেতস্খলনের পরে অণ্ডকোষদ্বয়ে খিলধরাবৎ বেদনা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ।—ঋতুর সময়ে :—বিবমিষা, এপিগ্যাষ্ট্রিয়মে চাপ বোধ। ঋতু সম্বন্ধীয় গোলমাল (অনিয়ম), তৎসহ বাম ডিম্বকোষপ্রদেশে শল্য-বিদ্ধবৎ অনুভব।

২৪ গর্ভাবস্থা —গর্ভাবস্থায় :—বুকজ্বালা, বমন ; আমযুক্ত উদরাময় ; অর্শ ; মলদ্বারে জ্বালা।

২৫ লেরিংক্স ।—লেরিংক্সে শুড়শুড়ি।

স্বরভঙ্গতা, নাসিকা অবরুদ্ধ, গলমধ্য কর্কশ অনুভব হয়।

২৬ শ্বাসক্রিয়া ।—বোধ হয় যেন তিনি (স্ত্রী) গভীর ফুসফুসমধ্যে নিশ্বাস লইতে পারিবেন না ; গভীর নিশ্বাস লইতে বাধ্য হয়, বোধ হয় যেন তাহাতে তাহার সকল লক্ষণ উপশমিত হইবে।

গভীর শ্বাসক্রিয়া, প্রায় ঠিক দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় ; ধীর শ্বাসক্রিয়া।

কষ্টকর অনুভব হয় যেন বক্ষ চাপিয়া ধরা হইয়াছে, তাহাতে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হয় ; সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

হাঁপানি :—তৎসহ মুখমণ্ডল লালবর্ণ কিম্বা পর্য্যায়ক্রমে লাল ও পাণ্ডুবর্ণ ; উদ্গার ; সাঁই সাঁই শব্দ সহ নিশ্বাস গ্রহণ।

২৭ কাসী ।—কাসি সহকারে ফুস্‌ফুস হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ (অন্য কোন সময়ে নহে)।

কাসীর পরে ক্রন্দন করে।

শুষ্ক, কঠিন, সন্ধ্যাকালীন কাসী।

স্নায়বীয়, আক্ষেপিক কাসী।

কাসীর আক্রমণ হঠাৎ উপস্থিত হয়।

কাসীতে কর্ণদ্বয়ে বেদনা ; কর্ণদ্বয় ও নাসাগ্র উষ্ণ ; নাসিকা হইতে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা।

কাসীর বৃদ্ধি :—সন্ধ্যাকাল, রাত্রি ; শয়ন করিবার সময়ে ; শুষ্ক শীতল বাতাসে ; হাওয়ায়, তাহা উষ্ণ হউক বা শীতল হউক ; উষ্ণ পানীয় পানের পরে।

২৮ ফুস্‌ফুস ।—বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা ; উত্তাপ।

বক্ষে দপদপকর বেদনা।

বক্ষের এক বা উভয় পার্শ্বে গ্রীবা পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—নাড়ী :—বিষম, প্রায়ই সবিরাম গতি; ধীর, সবিরাম; পূর্ণ, বলশালী, দ্রুত, প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার গ্রন্থিসমূহ বেদনাযুক্ত, স্ফীত।

দক্ষিণ গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিসমূহে উৎক্ষেপযুক্ত ছিন্নকর বেদনা।

পৃষ্ঠদণ্ডে ও তাহার পার্শ্বে আকৃষ্ট, ছিন্নকর বেদনা।

পৃষ্ঠদেশে অতি অসহ্য ছিন্নকর বেদনা, তাহাতে কান্না বাহির হয় এবং দুমড়াইয়া পড়িতে হয়।

ত্রিকাস্থি ও কটিদেশে বেদনা, তৎসহ অর্শ, রক্তামাশয়।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুদ্বয়ে আকৃষ্ট, ছিন্নকর বেদনা।

স্কন্ধ হইতে হস্ত ও অঙ্গুলি পর্য্যন্ত আকৃষ্ট, ছিন্নকর, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্ব হইতে জানু ও পা পর্য্যন্ত, বিশেষতঃ কাসিবার সময়, চিড়িকমারা ছিন্নকর বেদনা।

নানা প্রকারের বেদনা, উর্দ্ধ হইতে নিম্নে বিস্তৃত হয়।

‖ দক্ষিণ নিতম্বের অস্থিক্ষয় (Caries); বাম পা শুষ্কতা প্রাপ্ত ও বেদনাযুক্ত।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রাম : ৩। সঞ্চালন : ২৬, ৪০, ৪৪। ভ্রমণ : ৩, ৪, ২৬, ৩০, ৩৬; খোলাবায়ুতে : ৪০। শয়ন : ২৭।

শয়নের ইচ্ছা : ৩৬।

৩৬ স্নায়ু।—প্রতিক্রিয়া (Reactive) শক্তির অভাব, বিশেষতঃ স্থূলকায় ব্যক্তিদিগের।

জীবনীশক্তি হ্রাস। * পক্ষাঘাত, গলিতক্ষত, টাইফাস।

দুর্ব্বল, পরিশ্রান্ত। ভ্রমণকালে পা টলে।

শুইয়া পড়িতে ও নিদ্রা যাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা; অতিসামান্য মাত্র পরিশ্রমেও ইচ্ছা নাই।

৩৭ নিদ্রা।—হাইতোলা।

আবেগ বা কাসীবশতঃ অনিদ্রা।

নিদ্রা স্বপ্নপূর্ণ, অস্থিরতাযুক্ত। নিদ্রাকালে চীৎকার করিয়া উঠে।

নিদ্রাকালে অনুভব হয় যেন উচ্চ হইতে পতিত হইতেছে।

৩৮ সময়।—দিবসে ও মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে বিরাম।

প্রাতঃকাল : ৭, ২৭। সন্ধ্যাকাল : ৮, ২৭, ২৯। রাত্রি : ১৩, ২২, ২৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণতায় সাধারণতঃ ভাল।

গাত্র অনাবৃত করিতে ভয় পায়, এমন কি কম্পজ্বরের উত্তাপাবস্থাতেও।

খোলা বায়ু ত্যাগ করে : ৪৭। হাওয়া : ২৭, ৪০। খোলা বায়ু : ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—চর্ম্ম শীতল, নাড়ী ধীর, আহারে রুচির অভাব।

প্রত্যেক পানের পরে কম্প ও শীত।

শীত পৃষ্ঠদেশে আরম্ভ হয়, তৎসহ তৃষ্ণা, পানের পরে বৃদ্ধি, বাড়ীর বাহিরে ভ্রমণকালে হ্রাস।

খোলা বায়ুতে শীত, বিশেষতঃ হাওয়াতে।

শীতের পরে ঘর্ম্ম, কিম্বা শীতের পরে উত্তাপ, তৎসহ ঘর্ম্ম ও পিপাসা।

বাহিরে শীত শীত বোধ; ভিতরে জ্বালা।

অতি প্রবল জ্বালা সহ জ্বরের উত্তাপ।

উত্তাপ :—তৎপরে শীত, তৎসহ তৃষ্ণা; সঞ্চালনে হ্রাস।

ঘর্ম্ম :—প্রচুর, প্রবল; সঞ্চালনে হ্রাস।

৪১ আক্রমণ।—পর্য্যায়শীলতা সুস্পষ্ট।

শীত ক্রমশঃ প্রসারিত হয় যতক্ষণ না শেষ সীমায় পৌঁছে; তৎপরে ঐরূপে হ্রাস হয়।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৪, ১৩, ১৮, ৩১, ৩৩। বাম : ৬, ১৩, ১৮, ২৬, ৩৩।

নিম্ন হইতে উর্দ্ধে : ২৮। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ৩৩।

৪৩ অনুভব।—নানা স্থানে প্রবল বেদনা; এখন একস্থানে, অপর সময়ে আর একস্থানে; শিশুদিগের স্নায়ুশূল।

জ্বালা অনুভব।

৪৪ তন্তু।—শিথিল তন্তু; মেদ সঞ্চয়।

গ্রন্থি সম্বন্ধীয় স্ফীততা।

সন্ধিসকল :—খট্ খট্ করে ; অনম্য, সঞ্চালনের প্রারম্ভে বেদনাবিশিষ্ট ; বেদনা, যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—স্পর্শে বৃদ্ধি।
স্পর্শ : ৮, ২১। চুলকাইলে : ৪৬।

৪৬ চর্ম্ম।—চুলকাইলে কণ্ডূয়ন বৃদ্ধি।
চর্ম্মে জ্বালা।
কপালে কিম্বা মুখমণ্ডলে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ, তাহা চুলকায়, জ্বালা করে।
হুলবেধ-দংশন কিম্বা জ্বালা-কণ্ডূয়ন, করোটী ত্বক, মুখমণ্ডল ও বক্ষে বেশী।
চর্ম্ম স্ফীতভাবযুক্ত, শ্লথ।

৪৭ অবস্থা।—পাতলা চুল, নীলবর্ণ চক্ষু।
বায়ুপ্রধান (স্নায়বীয়)।
অলস স্থূলকায়, অপরিচ্ছন্ন, খোলা বায়ুতে যাইতে ভয় পায়।
অর্শধাতুর ব্যক্তি।
বাতরক্ত (Gout) যুক্ত ব্যক্তি।

৪৮ সম্বন্ধ।—কুইনাইন হইতে, অথবা কুইনাইনের অপব্যবহার হইতে জ্বর।
ইহার প্রতিবিষ :—ক্যালেন্ডি, ক্যাম্ফ, সিনা, চায়না।

ক্যামমিলা।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—ইন্দ্রিয় সকলের অলসতা, বুঝিবার ক্ষমতা হ্রাস।
অনুমান হয় রাত্রিতে অনুপস্থিত লোকের স্বর শুনিতেছেন।
শিশু কাঁদে, কেবল কোলে লইয়া বেড়াইলে চুপ করে।
খুঁত খুঁতে অস্থিরতা ; শিশু নানা দ্রব্য চাহে কিন্তু তাহা দিতে গেলে লয় না কিম্বা ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়।
কোপন স্বভাব, অসহ্য প্রকৃতি।
খিট্‌খিটে, কিছুতেই সন্তুষ্ট নহে।

২ চৈতন্য।—নিদ্রালুতা সহ ইন্দ্রিয়গণের অলসতা, তথাপি নিদ্রা যাইতে পারে না।

মাথাঘোরা :—আহারান্তে ; প্রাতে শয্যা হইতে উঠিলে পা টলে ; ভ্রমি সহ ; শয্যায় উঠিয়া বসিতে গেলে দৃষ্টির অস্পষ্টতা সহ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—উভয় রগে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা সজোরে টিপিয়া ধরার ন্যায় চাপযুক্ত বেদনা।

বাম পার্শ্বে, বিশেষতঃ রগে, এবং চক্ষুর মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে ছিন্নকর ও হুলবেধবৎ বেদনা।

এক পার্শ্বে আকৃষ্টবৎ মাথাধরা।

মস্তকের বাম পার্শ্বে অক্ষিপট হইতে উপর চোয়াল পর্য্যন্ত অতি প্রবল হুলবেধবৎ বেদনা।

কপালে যেন প্রস্তর খণ্ড দ্বারা চাপযুক্ত মাথাধরা।

মস্তক উষ্ণ, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

মস্তকশীর্ষে অতি প্রবল মাথাধরা, বোধ হয় যেন ভিতর হইতে চাপ দিতেছে এবং মস্তকশীর্ষ স্থান উড়িয়া যাইবে।

দপদপানি মাথাধরা।

চাপ বোধ,—মস্তকশীর্ষস্থান হইতে কপাল ও রগদ্বয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

৪ বহির্মস্তক।—নিদ্রাকালে মস্তক ঘামে।

৫ চক্ষু।—শয়ন করিতে গেলে সম্মুখে আলোক কম্পন।

প্রাতে চক্ষুদ্বয় স্ফীত ; পুঁজযুক্ত পদার্থে চক্ষুদ্বয় সংযোজিত।

চক্ষুদ্বয়ের প্রদাহ, অক্ষিপুট প্রাতে সংযোজিত ; চক্ষু হইতে রক্তস্রাব ; ঠাণ্ডা, সরস বায়ু লাগান হেতু চক্ষুপ্রদাহ।

কঞ্জঙ্কটাইভা হরিদ্রাবর্ণ।

অক্ষিপ্রদেশে চাপ বোধ।

৬ কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে জল প্রবাহের ন্যায় গোঁ গোঁ শব্দ।

কর্ণমধ্যে, বিশেষতঃ অবনত হইতে গেলে সূচীবেধ।

বাম কর্ণে কখন কখন ছিন্নকর বেদনা।

৭ নাসিকা।—সর্ব্বপ্রকার গন্ধেই অত্যন্ত চৈতন্যাধিক।

হাঁচিতে প্রবৃত্তি, তৎসহ কীটসঞ্চারণ, শুষ্ক উত্তাপ ও নাসিকা অবরুদ্ধ অনুভব ; বোধ হয় যেন সর্দ্দি হইবে।

সর্দ্দি :—সরস, জলবৎ ; আঠাবৎ।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, তাহাতে মস্তক মধ্যের গোলমাল উপশমিত হয়।

৮ মুখমণ্ডল।—লালবর্ণ ; অথবা বামগণ্ড রক্তবর্ণ ও উষ্ণ, দক্ষিণগণ্ড রক্তশূন্য ; পাণ্ডুবর্ণ, অন্তঃপ্রবিষ্ট, বেদনায় বিকৃতভঙ্গী ; হরিদ্রাবর্ণ।

মুখমণ্ডলে জ্বালা।

বামগণ্ড স্ফীত।

মুখের স্নায়ুশূল, বেদনায় মস্তকে উষ্ণ ঘর্ম্ম বাহির হয় ও চীৎকার করে।

সাধারণ প্রদাহযুক্ত ও বাতজনিত মৌখিক শূলে ক্যামমিলায় অত্যন্ত উপশম দেয়।

১০ দন্ত।—দন্তশূল :—সূচীবিদ্ধবৎ, খননবৎ ; খামচানবৎ ; আহারের সময়ে ও পরে ; মুখমধ্যে কোন উষ্ণ দ্রব্য লইলে ; খোলাবায়ুতে ; গৃহমধ্যে ; স্ত্রীলোকের ঋতুর সময়ে ; বামপার্শ্বে ও নিম্নদন্তে বেশী ; রাত্রিতে বৃদ্ধি।

দন্ত অতি লম্বা অনুভব হয়।

মাড়ী লালবর্ণ ও বেদনাযুক্ত।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ —[illegible], অম্ল, পচা

জিহ্বা :—ক্লেদাবৃত, শাদা, হরিদ্রাভ, [illegible]

লালবর্ণ ; লালবর্ণ, ফাটা।

জিহ্বোপরি জ্বালা।

১২ মুখমধ্য।—আহারান্তে মুখ হইতে দুর্গন্ধ।

মুখমধ্য, ফেরিংক্স ও অন্ননলী মধ্যে পাকাশয় পর্য্যন্ত উত্তাপ।

লালাসঞ্চয়, লালার ধাতব, ঈষৎ মিষ্ট আস্বাদ।

১৩ গলমধ্য।—ফেরিংক্সের আক্ষেপিক সঙ্কোচন।

গলায় বেদনা, তৎসহ প্যারটিড গ্রন্থি স্ফীত।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—শীতল জলের তৃষ্ণা।

মুখে শীতল জল অনেকক্ষণ রাখিতে ইচ্ছা করে।

অনিচ্ছা :—বিয়ার মদ্যে ; কাফি ও উষ্ণ পানীয়ে।

রুচির অভাব।

১৫ পানাহার।—পানাহারের পরে মুখমণ্ডলের উত্তাপ ও ঘর্ম্ম ; আহারান্তে উদর ফুলিয়া উঠে।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার :—অম্ল, সদত, শূন্য।

বমনের নিষ্ফল উদ্যম।

বিবমিষা ও বমনের প্রবৃত্তি, এবং তিক্ত বমন।

রাত্রিতে উদরাময় ও জ্বর সহ বমনেব প্রবৃত্তি।

বমন :—পিত্ত, যাহা পীত হইয়াছে ; পিচ্ছিল পদার্থ ; অন্ন।

পেটকামড়ানি সহ প্রবল বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে ও ক্ষুদ্র পঞ্জরাস্থির নিম্নে চাপযুক্ত বেদনা, তাহাতে শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে।

উদ্বেগসহ এপিগ্যাষ্ট্রিয়ামে চাপযুক্ত ও কর্ত্তনবৎ বেদনা।

পাকাশয়গহ্বরে হুলবেধবৎ বেদনা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—হাইপেকণ্ড্রিয়াতে সূচীবেধ বেদনা।

যকৃতপ্রদেশে সূচীবেধ, তৎসহ পুনঃ পুনঃ শীত শীত বোধ।

১৯ উদর।—নাভিদেশ ও উভয় পার্শ্বে তদপেক্ষা নিম্নে মোচড়ানি, ছিন্নকর পেট বেদনা, তৎসহ কটিদেশে বেদনা যেন উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

উদরের অভ্যন্তরে মোচড়ানি ও শীত শীত অনুভব, উহা নিম্নে পা দিয়া জানু পর্য্যন্ত অবতরণ করে।

পেট বেদনা সময়ে সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে, হাইপোকণ্ড্রিয়াতে বায়ু সঞ্চিত হয় এবং মধ্য মধ্য দিয়া সূচীবেধ চিড়িক মারিয়া উঠে।

বায়ুজনিত পেট বেদনা, উদর ঢাকের ন্যায় স্ফীত, বায়ু অতি অল্প অল্প নিঃসৃত হয়, তাহাতে কোন উপশম হয় না ; উষ্ণ বস্ত্র প্রয়োগ করিলে উপশম হয়।

উদর আধ্মানিক ও স্পর্শে চৈতন্যাধিক।

উদর ও পৃষ্ঠদেশে আকুঞ্চক বেদনা ; সে (স্ত্রী) লাথিমারে, দাঁত কিড়্‌মিড়্ করে ও চীৎকার করে।

নাভির ঠিক উপরে উদরের পাশাপাশি (এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত) অর্থাৎ ট্রান্সভার্স কোলনের বরাবর বেদনা, দক্ষিণপার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে যায়।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—জলবৎ, পুনঃ পুনঃ, মলত্যাগের পূর্ব্বে কর্ত্তন, আকুঞ্চনকারী পেটকামড়ানি, এপিগ্যাষ্ট্রিক প্রদেশে বেশী; আমযুক্ত, তৎসহ পেটবেদনা ও বমনোদ্যম; পিত্তযুক্ত, তৎসহ মলদ্বারে জ্বালা; বেদনাযুক্ত, পাতলা, সবুজ, মল ও আম সংযুক্ত; সবুজ, জলবৎ, ক্ষতকারী, তৎসহ পেটবেদনা, তৃষ্ণা, তিক্তাস্বাদ ও তিক্ত উদ্গার; ডিম্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের ন্যায়, অম্লগন্ধ; উষ্ণ, পচা ডিমের ন্যায় গন্ধ।

মলত্যাগের অত্যন্ত নিষ্ফল ইচ্ছাসহ পেটমোচড়ানি।

অর্শ :—রক্তস্রাব শূন্য; বেদনাযুক্ত, রক্তস্রাবী, জ্বালাকর।

মলদ্বারে ক্ষতকারী ফাটা (fissure)।

২১ মূত্র।—প্রসববেদনার ন্যায় মূত্রবাহক নলীদ্বয়ে আকর্ষণ ও বারম্বার মূত্রপ্রবৃত্তি।

প্রস্রাবকালে মূত্রাশয়গ্রীবায় জ্বালা।

মূত্র :—হরিদ্রাবর্ণ, তৎসহ ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া অধঃক্ষেপ; প্রস্রাবকালে প্রস্রাবপথে জ্বালা; স্বল্প; ঘোলা, প্রস্রাবের পরেই কর্দ্দমবৎ বর্ণ; ঘোলা, কিছুক্ষণ থাকিলে ঘন হইয়া যায়, অধঃক্ষেপ হরিদ্রাবর্ণ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—অতি প্রবল লিঙ্গোত্থান।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু :—অতি আগাইয়া; অতি প্রচুর; দুর্গন্ধ।

কটিদেশ হইতে সম্মুখে আকৃষ্টবৎ বেদনা, জরায়ুমধ্যে মোচড়ানি ও চিমটিকাটাবৎ বেদনা, ও তৎপরে বড় বড় জমাট রক্ত বাহির হয়।

জরায়ুমধ্যে প্রবল প্রসববেদনাবৎ বেদনা সহ প্রচুর জমাট রক্ত নিঃস্রাব, পদদ্বয়ে ছিন্নকর বেদনা।

মেম্ব্রেনাস ঋতুশূল।

হরিদ্রাবর্ণ, জ্বালাকর শ্বেতপ্রদর।

যোনিমধ্যে যেন ক্ষতবৎ জ্বালা।

২৪ গর্ভাবস্থা।—আসন্ন গর্ভস্রাব, তৎসহ কাল রক্তস্রাব।

প্রসববেদনা আক্ষেপিক ও কষ্টদায়ক; পদদ্বয় বহিয়া ছিন্নকর বেদনা।

জরায়ুমুখের (অসের) অনম্যতা; বেদনা সহ্য করিতে পারে না।

বালুকাঘড়ির ন্যায় (৪ এর মত) সঙ্কোচন; তৃষ্ণাতুর; নূতন পরিষ্কার বাতাসের ইচ্ছা; অস্থির।

সূতিকাক্ষেপ, ক্রোধের পরে।

প্রসবান্তিক বেদনা (ভেদালিব ব্যাথা) অত্যন্ত কষ্টকর।

প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব (লোকিয়া) রুদ্ধ, তৎপরে উদরাময়, পেটবেদনা ও দন্তশূল।

অত্যন্ত উত্তাপ, উদ্বেগ, মূর্চ্ছার সম্ভাবনা, গণ্ড রক্তবর্ণ বিশেষতঃ একগণ্ড; পূঁজোৎপত্তি, প্রসবান্তিক পেরিটোনাইটিস।

স্তনযুগল শক্ত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত; তৎসহ আকৃষ্টবৎ বাতের বেদনা; খোলাবায়ু ও রাত্রিতে বৃদ্ধি।

চুচুক প্রদাহিত ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত; শিশুর স্তন স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংক্সে শক্ত শ্লেষ্মা থাকায় স্বরভঙ্গতা, উহা সজোরে কাসিলে তবে কেবল দূরীভূত হয়।

টেকিয়ায় সর্দ্দিজ স্বরভঙ্গতা, তৎসহ অক্ষিপুটের শুষ্কতা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—কষ্টদায়ক, যেন বক্ষ সম্পূর্ণ প্রশস্ত নহে।

হ্রস্ব, তৎসহ ঘড় ঘড় শব্দ।

শ্বাসরোধের আশঙ্কা, হাসের উচ্ছেদ বসিয়া যাওয়া বশতঃ।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, গলার সম্মুখে ঠিক মধ্যস্থলের গর্ত্তে সঙ্কোচন বোধ, তৎসহ সদত কাসিবার প্রবৃত্তি।

হাপানির আক্রমণ, বাহ্যিক বোধ হয় বায়ুসঞ্চয় বশতঃ জন্মিয়াছে, মস্তক পশ্চাতে বক্র করিলে উপশম; শীতল বায়ুতে, এবং শীতল জল পান করিয়া উপশম; শুষ্ক বায়ু ও উষ্ণ খাদ্য হইতে বৃদ্ধি।

২৭ কাসী।—ট্রেকিয়ায় শ্লেষ্মাবশতঃ স্বরভঙ্গতা ও ঘড় ঘড় শব্দ, বিশেষতঃ শীতকালে।

রাত্রিকালে বায়ুপথের খুব নিম্নে উত্তেজনাবশতঃ কাসী। প্রায় মধ্য-

রাত্রিতে কাসীর আক্রমণ, তৎসহ বোধ হয় গলমধ্যে কি একটা উঠিতেছে, যেন শ্বাসরোধ হইবে।

কাসী বিশেষতঃ রাত্রিতে, তৎসহ শক্ত, পিচ্ছিল গয়ার, তাহার আস্বাদ তিক্ত।

কাসী, দিবসে গয়ার উঠে, রাত্রিতে উঠে না।

গয়ার রক্তযুক্ত, কাল, সংযত।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষের উর্দ্ধাংশে সঙ্কোচন বোধ।

কাসিতে বক্ষ বেদনাযুক্ত।

উদর হইতে বক্ষের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত সূচীবেধ চিড়িকমারিয়া উঠে, যেন আধ্মানবশতঃ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎকম্পন ও ভ্রমি।

নাড়ী ক্ষুদ্র, কিন্তু দ্রুতগতি, প্রায়ই বিষম, এবং তৎপরে কিয়ৎক্ষণের জন্য দুর্ব্বল।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—পৃষ্ঠদেশে আকৃষ্ট বেদনা।

কটিদেশে বেদনা, বিশেষতঃ রাত্রিতে।

কটি ও পৃষ্ঠদেশের পেশীসমূহে ঘৃষ্টাঘাতবৎ অনুভব।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুদ্বয়ে বেদনা, অতি সামান্য মাত্র সঞ্চালন সহ্য করিতে পারে না।

অঙ্গুলিসন্ধি সমূহ লালবর্ণ ও স্ফীত।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বাম ইস্কিয়াম হইতে গোড়ালির অস্থি ও পায়ের তলা পর্য্যন্ত অতিপ্রবল আকৃষ্ট, ছিন্নকর বেদনা, তৎসহ মাংসপেশী সমূহের খিলধরাবৎ টানিয়া ধরা।

উদর হইতে নিম্নে পদদ্বয় পর্য্যন্ত ছিন্নকর বেদনা। ২৩, ২৪ দেখ।

পায়ের ডিমে খিলধরা।

পদদ্বয়ে ভার ও অলসতা বোধ।

রাত্রিতে পায়ের তলায় জ্বালা; পা শয্যা হইতে বাহির করিয়া দেয়।

৩৪ সাধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি।—অস্থিবেষ্টক ঝিল্লিতে বেদনা, তৎসহ পাক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে আকৃষ্ট ও ছিন্নকর বেদনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

সন্ধিসকল টাটানি, যেন দৃষ্ট ও শ্রান্তবৎ, হস্তপদে কোন শক্তি নাই।

সন্ধিসমূহে খট্ খট্ শব্দ, বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গের, তৎসহ সেই স্থলে বেদনা, যেন দৃষ্টবৎ।

সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে কামড়ানি (aching), তৎসহ অলসতা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—শুইয়া পড়িতে প্রবৃত্তি।

সঞ্চালন : ৩২, ৩৩। নিদ্রা হইতে উঠা : ১ ; শয্যা হইতে : ২। শয্যায় উঠিয়া বসিলে : ২। শয়ন : ৫। পশ্চাতে বক্র হয় : ৩৬।

৩৬ স্নায়ু।—শিশু শক্ত হইয়া উঠে এবং পশ্চাতে বক্র হইয়া পড়ে, কোলে লইতে গেলে লাথি মারে, অপরিমিত চীৎকার করে, এবং সমস্ত দ্রব্য ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

শিশুদিগের আক্ষেপ :—পদদ্বয় একবার তুলে, একবার নামায়, হাতদিয়া ধরিয়া মুখে দেয়, মুখ পাশাপাশি বক্র, চক্ষু একদৃষ্টি।

সাধারণ দুর্ব্বলতা, ভ্রমি।

৩৭ নিদ্রা।—হাইতোলা ও আড়ামুড়ি ভাঙ্গা।

নিদ্রা, তৎসহ অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষু ; নিদ্রালু কিন্তু নিদ্রা যাইতে পারে না।

রাত্রিতে নিদ্রাহীন ও অস্থির।

নিদ্রাকালে :—কোঁথায় ; কাঁদে ; চমকাইয়া উঠে, চীৎকার করে, ছট ফট করে ও কথা কহে।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ২,৫। পূর্ব্বাহ্ন : ৩। অপরাহ্ন : ১, ১২। সন্ধ্যাকাল : ৩। রাত্রি : ১, ১০, ১৬, ২৪, ২৭, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪৬। মধ্যরাত্রি : ২৭। দিবা : ২৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণতা : ১৯ ; শয্যায় : ১০। শুষ্ক বায়ু : ২, ৬। শীতলবায়ু : ২৬, ৪০ ; সরস : ৫। খোলাবায়ু : ১০, ২৪। শীতকাল : ২৭। অনাবৃত : ৪০। গৃহ : ১০।

উত্তাপে বেদনা বর্দ্ধিত হয়।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—তৃষ্ণাসহ শীতলতা।

শীত ও কম্প, সাধারণতঃ কেবল একাঙ্গের, তৎসহ অন্য অঙ্গের উষ্ণতা।

সর্ব্বাঙ্গের শীত ও শীতলতা, তৎসহ মুখমণ্ডলের উষ্ণতা ও উষ্ণ শ্বাসবায়ু।

পশ্চাৎভাগে শীত ও সম্মুখভাগে উত্তাপ, কিম্বা তদ্বিপরীত।

উত্তাপের সহিত পর্য্যায়ক্রমে, অল্প অল্প কম্প, কম্প পৃষ্ঠ ও উদর বহিয়া উঠে। অনাবৃত হইলে এবং শীতলবায়ু হইতে কম্প।

উত্তাপ ও কম্প বিমিশ্রিত, প্রায়ই একগণ্ড রক্তবর্ণ ও একগণ্ড পাণ্ডুবর্ণ।

অতি সামান্য আবৃত স্থানে জ্বালাকর উত্তাপ, যখন অনাবৃত থাকে তখন উহা প্রায় শীতল।

দীর্ঘস্থায়ী উত্তাপ, তৎসহ প্রবল তৃষ্ণা ও নিদ্রাকালে পুনঃ পুনঃ চমকাইয়া উঠে।

নিদ্রাকালে ঘর্ম্ম, প্রধানতঃ মস্তকে, প্রায়ই অম্ল গন্ধযুক্ত, এবং তৎসহ চর্ম্মোপরি জ্বালানুভব।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৮। বাম : ৩, ৬, ৮, ১০, ১৮, ৩৩।

ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ২৪, ৩৩। নিম্নহইতে ঊর্দ্ধে : ২৮। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে : ২৩।

৪৩ অনুভব।—পাক্ষাঘাতিক অনুভব সকলের সঙ্গে আকৃষ্ট বা ছিন্নকর বেদনা বর্ত্তমান থাকে।

৪৪ তন্তু।—পৈশিক বা গাঁইটের বাত, তৎসহ অত্যন্ত স্নায়বীয় উত্তেজনশীলতা।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—স্পর্শ : ১১, ২৪, ৪৬।

কোলে লইয়া বেড়াইতে বলে : ১।

যে ক্ষতে পুঁজ জন্মে (বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যবহার)।

৪৬ চর্ম্ম।—অস্বাস্থ্যসূচক, প্রত্যেক আঘাতেই আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে পুঁজ জন্মে।

উদ্ভেদ শুকাইতে বিলম্ব হয়।

গণ্ডোপরি লালবর্ণ উদ্ভেদ।

চর্ম্মের প্রদাহ সম্ভাবনা।

ক্ষতে রাত্রিতে জ্বালাকর বেদনা, তৎসহ স্পর্শে বেদনাদায়ক অতি চৈতন্যাধিক্যতা।

কণ্ডূয়নযুক্ত ফুষ্কুড়ি মামড়ী দ্বারা আবৃত, এবং ক্ষতের চতুর্দ্দিকে ক্ষত হয়।

ঘর্ম্মযুক্ত স্থানের প্রবল চুলকানি।

চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ, কামলারোগগ্রস্ত।

১৭ অবস্থা।—শিশুগণ। স্নায়বীয় (বায়ুপ্রধান), উত্তেজনশীল প্রকৃতি।

প্রৌঢ়গণ; এমন কি বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ যাহাদের গেঁটে বাতের কিম্বা বাতের ধাতু আছে।

১৮ সম্বন্ধ।—ক্যামমিলার প্রতিবিষ :—একো, এলুমি, বোরা, ক্যাম্ফ, কক্কু, কফি, কলো, ইগ্নে, নক্সভমি, এবং বিশেষতঃ পলসা।

সদৃশ :—টারাক্সেকামের ১১ দেখ; হেপার ও ক্যালেণ্ডুলার (পুঁজোৎপত্তি)।

ক্যামমিলা প্রতিষেধ করে :—কফি, ওপি।

ক্যামমিলা ম্যাগনেসিয়ার কার্য্যাবশপূরক।

ক্যাম্ফোরা।

(কর্পূর)

পরীক্ষক :—হ্যানিমান।

১ মন।—স্মরণ শক্তি বিলুপ্ত।

প্রলাপযুক্ত নিদ্রা, তৎসহ রাত্রিতে অল্প অল্প জ্বর।

একাকী থাকিতে ভয়, বিশেষতঃ রাত্রিতে।

মানসিক উত্তেজনশীলতা।

২ চৈতন্য।—লঘু অনুভব হয়, যেন মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া নাই।

মাথাঘোরা :—পুনঃ পুনঃ স্বল্পস্থায়ী আক্রমণ; বিবমিষা ও কাঠবমির পরে; এবং মস্তকের ভার, অবনত হইলে বৃদ্ধি।

ভ্রমণকালে পা কাঁপে।

মাতালের ন্যায় টলিতে থাকে।

সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি বিলুপ্ত, এমন কি স্পর্শশক্তি।

সূর্য্যাতপ লাগান হেতু তাপাঘাত বা মস্তিষ্কের প্রদাহ।

নিদ্রাদোষযুক্ত। ভ্রমি। সংন্যাস।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকে রক্তাগম, তৎসহ মস্তকের ভারবোধ; বাহ্যিক চাপ দিলে উপশম।

কপালে মাথাধরা; বাম পার্শ্বে মাথাধরা।

নাড়ীর স্পন্দনের সহিত সমকালিক মস্তিষ্ক (সেবিবেলাম) মধ্যে মুদ্গরাঘাতের ন্যায় দপদপানি, মস্তক উষ্ণ, মুখমণ্ডল লালবর্ণ, হস্তপদাদি শীতল, দাঁড়াইলে উপশম। প্রধানতঃ ঐ সকল ব্যক্তির যাহাদের স্বাভাবিক স্ত্রীসহবাস বন্ধ হইয়াছে।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তকের আক্ষেপিক সঞ্চালন, অল্পবয়সে পক্ককেশ।

৫ চক্ষু।—দ্রব্যসকল অতি উজ্জ্বল দেখায়, সেই সময়ে কাল কাল দাগও দেখা যায়।

ধূমের সহিত পর্য্যায়ক্রমে উজ্জ্বল অগ্নিশিখা ও অগ্নিবৎ চক্র দৃষ্ট হয়।

চক্ষু স্থির, একদৃষ্টি, ঊর্দ্ধদৃষ্টি বা বহির্দৃষ্টি।

চক্ষু প্রথমে মুদিত, এবং পরে একদৃষ্টি, ঊর্দ্ধনেত্র।

অক্ষিতারকা সঙ্কুচিত, অনড়।

পুরাতন চক্ষুপ্রদাহ।

চক্ষু সূর্য্যালোকে কষ্টবোধ হয়।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে সংগীত, ঘণ্টাশব্দ কিম্বা ভন্ ভন্ শব্দ।

কর্ণপত্র উষ্ণ ও লালবর্ণ।

কর্ণের চতুর্দ্দিকে হরিদ্রাবর্ণ ফোস্কা, তৎসহ মুখমণ্ডলের বিসর্প।

৭ নাসিকা।—হঠাৎ বায়ু পরিবর্ত্তন হেতু সরস প্রতিশ্যায়, তৎসহ মাথাধরা।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল:—লালবর্ণ, তৎসহ দেহের উষ্ণতা, নীলাভ, মৃতবৎ; পাণ্ডুবর্ণ, বিকৃত ও অন্তঃপ্রবিষ্ট; শীতল।

একদৃষ্টি, জ্ঞানহারা চেহারা।

বমনসহ মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম।

বিসর্পযুক্ত লালবর্ণ গণ্ডদ্বয় ও কর্ণপত্রদ্বয়।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—চোয়াল আটকাইয়া যাওয়া, তৎসহ মুখমণ্ডলের শীতলতা ও পাণ্ডুবর্ণ।

মুখে ফেনা উঠে।

১০ দন্ত।—দন্ত অতি লম্বা অনুভব হয়; কর্ত্তনকর বেদনাযুক্ত দন্তশূল।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—তীক্ষ্ণ।

খাদ্য তিক্ত লাগে, রুটী অপেক্ষা মাংস অধিকতর তিক্ত।

বাক্যকথন:—ক্ষীণ, ভগ্ন, স্বরভঙ্গবিশিষ্ট।

জিহ্বা:—শীতল।

১২ মুখমধ্য।—লালা জলবৎ।

মুখমধ্যে শীতলতা।

১৩ গলমধ্য।—উত্তাপ:—কঠিন তালুতে; গলমধ্যে; অন্ননলীতে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই।

পানে আরাম হয় বটে কিন্তু তৃষ্ণা নাই।

জ্বালাকর তৃষ্ণা, অধিক পরিমাণে পান করে তথাপি উপশম হয় না।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—পাকাশয় হইতে ভুক্ত পদার্থ গলা বহিয়া মুখমধ্যে উঠে।

বমন:—পিত্তযুক্ত, কিঞ্চিৎ রক্ত; প্রধানতঃ অম্ল।

পুরাতন প্রাতঃকালিক বমন, তিক্ত শ্লেষ্মার।

জলবৎ, পিচ্ছিল বমন। *গ্রীষ্মকালিক উদরাময়।

বমনের পর শীতলতা।

বিবমিষা ও বমনের অভাব; শরীর বরফবৎ শীতল। *ওলাউঠা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে উত্তাপানুভব।

পাকাশয়ে শীতলতা।

অন্ননলী ও পাকাশয়ে যন্ত্রণা ও জ্বাল।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতের সম্মুখাংশে কামড়ানি (aching)।

উভয় হাইপোকণ্ড্রিয়াতে কামড়ানিসহ চাপবোধ।

১৯ উদর।—উপর ও নিম্ন উদরে শীতলতা, তৎপরে তথায় জ্বালাকর উত্তাপ।

২০ মল, ইত্যাদি।—সর্দ্দি লাগার পরে কর্ত্তনবৎ বেদনা, তৎসহ পাতলা, কৃষ্ণবর্ণ মলত্যাগ।

চাউল ধোয়া জলের ন্যায় মল। *গ্রীষ্মকালিক উদরাময়।

উদরাময়, অত্যন্ত শয্যাশায়ীতা, শীতল দেহ তথাপি আবৃত হইতে চাহে না।

উদরাময়, তৎসহ শূলবেদনাবৎ বেদনা, তৎসহ শীত শীত বোধ এবং শীতল বায়ুতে চৈতন্যাধিক্যতা।

সকল প্রকার স্রাব অনুপস্থিত, শরীর বরফবৎ শীতল। *ওলাউঠা।

সরলান্ত্রের ক্রিযার অভাবজনিত কোষ্ঠবদ্ধ।

মলত্যাগের বেগ, এবং অতি সামান্য স্রাব।

২১ মূত্র।—মূত্র :—স্বল্প, পুনঃ পুনঃ নহে; ফোটা ফোটা; জ্বালাকর; হরিদ্রাভ সবুজ, ঘোলা; শোথরোগে লালাভ। ২৩ দেখ।

মূত্রত্যাগের নিষ্ফল বেগ।

মূত্রাবরোধ (retention), মূত্রকৃচ্ছ্রতা (strangury)।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছার অভাব, তৎসহ ঐসমস্ত স্থানের দুর্ব্বলতা; লিঙ্গোত্থানের অভাব, অণ্ডকোষদ্বয় শ্লথ; ধ্বজভঙ্গ।

কর্ডি (লিঙ্গোচ্ছ্বাস)।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আর্ত্তবস্রাব বর্দ্ধিত।

জরায়ুর শোথ; লালবর্ণ, কখন কখন সবুজাভ মূত্র, ঘন অধঃক্ষেপ অধঃপতিত হয়; মূত্রাশয় প্রায় পক্ষাঘাতবিশিষ্ট হওয়ায় মূত্র ধীরে ধীরে বহির্গত হয়, দেহ শীতল।

২৪ গর্ভাবস্থা।—প্রসববেদনা :—দুর্ব্বল বা স্থগিত হইয়া আইসে; আবৃত হইতে চাহে না, অস্থির; চর্ম্ম শীতল।

স্তনে পূঁজোৎপত্তি; চুচুকোপরি সূক্ষ্ম হুলবেধ।

সদ্যজাত শিশু :—উদর ও উরুর চর্ম্মে শক্ত স্থান সকল, দ্রুত বর্দ্ধিত ও আরও শক্ত হয়; কখন কখন গভীর আরক্তিমতা সমগ্র উদর ও উরুর উপরে বিস্তৃত হয়; প্রবল জ্বর, তৎসহ চমকাইয়া উঠা ও ধনুষ্টংকারের আক্ষেপ, তৎসহ দেহ পশ্চাতে ধনুকবৎ বক্র হয়।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর :—ভঙ্গ; গভীর; দুর্ব্বল।

ট্রেকিয়ার গভীরস্থানে কর্ত্তন ও শীতলতা অনুভব হয়, তাহাতে অল্প অল্প কাসী হয়।

২৬ **শ্বাসক্রিয়া** ।—নিঃশব্দ ; গভীর ও ধীর ; কষ্টকৃত ও ধীর : উদ্বেগপূর্ণ।

শ্বাসবোধ ও কষ্টবোধ।

হাঁপানি, শারীরিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি।

তরুণ উদ্ভেদসহ উষ্ণশ্বাস।

শীতল শ্বাস।

২৭ **কাসী** ।—পূর্ব্বাহ্নে শুষ্ক কাসী।

হামের পরে স্বরভঙ্গতা সহ প্রবল শুষ্ক কাসী।

প্রত্যেক নিশ্বাস গ্রহণে কাসী আরম্ভ হয়।

২৮ **ফুসফুস** ।—বায়ুপথে শ্লেষ্মা।

ইনফ্লুয়েঞ্জা, যখন আক্রমণাবস্থায় রোগী ঠাণ্ডা ও শীত শীত অনুভব করে, দেহ মন উভয়ই যখন অবসাদযুক্ত বোধ হয়।

সূচীবেধ :—স্কন্ধদ্বয় হইতে বক্ষমধ্যে ; ভ্রমণকালে বক্ষের বামপার্শ্বে।

শীতলতা অনুভব পাকাশয় গহ্বর হইতে সমগ্র উর্দ্ধাঙ্গের উপর বিস্তৃত হয়।

বক্ষের রক্তাধিক্যতা।

২৯ **হৃৎপিণ্ড, নাড়ী** ।—উদ্বেগসহ সকম্পন হৃৎকম্পন।

হৃৎকম্পন :—হঠাৎ শ্বাসকষ্ট সহ, তৎসহ মুখমণ্ডল, হস্তপদাদি ও দেহ শীতল ; তৎসহ মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ও দেহ শীতল ; আহারান্তে ; ভ্রমণান্তে।

নাড়ী :—পূর্ণ ; ক্ষীণ ; অনুভূত হয় না।

হৃৎপিণ্ড হইতে দূরবর্ত্তী স্থানসমূহে রক্তসঞ্চালনের হ্রাস।

৩০ **গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ** ।—৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম গ্রীবা দেশীয় কশেরুকায় বেদনা ; মস্তক সঞ্চালনে বৃদ্ধি ; সেই স্থানের উপর হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে উপশম।

খোলাবায়ুতে ভ্রমণকালে গ্রীবার পার্শ্বে বেদনাবিশিষ্ট আকর্ষণ ও অনম্যতা।

ঠাণ্ডা অনুভব, কিম্বা পৃষ্ঠদেশে শীত শীত বোধ।

৩১ **উর্দ্ধাঙ্গ** ।—বাহুদ্বয় :—অনম্য ; শক্তিহীন।

দক্ষিণ কনুই সন্ধিতে বেদনাযুক্ত চাপবোধ, কনুয়ের উপর ভর দিলে হস্তপর্য্যন্ত প্রসারিত হয়।

হস্তদ্বয় :—কাঁপে ; শীতল ; নীলাভ।

অঙ্গুলিসকল অনম্য, প্রসারিত, বিকৃত।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্ব, জানু ও গুল্‌ফ সন্ধিসমূহে খট্ খট্ শব্দ।

জানুদ্বয় যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে, কাঁপে।

পায়ের ডিমে খিলধরা।

চরণোপরি, বিশেষতঃ তাহা সঞ্চালনে, আকৃষ্ট খিলধরাবৎ বেদনা।

ভ্রমণকালে বাম চরণের অঙ্গুলির অগ্রভাগে এবং নখের নিম্নে ছিন্নকর বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির শীতলতা, হস্তের অঙ্গুলিসমূহ আকৃষ্টবৎ বেদনা, পরে পায়ের অঙ্গুলিতে।

বাত বারম্বার প্রত্যাবর্ত্তন করে, এক এক বার এক এক অংশ আক্রমণ করে, এমন কি আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমূহও আক্রান্ত হয়।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—প্রত্যেক সঞ্চালন : ৪০।

মস্তক সঞ্চালন ৩১, বাহু ৩১ ; পদদ্বয় : ৩৩। ভ্রমণ : ২, ২৮, ৩১, ৩৩। শারীরিক পরিশ্রম : ২৬। দণ্ডায়মান : ৩। অবনত : ২।

৩৬ স্নায়ু।—অসুখ বোধের আক্রমণ।

অত্যন্ত শয্যাশায়ীতা।

জাগরিতাবস্থায় সহজেই চমকাইয়া উঠে, এবং তৎপরে দপদপানি বা হৃৎকম্পন অনুভব করে।

নিদ্রাদোষ সহ শিশুদিগের আক্ষেপ ; উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া হেতু।

আক্ষেপ, তৎসহ রক্তাল্পতা ; শীতলতা।

বাহু, হস্ত, চরণ ও নিম্ন চোয়ালের ধনুষ্টংকারবৎ আক্ষেপ ; দেহ শক্ত, তৎসহ অল্প পশ্চাতে বক্রতা।

মৃগীরোগের আক্ষেপ।

৩৭ নিদ্রা।—দিবসে নিদ্রালু।

নিদ্রা :—স্তম্ভনকর ; গভীর ; অশান্তিকর।

স্বপ্ন :—উদ্বেগপূর্ণ, ভয়প্রদ।

অনিদ্রা, পর্য্যায়ক্রমে কোমা।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১৬। পূর্ব্বাহ্ন : ২৮। রাত্রি : ১।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—সূর্য্য : ৫। খোলাবায়ু : ৫, ৩১।

শীতল বায়ু : ৪০। বায়ু পরিবর্ত্তন : ৭। আবৃত হইতে চাহে না : ২০, ৪৬।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সর্ব্বাঙ্গে বরফবৎ শীতলতা, তৎসহ মুখমণ্ডলের মৃতবৎ পাণ্ডুবতা।

গাত্রের অত্যন্ত শীতলতা কিন্তু তৎসঙ্গে বর্ণের কোনও পরিবর্ত্তন নাই, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অনাবৃত হইবার অত্যন্ত ইচ্ছা।

শীতল বায়ুতে শীত, শীতশীত বোধ ও চৈতন্যাধিক্যতা।

শীত, তৎসহ কম্প; দন্তে দন্তে লাগিয়া শব্দ হয়।

শীত:—তৎসহ উদ্বেগ, অজ্ঞানতা সহ; তৎসহ মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ; তৎসহ আক্ষেপ।

শীতল, চট্ চটে দুর্ব্বলকারী ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—বাতের আক্রমণের হ্রাস হয়, উহা এক অংশ হইতে অপরাংশে গমন করে।

আক্রমণ হঠাৎ আইসে।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৮, ৩২, ৩৩। বাম : ৩, ৬, ২৮, ৩৩। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ৩, ৩২। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে : ২৮, ৩৩। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে : ৩১।

৪৩ অনুভব।—শরীরের সর্ব্বাঙ্গে শুষ্কতা অনুভব।

সর্ব্বাঙ্গে খিলধরা।

৪৪ তন্তু।—নীলিমাপ্রাপ্তি। বাহ্যিক অংশ সকল কাল হইয়া যায়।

আভ্যন্তরিক রক্তাধিক্যতা।

আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক অংশসমূহে খিলধরা।

সন্ধিসকল খট্ খট্ শব্দ করে।

বাহ্যিক অংশ সমূহের শোথ, আভ্যন্তরিকের তদপেক্ষা অল্প।

গ্রন্থিসকল প্রদাহিত।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ১৭, ৩৬। চাপ : ৩, ৩১।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মের শুষ্কতা, ঘর্ম্মের চিহ্ন মাত্র নাই।

রক্তযুক্ত ফোস্কা, বিসর্প। গলিতক্ষত।

হামের পরবর্ত্তী ফল সকল।

বসন্তের গুটিকা সকল হঠাৎ বসিয়া যায়।

হামের উদ্ভেদ বাহির হইতে বিলম্ব হয়, ধনুষ্টংকারযুক্ত কম্প; চর্ম্ম শীতল, নীলাভ; মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

৫। অবস্থা।—খিট্‌খিটে, দুর্ব্বলকায়।

স্ক্রফুলাদূষিত শিশুগণের শরীরে ক্যাম্ফার অতি সহজেই ক্রিয়া প্রকাশ করে।

৬। সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ।—ওপি, ডল্কা।

ক্যাম্ফার প্রতিষেধ করে:—ক্যান্থা, কুপ্র, স্পাইলা।

অধিকাংশ স্থলে কর্পূরের আঘ্রাণ লইলে রোগের উপশম ঘটে।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্বনিকা।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—বিস্মৃতি।

চিন্তা করিতে কষ্ট।

মদ্যপান করিবার জন্য উন্মত্ততা, তৎসহ অগ্নি, ইন্দুর, ছুঁচা ও হত্যা সম্বন্ধে প্রলাপ বকা।

সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে অপ্রবৃত্তি।

বিমর্ষতা ও বিষণ্ণতা; অশ্রুবারিযুক্ত।

সশঙ্কিত চিত্ত; যেন কোন দুর্ঘটনা অচিরাৎ ঘটিবে।

কাঁপিয়া উঠা ও ভয় যতই সন্ধ্যা নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে।

ভয় হয় পাছে তিনি জ্ঞান হারান; কিম্বা লোকে তাঁহারে মানসিক গোলমাল বুঝিতে পারে।

অত্যন্ত উদ্বেগ ও হৃৎকম্পন।

বিনা কারণে ক্রোধন স্বভাব; খিট্‌খিটে ও একগুঁয়ে।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা:—খোলাবায়ুতে ভ্রমণকালে, যেন তিনি ঘুরিয়া

পড়িবেন, বিশেষতঃ মস্তক দ্রুত ফিরাইতে গেলে ; সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে গেলে ; প্রাতে বৃদ্ধি, তৎসহ বিবমিষা ও বমন ; উদরে রক্তাধিক্যতা ; হৃৎপিণ্ডের বাম ভেণ্টি-কেলের বিবৃদ্ধি ; ঋতুরোধ ক্রমশঃ উপস্থিত হয়।

মস্তকে রক্তাগম, তৎসহ মুখমণ্ডলের উত্তাপ, আরক্তিমতা ও স্ফীতভাব ; মদ্যপানে বৃদ্ধি ; প্রাতে জাগিবার সময়ে বৃদ্ধি ; মানসিক পরিশ্র-মান্তে বৃদ্ধি।

মস্তকমধ্যে পূর্ণতা অনুভব ; মস্তকমধ্যে অলস ও বোকার ন্যায় ভাব।

কপালে ভার বোধ, পড়িতে বা লিখিবার সময়ে বৃদ্ধি।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—পুনঃ পুনঃ একপার্শ্বে মাথাধরা, সর্ব্বদাই তৎসহ অধিক শূন্য উদ্গার।

স্তম্ভনকারী, চাপযুক্ত কপালে কামড়ানি।

বামরগের ঊর্দ্ধে সূচীবেধযুক্ত মাথাধরা।

মাথাধরা অক্ষিপটে আরম্ভ হইয়া মস্তকশীর্ষ (ব্রহ্মরন্ধ্র) পর্য্যন্ত গমন করে, এত প্রবল যে বোধ হয় যেন তাঁহার (স্ত্রী) মস্তক ফাটিয়া যাইবে, এবং তিনি পাগল হইয়া যাইবেন।

প্রতি প্রাতে মস্তিষ্কের মধ্যভাগে দপদপকর মাথাধরা, সমস্ত দিন থাকে।

মাথাধরা :—সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে, কথাকহিতে, ভ্রমণকরিতে, সূর্য্যোত্তাপে কিম্বা সর্দ্দি লাগিলে বৃদ্ধি ; মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা (brain-fag) বশতঃ পুরাতন মাথাধরা, কসিয়া বান্ধিলে, চক্ষু মুদিলে, শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন করিলে, শুইয়া পড়িলে অথবা শীতল হস্তদ্বারা চাপিয়া ধরিলে উপশম।

মস্তকমধ্যে ও উপরে বরফবৎ শীতলতা ; একপার্শ্বের শীতলতা ; রক্তা-ধিক্যতা পর্য্যায়ক্রমে বরফবৎ শীতল অনুভব।

ভারীদ্রব্য তুলিয়া, অথবা অন্যান্য পৈশিক ব্যায়াম বশতঃ মাথাধরা।

৪ বহির্মস্তক —অসংযোজিত ব্রহ্মরন্ধ্র (open fontanelles) বৃহৎ মস্তক। পাণ্ডাভ হরিদ্রাবর্ণ মস্তকের খুস্কি ; করোটীত্বক চৈতন্যাধিক ; মস্তকের পার্শ্বের কেশ শুষ্ক, পড়িয়া যায়, মস্তক শীতল অনুভব হয়।

কপালে ফুস্কুড়ি।

পুরু মামরী খুঁটিয়া তুলিলে রক্তপড়ে, অল্প চুলকায়।

হরিদ্রাবর্ণ পুঁজ সহ পুরু মামরী; মুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মস্তকোপরি বরফবৎ শীতলতা।

মস্তকশীর্ষে জ্বালা।

• চক্ষু।—দূরদৃষ্টি (farsightedness)।

আলোকে চৈতন্যাধিক্যতা; আলোকাসহ্যতা।

চক্ষুসম্মুখে ছায়াবৎ, পদার্থের একপার্শ্ব অস্পষ্ট করিয়া ফেলে।

চক্ষুসম্মুখে নৃত্যকারী তরঙ্গ সকল, উহা অত্যন্ত বিরক্তিকর।

চক্ষুপ্রদাহ :—ঠাণ্ডা লাগা বশতঃ; বাহ্যিক পদার্থ চক্ষুমধ্যে পতন হেতু; সদ্যজাত শিশুর; স্ক্রফুলা দূষিত ব্যক্তির।

কর্ণিয়ার অসচ্ছতা, ক্ষত এবং আভ্যন্তরিক কোণে সূচীবেধ।

হুলবেধযুক্ত বেদনা, বাতির আলোকে বৃদ্ধি।

চক্ষু ও চক্ষুর কোণে চুলকানি।

চক্ষুমধ্যে শীতলতা, উত্তাপ, এমন কি জ্বালা অনুভব।

অক্ষিপুটের স্ফীতত। ও আরক্তিমতা, তৎসহ অক্ষিপুটের রাত্রিকালীন সংযোজনা; দিবসে পিচুটি পূর্ণ, তৎসহ উত্তাপ, জ্বালাকর বেদনা এবং অশ্রুস্রাব।

প্রত্যেক ঠাণ্ডা লাগানতে চক্ষু প্রদাহিত ও রক্তপূর্ণ হইয়া উঠে।

ল্যাক্রিম্যাল নলীর পুঁজযুক্ত নালী ঘা (fistula)।

• কর্ণ।—শ্রবণশক্তির হ্রাস, এবং সবিরাম জ্বর কুইনাইন দ্বারা রুদ্ধ হইয়া গেলে যে শ্রবণশক্তির হ্রাস জন্মে।

কর্ণমধ্যে সঙ্গীত ধ্বনী, এবং গোঁ গোঁ বা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ।

চর্ব্বণকালে কর্ণমধ্যে খট্ খট্ শব্দ।

গলাধঃকরণকালে কর্ণমধ্যে এক প্রকার বিশেষ ও আশ্চর্য্য শব্দ।

কর্ণমধ্যে স্পন্দন বোধ।

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক কর্ণের প্রদাহ ও স্ফীতত।।

কর্ণ হইতে পুঁজযুক্ত দুর্গন্ধ স্রাব।

কর্ণের পলিপাস।

কর্ণসম্মুখে স্ফীততা, স্পর্শে বেদনাবিশিষ্ট।

প্যারটিড গ্রন্থিসমূহের বেদনাবিশিষ্ট প্রদাহযুক্ত স্ফীততা।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তির হ্রাস।

নাসিকায় গোবর বা পচা ডিম্বের ন্যায় দুর্গন্ধ।

মাথাধরা সহ প্রবল সরস প্রতিশ্যায়।

প্রতিশ্যায় অথবা শুষ্ক প্রতিশ্যায় সহ পুনঃ পুনঃ হাঁচি।

নাসিকার শুষ্কতা, অথবা দুর্গন্ধ হরিদ্রাবর্ণ পুঁজদ্বারা অবরুদ্ধ।

সর্দ্দির লক্ষণসমূহের সহিত অত্যন্ত ক্ষুধা, নাসিকা হইতে রোগের উদরে সঞ্চারণ (metastusis), যথা, যেমন পেটবেদনা (colic) আরম্ভ হয় অমনি প্রতিশ্যায় স্থগিত হইয়া যায়।

টাটানিযুক্ত, ক্ষতযুক্ত নাসারন্ধ্রদ্বয়।

প্রাতে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

রাত্রিতে নাসিকা শুষ্ক ও অবরুদ্ধ, দিবসে উহা সরস ও খোলা।

নাসিকার পলিপাস (নাসা)।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—পাণ্ডুবর্ণ, স্ফীতভাব, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডলাকার দাগ ; হরিদ্রাবর্ণ, বৃদ্ধবৎ, কুঞ্চিত, দন্তোদ্গম বিলম্বিত।

মুখমণ্ডল অনুভব হয় যেন স্ফীত।

মৌখিক অস্থিসমূহে বিদীর্ণকর বেদনা।

জ্বালাকর বেদনাসহ গণ্ডদ্বয় ও কপালের উপর সরস, মামরীযুক্ত উদ্ভেদ (স্ফাট)।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁট ও মুখমধ্যে উদ্ভেদ। ওষ্ঠের স্ফীততা ; প্রাতে।

ঠোঁট-ফাটা ; ঠোঁটের কোণ ক্ষতযুক্ত।

সবম্যাক্সিলারি গ্রন্থিসমূহের বেদনাযুক্ত স্ফীততা।

১০ দন্ত।—দন্তশূল :—শীতল জল পানান্তে, কিম্বা হাওয়া, কিম্বা ঠাণ্ডা লাগিয়া ; আকৃষ্ট, চিড়িকমারা বা বিদ্ধকর ; স্ত্রীলোকের ঋতুর সময়ে ও পরে ; গর্ভাবস্থায় ; উষ্ণ বা শীতল জল পান করিয়া বৃদ্ধি।

দন্ত বিশেষতঃ শীতলবায়ুতে চৈতন্যাধিক।

দন্ত হইতে দুর্গন্ধ।

মাড়ী বেদনাবিশিষ্ট ; স্ফীত, রক্তস্রাবী।

কষ্টকৃত দন্তোদ্গম।

নিম্ন চোয়ালের দন্তের নালী (fistula)।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—অম্ল ; তিক্ত ; দুর্গন্ধ।

কষ্টকৃত, অস্পষ্ট বাক্যকথন ; এবং র‍্যানুলারোগে।

জিহ্বা শাদা ক্লেদাবৃত।

রাত্রিতে জিহ্বার শুষ্কতা এবং প্রাতে জাগিলে পর।

সবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থিসমূহের স্ফীততা। র‍্যানুলা পীড়া ; মুখমধ্যে জ্বালা।

জিহ্বাগ্রে জ্বালাকর বেদনা ; উষ্ণ খাদ্য বা পানীয় হইতে বৃদ্ধি।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য পিচ্ছিল ; গণ্ডের ভিতর পার্শ্বে ও জিহ্বোপরি ফোস্কা।

গলিত ক্ষত, বিশেষতঃ দন্তোদ্গমকালে।

১৩ গলমধ্য।—তালু ও মুভুলা কিম্বা টন্সিলদ্বয়ের প্রদাহযুক্ত স্ফীততা, তৎসহ গলাধঃকরণকালে গলমধ্য যেন সঙ্কুচিত অনুভব হয়।

গলমধ্যে বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়।

অন্ননলীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ডিম্ব খাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা ; মদ্য, লবণ বা মিষ্টান্ন খাইতে ইচ্ছা।

প্রাতে রাক্ষসী ক্ষুধা।

ক্ষুধার অভাব ; কিন্তু খাইতে আরম্ভ করিলে খাইতে ভাল লাগে।

মাংস খাইতে চাহে না ; ধূমপানে অনিচ্ছা।

অত্যন্ত তৃষ্ণা।

১৫ পানাহার।—দুগ্ধ পানান্তে বিবমিষা ওঅম্লোদ্গার ; মুখদিয়া জলউঠা।

ভোজনান্তে বিবমিষা সহ উত্তাপ ও আধ্মান ; পাকাশয় ও উদরে বেদনা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার :—ভুক্ত পদার্থের আস্বাদযুক্ত ; তিক্ত ; অম্ল ; আস্বাদহীন তরল পদার্থের ; খাদ্যের ; জ্বালাকর।

জ্বালা গলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। *বুকজ্বালা।

বিবমিষা :—প্রাতে ; দন্তোদ্গমকালে সন্ধ্যাগমে।

বমন :—অম্ল ; তিক্ত পিচ্ছিল পদার্থের ; যাহা ভুক্ত হইয়াছে ; কাল ; রক্তযুক্ত ; পুরু জমাট বান্ধা দুগ্ধের। *দন্তোদ্গম।

১৭ পাকস্থলী।—সন্ধ্যাকালীন আহারান্তে যেন একটা ভার বা প্রস্তর চাপান রহিয়াছে এইরূপ পাকাশয়ে চাপযুক্ত বেদনা ; সঞ্চালনে বৃদ্ধি ; চিৎ হইয়া স্থিরভাবে শুইয়া থাকিলে উপশম।

পাকাশয়-গহ্বর স্ফীত যেন একটা বাটী উপুড় করিয়া রাখা হইয়াছে ; চাপে বেদনাবিশিষ্ট।

* পাকাশয়ে, বিশেষতঃ ভোজনান্তে, খাদ্য বমনসহ চাপযুক্ত, চিমটিকাটাবৎ কিম্বা আক্ষেপ সহকারে মুচড়াইয়া ধরা ও সঙ্কোচন বেদনা।

কোন কোন প্রকার পাকাশয়-শূল (gastralgia), তৎসহ অত্যন্ত যন্ত্রণা, তৎসহ পাকাশয়ে এক ভাবে স্থির ভারচাপান অনুভব।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—হাইপোকণ্ড্রিয়ার নিকট কসিয়া কাপড় পরা অসহ্য। অনুভব হয় যেন হাইপোকণ্ড্রিয়ার নিম্নে একটা ফিতা বান্ধা, তৎসহ এপিগ্যাষ্ট্রিক প্রদেশে কম্পন ও দপদপানি।

উভয় হাইপোকণ্ড্রিয়াতে কসিয়া ধরা বোধ।

ভ্রমণকালে প্রতি পদবিক্ষেপে যকৃত প্রদেশে চাপবোধ।

অবনত হইলে বা পরে যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ।

১৯ উদর।—উদর অধিক পূর্ণ (স্ফীত) ; শক্ত।

‖ পিত্তাশ্মরী নির্গমনকালে বেদনা উপশম করে।

উরুদ্বয়ের শীতলতা সহ, অন্ননলী মধ্যে পুনঃ পুনঃ অতি প্রবল খিলধরা, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকাল ও রাত্রিতে।

উদরমধ্যে চাপ কিম্বা উর্দ্ধ হইতে নিম্নে চাপ, অথবা সম্মুখ হইতে পশ্চাতে চাপ অনুভব।

পেরিটোনাইটিস (অন্ত্রাবরক ঝিল্লি প্রদাহ) যখন ঠাণ্ডা প্রয়োগে বেদনা উপশমিত হয়।

উদরমধ্যে শীতলতা অনুভব।

শিশুদিগের মেসেণ্টারিক গ্রন্থিসকল স্ফীত ও শক্ত।

আবদ্ধ আধ্মান।

উদরমধ্যে নাভিপ্রদেশের নিকট মোচড়ানি বেদনা।

উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে আধ্মান ও গড় গড় ডাকা।

বন্ধন গ্রন্থিসমূহের স্ফীততা ও বেদনা।

২০ **মল, ইত্যাদি।**—সরলান্ত্রে কীটসঞ্চারণবৎ, যেমন কৃমি হইতে।

সমস্ত বৈকাল সরলান্ত্রে খিলধরা, মোচড়ানি ও সূচীবেধ; তৎসহ অত্যন্ত উদ্বেগ, বসিতে পারে না, কেবল হাঁটিয়া বেড়াইতে হয়।

মল :—পুনঃ পুনঃ, প্রথমে শক্ত, পরে নরম, তৎপরে তরল মল; পাতলা, দুর্গন্ধযুক্ত, যেন পচা ডিম্বের ন্যায়; হরিদ্রাভ, ধূসরবর্ণ, কিম্বা কর্দ্দমবৎ মল; শাদাটে, জলবৎ, দিবসের শেষভাগে বৃদ্ধি, প্রায়ই তাহাতে অম্ল গন্ধ, অজীর্ণ দ্রব্যসংযুক্ত, কঠিন।

কোষ্ঠবদ্ধ, মল বৃহৎ ও কঠিন; তাহাতে অজীর্ণ ভুক্ত পদার্থ থাকে; প্রায়ই তৎসহ পিচ্ছিল আম থাকে।

শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালে মল খড়ির মত দেখায়।

সরলান্ত্র হইতে রক্তস্রাব।

সরলান্ত্র হইতে রস নিঃসরণ, মাছধোয়া জলের মত গন্ধ।

অর্শ বাহির হয়, ভ্রমণকালে বেদনাবিশিষ্ট, বসিয়া থাকিলে উপশম, মলত্যাগকালে বেদনা বোধ হয়; প্রচুর রক্তস্রাব হয়।

মলত্যাগের পর কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত সরলান্ত্রে তীব্র কামড়ানি ও চিড়িকমারা বেদনা।

সরলান্ত্রের নিম্নাংশে ভার বোধ।

সূত্রকৃমি; শয়নকাল হইতে কণ্ডূয়ন আরম্ভ হয়, এবং কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত অত্যন্ত কষ্টকর থাকে।

জালা :—সরলান্ত্রে; মলদ্বারে।

পাতলা মলত্যাগ কালেও অর্শ বেদনাবিশিষ্ট বোধহয়; ভ্রমণকালে অর্শ প্রায়ই বেদনাযুক্ত।

উদরাময় ও পাকাশয়ে অম্ল হওয়া, এবং সরলান্ত্রস্খলনের সম্ভাবনা

(প্রবণতা); এই সমস্ত ফুসফুসে গুটিকোদ্ভেদের (টুবার্কু-লোসিসের) পূর্ব্বলক্ষণ।

২১ মূত্র।—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব; রাত্রিতেও।

মূত্র :—অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, অধঃক্ষেপ নাই, দুর্গন্ধ, তৎসহ শাদা অধঃক্ষেপ রক্তযুক্ত।

মূত্ররোগ সমূহ, পদদ্বয় জলে ভিজিয়া।

শিশ্নের সীমান্তভাগে জ্বালা।

প্রস্রাবত্যাগকালে প্রস্রাবপথে জ্বালা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রাত্রি ৩টার সময়ে মৈথুনেচ্ছা অত্যন্ত বর্দ্ধিত। প্রবল মৈথুনেচ্ছা, তৎসহ লিঙ্গোত্থান বিলম্বিত, এবং সঙ্গমকালে অতিশীঘ্র রেতস্খলন, রেতঃস্রাব কালে জ্বালা ও হুলবেধ।

স্বপ্নদোষ, তাহাতে দেহ ও মন দুর্ব্বল হয়।

মেঢ্রত্বক এবং মূত্রদ্বারের মুখের প্রদাহ, তৎসহ লিঙ্গমুণ্ডের নিম্নে অল্প, অল্প হরিদ্রাবর্ণ পুঁজ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, তৎসহ বয়ঃসন্ধিসময়ে শ্বেতপ্রদর।

ঋতু :—অতি আগাইয়া; অতি দীর্ঘস্থায়ী; অতি প্রচুর।

মানসিক উত্তেজনা বা বিরক্তি জনিত দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে রক্তস্রাব।

মেম্ব্রেনাস ঋতুশূল।

ঋতুরোধ :—যাহাদের রক্তপূর্ণ ধাতু; জলে দাঁড়াইয়া কাজ করিয়া।

ঋতুর পূর্ব্বে স্তনদ্বয়ের স্ফীততা ও বেদনা।

জরায়ুমুখে (অসে) হুলবেধ।

যোনি মধ্যে কামড়ানি (aching)।

কণ্ডূয়ন, জ্বালাসহ দুগ্ধবৎ শ্বেতপ্রদর।

জননযন্ত্র মধ্যে জ্বালাকর টাটানি।

ভগের অতি প্রবল কণ্ডূয়ন ও টাটানি।

জননযন্ত্রসমূহে প্রদাহ ও স্ফীততা।

অতি ব্যায়ামবশতঃ জরায়ু অতি সহজেই স্থানচ্যুত হয়।

যোনিওষ্ঠের কিনারায় হুলবেধযুক্ত, জ্বালাকর গুটিকা।

যোনিওষ্ঠের নিকট অধিক ঘর্ম্ম।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভস্রাব।

বন্ধ্যাত্ব যখন ঋতু অতি আগাইয়া ও প্রচুর হয়।

গর্ভাবস্থায় হাঁটিলে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ, পেলভিসে খঞ্জতা অনুভব বশতঃ শ্রান্তি বোধ।

টাকপড়া, বিশেষতঃ সূতিকাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের।

লোকিয়া দীর্ঘস্থায়ী, কিম্বা দেখিতে দুগ্ধবৎ।

স্তনদ্বয় স্ফীত (পূর্ণ), কিন্তু দুগ্ধ অতি অল্প।

দেখিতে সুস্থকায় রমণীগণ, তাহাদের স্তনে দুগ্ধ অতি অল্প, তাহাদের সন্তান উদরাময় বা আক্ষেপ, কিম্বা মস্তিষ্কোদকরোগ হইয়া অত অল্প বয়সেই মরিয়া মরিয়া যায়।

স্তনদ্বয় স্ফীত, স্পর্শে বেদনাযুক্ত; ছুরিকাদ্বারা কর্ত্তনবৎ বেদনা।

চুচুকোপরি ক্ষত; স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

শিশুর মস্তকোপরি আচিল ও শিরাস্ফীতিযুক্ত উচ্চতা।

শিশুদিগের পৈশিক দুর্ব্বলতা।

২৫ লেরিংক্স।—শুইলে সন্ধ্যাকালে লেরিংক্সমধ্যে শিশ্ দেওয়াবৎ শব্দ।

লেরিংক্সমধ্যে কর্কশতা বা ক্ষতবৎ।

প্রাতে বেদনাশূন্য স্বরভঙ্গতা; স্বরভঙ্গ, যেন লেরিংক্স শ্লেষ্মাদ্বারা আবৃত।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—পুনঃ পুনঃ গভীর নিশ্বাস লইবার আবশ্যকতা।

অতি সামান্য মাত্র উচ্চে আরোহণ করিতে শ্বাসের হ্রস্বতা উপস্থিত হয়।

হাপানি :—অতি প্রত্যুষে; মাংসপেশী শক্ত নহে; গলমধ্যে ও ফুসফুসে ধুলা পড়ার ন্যায় অনুভব।

২৭ কাসী।—শুষ্ক, বিশেষতঃ রাত্রিতে; প্রবল, প্রথমে শুষ্ক, পরে প্রচুর লবণাক্ত গয়ার, তৎসহ বেদনা, যেন লেরিংক্স হইতে কিছু ছিঁড়িয়া গিয়াছে; তৎসহ বক্ষে ঘড় ঘড় শব্দ, ও হরিদ্রাক্ত গয়ার উঠে।

কাসী প্রথম নিদ্রার পরে, রাত্রিতে শুষ্ক, দিবসে সরল ও প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে।

গয়ারে গচা গন্ধ; কিম্বা কালীর ন্যায় আস্বাদ।

গুড় গুড় করিয়া কাসী, যেন গলমধ্যে পালক রহিয়াছে।

গলমধ্যে যেন একটা দলা রহিয়াছে এইরূপ অনুভব বশতঃ কাসী, ঐ দলা গলমধ্যে উপরে উঠে ও নিয়ে নামে।

কাসী উত্তেজিত হয়:—নিশ্বাস গ্রহণে; পিয়ানো বাজাইলে; আহার করিলে।

গয়ার:—শ্লেষ্মার, তাহাতে ঈষৎ মিষ্টাস্বাদ; রক্তের পুঁজযুক্ত শ্লেষ্মা, তাহা জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায়।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষে কষ্ট বোধ, যেন অতি পূর্ণ।

বাম বক্ষে নিশ্বাস গ্রহণে সূচীবেধ; ফুসফুস হইতে বরাবর মধ্য দিয়া পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত কর্ত্তন বোধ।

সঞ্চালনকালে বক্ষমধ্যে ও বক্ষের পার্শ্বদ্বয়ে সূচীবেধ; গভীর নিশ্বাস গ্রহণে, এবং আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে।

বক্ষমধ্যে টাটানি বেদনা, নিশ্বাস গ্রহণকালে বৃদ্ধি।

বক্ষমধ্যে অধিক শ্লেষ্মা।

দক্ষিণ ফুসফুসের মধ্যভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আক্রান্ত।

ফুসফুসমধ্যে বিদ্রধি (এব্‌সেস) জন্মিতেছে।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎকম্পন, তৎসহ উদ্বেগ; রাত্রিতে, কিম্বা ভোজনান্তে।

সকম্পন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, আহারান্তে বৃদ্ধি. রাত্রিতে, যন্ত্রণাসহ।

নাড়ী পূর্ণ ও বর্দ্ধিতগতি, প্রায়ই কম্পবান।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষ স্পর্শে এবং নিশ্বাস গ্রহণে বেদনাযুক্ত ও চৈতন্যাধিক, বক্ষোপরি কণ্ডূয়ন।

স্তনগ্রন্থিসমূহে যেন পাকিবে এইরূপ বেদনা, বিশেষতঃ স্পর্শ করিলে।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিসমূহের কঠিন স্ফীততা।

গ্রীবার কেশের কিনারার নিকটে গ্রন্থিসমূহের বেদনাশূন্য স্ফীততা।

গ্রীবা অনম্য, তৎসহ গ্রীবা সঞ্চালনকালে স্কন্ধদ্বয় পর্য্যন্ত প্রসারিত বেদনা।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশের কশেরুকাসমূহের স্ফীততা ও বক্রতা।

স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কীটসঞ্চারণবৎ বেদনা।

স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বা প্রদেশে বেদনা, বিশেষতঃ অশ্বারোহণ, হাঁচি, হাই করিলে কিম্বা কাসিলে, কিম্বা অন্য কোন প্রকারে নাড়া পাইলে বেদনা বৃদ্ধি।

ভারী দ্রব্য তুলিয়া ত্রিকাস্থিপ্রদেশে, পৃষ্ঠদেশ ও গ্রীবায় বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাম স্কন্ধসন্ধিতে সূচীবেধ।

বাহুদ্বয় সঞ্চালনে কিম্বা চাপিয়া ধরিলে মুষ্টাঘাত প্রাপ্ত বোধ।

সমগ্র এক বা অন্য বাহুতে খিলধরা।

বাম বাহুর দুর্ব্বলতা ও এক প্রকার পক্ষাঘাত।

দক্ষিণ মণিবন্ধ মচকাইয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা।

মণিবন্ধ সন্ধিদ্বয়ের মধ্য দিয়া চিড়িকমারা।

হস্তদ্বয়ের কম্পন।

অঙ্গুলি সন্ধিসমূহ অধিক স্ফীত।

হস্তদ্বয় অসাড়, অঙ্গুলিগুলি যেন মৃতবৎ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিম্নাঙ্গের, বিশেষতঃ উরু ও চরণদ্বয়ের, বেদনাবিশিষ্ট পরিশ্রান্তি।

উরুদ্বয়ের কণ্ডুয়ন।

জলে দাঁড়াইয়া কাজ করিয়া সায়াটিক বেদনা।

জানুদ্বয়ের স্ফীততা। একুসান সহ জানুর বাত।

শীতলতা অনুভব সহ পদ ও চরণের শাদাটে স্ফীততা।

পায়ের উপরে বৃহৎ, লালবর্ণ ও বেদনাবিশিষ্ট স্থান।

ভ্রমণ ও পদবিক্ষেপে, পায়ের ডিমে বেদনা।

খিলধরা।—রাত্রি ৩টার সময়ে পায়ের ডিমে; পা প্রসারণকালে জানুর পশ্চাতে গহ্বর মধ্যে, পায়ের তলায় (বাম); অঙ্গুলিসমূহে।

পায়ের তলায় জ্বালা।

চরণদ্বয় শীতল ও আর্দ্র। পায়ের ঘর্ম্মে পা বেদনাবোধ হয়।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির দুর্ব্বলতা ও পরিশ্রান্তি।

দীর্ঘাস্থি সমূহে ও হস্তপদাদির সন্ধিসমূহে, এবং সঞ্চালনকালে কটিদেশে পাক্ষাঘাতিক মুষ্টাঘাত প্রাপ্তবৎ বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রাম : ৩। সঞ্চালন : ৩, ১৭, ৩২, ৩৪। আরোহণ : ২৩, ২৬, ৩৬। ভ্রমণ : ৩, ২০, ২৪, ৩৩। প্রতিপদ বিক্ষেপ : ৮। ব্যায়াম : ৪০। ভ্রমণ করিতে পারে না : ৩৬। উঠিতে পারে না : ৩১। উপবেশন : ২০, ৩৩। অবনত : ১৮। শয়ন : ৩; চীত হইয়া; রোগাক্রান্ত পার্শ্বে : ২৮, ৩২।

৩৬ স্নায়ু।—মাংসপেশীর উৎক্ষেপ।

দেহের কম্পন।

কথা কহিতে একপ্রকার দুর্ব্বলতা উৎপন্ন করে।

অত্যন্ত পরিশ্রান্তি, হাঁটিতে অক্ষম।

শিশু হাঁটিতে পারে না; তাহাদের হাঁটিবার ইচ্ছা (প্রবৃত্তি) নাই, এবং তাহারা মাটীতে পা পাতে না।

প্রাতে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে পারে না, কিম্বা সিঁড়ি উঠিলে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে।

তাণ্ডবরোগ (কোরিয়া), কখন কেবল একপার্শ্বের, অনৈচ্ছিক সঞ্চালন, কখন পড়িয়া যায়; ভয়প্রাপ্তি, হস্তমৈথুন কিম্বা কৃমি বশতঃ।

মৃগীরোগ :—আক্রমণের পূর্ব্বে অনুভব হয় যেন কি একটা বাহু মধ্যদিয়া দৌড়িতেছে, কিম্বা পাকাশয়-গহ্বর হইতে উদর মধ্যদিয়া চরণদ্বয় পর্য্যন্ত নামিতেছে। কারণ :—ভয়প্রাপ্তি; দীর্ঘস্থায়ী সবিরাম জ্বর; পুরাতন উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া। অয়ন এবং পূর্ণিমার সময়ে বৃদ্ধি।

৩৭ নিদ্রা।—প্রাতঃকালে আড়ামুড়ি ভাঙ্গিতে প্রবৃত্তি।

দিবসে নিদ্রালুতা ও পরিশ্রান্তি বোধ।

অনেক বিলম্বে নিদ্রা হয়; রাত্রি ২। ৩ টার কমে নিদ্রা হয় না।

অনেক অনৈচ্ছিক চিন্তা বশতঃ নিদ্রিত হইতে পারে না।

স্থায়ী অনিদ্রা; যেমন চক্ষু মুদিত করেন অমনি নানাপ্রকার মূর্ত্তি দেখিতে পান।

অতি প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে জাগে ; রাত্রি ৩টার পরে আর নিদ্রা হয় না। যতবার নিদ্রিত হন ততবার অসন্তোষকর চিন্তা আসিয়া জাগাইয়া তুলে। স্বপ্ন :—উদ্বেগপূর্ণ ; ভীতিপ্রদ ; পতিত হওয়ার।

৩৮ সময় ।—প্রাতঃকাল : ২, ৩, ৭, ৯, ১১, ১৪, ২৫, ২৬, ২৭, ৩৬, ৩৭, ৪০। পূর্ব্বাহ্ন : ২০, ৪০। বেলা ২টা : ৪০। বৈকাল : ২০। সন্ধ্যাকাল : ১, ১৯, ২৫, ৩৩। রাত্রি : ১১, ১৯, ২১, ২২, ২৭, ২৯, ৩৩, ৩৭, ৪০। রাত্রি ২টা বা ৩টা : ৩৭ ; ৩৮ : ৩৭। রাত্রি ৩টার পর : ৪০। দিন : ৫, ৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু ।—সাধারণতঃ উষ্ণতায় ভাল, শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি। খোলাবায়ু সম্বন্ধে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা, সহজেই সর্দ্দি লাগে।

উষ্ণ সূর্য্যাতপ : ৩। উষ্ণ বা ঠাণ্ডা তরলপদার্থ : ১০। উষ্ণ খাদ্য বা পানীয় : ১১। শীতল বায়ু : ৪০, ৪৬। খোলাবায়ু : ২, ৪০। ঠাণ্ডা প্রয়োগ : ১৯।

১০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম ।—সহজেই সর্দ্দি লাগে।

কম্পসহ শীত, প্রধানতঃ সন্ধ্যায় কিন্তু কখন কখন বৈকালে।

শীত বেলা ২টার সময় আরম্ভ হয়। শীতের সময়ে তৃষ্ণা।

প্রাতে গাত্রোত্থানের পর আভ্যন্তরিক শীত শীত বোধ।

সবিরাম জ্বর যখন শীত পাকাশয়গহ্বরে আরম্ভ হয়, যেন একপ্রকার স্থায়ী, শীতল, অত্যন্ত যন্ত্রণাকর ভার রহিয়াছে অনুভব হয়, উহা শীতের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি এবং শীতের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়।

পুনঃ পুনঃ উত্তাপের আবেগ, তৎসহ উদ্বেগপূর্ণ হৃৎকম্পন।

উত্তাপের পরে শীত ও শীতল হস্তদ্বয়।

রাত্রিকালে আভ্যন্তরিক উত্তাপ, বিশেষতঃ হস্ত ও চরণদ্বয়ে, প্রাতে শুষ্ক জিহ্বা।

সন্ধ্যাকালে শয্যায় বাহ্যিক উত্তাপ, তৎসহ আভ্যন্তরিক শীত শীত অনুভব।

অতি সামান্য মাত্র ব্যায়ামে ঘর্ম্ম, এমন কি শীতল খোলাবায়ুতেও।

প্রথম নিদ্রাকালে ঘর্ম্ম। রাত্রিতে পদদ্বয়ে চট্‌চটে ঘর্ম্ম।

প্রাতঃকালিক ঘর্ম্ম । রাত্রি ৩টার পরে নৈশঘর্ম্ম ।

ঘর্ম্ম মস্তক ও বক্ষে, এবং শরীরের উর্দ্ধাঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর ।

ঘর্ম্ম :—হাতের তলায ; চরণদ্বয়ে ।

৪১ আক্রমণ ।—কোন কোন লক্ষণ অমাবস্যা আগমনে বৃদ্ধি ।

অয়নকালে ও পূর্ণিমায বৃদ্ধি · ৩৬ ।

৪২ পার্শ্ব ।—দক্ষিণ : ৩, ৩২, ৪৬ । বাম ৩, ৬, ২৮, ৩২, ৩৩ । একপার্শ্বে : ৩, ৫, ৩৬ । নিম্ন হইতে উর্দ্ধে · ৩ । উর্দ্ধ হইতে নিম্নে · ৩৬ ।

৪৩ অনুভব ।—শরীরেব অত্যন্ত ভার ।

সাধারণতঃ অসুখ অসুখ বোধ ।

৪৪ তন্তু ।—মাংসপেশীসমূহের শুষ্কতা ।

সন্ধিসমূহ মধ্যে খট্ খট্ ইত্যাদি শব্দ হয, যেন উহা শুষ্ক ।

স্তনের কর্কট পীড়া, অত্যন্ত চৈতন্যাধিক, এবং স্পর্শে বেদনাবিশিষ্ট ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি ।—স্পর্শ ৬, ৩০, ৪৪ । চাপ ৩, ১৭ । ঘর্ষণ : ৪৬ ।

যে স্থানের উপর ঘর্ষণ করা যায় তাহা অতি সত্বরেই অসাড় হইয়া উঠে ।

৪৬ চর্ম্ম ।—শুষ্ক ও আকুঞ্চিত ; হরিদ্রাবর্ণ ।

আম্বাত যাহা শীতল বায়ুতে সর্ব্বদা বিলুপ্ত হইযা যায ।

শিশুদিগের শাদা আম্বাত, উহা অসহ্য চুলকায় ।

অধরের (নিম্নোষ্ঠের) কিনারায মামরীযুক্ত ফুস্কুড়ি ।

অসুস্থ, ক্ষতযুক্ত চর্ম্ম ; এমন কি অতি ক্ষুদ্র ক্ষতও পাকিয়া উঠে ।

দক্ষিণ কর্ণের পশ্চাতে সরস উদ্ভেদ ।

দদ্রু ।

শরীরের নানাস্থানে কণ্ডূয়ন ।

অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচিল সর্ব্বত্র বাহির হয় ।

যাহারা চুন বা জলে কাজ করে তাহাদের হস্ত ও অঙ্গুলিতে ফাটা ।

৪৭ অবস্থা ।—বেশ সুন্দর, মোটা শিশুগণ ।

শোথপ্রবণ ধাতু ।

শিশুগণ :—ব্রহ্মরন্ধ্র (fontanelles) ও মস্তকের জোড়সকল (sutures) অসংযোজিত (open)।

যুবাদিগের অত্যন্ত মেদসঞ্চয়।

স্ত্রীদিগের বয়োসন্ধিসময় :—২৩।

৪৮ সম্বন্ধ।—ক্যালকেরিয়া সুফলপ্রদ :—চায়, কুপ্র, নাইট্রি-এসি ও সলফা-বের পরে।

ক্যালকেরিয়ার পরে সুফলপ্রদ :—লাইকো, নাইট্রি-এসি, ফস্ফ, সাইলি।

ক্যালকেরিয়ার কার্য্যাবশেষপূরক :—বেলেড।

ক্যালকেরিয়ার প্রতিবিষ :—ক্যাম্ফ, নাইট্রি-এসি, নক্সভমি, সল্‌ফা।

ক্যালকেরিয়া প্রতিষেধ করে :—এসেটি-এসি, বিস্‌ম, চায়, চিনি-সলফ, নাইট্রি-এসি।

ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা।

পরীক্ষক :—হেরিং।

১ মন।—অল্পক্ষণ পূর্ব্বে যাহা করিয়াছেন তাহা ভুলিয়া যান।

ভুল কথা লেখেন, অথবা এক কথা দুইবার লেখেন।

মানসিক শক্তিবিকাশে কষ্ট।

বাড়ীতে থাকিতে ইচ্ছা, এবং যখন বাড়ীতে থাকেন তখন বাহিরে যাই-বার ইচ্ছা, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করেন।

ক্রোধনস্বভাব ও খিট্‌খিটে শিশুগণ।

যখন রোগসম্বন্ধে চিন্তা করেন তখনই তাহা বিশেষরূপ অনুভব করেন।

রোগসকল :—দুঃখ (শোক) হইতে; নিরাশ প্রণয় হইতে।

২ চৈতন্য।—উপবিষ্টাবস্থা হইতে উঠিতে টলিয়া পড়ে।

মাথাঘোরা :—সঞ্চালনে; খোলাবায়ুতে ভ্রমণকালে; কোষ্ঠবদ্ধসহ; বৃদ্ধদিগের।

পূর্ণতা এবং চাপ, টুপির চাপে বৃদ্ধি।

• মস্তকাভ্যন্তর।—কপালের ঊর্দ্ধে মাথাধরা, তৎসহ বাহু ও হস্তদ্বয়ে ছিন্নকর বেদনা, মণিবন্ধে এবং দক্ষিণ মধ্যমাঙ্গুলিতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

মস্তকশীর্ষে ও কর্ণপশ্চাতে মাথাধরা, তৎসহ গ্রীবার মাংসপেশীসমূহে আকর্ষণ।

স্কুলের বালিকাদিগের মাথাধরা, তৎসহ উদরাময়।

মাথাধরা, বায়ুর অবস্থা পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি, কপাল হইতে নাসিকা পর্য্যন্ত প্রসারিত; কিম্বা রগ হইতে চোয়াল পর্য্যন্ত।

• বহির্মস্তক।—টাটানি বেদনা, করোটী অস্থিসমূহে আকর্ষণ, বিদীর্ণ, ছিন্নকর বেদনা, বরাবর অস্থির জোড়ে বৃদ্ধি।

করোটী কোমল ও পাতলা; টিপিলে কাগজের শব্দের ন্যায় খড় খড় শব্দ, প্রধানতঃ অক্ষিপটে।

ব্রহ্মরন্ধ্র (fontanelles) বিলম্বে সংযোজিত হয়, অথবা একবার সংযোজিত হইয়া পুনরায় উদ্ঘাটিত হয়।

মস্তকশীর্ষে কীটসঞ্চারণ, যেন অক্ষিপটের উপর বরফ রহিয়াছে; মস্তক উত্তপ্ত; কেশের মূলে বেদনা।

কণ্ডূয়নযুক্ত কাল উদ্ভেদ; কেশ ভাল উঠে না, অথবা উঠিয়া যায়।

মস্তকোপরি ক্ষত।

মস্তক উচ্চ করিয়া তুলিতে পারে না, মস্তক কাঁপে।

• চক্ষু।—আলোক, বিশেষতঃ বাতি বা গ্যাসের আলোক চক্ষুতে আঘাত লাগে।

অক্ষিগোলক বেদনা করে, যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

চক্ষুর পশ্চাতে শীতল অনুভব।

টেরা; অক্ষিগোলকের বিকৃতি।

অক্ষিপুটে উত্তাপানুভব।

• কর্ণ।—শ্রবণশক্তি হ্রাস।

প্রধানতঃ দক্ষিণকর্ণে সংগীতধ্বনি ও অন্যান্য শব্দ।

কর্ণদ্বয়ের শীতল অনুভব বা শীতলতা।

কর্ণের মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে, প্রধানতঃ পশ্চাতে ও নিম্নে, কামড়ানি (aching), চাপ, ছিন্নকর বা বিদীর্ণকর বেদনা।

আভ্যন্তরিক ও বাহ্য কর্ণ স্ফীত, লালবর্ণ, বেদনাযুক্ত, কণ্ডূয়নযুক্ত; উষ্ণ।

কর্ণ হইতে ক্ষতকারী স্রাব।

৭ নাসিকা।—সরস সর্দ্দি (কোরাইজা)।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; বৈকালে।

সর্দ্দি :—শীতল গৃহে সরস; উষ্ণ বায়ুতে ও বাড়ীর বাহিরে বন্ধ।

নাসাগ্র বরফবৎ শীতল।

নাসিকা স্ফীত, নাসারন্ধ্র টাটানি।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের বেদনা, বিশেষতঃ উপর চোয়ালে, দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্বে; অন্যান্য স্থান হইতে মুখে প্রসারিত হয়, অথবা তদ্বিপরীত।

মুখমণ্ডলে উত্তাপ।

মুখমণ্ডল :—পাণ্ডুবর্ণ; হরিদ্রাভ; মৃত্তিকাবৎ; ফুস্কুড়িপূর্ণ।

মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম; দেহ শীতল।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠ স্ফীত; বেদনাবিশিষ্ট, শক্ত ও জ্বালাকর।

১০ দন্ত।—দন্তোদ্গম বিলম্বিত, তৎসহ শীতল মাড়ী ও শীর্ণতা।

গহ্বরবিশিষ্ট দন্ত, বায়ুতে চৈতন্যাধিক।

কেনাইন দন্তে বেদনা।

দন্ত চর্ব্বনে চৈতন্যাধিক।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জাগরণের পর বিরক্তিকর আস্বাদ, হক্ করিয়া কাসিলে বৃদ্ধি।

তিক্তাস্বাদ :—মাথাধরা সহ প্রাতে।

জিহ্বা স্ফীত, অসাড়, শক্ত, উহার উপরে ফুস্কুড়ি।

জিহ্বাগ্র টাটানি, জ্বালাযুক্ত, উহার উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা।

১২ মুখমধ্য।—দক্ষিণ গণ্ডের অভ্যন্তর পার্শ্বে টাটানিযুক্ত স্থান।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে টাটানিযুক্ত কামড়ানি; গলাধঃকরণে বৃদ্ধি।

গলবেদনা, তৎসহ সন্ধ্যাকালে গুড়গুড়িযুক্ত কাসী, শয্যায় শয়নান্তে বৃদ্ধি।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—বেলা ৪টার সময়ে ক্ষুধা।

শিশুগণ সর্ব্বদাই স্তন পান করিতে চাহে।

দিবসের শেষভাগে মুখমধ্য ও জিহ্বার শুষ্কতা সহ অধিক তৃষ্ণা।

১৫ পানাহার।—আহারের প্রত্যেক চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে পেট কামড়ানি।

ভোজনান্তে মাথাধরা কিম্বা নিদ্রালুতা, পরিশ্রান্তি, কণ্ডূয়ন; কিম্বা বুক-জ্বালা, এবং অন্যান্য পাকাশয়িক লক্ষণসমূহ।

শীতল জল পানান্তে পেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

সন্ধ্যাকালে কুল্পি খাইলে পেটবেদনা উপস্থিত হয়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—অম্ল উদ্গার ও গলা বহিয়া উঠা।

উদ্গার তুলিলে পর এপিগ্যাষ্ট্রিয়ামে জ্বালা।

সঞ্চালন কালে পাকাশয়গহ্বর হইতে বিবমিষা উঠে, বিশ্রামে উপশম; তৎপরে মাথাধরা ও দুর্ব্বলতা।

বিবমিষা:—ধূমপানান্তে: কাফি সেবনান্তে।

হস্তদ্বয়ের কম্পন সহ বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় প্রদেশে অবর্ণনীয় অসুখ বোধ।

পাকস্থলীতে তীব্র কর্ত্তন বা খিলধরাবৎ বেদনা, তৎসহ মাথাধরা।

পাকাশয়ে চাপবোধ; বিশ্রামকালে হ্রাস।

পাকাশয় প্রসারিত অনুভব হয়।

পাকাশয়ে জ্বালা, এবং মুখমধ্যে জল উঠা।

পাকাশয়ের লক্ষণসকল এমন কি সামান্য মাত্র খাদ্য ভক্ষণে বৃদ্ধি হয়।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়ামে দপদপানি, উদ্গার বা বায়ুনিঃসরণে হ্রাস হয়।

গভীর নিশ্বাস গ্রহণকালে যকৃতপ্রদেশে সূচীবেধ বা চিড়িকমারা।

দক্ষিণপার্শ্বে কাঠিন্য, টাটানি ও চাপ।

বামপার্শ্বে চাপ ও টাটানি।

১৯ উদর।—নাভির চতুর্দ্দিকে, বা সমস্ত উদরে শূন্য বোধ।

উদরমধ্যে নড়া, যেন কি একটা জীবিত পদার্থ নড়িতেছে।

কর্ত্তন, চিমটিকাটা, তীব্রশূলবেদনা, তৎপরে উদরাময়।

জ্বালা :—নাভিপ্রদেশে ; সমগ্র উদরে, বক্ষঃ বা গলামধ্য পর্য্যন্ত উঠে।
নাভির চতুর্দ্দিকে কামড়ানিযুক্ত টাটানি ও বেদনা, বায়ুনিঃসরণে হ্রাস হয়।
শিশুদিগের নাভি হইতে রক্তযুক্ত রস পড়ে।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলদ্বারের নিকটবর্ত্তী সরলান্ত্রে সূচীবেধ কিম্বা মল-
দ্বারে চিড়িকমারা।
দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুনিঃসরণ।
অত্যন্ত বায়ুনিঃসরণ সহ দন্তোদ্গমকালে উদরাময়।
মল :—শিশুদিগের মল পাতলা ও সবুজ, কখন কখন পিচ্ছিল ; কোমল,
কষ্টে বহির্গত হয়, তৎসহ স্কুলের বালিকাদিগের মাথাধরা।
মলের সহিত পুঁজ পড়ে, ঐ মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।
বৃদ্ধদিগের কঠিন মল, তাহাতে মাথাধরে, তৎসহ মনের অপ্রসন্নতা।
মলদ্বারে কণ্ডূয়ন ; প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে।
বহির্গামী অর্শ কামড়ায়, চুলকায় ও টাটায় ; হরিদ্রাবর্ণ রস পড়ে।
মলদ্বারের নিকট দক্ষিণপার্শ্বে ক্ষুদ্র ব্রণ, তাহাতে অধিক বেদনা ; বসিতে
পারে না ; দাঁড়াইয়া কিম্বা বামপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিতে হয় ;
রক্ত বা পূঁজ পড়ে, এবং বেদনাশূন্য ভগন্দর হইয়া থাকে।
ভগন্দর, পর্য্যায়ক্রমে বক্ষলক্ষণসমূহ।

২১ মূত্র।—দ্রব্য উত্তোলন করিতে এবং নাসিকা দিয়া জোরে নিশ্বাস-
ফেলিতে বৃক্কপ্রদেশে প্রবল বেদনা।
মূত্রাশয় ও তন্নিকটবর্ত্তী সমস্ত স্থানে প্রবল বেদনা।
মূত্রাশয়ের মুখে চিড়িকমারা।
পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের বেগ।
প্রস্রাবপথে কর্ত্তনবৎ বেদনা।
দুর্ব্বলতা অনুভব সহ মূত্র পরিমাণে অধিক বর্দ্ধিত।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—মৈথুনেচ্ছা না হইয়াও গাড়ী চড়িয়া যাইবার
সময়ে লিঙ্গোত্থান।
পেরিনিয়ামের মধ্যদিয়া উপস্থে চিড়িকমারা।
অণ্ডকোষের স্ফীততা।

স্ক্রোটাম টাটানি, তাহা হইতে রস পড়ে।

স্ক্রোটামে কণ্ডূয়ন, তৎসহ ঘর্ম্ম, টাটানি ও ফুস্কুড়ি।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—কামোদ্দীপনা, বোধ হয় যেন সমস্ত স্ত্রীঅঙ্গ রক্তদ্বারা পূর্ণ হইতেছে; সমস্ত স্থানে নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয়, তৎসহ মৈথুনেচ্ছা বর্দ্ধিত।

জরায়ুমধ্যে কামড়ানি (aching)।

ঋতু:—বালিকাদিগের ঋতু অতি আগাইয়া, রক্ত উজ্জ্বলবর্ণ; রমণীদিগের অতি বিলম্বে, রক্ত কাল, অথবা প্রথমে উজ্জ্বল পরে কাল।

জরায়ুপ্রদেশে দুর্ব্বলতা ও যাতনা, মলমূত্রত্যাগকালে বৃদ্ধি।

দিবারাত্রি ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় শ্বেতপ্রদর।

জননযন্ত্রসমূহে দপদপানি, হুলবেধ, শুড়শুড়ি, টাটানি ও কামড়ানি, কিম্বা চাপবোধ।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে শ্রান্তি বোধ।

সন্তান মাতৃস্তন্য পান করে না, দুগ্ধ লবণাক্ত লাগে।

দুগ্ধ:—অম্ল; জলবৎ, পাতলা, প্রতিক্রিয়াশূন্য।

স্তন স্পর্শে বেদনাযুক্ত। স্তনে বেদনা ও জ্বালা।

চুচুকের কামড়ানি, টাটানি।

২৫ লেরিংক্স।—দিবারাত্রি স্বরভঙ্গতা ও কাসী।

স্বর পরিষ্কার করিবার জন্য গলা খাঁকার দেয় ও চাঁচিয়া তোলে।

জিহ্বার পশ্চাতে জ্বালা, তৎপরে লেরিংক্সে জ্বালা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—অনৈচ্ছিক দীর্ঘশ্বাস।

শ্বাসক্রিয়া অধিকতর দ্রুত, হ্রস্ব ও কষ্টকৃত।

শিশুকে দোলনা হইতে তুলিলে শ্বাসরোধের আক্রমণের ন্যায় দেখায়।

২৭ কাসী।—গুটিকাদোষযুক্ত (টুবার্কুলার) কাসী, তৎসহ গলমধ্যে টাটানি ও শুষ্কতা।

কাসী:—তৎসহ হরিদ্রাবর্ণ গয়ার, প্রাতঃকালে বেশী; তৎসহ জ্বর, শুষ্কতা ও তৃষ্ণা; প্রাতে ৬টা হইতে বৈকাল ৬টা; কষ্টে দন্তোদ্গমকালে, ফুসফুসগহ্বরে পূঁজ।

২৯ ফুসফুস।—বক্ষে কামড়ানি, তৎসহ স্পর্শে টাটানি, দক্ষিণ পার্শ্বে প্রায় ৬ষ্ঠ পঞ্জরাস্থির নিকটে তীব্র বেদনা; পরে বামপার্শ্বে প্রায় ৪র্থ ও ৫ম পঞ্জরাস্থির নিকট, বেদনা আইসে ও যায়; দিবসে গভীর শ্বাসে বৃদ্ধি।

বক্ষের সঙ্কোচন ও কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া, সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত; শয়নে উপশম, উঠিলে বৃদ্ধি।

৩০ বহির্বক্ষ।—ষ্টার্ণামে ছিন্নকর, চাপযুক্ত ও চিড়িকমারা বেদনা।

ষ্টার্ণামের উপরে টাটানি বেদনা।

কণ্ঠাস্থি (ক্লাভিকেল) টাটানি; প্রথমে বাম, পরে দক্ষিণ।

ষ্টার্ণাম বা ক্লাভিকেলের উপরে ক্ষত।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—বাতের বেদনা ও গ্রীবার অনম্যতা; সামান্য বাতাসের হাওয়া লাগিয়া।

গ্রীবায় খিলধরাবৎ বেদনা, প্রথমে এক পরে অপর পার্শ্বে।

স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের (স্কাপুলার) মধ্যবর্ত্তী স্থানে, এবং প্রধানতঃ নিম্নে, বেদনা করে ও কামড়ায়।

ভারতুলিতে, অথবা নাসিকা দিয়া সজোরে নিশ্বাস ফেলিতে বৃক্কপ্রদেশে প্রবল বেদনা।

পৃষ্ঠদেশে কামড়ানি বেদনা ও জরায়ুতে বেদনা।

মেরুদণ্ডের বামপার্শ্বে বক্রতা, কটিদেশের কশেরুকা সম্মুখে বক্র হয়।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুর নিম্নে কঠিন, নীলাভ পিণ্ডবৎ; তাহা হইতে রস পড়ে।

কণ্ঠাস্থি হইতে মণিবন্ধে চিড়িকমারে; বায়ুর অবস্থা পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি।

উপর বাহুতে স্কন্ধসন্ধির নিকটে বাতের বেদনা; বাহু তুলিতে পারে না।

বাহুদ্বয়ের খঞ্জতা; পিপীলিকা হণ্টণ অনুভব।

বাহুর অস্থি মধ্যে কামড়ানি, বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলির।

বেদনা, যেন নখের চতুর্দ্দিকে ক্ষত।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—Nates:—কণ্ডূয়নযুক্ত; জ্বালাকর; বেদনাযুক্ত স্থান।

ত্রিকাস্থিতে কামড়ানি বেদনাসহ উরুদ্বয়ে টাটানি বেদনা।

জানুর ঊর্দ্ধে বেদনা।

জানু মচকাইয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা; ভ্রমণকালে বেদনা।

অস্থিতে বেদনা, বিশেষতঃ টিবিয়া অস্থিতে।

পায়ের ডিমে খিলধরাবৎ বেদনা, বিদীর্ণকর, চিড়িকমারা, উষ্ণ অনুভব।

গুল্‌ফসন্ধিতে বিদীর্ণকর, ছিন্নকর ও চিড়িকমারা বেদনা।

জানুতে নালীযুক্ত ক্ষত।

৩ঃ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সঙ্কোচক পেশী অপেক্ষা প্রসারক পেশীগুলি অধিকতর আক্রান্ত।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে কামড়ানি, তৎসহ পরিশ্রান্তি।

সমগ্র সন্ধিতে বেদনা ; প্রধানতঃ বামপার্শ্বের ; তৎপরেও তদপেক্ষা অল্প দক্ষিণ পার্শ্বে।

বৃষ্টির জলে ভিজিয়া শরীরের নানাস্থানে সঞ্চরমাণ বেদনা।

শীতের সময়ে বাত, গরমের সময়ে ভাল।

প্রত্যেক সর্দ্দি লাগার পরে বাত।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—অত্যন্ত ব্যায়ামে বেদনা, শয়ন করিলে বৃদ্ধি।

বিশ্রাম : ১৬, ১৭। সঞ্চালন : ২, ১৬। ব্যায়াম : ২। উত্তোলন : ৩১। ভ্রমণ : ২, ৩৩। আরোহণ : ৩৬। উত্থান : ২, ২৮। বসিতে চাহে : ৩৬। শয়ন : ২৮; বামপার্শ্বে : ২০ ; চিৎ হইয়া শুইলে বৃদ্ধি, পার্শ্বে শুইলে ভাল : ৩৬।

৩৬ স্নায়ু।—অন্যান্য লক্ষণের সহিত দুর্ব্বলতা।

অলসতা :—উদরাময়ের সহিত ; শ্বেতপ্রদরের সহিত ; সর্দ্দির সহিত ; গর্ভাবস্থায়।

সিঁড়িদিয়া উপরে উঠিতে শ্রান্তিবোধ ; বসিয়া পড়িতে চাহে।

শিশুগণ হাঁটিতে শিখে না কিম্বা হাঁটিতে অক্ষমতা।

হস্তপদের কম্পন।

যখন শিশু চিত হইয়া শুইয়া থাকে তখন আক্ষেপযুক্ত চমকান, পার্শ্বে শুইলে স্থগিত হইয়া যায়।

৩৭ নিদ্রা।—আড়ামুড়ি ভাঙ্গা ; হাইতোলা।

সমস্তদিন নিদ্রালুতা।

স্বপ্ন :—সুস্পষ্ট, যাহা সম্প্রতি ঘটিয়াছে বা তখনই পড়িয়াছেন, ভ্রমণ সম্বন্ধে।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১১, ২৭। পূর্ব্বাহ্ন : ৭। অপরাহ্ন : ৭, ১৪। সন্ধ্যাকাল : ১৩, ১৫, ২০, ২৮, ৪০। রাত্রি : ৪০। মধ্য-রাত্রির পূর্ব্বে : ৩৭। দিবাভাগে : ২৭, ২৮, ৩৭। দিবা ও রাত্রি : ২৩, ২৫।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণবায়ু : ৭। খোলা বায়ু : ২, ৭, ৩৯, ৪০। হাওয়া : ৩১। দমকা বাতাসে চৈতন্যাধিক : ১০। শীতল গৃহ : ৭। শীতল জলে ধৌত : ২। শীতকালে বৃদ্ধি, গ্রীষ্মকালে ভাল : ৩৫। বায়ুর অবস্থা পরিবর্ত্তন : ৩। জলে ভিজিয়া : ৩৫।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—ঘরের বাহিরে কম্পসহ শীত।

শরীরের নিম্নাঙ্গে শীত ; মুখমণ্ডল উষ্ণ।

উত্তাপ মস্তক হইতে পায়ের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত অবতরণ করে।

সন্ধ্যাকালে শুষ্ক উত্তাপ ; উষ্ণ শ্বাসবায়ু ; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সুস্পষ্ট দেখা যায় ; তৃষ্ণা না থাকিয়া মুখমধ্য ও জিহ্বা শুষ্ক, আড়ামুড়ি ভাঙ্গা, হাইতোলা।

প্রচুর নৈশঘর্ম্ম ; একাঙ্গে, প্রাতের সময়ে ও প্রাতে।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ, ঊর্দ্ধ ; বাম, নিম্ন ; অস্থিতে বেদনা।

দক্ষিণ পার্শ্ব : ৩, ৬, ১২, ১৮, ২০, ২৮। বাম পার্শ্ব : ১৮, ৩১, ৩৫। দক্ষিণ হইতে বাম : ৮, ২৩, ২৮। বাম হইতে দক্ষিণ : ১৯, ২৩, ৩০, ৩২, ৩৫। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ৩, ৪০।

৪৩ অনুভব।—প্রধানতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে।

৪৪ তন্তু।—জোড়ের বরাবর বেদনা।

ভগ্নাস্থির অসংযোজনা।

মেরুদণ্ডের বামে বক্রতা, কটিদেশের কশেরুকা সম্মুখে বক্র হয়।

কটিদেশীয় কশেরুকার নিকট বিদ্রধি।

নাসিকার বৃহৎ বহুপাদ (polipi)।

টেবিস মেসেণ্টেরিকার সূত্রপাতাবস্থা, তৎসহ অধিক উদরাময়, দুর্গন্ধি, কখনকখন অজীর্ণ খাদ্য সংযুক্ত।

রিকেট ; ব্রহ্মরন্ধ্র সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত ; উদরাময়, শীর্ণতা।

সমস্ত সন্ধিতে বাতের বেদনা।

শিশুগণের দেহ শ্লথ, কুঞ্চিত, শীর্ণ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—সামান্য স্পর্শে চৈতন্যাধিক।

চাপে মস্তক, বক্ষ, উদর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির লক্ষণসমূহ বর্দ্ধিত হয়।

পুরাতন আঘাতপ্রাপ্তির স্থান নূতন রোগের স্থান হইয়া উঠে।

প্রত্যেক পদবিক্ষেপ মস্তক মধ্যে, কিম্বা ত্রিকাস্থি মধ্যে অনুভূত হয়।

৪৬ চর্ম্ম।—শুষ্ক চর্ম্ম ; হস্তোপরি আর্দ্র।

বিছুটী লাগার ন্যায় চুলকায় ও জ্বালা করে।

নিম্ন পায়ে ছাল উঠিয়া যায় এরূপ দদ্রু।

ফোড়া ; ক্ষত।

এম্পুটেশানের যে দাগ থাকে তাহা পুনরায় ক্ষত হয়।

৪৭ অবস্থা।—দন্তোদ্গম কালে : ২০।

শিশু রোগা হইয়া যায় ; আর দাঁড়াইতে পারে না ; হাটিতে শিখে না।

বালিকাগণ যৌবনারম্ভে বা যৌবনাবস্তের প্রায় সময়ে : ৩, ২০।

বৃদ্ধব্যক্তি, মাথাঘোরা ; কোষ্ঠবদ্ধ।

৪৮ সম্বন্ধ।—রুটা ইহার কর্য্যাবশেষপূরক।

ক্যালকেরিয়া-ফসের পরে সলফার সুফলপ্রদ।

তুলনা কর :—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, সাইলি, ফ্লুরি-এসি, বার্বে।

ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া।

১ মন।—হেলান অবস্থায় মানসিক শক্তিসকল ও স্মরণ শক্তি বেশ ঠিক থাকে, কিন্তু নড়িতে চেষ্টা করিলেই মাথাঘোরে।

হৃৎকম্পন সহ উদ্বেগ।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—তৎসহ মাথাধরা, অন্ধতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে

বেদনা এবং পরিশ্রান্তি; অবনত হইলে এবং নিম্নদিকে তাকাইলে, তৎসহ মুখমণ্ডলের কামড়ানি। *স্নায়ুশূল।

• মস্তকাভ্যন্তর।—ভিতরে মাথাধরা, তৎসহ মস্তক ঘুরাইতে মস্তকের মধ্যে কি যেন একটা শিথিল (ঢিলা) অনুভব হয়, মস্তকের কোণাকুণি এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত।

প্রাতে মস্তক মধ্যে উত্তাপানুভব।

প্রাতে জাগিবার সময়ে, পরে উত্থানকালে কপালে বেদনা, এবং তৎপরে বৃদ্ধি হয়।

মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র স্থানে চাপযুক্ত বেদনা।

সন্ধ্যাকালে ও খোলাবায়ুতে মাথাধরা বৃদ্ধি হয়।

দক্ষিণ চক্ষুর ঊর্দ্ধে বেদনা; মাথাটলা; চক্ষু দুর্ব্বল ও অশ্রুযুক্ত।

মস্তকমধ্যে অলসতা (dulness); মাথাধরা; পৃষ্ঠবেদনা।

কপালে কামড়ানি বেদনা, তৎপরে মুখমণ্ডলের দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বের অস্থিসমূহে বিদীর্ণকর বেদনা; কিম্বা নিম্নে পর্য্যন্ত চিড়িক মারে; কিম্বা পশ্চাতে গ্রীবা দিয়া অবতরণ করে; তৎপরে বামস্কন্ধে বেদনা।

• বহির্মস্তক।—প্রতি বৈকালে স্নায়ুশূল, রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়; গ্রীবাদেশের পশ্চাৎ হইতে করোটীত্বকের উপর দিয়া মস্তকশীর্ষ ও রগ পর্য্যন্ত, তাহাতে মুখমণ্ডলও আক্রান্ত হয়, প্রধানতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে। স্থানসকল স্পর্শে বেদনাবিশিষ্ট; চিড়িকমারা বেদনা; কখন কখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে; ঠাণ্ডায় ভাল; উত্তাপে বৃদ্ধি।

স্ত্রীদিগের ঋতু নিয়মিত কিন্তু যন্ত্রণাদায়ক।

• চক্ষু।—যখন নিম্নদিকে তাকায় তখন সমস্তই কাল দেখায়; তৎসহ বিবমিষা ও বায়ুর উদ্গার (প্রাতে)।

অলস, দুর্ব্বল চক্ষু।

দক্ষিণ চক্ষুতে চাপ (সন্ধ্যায়); এবং দক্ষিণ চক্ষুর ঊর্দ্ধে।

চক্ষুর চতুর্দ্দিকে ও অক্ষিপুটে অনম্যতা অনুভব।

চক্ষুদ্বয়ে (কর্ণ, অঙ্গুলি ও চরণদ্বয়ে) সূচীবেধ।

চক্ষুতে কণ্ডূয়ন, এবং যখন ঘর্ষণ করা যায় তখন হুলবেধ অনুভব হয়।

চক্ষুর লক্ষণসমূহ সন্ধ্যাকালে ও খোলাবায়ুতে বৃদ্ধি।

৬ কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণে ও পশ্চাতে সূচীবেধ; গ্রীবা ও উরুদ্বয়ে (রাত্রিতে)।

সিঙ্গা বাজানর ন্যায় শব্দ।

৭ নাসিকা।—প্রতিশ্যায়, তৎসহ আঘ্রাণ শক্তি বর্দ্ধিত; তৎসহ হাঁছি, অলসতা, মাথাধরা ও স্বরভঙ্গতা।

বিবমিষা সহ নাসিকা মূলে ও নাসিকাস্থি সমূহে ছিন্নকর বেদনা।

৮ মুখমণ্ডল।—দপদপানি মাথাধরা সহ রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল।

মুখমণ্ডলের উৎকণ্ঠাপূর্ণ চেহারা। *হৃৎপিণ্ডের বাত।

মাথাঘোরা সহ মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা। *স্নায়ুশূল।

মৌখিকশূল, দক্ষিণ পার্শ্বের; বিদীর্ণকর বেদনা, অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক স্তম্ভনকারী অথবা প্রলাপের আশঙ্কা।

রাত্রিতে মুখমণ্ডল চুলকায়।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ঠোঁট স্ফীত, শুষ্ক ও অনম্য (প্রাতে)।

শুষ্ক চর্ম্ম সহ ফাটা ঠোঁট।

চোয়াল অস্থিতে হুলবেধ।

১০ দন্ত।—মুখমণ্ডল ও মস্তকের স্নায়ুশূল সহ দন্ত বেদনাযুক্ত।

মোলার (কসের) দন্তে সন্ধ্যাকালে চাপক বেদনা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—তিক্তাস্বাদ, তৎসহ বিবমিষা, আহারান্তে হ্রাস।

জিহ্বা শাদা, শুষ্ক। জিহ্বায় সূচীবেধ।

জিহ্বা বাম পার্শ্বে বেদনা; সন্ধ্যাকালে কথা কহিতে ব্যথা লাগে।

১২ মুখমধ্য।—লালানিঃসরক গ্রন্থিসমূহে গুড়্‌গুড়ি, ঠিক আহারের পরেই, তৎ সহ অন্ননলীতে উৎসেচন এবং প্রচুর লালাস্রাব।

সবলিঙ্গুয়াল নামক লালা নিঃসারক গ্রন্থি প্রদাহিত।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্য স্ফীত অনুভব হয়।

অনুভব হয় যেন একটা গোলাকার পদার্থ গলমধ্যে উত্থিত হইতেছে।

গলমধ্যে শুষ্কতা অনুভব, তৎসহ গলাধঃকরণে কষ্ট ও তৃষ্ণা।

গলমধ্যে অত্যন্ত শুষ্কতা, তৎসহ কামড়ানি বেদনা; শুষ্কতা বশতঃ পুনঃ পুনঃ কাসী জন্মে।* উপদংশজনিত পুরাতন গলবেদনা।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে :—সর্ব্বতোভাবে ভাল অনুভব হয়।

আহারান্তে :—১১, ১২।

খাদ্যদ্বারা বেদনা উপশমিত হয়। *স্নায়ুশূল।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা, চক্ষুর সম্মুখে সমস্ত দ্রব্যই কাল দেখায়, তৎসহ গলমধ্যে চাপ, আবদ্ধ আধ্মানবায়ু, শ্বাসকষ্ট এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে বাতের বেদনা।

মদ্যে বমন উপশমিত হয়।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়গহ্বরে চাপ, যেন একটা মার্বেল রহিয়াছে; অবনতাবস্থায় বসিলে বৃদ্ধি, সোজা হইয়া বসিলে উপশম।

বায়ু উদ্গার। *এঞ্জাইনা পেকটরিস। *পাকাশয়শূল।

বায়ুউদ্গার সহ খিলধরাবৎ বেদনা, হৃৎকম্পন। *পাকাশয়শূল।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃৎপ্রদেশে বেদনা।

১৯ উদর।—বিবমিষা সহ আবদ্ধ অপান।

উদ্গারে দুর্ব্বলতা অনুভব, উহা গলমধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত; উদ্গারে উপশমিত হয়।

উদরের উপর দিয়া নাভির ঊর্দ্ধে, যকৃতের নিম্নসীমা হইতে নিম্নে বামপার্শ্ব পর্য্যন্ত হঠাৎ বেদনা আক্রমণ গমন করে, তৎপরে দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া হ্রাস হয়, সঞ্চালনে বৃদ্ধি, উঠিয়া বসিলে উপশম; ঔদরিক স্নায়ুশূল।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল সহজেই বহির্গত হয়, তৎপরে সরলান্ত্রে চাপবোধ। অলসতা, মাথাটলা, শ্রান্তিবোধ, বিবমিষা ও পেটকামড়ানি সহ উদরাময়।

২১ মূত্র।—পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে হরিদ্রাবর্ণের মূত্রত্যাগ।

এল্বমিনুরিয়া; তৎসহ নিম্নাঙ্গে বেদনা।

২২ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু ৮ হইতে ২৪ দিন আগাইয়া; ঋতুকালে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি, কটিদেশ, পৃষ্ঠদেশ ও উরুদ্বয়ের আভ্যন্তরিক পার্শ্বে বেদনা।

ঋতু অবরুদ্ধ, তৎ সহ সর্ব্বাঙ্গে অতি প্রবল স্নায়ুশূলের বেদনা।

শ্বেতপ্রদর হরিদ্রাভ; ঋতুর এক সপ্তাহ পরে; সেই সময়ে লক্ষণসমূহ সুস্পষ্ট হয়।

২৫ লেরিংক্স।—যেন অঙ্গুলিদ্বারা গলাটিপিয়া ধরিয়াছে এইরূপ চাপবোধ।

শব্দ যেন শ্বাসক্রিয়া কালে গ্লটিসের আক্ষেপবশতঃ।

প্রতিশ্যায় সহ স্বরভঙ্গ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—কষ্টকৃত ও যন্ত্রণাদায়ক শ্বাসক্রিয়া; গলমধ্য স্ফীত অনুভব হয়; বিবমিষা। * বাত।

কষ্টকৃত ও যন্ত্রণাদায়ক শ্বাসক্রিয়া, তজ্জন্য দ্রুত শ্বাস লইতে বাধ্য হয়।

॥ বেদনা সহ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা। *এঞ্জাইনা পেকটরিস।

২৭ কাসী।—গয়ার সহজে উঠে, ধূসরবর্ণ; দুর্গন্ধ ও লবণাস্বাদযুক্ত।

গলমধ্যে শুষ্কতা বশতঃ পুনঃ পুনঃ কাসী: ১০।

২৮ ফুসফুস।—যেন মচকাইয়া গিয়াছে এইরূপ বক্ষে বেদনা।

বক্ষমধ্যদিয়া স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত চিড়িকমারে; তৎসহ বামবাহুতে বেদনা।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে সঞ্চরমাণ, বাতের বেদনা; হৃৎপিণ্ডের ঊর্দ্ধ হইতে স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত চিড়িকমারা বেদনা।

যখন গাঁইটের বাত বাহ্যিক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসিত হয় এবং তৎপরে হৃৎপিণ্ডের লক্ষণসকল আবির্ভূত হয়।

* যখন বেদনা হঠাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ত্যাগ করিয়া হৃৎপিণ্ডে গমন করে।

॥ বিবৃদ্ধি ও হৃদকপাটের অসম্পূর্ণতা, কিম্বা বাতের পরে পুরু হয়।

হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে প্রবল বেদনা, তৎসহ ধীর, ক্ষুদ্রনাড়ী। *বিস্ফারণ এবং এওর্টা ধমনীর মধ্যে বাধা সহ বিবৃদ্ধি।

হৃৎপিণ্ডের নিকটে অত্যন্ত যন্ত্রণার আক্রমণ, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; জ্বরের উত্তেজনা; বাতজনিত এণ্ডোকার্ডাইটিস, এবং বাতজনিত বিবৃদ্ধি ও হৃদকপাটের পীড়াসমূহ।

॥ এঞ্জাইনা পেকটরিসের আক্রমণ। * হৃৎপিণ্ডের মেদাপকর্ষতা।

হৃৎকম্পন, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে বেদনা, বক্ষের নিম্নাংশে সূচীবেধ; দক্ষিণ পার্শ্বের মৌখিকশূল।

শয্যায় শয়নান্তে গলমধ্য পর্য্যন্ত উঠে এরূপ হৃৎকম্পন ; সর্ব্বাঙ্গে কম্পন ; বামপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি ; চিত হইয়া শয়নে উপশম ; উদ্বেগ।

▌হৃৎকম্পন। *পাকাশয়শূল (gastralgia)।

নাড়ী ধীর, দুর্ব্বল; বাহুদ্বয় দুর্ব্বল বোধ হয় ; নাড়ী প্রায় অনুভূত হয় না, হস্তপদাদি শীতল।

▌ধীর, ক্ষুদ্র নাড়ী। *হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি।

▌নাড়ী ধীর ও ক্ষীণ। *এঞ্জাইনা পেকটরিস।

▌নাড়ীর স্পন্দনের সুস্পষ্ট ধীরতা, প্রতি মিনিটে ৪৮ বার। *স্নায়ুশূল।

▌দ্রুতগতি কিন্তু দুর্ব্বল নাড়ী। *হৃৎপিণ্ডের বাত।

▌নাড়ী কেবল সামান্য মাত্র বর্দ্ধিতগতি এবং অধিকাংশ স্থলে ধীর গতি। *তরুণ বাত।

৩০ বহির্বক্ষ।—▌শীতকালে কৃত্রিম প্লুরাইটিস।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—▌বেদনা গ্রীবা হইতে আরম্ভ, গ্রীবা স্পর্শে বেদনাযুক্ত। *স্নায়ুশূল।

উপর তিনটী পৃষ্ঠদেশীয় কশেরুকায় অত্যন্ত বেদনা, স্কন্ধাস্থিদ্বয় পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়।

সন্ধ্যাকালে শয্যায় পৃষ্ঠদেশে খঞ্জতানুভব।

▌হৃৎপিণ্ড হইতে ভিতরে ভিতরে বামস্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত চিড়িকমারা, ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা, তাহাতে হৃৎপিণ্ডের অতি প্রবল স্পন্দন আরম্ভ হয়। *হৃৎপিণ্ডের বাতের পীড়া।

মেরুদণ্ডে সদত বেদনা, কখন কখন কটিদেশে অত্যন্ত বৃদ্ধি, তৎসহ অধিক উত্তাপ ও জ্বালা।

▌৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—▌গ্রীবা হইতে বেদনা দক্ষিণ বাহু বহিয়া নিম্নে কনিষ্ঠা বা অনামিকা পর্য্যন্ত। *স্নায়ুশূল।

দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা ; আরও ডেল্টইড মাংসপেশীতে, দক্ষিণপার্শ্বে বেশী।

বাম স্কন্ধাস্থির নিম্নাংশে সূচীবেধ। বাহুদ্বয়ে (দক্ষিণ) বাতের বেদনা।

কনুই সন্ধিতে খট্ খট্ শব্দ। হস্তদ্বয়ে সূচীবেধ।

হস্তদ্বয় অনুভব হয় যেন মচকাইয়া গিয়াছে।

বাম মণিবন্ধে বেদনা, অনুভব হয় যেন হাত পক্ষাঘাতবিশিষ্ট হইয়াছে। হস্তোপরি বিসর্পোচ্ছেদ এবং তথা হইতে দূরে প্রসারিত।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্ব হইতে পা বহিয়া চরণদ্বয় পর্য্যন্ত ছিন্নকর বেদনা।

জানুর উপরে বাহ্যিক সূচীবেধ; চরণদ্বয়, পায়ের তলা, অঙ্গুলি, বাম বৃদ্ধাঙ্গুলিতে।

চরণদ্বয় যেন মচকাইয়া গিয়াছে অনুভব।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বাত প্রায়ই হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করে, এবং সাধারণতঃ ঊর্দ্ধাংশ হইতে নিম্নাংশে গমন করে; বেদনা হঠাৎ স্থান পরিবর্ত্তন করে।

বাতের বেদনা প্রধানতঃ ঊর্দ্ধবাহু ও পায়ের নিম্নাংশে; এবং নিদ্রা-যাইবার সময়ে বেশী।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—হেলান দেওয়া : ১। সঞ্চালন : ১, ১৯, ৩১, ৪৪। অবনত : ২। ফিরা : ২। অবনত হইয়া বসা : ১৭; সোজা হইয়া বসা : ১৭, ১৯। বামপার্শ্বে শয়ন : ২৯; চিত হইয়া : ২৯। শয্যায় : ৩১। সিঁড়ি দিয়া উঠা : ৩৬।

অতি সামান্য মাত্র সঞ্চালনে বেদনা বৃদ্ধি। * তরুণ বাত।

▌বক্র (অবনত) হইয়া বসিলে বেদনা বৃদ্ধি, তথাপি সেইরূপে বসিতে প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু সোজা হইয়া বসিলে বা দাঁড়াইলে উপশমিত হয়। *পাকাশয়শূল।

৩৬ স্নায়ু।—সমস্ত মাংসপেশীতে শ্রান্তিবোধ।

সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রম পরিত্যাগ করে, উপর তলায় উঠিতে পারে না।

▌স্নায়ুশূলের সহিত দুর্ব্বলতাই একমাত্র সাধারণ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

উদরাময়ের সহিত পরিশ্রান্ত ও মাথাটলা।

৩৭ নিদ্রা।—অস্থির নিদ্রা, পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে।

নিদ্রাকালে দাঁড়াইয়া উঠেন ও ইতস্ততঃ বেড়ান; নিদ্রায় কথা কহেন।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১, ৩, ৫, ৯। বৈকাল : ৪। সন্ধ্যাকাল : ১, ৩, ৫, ১০, ১১, ৩১। রাত্রি : ৪, ৬, ৮।

রাত্রির প্রথমাংশে অথবা শয্যায় শুইবামাত্র বেদনাসকল বৃদ্ধি হয়।
*স্নায়ুশূল। *তরুণ বাত।

৩৯ **উত্তাপ ও বায়ু।**—খোলা বায়ু : ৩, ৫। শীতল বায়ু : ৪০। ঠাণ্ডা : ৪। উত্তাপ : ৪। শীতকাল : ৩০। গ্রীষ্মকাল : ৮।

৪০ **শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।**—শীতলতা সহ শীত শীত বোধ; শীতল বায়ুতে কম্পযুক্ত শীত; শীত পৃষ্ঠ বহিয়া যায়।

জ্বরের উত্তেজনা। *এণ্ডোকার্ডাইটিস।

সাধারণ উত্তাপ; উত্তাপের সহিত পৃষ্ঠদেশ ও কটিদেশে জ্বালা ও বেদনা।

৪১ **আক্রমণ।**—বেদনা স্থান পরিবর্ত্তন করে। *বাত।

▌বেদনা অনিয়মিত সময়ে উপস্থিত হয়, কোন নির্দ্দিষ্ট কাল স্থায়ী হয় না, হঠাৎ বা ক্রমশঃ আইসে এবং ঐরূপ অনিশ্চিত ভাবে চলিয়া যায়। *স্নায়ুশূল।

প্রতি গ্রীষ্মকাল : ৮।

৪২ **পার্শ্ব।**—দক্ষিণ : ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১৮, ১৯, ৩২। বাম : ৩, ১১, ১৯, ২৮, ২৯, ৩২, ৩৩। কোণাকুণি : ২। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ৩, ১৯, ৩৩, ৩৪। সম্মুখ হইতে পশ্চাতে : ৩। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে : ৪।

মস্তক, কর্ণ বা মুখমণ্ডলে স্নায়ুশূল, সাধারণতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে।

বেদনা এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধিতে গমন করে, যখন উর্দ্ধাঙ্গে আরম্ভ হয় তখন বেশী থাকে, এবং তৎপরে নিম্নাঙ্গে। *তরুণ বাত।

বেদনা নিম্নে অবতরণ করে; মস্তক; মুখমণ্ডলের অস্থি সমূহ; কর্ণ হইতে বাহুপর্য্যন্ত; মেরুদণ্ড বহিয়া; পা বহিয়া; বাহু হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত।

বেদনা উর্দ্ধে উত্থিত হয়; গ্রীবা হইতে মস্তকোপরি; গলমধ্যে গোলক বা পিণ্ড; নিম্নাঙ্গ, তৎপরে উর্দ্ধাঙ্গ।

৪৩ **অনুভব।**—বেদনার সহিত দক্ষিণ বাহুতে অনেক অনম্যতা। *স্নায়ুশূল।

শল্যবিদ্ধ, ছিন্নকর, চাপযুক্ত বেদনা, কিম্বা নিম্নদিকে চিড়িক মারিয়া যায়।

▌কখন কখন রোগের সহিত অসাড়তা উপস্থিত হয়। *স্নায়ুশূল।

৪৪ **তন্তু।**—তরুণ বাত, এক সন্ধি হইতে অপর সন্ধিতে গমন করে; প্রবল

জ্বর; অতি তীব্র বেদনা; গুল্‌ফদ্বয় অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট ও স্ফীত; অতি সামান্য মাত্র সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

সন্ধি সকল উষ্ণ, লালবর্ণ, স্ফীত। *তরুণ বাত।

২৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৪, ১৭, ৩১। ঘর্ষণ: ৫।

২৬ চর্ম্ম।—মধ্যমপ্রকারের ঘর্ম্মসহ চর্ম্মে কণ্টকবিদ্ধানুভব।

শুষ্ক চর্ম্ম।

হস্তোপরি বিসর্পযুক্ত, প্রদাহিত উদ্ভেদ (রসটক্সের উদ্ভেদের ন্যায়), তৎসহ কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া।

পাঁচড়ার ন্যায় উদ্ভেদ।

স্থানে স্থানে লালবর্ণ, প্রদাহিত স্থান সকল, অত্যন্ত বেদনাদায়ক, যেন ফোড়া হইবে।

২৮ সম্বন্ধ।—হৃদরোগে ক্যালমিয়া স্পাইজিলিয়ার পরে সুফলপ্রদ।

পাকাশয়শূল রোগে ডায়স্কোরিয়ার লক্ষণ থাকিলে ইহাদ্বারা সুস্পষ্ট উপকার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

ক্যালি আওডেটাম।

পরীক্ষক:—হার্টলব।

১ মন।—প্রত্যেক শব্দেই চমকাইয়া উঠে।

মদ্যপানের ন্যায় উত্তেজিত, অধিক পরিমাণে পারদ সেবনের পরে।

* মস্তকাভ্যন্তর।—স্ক্রফুলা রোগে রক্তপূর্ণতা; এবং দুর্ব্বল বা গুটিকাদোষযুক্ত (টুবার্কুলার) রোগীর; কপালে মুদ্গরাঘাত; মস্তক স্ফীত অনুভব হয়; উদ্বেগযুক্ত, অস্থির নিদ্রা।

মাথাধরা এবং ভারবোধ (প্রাতে ৫টা); শয্যা হইতে উঠিলে উপশম।

মস্তকের পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, যেন স্ক্রু দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে; খোলা বায়ুতে উপশম।

বাম চক্ষু ও বাম রগের ঊর্দ্ধে ছিন্নকর ও তীরবিদ্ধবৎ বেদনা।

৪ বহির্মস্তক।—প্রবল মাথাধরা।

চুলকাইলে করোটীত্বক ক্ষতবৎ অনুভব হয়, চুল উঠিয়া যায়। *উপদংশ রোগ।

৫ চক্ষু।—পারদ অপব্যবহারের পরে উপদংশজনিত আইরিস-প্রদাহ; বেদনা রাত্রিতে বৃদ্ধি।

উপদংশজনিত কোরইড-প্রদাহ।

কর্ণিয়ার উপরে ফুস্কুড়ি; তাহাতে আলোকাসহতা, বেদনা বা আরক্তিমতা কিছুই নাই।

অর্জ্জুনরোগ (chemosis)।

চক্ষুমধ্যে জ্বালা; চক্ষু হইতে পুঁজযুক্ত শ্লেষ্মা পড়ে।

অশ্রুস্রাব সহ অক্ষিপুটের স্ফীতি।

অক্ষি-গহ্বরের অস্থিবেষ্টক ঝিল্লিপ্রদাহ (পেরিয়ষ্টাইটিস), তাহা উপদংশজনিত হউক বা নাই হউক।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে প্রেকবেধবৎ বেদনা; কর্ণ (দক্ষিণ) মধ্যে চিড়িকমারা; র‍্যাকিটিক শিশুগণ, মস্তক বেদনাযুক্ত।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে প্রবল রক্তস্রাব, পারদ ব্যবহারের পরে।

অতি সামান্য মাত্র ঠাণ্ডায় অতি প্রবল বিদাহী প্রতিশ্যায়; অক্ষিপুট স্ফীত, কর্ণে হুলবেধ, মুখমণ্ডল লালবর্ণ, জিহ্বা শাদা; প্রবল তৃষ্ণা; পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ ও শীত শীত অনুভব; মাথাধরা; উষ্ণ মূত্র; পারদের অপব্যবহার।

নাসিকা লালবর্ণ, স্ফীত; স্রাব বিদাহী, জলবৎ; নাসিকা মূলে কসিয়া ধরা অনুভব। *উপদংশ।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ও জিহ্বার স্ফীততা, বিশেষতঃ পারদের পরে।

মুখমণ্ডলে চিড়িকমারা ও হুলবেধ। *প্রতিশ্যায়।

১০ দন্ত।—অনুভব হয় যেন দন্তমূলে একটী কীট সঞ্চরণ করিতেছে।

মাড়ী স্ফীত; দন্ত বিনষ্ট; মাড়ী-স্ফোটক।

প্রচুর লালা; তৃষ্ণা; কর্ণমধ্যে প্রবল চিড়িকমারা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—মুখে পচা আস্বাদ, আহার বা পানান্তে।

মুখ ও গলমধ্যে তিক্তাস্বাদ, প্রাতঃকালিক ভোজনান্তে চলিয়া যায়।

জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা; জিহ্বার অগ্রভাগে ফুস্কুড়ি।

১২ মুখমধ্য।—অনিয়মিত ক্ষত, দেখিলে যেন বোধ হয় দুগ্ধদ্বারা আবৃত।

গর্ভাবস্থায় চটচটে, লবণাক্ত লালা।

রক্তযুক্ত লালা, তৎসহ মুখমধ্যে মিষ্টাস্বাদ।

১৩ গলমধ্য।—আলজিহ্বা স্ফীত ও লম্বায় বর্দ্ধিত; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি যেন শোথযুক্ত।

গলগণ্ড (সংস্পর্শে চৈতন্যাধিক)।

সব্‌ম্যাক্সিলারি গ্রন্থি স্ফীত, পাকে (পুঁজ জন্মে)।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—খাদ্য আস্বাদ বিহীন।

দিবা রাত্রি অত্যধিক তৃষ্ণা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা।

অধিক পরিমাণে বায়ু উদ্গার উঠে।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়গহ্বরে জ্বালা।

পাকাশয়ের (এবং অন্ত্রের) শৈরিক রক্তপ্রবাহে বাধা (phlegmasia)।

১৮ উদর।—হঠাৎ উদরের কিম্বা নাভির নিকটে বেদনাবিশিষ্ট স্ফীততা, তৎপরে উদরাময়।

নাভির চতুর্দ্দিকে কর্ত্তন ও জ্বালা।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল স্বল্প, কঠিন, কষ্টকর।

সরলান্ত্র হইতে সিরস শ্লেষ্মা।

কটিদেশে বেদনা সহ উদরাময় ও বেগ; পারদ ব্যবহারের পরে।

২১ মূত্র।—ব্রাইটের পীড়া, তৎসহ বাতরক্ত ও পারদদোষযুক্ত উপদংশ।

মূত্রত্যাগের বেদনাদায়ক বেগ, ঋতু (স্ত্রী) আসিলে উহা বিলুপ্ত হয়।

মূত্র :—প্রচুর, পুনঃ পুনঃ বর্ণবিহীন ও জলবৎ; রক্তবৎ লালবর্ণ।

অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণা সহ মূত্র পরিমাণে বর্দ্ধিত।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা হ্রাস; অণ্ডকোষ শুষ্কতাপ্রাপ্ত।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু স্বভাবিকাপেক্ষা বিলম্বিত ও প্রচুর; ঋতু অবরুদ্ধ।

ঋতুর পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের বেগ বোধ; ঋতুর সময়ে উরুদ্বয়

অনুভব হয় যেন পিষ্ট হইতেছে ; বেদনা উরুর মধ্যে গমন করে ; শীত শীত বোধ, মস্তকমধ্যে উত্তাপ।

শ্বেতপ্রদর জলবৎ, বিদাহী, ক্ষতকর, তৎসহ ভগে দংশন।

যোনি হইতে শ্লেষ্মা স্রাব।

স্তনদ্বয়ের শুষ্কতা প্রাপ্তি।

২৪ গর্ভাবস্থা।—প্রচুর দুগ্ধোৎপত্তি।

২৫ লেরিংক্স।—সর্দ্দিযুক্ত, নাকিস্বর।

স্বরভঙ্গতা, তৎসহ বক্ষমধ্যে বেদনা, কাসী, শ্বাসকষ্ট এবং চক্ষুদ্বয়ে বেদনা। নিশ্বাস বন্ধের ন্যায় হইয়া জাগরিত হয়, নিশ্বাস লইতে পারে না; শ্বাসরোধের আক্রমণ, লেরিংক্সের ইডিমা (স্ফীতি)।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—ফুসফুস মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে না, এপিগ্যাষ্ট্রিয়াম অন্তঃপ্রবিষ্ট ; মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ; লেরিংক্সে বাধা বোধ।

২৭ কাসী।—শ্বাসরোধক কাসী, লেরিংক্স স্ফীত।

শুষ্ককাসী ; পরে প্রচুর, সবুজ শ্লেষ্মা উঠে।

২৮ ফুসফুস।—ভ্রমণকালে ষ্টার্ণাম হইতে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত, কিম্বা গভীর বক্ষ মধ্যে সূচীবেধ।

যক্ষ্মাকাস, তৎসহ পুঁজযুক্ত শ্লেষ্মা ; দুর্ব্বলকারী নৈশঘর্ম্ম ও পাতলা মল।

ফুসফুস প্রদাহের প্রারম্ভে যখন রোগ ফুসফুস আক্রমণ করিতে থাকে ; এত বিস্তৃত হিপাটিজেশান যে তাহাতে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতা ও সিরস এক্সুডেশান উপস্থিত হয় ; মুখমণ্ডল লালবর্ণ, অক্ষিতারকা বৃহৎ ; মূত্রোৎপত্তি বন্ধ ; একপার্শ্ব যেন পক্ষাঘাতের ন্যায়।

ফুসফুসস্ফীতি (ইডিমা), তৎসহ ফুসফুসপ্রদাহ ; কিম্বা ব্রাইটের পীড়ার গৌণ ফল রূপে ফুসফুসস্ফীতি (ইডিমা) ; শ্লেষ্মা সবুজ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎকম্পন, ভ্রমণকালে বৃদ্ধি।

ভ্রমণকালে হৃৎপিণ্ড মধ্যে চিড়িকমারা বেদনা ; পারদ অপব্যবহারের পরে ; পুনঃ পুনঃ এণ্ডোকার্ডাইটিস রোগের পরে।

নাড়ী বর্দ্ধিতগতি ; দ্রুত।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—মেনিঞ্জাইটিস রোগে চিড়িক দেওয়া বেদনা; পারদ অপব্যবহারের পরে।

কটিদেশে মুষ্ঠাঘাতবৎ বেদনা, বসিয়া বক্র হইয়া থাকিলে বৃদ্ধি; সূচীবেধ। *ব্রাইটের পীড়া।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বামস্কন্ধ যেন মুষ্টাঘাতবৎ অনুভব হয়।

স্কন্ধ ও কর্ণমধ্যে ছিন্নকর বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্ব-অস্থিতে চর্ব্বণ অনুভব; প্রতি পদবিক্ষেপে বাম নিতম্ব মধ্যে চিড়িকমারা, তাহাতে খোঁড়াইতে হয়।

দক্ষিণ উরু ও জানুতে ছিন্নকর বেদনা, রাত্রিতে তাহাতে জাগাইয়া তুলে, আক্রান্ত পার্শ্বে বা চীত হইয়া শুইলে বৃদ্ধি। *সায়াটিকা।

গোড়ালি ও অঙ্গুলিতে ক্ষতবৎ বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি।—ছিন্নকর, চিড়িকমারা বেদনা; অস্থি-বেষ্টক ঝিল্লি (পেরিয়ষ্টিয়ম) আক্রান্ত; টেণ্ডনসকলের উৎক্ষেপ বা সঙ্কোচন; শীর্ণতা; রাত্রিতে বৃদ্ধি, আক্রান্ত পার্শ্বে শুইলে বৃদ্ধি, পারদ ব্যবহার বা উপদংশরোগ; বাত; বাতরক্ত (gout)।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—ভ্রমণ: ২৮, ২৯; খোলাবায়ুতে: ৩৯। উত্থান: ৩। বসিয়া বক্র হওয়া: ৩১। চীত হইয়া বা আক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন: ৩৩।

৩৬ স্নায়ু।—মাংসপেশীর উৎক্ষেপ, বা মাংসপেশী ও টেণ্ডনের সঙ্কোচন।

পক্ষাঘাত।

৩৭ নিদ্রা।—অনিদ্রা, অস্থির; ভয়ঙ্কর স্বপ্ন।

নিদ্রাকালে ক্রন্দন।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ৩। সন্ধ্যাকাল: ৪০। রাত্রি: ২৮, ৩৩, ৩৪, ৪০। দিবা রাত্রি: ১৪।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—খোলাবায়ুতে ভ্রমণ করিতে অদম্য ইচ্ছা, তাহাতে ক্লান্ত হয় না।

খোলাবায়ু: ৩। ঠাণ্ডা: ৭। উষ্ণতা: ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত শীত, তৎসহ তৃষ্ণা (বৈকাল ৫টা হইতে ৭টা); কিম্বা সমস্তরাত্রি তৎসহ কম্প ও পুনঃ পুনঃ জাগরণ; শয্যায় উষ্ণতা প্রাপ্ত হয় কিন্তু আগুনের উত্তাপে নহে।

পৃষ্ঠদেশের নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে এবং সমগ্র শরীরে শীত; বৈকাল ৬টা হইতে ৮টা; তৎসহ নিদ্রালুতা।

এক সময়ে শীত শীত বোধ, তৎসহ শুষ্ক চর্ম্ম; অন্য সময়ে প্রচুর ঘর্ম্ম।

সবিরাম জ্বর; শীতের সঙ্গে তৃষ্ণা; উষ্ণতায় শীত হ্রাস হয় না; মুখমধ্য শুষ্ক; সার্ব্বাঙ্গিক শোথ; স্ক্রফুলা।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৬, ৩৩। বাম: ৩, ৩২, ৩৩।

সম্মুখ হইতে পশ্চাতে: ২৮। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে: ৪০।

৪৪ তন্তু।—পর্পুরা হেমোরেজিকা।

স্ক্রফুলা।

শীর্ণতা ও ক্ষুধা বিলুপ্ত।

শ্লৈষ্মিকঝিল্লিপ্রদাহ (সাইনোভাইটিস)।

তন্তুমধ্যে ইন্‌ফিলট্রেশান বশতঃ সমস্ত তন্তুকে স্ফীত করে; স্ফীতি (ইডিমা); বিবর্দ্ধিত গ্রন্থি; গাউটরোগীর অর্ব্বুদবিশেষ; অস্থি গুল্ম; অস্থিস্ফীতি, ইত্যাদি।

স্ফীত গ্রন্থির চাপ বশতঃ শোথ।

গৌণ (সেকেণ্ডারি) উপদংশ, বিশেষতঃ পারদ অপব্যবহারের পরে কিম্বা স্ক্রফুলা দোষের সহিত মিশ্রিত; বাগী, উপদংশ, ক্ষত, তাহার কিনারা কঠিন (শক্ত), তাহা হইতে পাতলা, ক্ষতকারী পুঁজ; গভীর ক্ষতকারী ক্ষত। পার্টলিকা (রোজিওলা)। রুপিয়া। শীত; অস্থিতে বেদনা; অস্থিপূতি (নিক্রোসিস); অস্থিগুল্ম; সমস্তই রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়।

গ্রন্থিসমূহ:—স্ফীত, গলগণ্ড, ব্রংকিয়াল গ্রন্থিসমূহ, সবম্যাক্সিলারি গ্রন্থিসমূহ, ক্ষতযুক্ত, শুষ্কত্ব প্রাপ্ত।

৪৬ চর্ম্ম।—মুখমণ্ডলে কণ্ডুয়নযুক্ত, দদ্রুবৎ।

প্যাপুলা (উদ্ভেদবিশেষ) মুখমণ্ডল, স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে বেশী; গলমধ্য শুষ্ক।

পষ্টুলযুক্ত উদ্ভেদ, তাহা হইতে দাগ থাকিয়া যায়।

মুখমণ্ডল, মস্তক, গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক, তাহা হইতে দাগ থাকে।

৩৮ সম্বন্ধ।—পারদ অপব্যবহারের পরে।

ক্যালি-আওডেটামের অপব্যবহারের পরে হেপার-সলফার উপকারী।

ক্যালি কার্ব্বনিকাম।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

অন্যমনস্ক। অধিক কাঁদে।

পরিশ্রম করিতে ভয়।

একাকী থাকিতে ভয়; ভয় হয় তাঁহার মৃত্যু হইবে।

ভয় সহ উদ্বেগ। খোলাবায়ুতে নিরাশ।

২ চৈতন্য।—মাথাটলা, ঝিমঝিমা, পাকাশয়ে চাপ বোধ।

মস্তক বা শরীর দ্রুত ঘুরাইতে মাথাঘোরা; সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—দপদপানি সহ মস্তকে রক্তাধিক্যতা।

কপাল :—সূচীবেধ, রগেও সূচীবেধ, অবনত হইলে এবং মস্তক, চক্ষু বা চোয়াল সঞ্চালনে বৃদ্ধি; মস্তক উত্তোলন ও উত্তাপে উপশম; সর্দ্দি সহ চক্ষু ও নাসামূল মধ্যে সূচীবেধ।

মস্তকের সম্মুখে, রগে এবং চক্ষুমধ্যে চাপ বোধ, তৎসহ মুখমণ্ডল ও মস্তকে উত্তাপ। আলোকাসহ্যতা সহ চাপবোধ।

ঝিমঝিমা সহ এক পার্শ্বে মাথাধরা।

পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ দিকে মস্তকমধ্যে উৎক্ষেপ; চক্ষুসম্মুখে অন্ধকার; অজ্ঞান; শীতল জল পানে উপশম।

গাড়ীতে চড়িয়া মাথাধরা; কাসিলে, হাঁচিলে; নিদ্রা হইতে জাগিলে; সর্দ্দি (প্রতিশ্যায়) বশতঃ।

৪ বহির্মস্তক।—দেহ উত্তপ্ত হওয়ার পরে হাওয়া লাগিলে সর্দ্দি লাগার সম্ভব, তাহাতে মাথাধরা, দন্তশূল ও পৃষ্ঠবেদনা উপস্থিত হয়।

করোটীত্বকে রক্তস্ফোটকের ন্যায় বেদনাবিশিষ্ট অর্ব্বুদ; চাপ ও সঞ্চালনে বৃদ্ধি, উত্তাপে হ্রাস; কণ্ডূয়ন, যেন বোধ হয় অস্থির মধ্যে।

কেশ শুষ্ক, ভঙ্গপ্রবণ, পড়িয়া যায়, প্রধানতঃ রগ, ভ্রূ ও দাড়ি হইতে; প্রাতে ও সন্ধ্যায় করোটীত্বক চুলকায় ও জ্বালা করে; চুলকাইলে রস পড়ে।

৫ চক্ষু।—পাঠ বা উজ্জ্বলালোকে দৃষ্টিকালে চক্ষুসম্মুখে কৃষ্ণবর্ণদাগ সকল; তীক্ষ্ণ সূচীবেধ; চক্ষুসম্মুখে কুয়াসা।

উজ্জ্বল আলোককণা, চক্ষুসম্মুখে নীল বা সবুজবর্ণ দাগ সকল।

একদৃষ্টি তাকাইয়া থাকিতে প্রবৃত্তি।

চক্ষু দুর্ব্বল :—স্ত্রীসঙ্গমের পর; ঘামের পর; গর্ভস্রাবের পর।

অশ্রুস্রাব, আলোকে অপ্রবৃত্তি; গভীর চক্ষুমধ্যে বেদনা।

চক্ষুর কোণে ক্ষত হয়। অক্ষিপুট লালবর্ণ, স্ফীত।

উপরাক্ষিপুট ও ভ্রূর মধ্যে থলীর ন্যায় স্ফীততা।

চক্ষুর নিম্নে থলীর ন্যায় অতি বৃহৎ স্ফীততা। *বিসর্প।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে গোঁ গোঁ, শোঁ শোঁ, ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ।

শীতল জল পানান্তে মাথাধরা ও কর্ণমধ্যে শব্দ।

শ্রবণশক্তি হ্রাস।

ভিতর হইতে বাহিরে সূচীবেধ; কর্ণপশ্চাতে আকর্ষণ বোধ।

কর্ণ হইতে তরল ঘোল বা পুঁজ স্রাব।

প্যারটিডগ্রন্থি, বিশেষতঃ দক্ষিণ, প্রদাহিত, স্ফীত, শক্ত।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তি হ্রাস; বিশেষতঃ সর্দ্দি বশতঃ।

সরস প্রতিশ্যায়, অত্যন্ত হাঁচি; পৃষ্ঠদেশে বেদনা, মাথাধরা, অলসতা।

নাসিকা অবরুদ্ধ, তজ্জন্য নাসামধ্য দিয়া শ্বাসক্রিয়া অসম্ভব; খোলা-বায়ুতে ভ্রমণে তাহা বিদূরিত হয়, কিন্তু গৃহমধ্যে আসিলে প্রত্যাবর্ত্তন করে; নাসিকা মধ্যে কণ্ডূয়ন এক নাসিকা হইতে হরিদ্রা, সবুজবর্ণ, পচা স্রাব।

শুষ্ক প্রতিশ্যায়, তৎসহ স্বর বিলুপ্ত, গলমধ্যে শ্লেষ্মা, গলমধ্যে পিণ্ডানুভব।

নাসিকা মধ্যে জ্বালা; টাটানি, মামড়ীযুক্ত নাসারন্ধ্র; প্রতি প্রাতে রক্তযুক্ত, লালবর্ণ নাসারন্ধ্র।

মুখ ধৌত কালে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; প্রতি প্রাতে ৯টার সময়ে।

৮ মুখমণ্ডল।—লালবর্ণ ও উষ্ণ; এক গণ্ড উষ্ণ, অপর গণ্ড শীতল; কাসিবার সময়ে কালচে লালবর্ণ, অন্য সময়ে পাণ্ডুবর্ণ; রক্তশূন্য; রুগ্নবৎ; হরিদ্রাবর্ণ।

মুখমণ্ডল প্রাতে স্ফীতভাব।

Frikles।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠ স্ফীত; রক্তস্রাবী ফাটাস্থান।

ঠোঁট ছাল উঠে, ফাটা।

সবম্যাক্সিলারি গ্রন্থির কঠিন স্ফীততা।

১০ দন্ত।—দন্তশূল, ছিন্নকর বেদনা, তৎসহ মৌখিক অস্থিসমূহে বেদনা।

কেবল আহারের সময়ে দন্ত বেদনা উপস্থিত হয়; দপদপানি; শীতল বা উষ্ণ কোন দ্রব্য সংস্পর্শ হইলে বৃদ্ধি।

দন্ত সকল শিথিল, দন্ত হইতে দুর্গন্ধ। দন্তে সূচীবেধ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ তিক্ত; বিস্বাদ।

জিহ্বা স্ফীত, ফুস্কুড়িতে আবৃত, অগ্রভাগ ক্ষতবৎ জ্বালা করে।

১২ মুখমধ্য।—মুখ হইতে খারাপ, ক্ষারের ন্যায় গন্ধ।

লালা বর্দ্ধিত কিন্তু মুখ শুষ্ক অনুভব হয়।

মুখগহ্বর মধ্যে সমস্ত স্থানে রসপূর্ণ ফুস্কুড়ি, বেদনাবিশিষ্ট, জ্বালাযুক্ত।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে কীটসঞ্চারণ, তাহাতে কাসিতে প্রবৃত্তি জন্মে, এবং অনুভব হয় যেন শ্লেষ্মা সজোরে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

প্রাতে ফসেস ও ফেরিংক্সের পশ্চাতে আঠাবৎ শক্ত শ্লেষ্মা; হক্ করিয়া কাসিয়া তুলিতে পারে না; পিণ্ডবৎ অনুভব।

গলাধঃকরণ কালে রুদ্ধবোধ; পুনঃ পুনঃ লালা (ঢোক) গিলিতে প্রবৃত্তি, কিন্তু পুনঃ পুনঃ পারে না, তাহাতে শ্বাসরোধ জন্মে।

গলাধঃকরণ কালে পৃষ্ঠদেশে বেদনা। অন্ননলীর সঙ্কোচন।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ইচ্ছা :—অম্লের ; শর্করার।

ক্ষুধা নাই ; খাদ্যে অপ্রবৃত্তি। প্রবল তৃষ্ণা।

১৫ পানাহার।—আহারকালে :—নিদ্রালু।

আহারান্তে :—পাকাশয় হইতে গলমধ্য পর্য্যন্ত জ্বালা ; পেটবেদনা প্রত্যাবর্ত্তন করে ; উদর স্ফীত ; অম্লোদ্গার ; বিবমিষা, ভ্রমি।

ক্ষুধার্ত্ত হইলে বিবমিষা, বায়ুপ্রবল (স্নায়বীয়) ; এবং কাসী ও হৃৎকম্পন, প্রাতঃকালিক ভোজনান্তে উপশম।

পান :—২৬, ২৭ ; শীতল জল : ৩, ৯। উষ্ণ খাদ্য আহার : ২৭।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—অম্লোদ্গার ; বিবমিষা।

ভ্রমণকালে গা বমি বমি, বমন হয় না, অনুভব হয় যেন তাঁহার (স্ত্রী) শুইয়া পড়িতে হইবে এবং মৃত্যু হইবে। * গর্ভাবস্থা।

বিবমিষা :—এবং অপ্রবৃত্তি। কাঠবমি, ভুক্ত পদার্থ ও পিচ্ছিল পদার্থ বমন ; অম্ল বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়-গহ্বরে সূচীবেধ।

চাপযুক্ত বেদনা, রাত্রি ২টার সময়ে জাগিয়া উঠে।

পাকাশয়-গহ্বর স্ফীত, স্পর্শে চৈতন্যাধিক।

আহারান্তে পৃষ্ঠদেশ ও পদদ্বয়ে বেদনা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশে সূচীবেধ তৎসহ উদরের উপর দিয়া কাট কাট বোধ।

যকৃতের স্ফীততা ; বিদ্রধি (এব্‌সেস)। পাণ্ডুরোগ (কামলা)।

১৯ উদর।—এপিগ্যাষ্ট্রিয়াম স্ফীত, চৈতন্যাধিক ; তথায় স্পন্দনানুভব ; যকৃত ও নাভিপ্রদেশে বেদনা, এবং পাকাশয়ের নিম্নাংশের উভয় পার্শ্বে নীচে মূত্রাশয় ও অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত বেদনা।

সমগ্র উদরের উপরে কর্ত্তন, চিড়িকমারা, সূচীবেধ।

উদর বায়ু কর্ত্তৃক পূর্ণ। পেটবেদনা সহ আবদ্ধ অপান (বায়ু)।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলত্যাগের নিষ্ফল ইচ্ছা ; সরলান্ত্র এত দুর্ব্বল যে মল নিঃসারণ করিতে পারে না।

মল শুষ্ক, আকারে অতি বৃহৎ; সরলান্ত্র ক্রিয়াশূন্য। মলত্যাগের এক বা দুইঘণ্টা পূর্ব্বে কষ্ট বোধ হয়।

মল :—পুনঃ পুনঃ, কোমল, পাণ্ডুবর্ণ।

বেদনাশূন্য উদরাময়, তৎপরে পেটডাকা ও মলদ্বারে জ্বালা। *অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পুরাতন উদরাময় পীড়া।

উদরাময় কেবল দিবাভাগে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে উদ্বেগ, কষ্টবোধ; শাদা আম নির্গত হয়।

মলত্যাগের পর :—মলদ্বারের নিকটে কণ্ডূয়ন; মলদ্বার অনুভব হয় যেন ক্ষত হইয়াছে।

মূত্রত্যাগের সময় অর্শের বলি বহির্গত; রক্ত, তৎপরে শাদা আম বহির্গত হয়।

অর্শের বলিতে প্রদাহ, টাটানি এবং শুড় শুড়ি।

২১ মূত্র।—বৃক্ক প্রদেশে সূচীবেধ।

মূত্র :—উষ্ণ, স্বল্প, পুনঃ পুনঃ, অধঃক্ষেপ লালবর্ণ, পিচ্ছিল; কালচেবর্ণ, নাড়িলে ফেনা হয়; মূত্রের সহিত পুঁজযুক্ত অধঃক্ষেপ।

মূত্র ধীরে ধীরে বহির্গত হয়, তৎসহ টাটানি ও জ্বালা; কিম্বা প্রচুর, সবুজাভ।

মূত্রত্যাগের পর :—প্রস্রাব পথে জ্বালা (এবং মূত্রত্যাগের সময়েও); প্রষ্টাটিক রস নিঃসরণ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—মৈথুনেচ্ছা প্রবল, তৎসহ জ্বালানুভব অথবা রতীচ্ছা হ্রাস।

সঙ্গমক্রিয়ার পরে দুর্ব্বল, বিশেষতঃ চক্ষুদ্বয়।

প্রচুর, বেদনাবিশিষ্ট স্বপ্নদোষ এবং তৎপরে বেদনাদায়ক লিঙ্গোত্থান।

বাম অণ্ডকোষ ও উপস্থে বেদনা।

অণ্ডকোষ ও শুক্রবাহক নলীর স্ফীততা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুমধ্যে ও নিকটে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা; প্রসব-বেদনাবৎ বেদনা, শ্বেতপ্রদর; কটিদেশে ভারবৎ বেদনা।

ঝিমঝিমা, বমন, উদর মধ্যদিয়া সূচীবেধ; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

সঙ্গমকালে যোনিমধ্যে টাটানি বেদনা।

ঋতু অতি আগাইয়া, স্বল্প, তীব্র গন্ধ, বিদাহী (acrid), তাহাতে উরুদেশে একপ্রকার উদ্ভেদ জন্মে।

আর্ত্তবস্রাব আগাইয়া, এবং স্বাভাবিকাপেক্ষা অধিকতর প্রচুর ও দীর্ঘস্থায়ী।

আদ্য ঋতু অত্যন্ত কষ্টকর।

ঋতুর পূর্ব্বে :—গণ্ডদ্বয়ের স্ফীততা ; উদরের উপর চিড়িকমারা বেদনা ; কিম্বা পেটবেদনা ; আম্বাত ; সঙ্গমেচ্ছা বর্দ্ধিত ; ত্বগের কণ্ডূয়ন।

ঋতুর সময়ে :—ভারসহ মাথাধরা ; মস্তক, দন্ত, কর্ণ, পৃষ্ঠদেশে বেদনা ; কটিদেশ ও নিম্নে পাছার নিকট ভারযুক্ত কামড়ানি (aching) বেদনা ; আম্বাত ; অলসতা।

ঋতু রুদ্ধ, তৎসহ শোথ বা উদরী ; কিম্বা প্রতিমাসে, অম্ল উদ্গার, ইত্যাদি ; পৃষ্ঠবেদনা, তাহাতে তাঁহাকে বসিতে বাধ্য করে।

হরিদ্রাবর্ণ শ্বেতপ্রদর, পৃষ্ঠবেদনা ; প্রসববেদনাবৎ বেদনা ; ভগে কণ্ডূয়নজ্বালা (ঐ স্রাব হইতে জন্মে)।

২২ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় :—বমন, রক্ত জমাট নির্গত হয়।

গর্ভস্রাবের আশঙ্কা (আসন্ন), তৎসহ পৃষ্ঠদেশ হইতে পাছা ও উরুদ্বয় পর্য্যন্ত বেদনা ; তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাব।

গর্ভস্রাব বা প্রসববেদনার শেষ ফলসকল ; পৃষ্ঠদেশ দুর্ব্বল, শুষ্ক কাসী, জরায়ু হইতে দীর্ঘস্থায়ী রক্তস্রাব।

প্রসববেদনা অপ্রচুর ; প্রবল পৃষ্ঠবেদনা, পৃষ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিতে বলে।

২৩ লেরিংক্স।—প্রবল হাঁচি সহ স্বর বিলুপ্ত।

আঠাবৎ শ্লেষ্মা সহ লেরিঞ্জাইটিস।

২৪ শ্বাসক্রিয়া।—কষ্টকৃত, শাঁই শাঁই শব্দ সহ শ্বাসক্রিয়া।

শ্বাস কৃচ্ছ্রতা, পান করিলে এবং সঞ্চালন হইতে বৃদ্ধি, দ্রুত হাঁটিতে পারে না ; শ্বাসরোধ, রাত্রিতে তাহাতে জাগাইয়া তুলে।

কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া ; কাসীর পরে।

হাপানি কাসী, মস্তক টেবিলের উপর নীচ করিয়া সম্মুখে হেলান দিয়া থাকিতে হয় ; প্রাতে বৃদ্ধি।

অনুভব হয় যেন তাঁহার বক্ষমধ্যে মোটেই বায়ু নাই।

২৭ কাসী।—কাসী :—গলমধ্যে, লেরিংক্স বা বায়ুনলী-ভুজের মধ্যে শুড় শুড়ি বশতঃ থাকিয়া থাকিয়া কাসীর আক্রমণ, তাহাতে আঠাবৎ শ্লেষ্মা বা পুঁজ উঠে বটে কিন্তু তাহা গিলিয়া ফেলে; আক্ষেপিক কাসী, তৎসহ ওয়াকতোলা বা ভুক্ত পদার্থ ও অম্লযুক্ত শ্লেষ্মা বমন করে।

কাসী, তৎসহ অনেকটা রক্ত ও পুঁজ গয়ার উঠে।

কাসী দিবারাত্রি, শুষ্ক ও বিরক্তিকর; রাত্রি ৩ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত; তৎসহ বক্ষের পার্শ্বে শল্যবিদ্ধবৎ বেদনা; কাসী আহারে (উষ্ণ খাদ্য), পানে, সঞ্চালনে, সোজা হইয়া বসিলে, পার্শ্বে শুইলে কিম্বা ঠাণ্ডা লাগাইলে জন্মে।

হুপশব্দক কাসী, রাত্রি ৩ টার সময় বৃদ্ধি; ওয়াকতোলা ও বমন; ফুসফুসের প্রদাহ; উপরাক্ষিপুট ও ভ্রূর মধ্যে স্ফীততা।

২৮ ফুসফুস।—দক্ষিণ বক্ষের নিম্ন তৃতীয়াংশ মধ্য দিয়া পৃষ্ঠপর্য্যন্ত বেদনা।

বক্ষের মধ্যস্থলে চাপবোধ, তৎসহ জলবৎ শ্লেষ্মা মুখমধ্যে উঠে; অন্ননলীর আকুঞ্চন।

চাপ বোধ, ভার বোধ, উদ্বেগ অনুভব।

যক্ষ্মাকাস; এই ঔষধ দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নাংশে ক্রিয়া প্রকাশ করে; ভমি বোধ; গয়ারের মধ্যে পুঁজ কণিকা, রক্ত ও এস্ যেন থাকে।

ফুসফুস-প্রদাহ, তৎসহ দক্ষিণ বক্ষ মধ্য দিয়া সূচীবেধ, যকৃতের প্রদাহ; দক্ষিণ ফুসফুসের হিপাটিজেশান, দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে বৃদ্ধি।

শিশুর ফুসফুসপ্রদাহ, উভয় পার্শ্বে ঘড়ঘড় শব্দ; রেজোলিউশান সময়ে।

প্লুরিসি, বাম বক্ষে সূচীবেধ, তৎসহ প্রবল হৃৎকম্পন; শুষ্ক কাসী, রাত্রি ৩ টার সময়ে বৃদ্ধি।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—থাকিয়া থাকিয়া হৃৎকম্পন, তাহাতে শ্বাসবদ্ধ হয়।

হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সবিরাম; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিষম।

হৃৎপিণ্ডের নিকট এবং তথা হইতে স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত সূচীবেধ।

সিষ্টোলিক মারমার। *এণ্ডোকার্ডাইটিস।

সমগ্র শরীরে স্পন্দন। মাইট্রাল ভাল্ভের ক্রিয়াশৈথিল্য।

নাড়ী :—প্রাতে দ্রুত, সন্ধ্যায় তদপেক্ষা অল্প; বিষম, অনিয়মিত; সবিরাম; ধীর ও ক্ষীণ।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার পশ্চাতে অনম্যতা; বক্ষ পর্য্যন্ত সূচীবেধ; মুভুলা বিবর্দ্ধিত।

গ্রীবা মোটা অনুভব হয়, কাপড় কসা বোধ হয়; রক্তাধিক্যতা।

গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিসমূহের স্ফীততা।

▮ পৃষ্ঠবেদনা; ভ্রমণকালে বোধ হয় যেন তিনি (স্ত্রী) আর হাটিতে পারিবেন না এবং শুইয়া পড়িতে হইবে; প্রসব, গর্ভস্রাব, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, ইত্যাদির পরে।

তীক্ষ্ণ সূচীবেধ বেদনা বশতঃ রাত্রি ৩ টার সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তাঁহার উঠিয়া পড়িতে এবং ভ্রমণ করিতে হয়; লম্বেগো।

পৃষ্ঠদেশে স্পন্দনানুভব। পৃষ্ঠবেদনা, যেন ভগ্ন হইয়াছে।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—সঞ্চালন বা স্পর্শে দক্ষিণ স্কন্ধের নিম্নে আঘাত প্রাপ্তিবৎ বেদনা।

বগলের গ্রন্থিসকল স্ফীত, বেদনাবিশিষ্ট।

বাহুদ্বয়ে দুর্ব্বলতা, প্রাতে; বাহুদ্বয় অসাড়; শীতল।

হস্ত ও বাহুদ্বয় বেগুনে রঙ্গের দাগে আবৃত।

হস্ত ও অঙ্গুলিসমূহে খিলধরা সহ দুর্ব্বলতা; পক্ষাঘাত।

হাতের তলা চুলকায়; সরস ফুস্কুড়ি জন্মে।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—কক্স্যালজিয়া। নিতম্ব ও জানুসন্ধিতে ছিন্নকর বেদনা।

ভ্রমণ বা পা বিস্তৃতি কালে জানুপার্শ্বে বেদনা।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে, এবং তদপেক্ষা সিঁড়িদিয়া উপরে উঠিতে জানুদ্বয়ে কষ্ট বোধ।

রাত্রিকালে বাতের বেদনা। পদদ্বয়ে জ্বালা ও হুলবেধ।

পায়ের ঘর্ম্ম প্রচুর, দুর্গন্ধ। চরণদ্বয় ভারী, অনম্য।

পায়ের তলায় স্ফীতি ও আরক্তিমতা; পাদ ও করদ্বারী।

গুল্ফ পর্য্যন্ত চরণদ্বয়ের স্ফীততা; চরণদ্বয় শীতল।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে উৎক্ষেপ, বিশেষতঃ যখন চরণদ্বয় স্পৃষ্ট হয়।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি :—পরিশ্রান্ত ; শীতল।

স্ফীতভাব ; হাতপা নীলিমাপ্রাপ্ত (cyanotic)।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন: ৪, ২৬, ২৭, ৩২, ৩৩। মস্তক সঞ্চালন : ৩। ভ্রমণ : ৭, ১৬, ২৬, ২৮, ৩১, ৩৩। আরোহণ বা অধিরোহণ : ৩৩। ব্যায়াম : ৪০। শয়ন : ৪০; একপার্শ্বে : ২৭ ; দক্ষিণপার্শ্বে : ২৮।

৩৬ স্নায়ু।—মাংসপেশীর উৎক্ষেপ (নৃত্য)।

পুনঃ পুনঃ উদ্গার উঠিয়া আক্ষেপ বিলুপ্ত হয়। *প্রসবান্তিক আক্ষেপ। সম্পূর্ণ জ্ঞান সহ আক্ষেপ।

পক্ষাঘাত ; কম্পন।

৩৭ নিদ্রা।—দিবসে ও সন্ধ্যার প্রারম্ভে নিদ্রালু।

নিদ্রার অভাব ; পাকাশয়িক রোগসকল।

নিদ্রায় :—চমকাইয়া উঠা ; অঙ্গাদি নাচিয়া উঠা ; দন্ত সংঘর্ষণ ; ক্রন্দন।

ভয়ানক স্বপ্ন, তৎসহ পুনঃ পুনঃ জাগরণ ও মূত্রত্যাগের ইচ্ছা।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ২, ৪, ৭, ৮, ১৩, ২৬, ২৯, ৩২, ৪০। মধ্যাহ্ন : ৪০। সন্ধ্যাকাল : ২৪, ২৯, ৩৭, ৪০। রাত্রি : ২৬, ৩৩, ৪০, ৪৬। দিবস : ২০, ৩৭, ৪০। দিবারাত্রি : ২৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উত্তাপ : ৩, ৪, ১০। গৃহ : ৭। খোলাবায়ু : ১, ৭, ৪০। হাওয়া লাগা : ৪। ঠাণ্ডা : ২৭। মুখমণ্ডল ধৌতকরা : ৭।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—দিবসে পুনঃ পুনঃ কম্পবোধ।

প্রাতে শীত শীত বোধ ; এবং মধ্যাহ্ন সময়ে ; সন্ধ্যাগমে আরম্ভ হয়।

পটাস দেহের উত্তাপ হ্রাস করে।

উত্তাপ, হাইতোলা, বক্ষ ও মস্তকমধ্যে বেদনা, উদরমধ্যে স্পন্দন, প্রাতে ৯টা ও বৈকাল ৫টা।

আভ্যন্তরিক উত্তাপ, বাহ্যিক শীত শীত বোধ।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা সহ শীত ও উত্তাপ।

সন্ধ্যাকালিক জ্বর, শীতের সহিত তৃষ্ণা, পরে উত্তাপের সময়ে তৃষ্ণা থাকে না ; জ্বরের সহিত প্রবল সরস প্রতিশ্যায়।

সদত শীত শীত বোধ, আভ্যন্তরিক উত্তাপ বশতঃ প্রবল তৃষ্ণা ; হস্তদ্বয় উত্তপ্ত ; খাদ্যে বিতৃষ্ণা।

শীত ও জ্বর, তৎসহ শ্বাসকষ্ট, বক্ষে সঙ্কোচন বোধ, যকৃত প্রদেশে বেদনা, তৃষ্ণা শীতের সময়ে বেশী।

ঘর্ম্ম :—প্রধানতঃ উর্দ্ধাঙ্গে ; আহারান্তে ; দিবাভাগে ব্যায়ামে সহজেই ঘর্ম্ম হয়। নৈশঘর্ম্ম, তৎসহ কাসী ; ফুসফুস প্রদাহের পরে।

সমস্ত রাত্রি ঘর্ম্ম কিন্তু কোন উপশম নাই।

৪১ আক্রমণ।—প্রতি ২ বা ৩ ঘণ্টান্তর রোগের আক্রমণ (বৃদ্ধি) প্রত্যাবর্ত্তন করে। *হাপানি পীড়া।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৬, ২৮, ৩২। বাম : ৫, ৬, ২১, ২২, ২৮। ভিতর হইতে বাহিরে : ৯। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে : ৩।

৪৩ অনুভব।—সমগ্র শরীরে শূন্যবোধ, যেন উহা গহ্বর বিশেষ।

৪৪ তন্তু।—॥ রক্তাল্পতা (এনিমিয়া), তৎসহ অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য, চর্ম্ম জল-পূর্ণ, দুগ্ধবৎ শাদা ; মাংসপেশীসমূহ দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ড ; এই নিমিত্ত দুর্ব্বল নাড়ী এই ঔষধের একটা সাধারণ লক্ষণ।

মেদসঞ্চয় (দেহের স্থূলতা)। শিরাপ্রদাহ (phlebitis) প্রবণতা।

সূচীবিদ্ধবৎ অনুভব সহ অর্ব্বুদ। পক্ষাঘাত।

বৃদ্ধদিগের শোথ রোগ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ অসহ ; সামান্য স্পর্শ করিলে চমকাইয়া উঠে, বিশেষতঃ চরণদ্বয়ে।

স্পর্শ : ১, ১৭, ৩২, ৩৪। চাপ : ৪, ২৪, ৩২।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্ম শুষ্ক, চুলকায় ; চুলকাইলে ভাল।

বিসর্প। মুখমণ্ডলে দদ্রুবৎ দাগ।

জ্বালাকর, কণ্ডূয়নযুক্ত দদ্রু ; চুলকাইলে রস পড়ে।

রাত্রিতে ক্ষত হইতে রক্তপড়ে।

১৭ অবস্থা।—বৃদ্ধ, স্থূলকায় (মেদপূর্ণ), শিথিলতন্তু ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী। দেহ হইতে নানাবিধ রস (যথা, রক্ত, পুঁজ, শুক্র) স্রাবের বা জীবনী শক্তির হ্রাসের পরে, বিশেষতঃ রক্তাল্পতা (এনিমিয়া) রোগীর পক্ষে।

১৮ সম্বন্ধ।—ঋতুরোধ (এমিনোরিয়া) রোগে নেট্রাম-মিউরেটিকামে কোন ফল না দর্শিলে ক্যালি-কার্ব্বনিকাম উপকারী।

ক্যালি-কার্ব্ব কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিসের কার্য্যাবশেষপূরক।

ক্যালি-কার্ব্ব প্রায়ই উপযোগী:—ব্রাইও, লাইকো, নেট্রাম-মিউরে এবং নাইট্রি-এসিডের পরে।

ক্যালি-কার্ব্বের পরে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়:—কার্ব্ব-ভেজ, ফস্ফ।

ক্যালি-কার্ব্বের প্রতিবিষ:—ক্যাম্ফ, কফি।

ক্যালি বাইক্রমিকাম।

পরীক্ষক:—ড্রিসডেল।

১ মন।—বক্ষ হইতে উদ্বেগ (উৎকণ্ঠা) উত্থিত হয়।

অমনোযোগ, অলসতা; মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা, তৎসহ বিবমিষা, বমনের প্রবৃত্তি ও এপি-গ্যাষ্ট্রিয়ামে বেদনা; খোলাবায়ুতে ভাল।

উপবিষ্টাবস্থা হইতে উঠিতে গেলে হঠাৎ ক্ষণস্থায়ী মাথাঘোরা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—আহারান্তে চক্ষুর্দ্ধে অতীব্র, ভারযুক্ত দপদপানি, যেন মস্তক ফাটিয়া যাইবে; শয়ন বা কোন পদার্থে মস্তক চাপিয়া ধরিলে, কিম্বা খোলাবায়ুতে উপশমিত হয়; অবনত বা সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

মাথাঘোরা ও বিবমিষা সহ সাময়িক মাথাধরা, প্রাতে জাগিয়া, এবং সন্ধ্যাকালেও; চাপ, খোলাবায়ুতে বা আহারে প্রায়ই উপশমিত হয়।

অন্ধতা, তৎপরে প্রবল মাথাধরা, শুইয়া পড়িতে হয়; আলোক এবং

শব্দে অপ্রবৃত্তি ; মাথাধরার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি (দর্শনশক্তি) প্রত্যাবর্ত্তন করে।

৪ বহির্মস্তক।—কপালে মাথাধরা :—প্রায়ই এক চক্ষুর উর্দ্ধভাগে ; মধ্যে মধ্যে দক্ষিণ রগে চিড়িকমারা।

একপার্শ্বে তীরবিদ্ধবৎ বা কামড়ানি বেদনা। মস্তকের অস্থিসমূহ টাটানি বোধ হয় ; অস্থিমধ্যে তীক্ষ্ণ সূচীবেধ।

৫ চক্ষু।—অস্পষ্ট দৃষ্টি :—মাথাধরার পূর্ব্বে ; মাথাঘোরার সহিত।

দিবালোকে কেবল আলোকাসহ্যতা।

সর্দ্দিজ প্রদাহ, আঠাবৎ স্রাব, বা স্বল্পস্রাব, প্রাতে জাগিবার সময়ে বৃদ্ধি।

চক্ষু মুদিলে অশ্রুস্রাব ও জ্বালা।

চক্ষুবর্ষণের ইচ্ছা সহ চক্ষুমধ্যে উত্তাপ ও আরক্তিমতা।

কর্ণিয়ার অলস ক্ষত।

আইরিসপ্রদাহের পরবর্ত্তী ফল :—কণ্টকবিদ্ধ, হুলবেধ, ভ্রমণশীল বেদনা ; প্রধানতঃ বামচক্ষুতে।

কঞ্জঙ্কটাইভা লালবর্ণ, তাহাতে বড় বড় রক্তবহানাড়ী দেখা যায় ; কিম্বা অর্জ্জুনরোগ (chemosis)।

চক্ষুর শ্বেতাংশ মলিন হরিদ্রাবর্ণ।

কর্ণিয়ার দীর্ঘস্থায়ী পুরু অসচ্ছতা।

কর্ণিয়ার উপরে কটাবর্ণ দাগ।

প্রাতে অক্ষিপুট সংযোজিত ; চক্ষুকোণে হরিদ্রাবর্ণ পদার্থ।

অক্ষিপুটের স্ফীততা ; উহা ঘর্ষণে অত্যন্ত ইচ্ছা।

জাগিলে উপরাক্ষিপুটদ্বয়ের ভাব ; তাহা খুলিতে চেষ্টা লাগে।

অক্ষিপুট লালবর্ণ, কণ্ডূয়নযুক্ত, টাটানি বিশিষ্ট ; মাংসবৃদ্ধিযুক্ত অক্ষিপুট।

৬ কর্ণ।—মাথাধরা সহ বামকর্ণ ও বাম প্যারটিড গ্রন্থির মধ্যে সূচীবেধ।

বাম কর্ণমধ্যে প্রবল সূচীবেধ, মুখ গহ্বরের উপরাংশ, মস্তক ও গ্রীবার পার্শ্ব পর্য্যন্ত প্রসারিত ; গ্রন্থিসমূহ স্ফীত, গ্রীবাস্পর্শে বেদনাবিশিষ্ট।

উভয় কর্ণ হইতে ঘন, হরিদ্রাবর্ণ, দুর্গন্ধ স্রাব।

রাত্রিতে কর্ণমধ্যে দপদপকর বেদনা ; হুলবেধ ; বাহ্যশ্রবণপথ (সমগ্র নলী) স্ফীত ও প্রদাহিত।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত।

নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ।

নাসামূলে furrowing এবং স্পন্দন ; বাহ্যিক উত্তাপ, দপদপানি ; নাসিকা স্ফীত ও উত্তপ্ত ; নাসিকা শুষ্ক ও ভারী, যেন তাহার উপর একটা ভার চাপান রহিয়াছে।

নাসিকা হইতে ঘন, কাল্‌চে লালবর্ণ রক্ত ; বিষম, ক্ষুদ্র, নাড়ী।

দড়ির ন্যায়, দুশ্চেদ্য স্রাব, দুর্গন্ধ। কঠিন সবুজ শ্লেষ্মাখণ্ড স্রাব।

সরস প্রতিশ্যায়, তাহাতে নাসা ও ঠোঁট ক্ষত হয় ; নাসারন্ধ্র চৈতন্যাধিক, ক্ষতযুক্ত ; নাসারন্ধ্রদ্বয়ের বিভাজক উপাস্থি ও অস্থিতে চক্রাকার ক্ষত ; ঐ বিভাজক স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রকর ক্ষত।

দক্ষিণ ল্যাক্রিম্যাল অস্থিতে একটা স্থান স্ফীত ও দপদপানিযুক্ত ; নাসারন্ধ্র হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব।

প্রতিশ্যায়, তৎসহ নাসামূলে চাপ ; ফ্রন্টাল সাইনাস সমূহে প্রদাহ বশতঃ কষ্ট ও পূর্ণতা বোধ ; সন্ধ্যাকালে ও খোলাবায়ুতে বৃদ্ধি ; প্রাতে দক্ষিণ নাসিকা বন্ধ এবং তাহা হইতে রক্তস্রাব।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—পাণ্ডুবর্ণ, হরিদ্রাভ ; স্থানে স্থানে চাকা চাকা লালবর্ণ ; রক্তিমাবর্ণ।

চেহারা :—উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠাপূর্ণ।

বাম উপর চোয়াল অস্থিতে কর্ণের দিকে চিড়িকমারা বেদনা।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—অধর স্ফীত, ফাটা (বিদারিত)।

অধরের আভ্যন্তরিক পার্শ্বে কঠিন কিনারা ও জ্বালাযুক্ত ক্ষত।

দক্ষিণ পার্শ্বে কর্ণমূল প্রদাহ (mumps)।

প্যারটিড গ্রন্থি স্ফীত ; কর্ণ হইতে গ্রন্থিমধ্যে বেদনা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—তাম্রবৎ ; মিষ্ট ; অম্ল ; প্রাতে তিক্ত।

জিহ্বার পশ্চাৎভাগে যেন একটী কেশ রহিয়াছে এইরূপ অনুভব ; আহার বা পান করিলে উপশমিত হয় না।

জিহ্বা পুরু হরিদ্রাবর্ণ ক্লেদাবৃত, কিনারাদ্বয় লালবর্ণ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেদনাবিশিষ্ট ক্ষত কর্ত্তৃক পূর্ণ।

▌জিহ্বা শুষ্ক, মসৃণ, রক্তবর্ণ, বিদারিত ; রক্তামাশায়।

জিহ্বার কিনারায় গভীর ক্ষত ; জিহ্বোপরি উপদংশ ক্ষত।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য ও ঠোঁটের শুষ্কতা, শীতল জলপানে উপশমিত।

লালা :—বর্দ্ধিত, তিক্ত, আঠাবৎ, ফেনিল ; লবণাক্ত।

১৩ গলমধ্য।—কোমল তালু ঈষৎ আরক্ত ; যুভুলা (উপজিহ্বা) শিথিলিতা এবং গলমধ্যে গোঁজ থাকার ন্যায় অনুভব, গলাধঃকরণে উপশমিত হয় না।

▌যুভুলার (উপজিহ্বা) স্ফীততা (ইডিমা)।

যুভুলামূলে গভীর গর্ত্তবিশিষ্ট ক্ষত, তাহার চতুর্দ্দিক লালাভ এবং তাহার মধ্যে হরিদ্রাবর্ণ, দুশ্ছেদ্য পুঁজ ; ফসেস ও তালু প্রাদাহিক আরক্তিমতাযুক্ত, উজ্জ্বল, বা কালচে লালবর্ণ, কিম্বা তাম্রবর্ণ বৎ।

বাম টন্সিল গ্রন্থিতে, কর্ণপর্য্যন্ত প্রসারিত, তীব্র, চিড়িকমারা বেদনা ; গলাধঃকরণে হ্রাস ; টন্সিলদ্বয়ে পূয়োৎপত্তি।

ফসেসে ক্ষত ; এবং ফেরিংক্সে, তাহা হইতে পনীরবৎ দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ স্রাব হয়।

টন্সিল ও গলমধ্যে ক্ষত, উহা ছেয়ে বর্ণ গলিত পদার্থে আবৃত, চতুস্পার্শ্ব কাল্‌চেবর্ণ।

ফেরিংক্সের পশ্চাৎ প্রাচীর কাল্‌চে লালবর্ণ, চকচকে, স্ফীত, তাহাতে ঈষৎ লালবর্ণ রক্তাবহা নাড়ী সমূহের শাখা প্রশাখাদি দৃষ্ট হয় ; মধ্যস্থলের বাম পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র ফাটা স্থান, তাহা হইতে রক্ত বাহির হয়।

মুখমধ্য ও ফসেসের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে সুস্থ স্থানে স্থানে আরক্তিমতা ; নাসিকা হইতে দড়িবৎ, দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মাস্রাব ; দুর্গন্ধ ; মুখমধ্যে ক্ষত। *ডিপথিরিয়া। প্রাতে গলমধ্যে শুষ্কতা ও জ্বালা।

ফেরিংক্সে জ্বালা, পাকাশয় পর্য্যন্ত প্রসারিত।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা বিলুপ্ত ; তৃষ্ণা বর্দ্ধিত ; অলসতা।

মাংসে অপ্রবৃত্তি।

১৫ পানাহার।—ভুক্ত পদার্থ ভারীদ্রব্যের ন্যায় হইয়া থাকে।

আহারের ঠিক পরেই পাকাশয়ে চাপ ও ভার বোধ।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বায়ু উদ্গার, তাহাতে পাকাশয়ের অসচ্ছন্দতা উপশমিত হয়।

বিবমিষা, শরীরের উপর উত্তাপ অনুভব, তৎসহ মাথাটলা, মস্তকে রক্তাগম; প্রাতে হাটিলে, খাদ্যের দৃষ্টিতে, ভোজনান্তে ও মলত্যাগের পরে বৃদ্ধি; আহার ও খোলাবায়ুতে উপশম।

মাথাটলা, তৎপরে অম্ল শাদা শ্লেষ্মাযুক্ত তরল পদার্থ বমন, তৎসহ পাকাশয়ে চাপ ও জ্বালা।

বমন:—অম্ল, অজীর্ণ, পিত্তের, তিক্ত; শ্লেষ্মা ও রক্তের; তৎসহ হস্তদ্বয়ে শীতল ঘর্ম্ম, মুখমণ্ডল উত্তপ্ত: হরিদ্রাবর্ণ, পুঁজযুক্ত শ্লেষ্মার।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ের স্ফীততা (সন্ধ্যাকালে), তৎসহ পূর্ণতা ও চাপবোধ; কসিয়া কাপড় পরা অসহ্য, জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ।

চমকাইয়া জাগিয়া উঠে; পাকাশয়গহ্বরে উত্তাপও রক্তনিষ্ঠীবন; রাত্রি ২টা।

পাকাশয়ে বেদনা ও অসচ্ছন্দতা, পর্য্যায়ক্রমে হস্তপদাদিতে বেদনা।

বাতের লক্ষণাপেক্ষা পাকাশয়িক লক্ষণসমূহ অধিকতর প্রবল।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়ামে অতীব্র বেদনা বা সূচীবেধ; মৃত্তিকাবৎ মল, ধাতব আস্বাদ।

প্লীহাপ্রদেশে সূচীবেধ, উহা কটিদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত।

১৯ উদর।—উদরাধ্মান; উদর স্ফীত অনুভব, তৎপরে উদ্গার।

পাকাশয় অন্ত্রের প্রদাহ, স্থানে স্থানে খালধরা।

উদর মধ্য দিয়া সূচীবেধ, মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত প্রসারিত।

আহারের পরেই ছুরিকাদ্বারা কর্ত্তনবৎ।

২০ মল, ইত্যাদি।—প্রাতে জলবৎ প্রচুর উদরাময়; মলত্যাগের অত্যন্ত প্রবল ইচ্ছা সহ জাগিয়া উঠে, তৎপরে প্রবল বেগ, তাহাতে তিনি (স্ত্রী) উঠিতে পারেন না; তৎপরে, উদরে জ্বালা, বিবমিষা এবং বমনের প্রবল বেগ।

রক্তামাশয় পীড়া, কপিশ, ফেনিল, জলময়, কিম্বা পুনঃ পুনঃ রক্তময় বাহ্যে, নাভির নিকট চর্ব্বণবোধ, বেগ ; জিহ্বা রক্তবর্ণ, ফাটা।

মৃত্তিকাবর্ণ মল ; পুরাতন উদরাময়।

প্রতিবৎসর রক্তামাশয় ; গ্রীষ্মকালের প্রথমাংশে।

বাতের পরে উদরাময় বা রক্তামাশয়।

স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধ ; মল স্বল্প, গ্রন্থিল, তৎপরে মলদ্বারে জ্বালা।

মলদ্বারে গোঁজ থাকার ন্যায় অনুভব। মলদ্বারে টাটানি।

২১ মূত্র।—পৃষ্ঠদেশে বেদনা, তৎসহ লালবর্ণ প্রস্রাব।

বৃক্কপ্রদেশে চিড়িকমারা, শয্যাশায়ী দুর্ব্বলতা ; মূত্রোৎপত্তি রুদ্ধ।

দিবাভাগে ক্রমাগত মূত্রত্যাগের ইচ্ছা।

স্বল্প, আরক্ত মূত্র, তৎসহ প্রচুর শাদাটে অধঃক্ষেপ ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা।

প্রস্রাবকালে প্রস্রাবপথে উত্তাপ ও জ্বালা।

প্রস্রাবের পরে প্রস্রাবপথের পশ্চাতে জ্বালা ও যেন এক ফোটা অবশিষ্ট রহিয়া গেল এইরূপ অনুভব ; প্রস্রাবপথে সূচীবেধ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছার অভাব।

উপস্থমূলে সঙ্কোচক বেদনা ; প্রাতে জাগিলে পরে।

কেশবিশিষ্ট স্থানে কণ্ডূয়ন, চর্ম্ম প্রদাহিত হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পস্টুল জন্মে।

উপদংশ ক্ষত গভীর গর্ত্ত হইয়া যায়।

মেঢ্রে কণ্টকবেধ ও কণ্ডূয়ন ; ক্ষত।

মলত্যাগকালে প্রষ্টাটিক রস নির্গমন।

পুরাতন প্রমেহ (গ্লীট), তৎসহ দড়ি বা জেলিবৎ প্রচুর স্রাব।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু :—অতি আগাইয়া, তৎসহ মাথাঘোরা, বিবমিষা ও জ্বরভাব ; মূত্রোৎপত্তি রুদ্ধ বা রক্তবর্ণ মূত্র।

জরায়ুস্খলন। প্রদর পীতবর্ণ, দড়ির ন্যায় ; কটিদেশে বেদনা ও দুর্ব্বলতা।

যোনি মধ্যে টাটানি ও ক্ষতবৎ।

জননযন্ত্রসমূহের স্ফীততা।

ভগের নিকটে কণ্ডূয়ন, জ্বালা ও উত্তেজনা ; প্রকৃত ভগকণ্ডূ (pruritus)।

২৫ লেরিংক্স ।—প্রাতে প্রচুর, ঘন নীলবর্ণ শ্লেষ্মা হক্ করিয়া তুলে।

ক্রুপ রোগের প্রথম প্রারম্ভাবস্থা ; রাত্রি ২। ৩ টার সময়ে বৃদ্ধি।

মেম্ব্রেনাস ক্রুপ ; ডিপথেরিটিক ক্রুপ ; স্বরযন্ত্র (লেরিংক্স), বায়ুনলী (ট্রেকিয়া) এবং এমন কি বায়ুনলীভুজ (ব্রংকাই) সমূহ আক্রমণ করে ; স্বরভঙ্গ ; গলাধঃকরণ বেদনাদায়ক, টন্সিল রক্তবর্ণ ও স্ফীত ; কৃত্রিম ঝিল্লি দ্বারা আবৃত, তাহা সহজে ছিন্ন করা যায় না, তৎসহ কঠিন, দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা ; নিদ্রাকালে শাঁই, শাঁই, ঘড় ঘড় শব্দ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া ।—জাগিলে পর শাঁই শাঁই শব্দ, হাঁপাইতে থাকে ; তৎপরে কাসী, তজ্জন্য উঠিয়া সম্মুখে বক্র হইয়া বসে।

বায়ুনলীভুজের দ্বিখণ্ডের স্থানে স্থানে কসিয়া ধরার ন্যায় বোধ।

শয়ন করিলে শ্বাসরোধের ন্যায় অনুভব।

২৭ কাসী ।—শাঁই শাঁই শব্দ, তৎসহ কাঠবমি ও কঠিন গয়ার, ঐ গয়ার দড়ির ন্যায় টানিয়া পা পর্য্যন্ত লম্বা করা যাইতে পারে।

কাসী উত্তেজিত হয় :—স্বরযন্ত্রে, নিম্নে বায়ুনলীভুজের দ্বিখণ্ড স্থানে শুড়ি শুড়ি দ্বারা ; কিম্বা স্বরযন্ত্রে শ্লেষ্মা সঞ্চয় দ্বারা।

কাসী তৎসহ ষ্টার্ণামের মধ্যভাগ হইতে পশ্চাতে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বেদনা, কিম্বা বক্ষে ভার বোধ ও টাটানি।

কাসী গাত্রের বস্ত্রাদি পরিত্যাগকালে বৃদ্ধি ; প্রাতে জাগরণান্তে ; আহারান্তে ; গভীর নিশ্বাস গ্রহণে ; শয্যায় দেহ উষ্ণ হইলে উপশম।

২৮ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী ।—হৃৎপিণ্ডের নিকটে শীতল অনুভব ; বক্ষের কসিয়া ধরা বোধ ; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

হৃৎপিণ্ড প্রদেশে কণ্টকবিদ্ধবৎ বেদনা।

হৃৎকম্পন, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, নাড়ী বর্দ্ধিতগতি, উত্তাপ, হঠাৎ চমকাইয়া জাগিয়া উঠে, রাত্রি ২ টা।

২৯ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ ।—মস্তক অবনত করিলে গ্রীবাদেশে অনম্যতা।

প্রথমে বাম, পরে দক্ষিণ বৃক্কপ্রদেশে উরুদ্বয় দিয়া নিম্নে প্রসারিত তীব্র চিড়িকমারা বেদনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

পৃষ্ঠদেশে এবং বামপার্শ্ব বহিয়া নিম্নে নিতম্ব মধ্যে কামড়ানি (aching)।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—উভয় স্কন্ধে বাতের বেদনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

কনুই ও মণিবন্ধসন্ধিতে বাতের বেদনা; বাম কনুইতে হুলবেধ।

অঙ্গুলি সন্ধিসমূহে বাতের বেদনা।

হস্তদ্বয়ের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

অস্থি-ক্ষয় (কেরিস) সহ অঙ্গুলিতে ক্ষত।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—ভ্রমণ বা সঞ্চালনে নিতম্বসন্ধি ও জানুতে বাতের বেদনা।

দক্ষিণ নিতম্বে বেদনা, জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

পায়ের ভার বোধ; ভ্রমণ বা উপরে উঠিতে পায়ের ডিমে কামড়ানি ও দুর্ব্বলতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—চিড়িক মারা, কণ্টকবিদ্ধবৎ বেদনা, প্রাতে বৃদ্ধি।

সমগ্র শরীর অনম্য (অচল), প্রাতে নড়িতে পারে না।

সাময়িক, সঞ্চরমাণ বেদনা; অস্থিসকলের বরাবর বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালনে অপ্রবৃত্তি, শুইয়া থাকিতে প্রবৃত্তি।

সঞ্চালন: ৩, ১৬, ১৮, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৪৪, ৪৬। ভ্রমণ: ২২, ৩১, ৩৩। অবনত: ২, ৩, ৩১। শয়ন: ৩, ২৬।

৩৬ স্নায়ু।—শয্যাশায়ীবৎ দুর্ব্বলতা; মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, মুখমণ্ডল ও শরীরে শীতল ঘর্ম্ম।

৩৭ নিদ্রা।—অসচ্ছন্দতাবিশিষ্ট নিদ্রা; দুর্ব্বল অনুভূত হয়, বিশেষতঃ হস্তপদাদিতে।

নিদ্রাকালে পুনঃ পুনঃ চমকান, অসংলগ্ন বকা।

জাগরিত হয়:—মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা সহ; শ্বাসকৃচ্ছ্রতা দ্বারা; হৃৎকম্পন; উত্তাপ; মাথাধরা।

জাগিলে বৃদ্ধি:—বিশেষতঃ মস্তক ও বক্ষের লক্ষণসকল।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২২, ২৫, ২৬। সন্ধ্যাকাল: ৪, ৭, ২৫। রাত্রি: ৫, ৬, ১৯, ২১, ৩২, ৪৬; রাত্রি ২টা: ১৭, ১৯, ২৫।

৩৯ **উত্তাপ ও বায়ু।**—উষ্ণ বায়ুতে রোগ ২০, ৪৬। খোলাবায়ু : ৩, ৮, ১৬। বেদনা শীতকালে বৃদ্ধি।

৪০ **শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।**—পৃষ্ঠদেশে শীত শীত বোধ, তৎসহ নিদ্রালুতা; গরম স্থান অনুসন্ধান করে।

মাথাটলা ও বিবমিষা সহ শীত বোধ, তৎপরে শীতলতা ও কম্পনানুভব সহ উত্তাপ; তৃষ্ণা নাই।

শীতের আক্রমণ চরণদ্বয় হইতে উর্দ্ধ দিকে।

শীত, তৎপরে এক ঘণ্টার মধ্যে উত্তাপ, তৎসহ মুখগহ্বর ও ঠোঁটের শুষ্কতা; তৎপরে প্রাতে অত্যন্ত তৃষ্ণা কিন্তু ঘর্ম্ম নাই।

মুখমণ্ডলে উত্তাপের আবেগ। বয়োসন্ধি সময়।

হস্তপদের উত্তাপ; বিবমিষা; মুখগহ্বরে শুষ্কতা, অনিদ্রা; তৎপরে হস্ত, পদ ও উরুদ্বয়ের ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্ম :—মলত্যাগের সময়ে পৃষ্ঠদেশে; নিস্তব্ধ বসিয়া থাকা কালে প্রচুর; কপালে ও হস্তদ্বয়ে শীতল ঘর্ম্ম।

৪১ **আক্রমণ।**—বেদনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রুত নড়িয়া বেড়ায়, কোন স্থানে অধিককাল থাকে না, এবং সবিরাম।

সাময়িক আক্রমণ : ২০।

বাতের লক্ষণাপেক্ষা পাকাশয়িক লক্ষণসমূহ সমধিক প্রবল।

৪২ **পার্শ্ব।** দক্ষিণ : ৪, ৬, ৭, ৯, ৩৩, ৪৬। বাম : ৪, ৫, ৬, ৮, ১৮, ২৯, ৩১ ৩২। বাম হইতে দক্ষিণে : ৩১। সম্মুখ হইতে পশ্চাতে : ৩, ১৯, ২৮। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে : ২৮। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ৩১, ৩৩। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে : ৪০।

৪৩ **অনুভব।**—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা, তাহা অঙ্গুলির অগ্রভাগে ঢাকা যায়।

বেদনাসকল প্রথমে একাংশ আক্রমণ করে, তৎপরে অন্যস্থানে পুনরুপস্থিত হয়।

শরীরের নানাস্থানে ভারী বোধ।

৪৪ **তন্তু।**—অস্থিসকল দুষ্টবৎ অনুভব হয়; অস্থিক্ষয় (carics)।

অতি সামান্য মাত্র সঞ্চালনে সন্ধিসমূহে খট্ খট্ শব্দ।

প্রায় সমস্ত সন্ধিতে বাতের বেদনা।

নাসিকা, মুখমধ্য, ফসেস, ফেরিংক্স, লেরিংক্স, ট্রেকিয়া, ব্রংকাই, এবং এমন কি জরায়ু ও যোনি মধ্যেও ডিপথিরিয়াবৎ কৃত্রিম ঝিল্লি জন্মে।

প্লাষ্টিক এক্সুডেশান; টানিলে দড়ির ন্যায়, দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা।

শীর্ণতা; রক্তাল্পতা।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—ঘর্ষণেচ্ছা: ৫। কসা কাপড় অসহ্য ১৭। স্পর্শ: ৪, ৬, ৭, ৮, ১৩, ২০, ৩১। চাপে উপশম ২৩।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মে জ্বালা, হুলবেধ। অত্যন্ত জ্বালা সহ লুপাস।

চর্ম্ম উত্তপ্ত, শুষ্ক ও রক্তবর্ণ।

সমগ্র শরীরের প্রবল কণ্ডূয়ন; তৎপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি জন্মে, প্রধানতঃ বাহু ও পদদ্বয়ে, উষ্ণ বায়ুতে বৃদ্ধি, শীতল বায়ুতে ভাল।

রাত্রিতে শয্যায় উষ্ণ হইলে চর্ম্মের উত্তাপ ও কণ্ডুয়ন, তৎপরে লালাভ, কঠিন গাঁইটবৎ; তাহার কেন্দ্র স্থানে গর্ত্ত, চতুষ্পার্শ্ব প্রদাহিত।

হামের ন্যায় শুষ্ক উদ্ভেদ।

বসন্তের ন্যায় সমগ্র শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পষ্টুল; তাহা না ফাটিয়াই বিলুপ্ত হয়; প্রধানতঃ মুখমণ্ডল ও বাহুদ্বয়ে।

দক্ষিণ পায়ের তলায় জল (সিরম) পূর্ণ ফোস্কা সকল।

নখের মূলে হাতের উপর দিয়া মণিবন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছোট ছোট পষ্টুল সকল; বাহু লালবর্ণ, বগলের গ্রন্থিসকল পাকে (পুঁজ জন্মে); হস্তের উপরে পষ্টুল সকল ফাটিয়া গেলে রস পড়ে; স্পর্শ না করিলে উহা পীতবর্ণ শক্ত পদার্থে পরিণত হয়।

দক্ষিণ উরুদেশে রক্তস্ফোটক।

ক্ষত সকল শুষ্ক, ডিম্বাকৃতি; কিনারা সকল ভিতর দিকে ঝুঁকিয়া থাকে, ক্ষতের চতুষ্পার্শ্ব উজ্জ্বল লালবর্ণ; ভূমিদেশ কঠিন, ক্ষত হইয়া যায়; ক্রমশঃ গভীরতর হয়।

৪৭ অবস্থা।—স্থূলকায়, লঘুকেশ ব্যক্তির; স্থূল ও খর্ব্বকায় বালকগণ।

৪৮ সম্বন্ধ।—আর্সেনিকের বাষ্প হইতে রোগ সকল; মার্কুরিয়াস, বিশেষতঃ মার্কুরিয়াস আওডেটাস হইতে।

রক্তামাশয় রোগে ক্যান্থারিসের পরে ক্যালি বাইক্রমিকামউপকারী।

ক্রুপ রোগে আওডিয়াম কর্তৃক জ্বর ও খনখনে কাসী উপশমিত হইলে যখন স্বরভঙ্গযুক্ত কাসী, দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা, সাধারণ দুর্ব্বলতা ও শীতলতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তখন ক্যালিবাইক্রমিকাম।

ক্যালি বাইক্রমিকামের পরে এণ্টিম-টার্ট সুফলপ্রদ।

প্রতিবিষ :—আর্সে, ল্যাকে (ক্রুপ, ডিপথিরিয়া, ইত্যাদি), পলসা।

ক্যালি ব্রোমেটাম।

১ মন।—▌গর্ভাবস্থায় রাত্রিতে ভীতিপ্রদ মূর্ত্তি; কিম্বা শিশুগণ যাহারা চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠে, জ্ঞান শূন্য, কাহাকেও চিনিতে পারে না; তৎপরে তির্য্যকদৃষ্টি।

▌ভ্রম সহ প্রলাপ; মনে হয় কেহ তাঁহাকে অনুধাবন করিতেছে; কেহ তাঁহাকে বিষ খাওয়াইবে; তাঁহার (স্ত্রী) সন্তান মরিয়াছে।

▌পানাত্যয় (ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স), মুখ রক্তবর্ণ, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিসকল।

▌চিত্তবিভ্রম সহ বিষাদ; প্রায়ই ছেলেমানুষি; অদম্য ক্রন্দনেচ্ছা।

মানসিক অলসতা, ধীরে অনুভব, ধীরে উত্তর দেয়।

▌নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতে অক্ষমতা।

▌স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত; মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ঠিক বাক্য স্মরণ হয় না বলিয়া কথা কহিতে পারে না।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা ও টলিয়া টলিয়া পড়া; তৎসহ মস্তকের গোলমাল বোধ ও উত্তাপ।

নিদ্রালুতা, নিদ্রাঘোর।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—▌মস্তিষ্ক উত্তেজিত, মুখমণ্ডল আরক্ত, অক্ষিতারকা বিস্তৃত, চক্ষু অন্তঃপ্রবিষ্ট; মস্তক ঘোরায়; সময়ে সময়ে চীৎ-

কার করিয়া জাগিয়া উঠে ; হস্তপদ শীতল ; শৈশব বিসূচিকা।

▌ তরুণ প্রবল রক্তাধিক্যতা ; প্রদাহ (এফুশানের পূর্ব্বে)।

৫ চক্ষু।—দৃষ্টি :—অস্পষ্ট, অক্ষিতারকা প্রসারিত ; তৎসহ অক্ষিপুট ভারী এবং অদম্য নিদ্রালুতা।

তির্য্যক দৃষ্টি। ১ দেখ। একদৃষ্টি। চক্ষু অন্তঃপ্রবিষ্ট, জ্যোতিহীন।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয় ; মাথাধরা।

শ্রবণশক্তি হ্রাস। রাত্রিতে কর্ণমধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ, উহা নাড়ীর স্পন্দনের সহিত সমকালিক।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তি হ্রাস। নাসারন্ধ্রে ঘন শ্লেষ্মা।

৮ মুখমণ্ডল।—পরিশ্রান্ত, উদ্বেগপূর্ণ ; অলস, স্তম্ভিত প্রায়।

চেহারা হরিদ্রাবর্ণ, ক্যাকেকটিক।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বা :—লালবর্ণ, শুষ্ক, বর্দ্ধিত।

জিহ্বা লালবর্ণ ও বেদনাবিশিষ্ট ; মাড়ী স্পঞ্জবৎ ; বহুমূত্র।

কষ্টে বাক্যকথন ; জিহ্বার ক্রিয়া বিকৃত, তোত্‌লা।

১২ মুখমধ্য।—শ্বাস দুর্গন্ধ ; জিহ্বা শাদা।

দুর্গন্ধ শ্বাস সহ, প্রচুর লালা।

আস্বাদ :—খারাপ, বিলুপ্ত।

১৩ গলমধ্য।—শুষ্কতা। যুভুলা ও ফসেস রক্তাধিক্যতাযুক্ত, তৎপরে স্ফীত।

তরলপদার্থ গলাধঃকরণে কষ্ট (শিশুদিগের), কেবল কঠিন পদার্থ গলাধঃ-করণ করিতে পারে।

মুখ,গলাওফেরিংক্সের অনুভব বিলোপ, পুরাতন সুরাবিষাক্ত(alcoholism)।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—মুখের শুষ্কতা সহ প্রবল তৃষ্ণা।

১৯ উদর।—উদরের আক্ষেপ, চক্ষু ও হস্তপদাদির আক্ষেপিক সঞ্চালন ; পুনঃ পুনঃ সবুজ, জলবৎ মল, গ্রীষ্মকালিক উদরাময়।

২০ মল, ইত্যাদি।— ▌ জলবৎ মলস্রাব ; শিশুদিগের বিসূচিকা, বিশেষতঃ তৎসহ মস্তিষ্কের লক্ষণসমূহ ও পতনাবস্থা। ১, ২, ৪৪ দেখ।

কোষ্ঠবদ্ধ ; মল শুষ্ক, কঠিন, বারম্বার নহে।

২১ মূত্র।—বহুমূত্র, মূত্র শর্করাপূর্ণ।

প্রচুর, তৎসহ প্রচুর পরিমাণে ফস্‌ফেট নির্গত হয়।

মূত্র স্বল্প ; পতনাবস্থায় এমন কি মূত্রোৎপত্তি রুদ্ধ হয়।

মূত্রবেগধারণে অক্ষমতা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা হ্রাস হইয়া এমন কি ধ্বজভঙ্গ।

শুক্রক্ষরণ, তৎসহ মানসিক বিমর্ষতা, নিস্তেজ চিন্তা, পৃষ্ঠবেদনা, টলিয়া টলিয়া পদবিক্ষেপ এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ইহাতে ডিম্বকোষের সিষ্ট (cyst) আরোগ্য হইয়াছে। সঙ্গমেচ্ছা (মৈথুনেচ্ছা) চরিতার্থ না হওয়ায় ডিম্বকোষের স্নায়ুশূল।

২৭ কাসী।—থাকিয়া থাকিয়া, শুষ্ক, ২।৩ ঘণ্টান্তর কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া; তৎপরে শ্লেষ্মা বা খাদ্য বমন ; রাত্রিতে ও শয়নাবস্থায় বৃদ্ধি।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—হস্ত ও অঙ্গুলিসমূহ সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল, ও ব্যস্ত।

ঐচ্ছিক ক্রিয়াকালে হস্তদ্বয়ের কম্পন, কিম্বা যেরূপ পানাত্যয়রোগে।

৩৬ স্নায়ু।—প্রত্যাবৃত্ত (রিফ্লেক্স) উত্তেজনা হ্রাস করে, তজ্জন্য অপস্মার ও তৎসমশ্রেণীস্থ রোগসমূহে ইহার অসদৃশ ব্যবহার হয়।

স্নায়বীয় (নার্ভাস্), ব্যস্ত ; প্রায়ই স্নায়বীয় স্ত্রীলোকদিগের।

স্নায়বীয় উত্তেজনা এবং মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লি সমূহের রক্তাধিক্যতা, তৎসহ উন্মত্ততা, ইত্যাদি।

মাংসপেশীর অসম্মিলিত ক্রিয়া (inco-ordination) ; স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, এমন কি সঞ্চালন সম্বন্ধে পক্ষাঘাত ও অসাড়তা।

পাদ বিক্ষেপ :—অস্থির, মদিরা মত্তের ন্যায় আন্দোলিত গতি ; যেরূপ লোকোমোটার এটাক্সি রোগী হাঁটে। তাকাইয়া দেখে পদদ্বয় যথার্থ চলিতেছে কি না।

অলসতা, কথা কহিতে, কোন প্রকার চিন্তা বা কাজ করিতে অপ্রবৃত্তি, তাচ্ছিল্যভাব, নিদ্রালু।

সাধারণ প্রলাপ, বিভীষিকা দর্শন ; সাধারণ পক্ষাঘাতের ন্যায়।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালুতা ; গভীর নিদ্রা, প্রায়ই চমকাইয়া নিদ্রাভঙ্গ হয়, যদিও হাঁটিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় ; এলোমেলো স্বপ্ন।

গভীর নিদ্রা হইতে জাগে কিন্তু কোথায় আছে তাহা অবগত নহে।

অনিদ্রা, বিশেষতঃ রক্তাল্পতা রোগীর, কিম্বা স্নায়বীয় ব্যক্তির।

৪৪ তন্তু।— মাংসপেশী উত্তেজিত, পরে অসম্মিলিত ক্রিয়া (inco-ordination) এবং তৎপরে পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়।

শীর্ণতা; দুর্ব্বল, রক্তশূন্য।

৪৬ চর্ম্ম।— মুখদূষিকা (একনি); নীলাভ লালবর্ণ, পষ্টুলযুক্ত, মুখমণ্ডল ও বক্ষে বেশী। নিম্নাঙ্গে গোলাপী রঙ্গের উদ্ভেদ।

আম্বাতের ন্যায় ঈষৎ উচ্চ, মসৃণ, লালবর্ণ চাকা চাকা দাগ, রাত্রিতে শয্যায় এবং উচ্চ উত্তাপে চুলকায়; শীতকালে বাহির হয়।

পদদ্বয়ের সরস পামা (কাউর)।

৪৮ সম্বন্ধ।—তুলনা কর:—এম্ব্রা, হাইও,জেলসে (স্নায়বীয় পরিশ্রান্তি বশতঃ অনিদ্রা); বেলেড (বেলেডনায় রক্তপ্রবল (স্থেনিক) লক্ষণসমূহ; ক্যালি ব্রমেটামে দুর্ব্বলতা, পৈশিক শীতলতা ও আরক্তিমতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে); ওপি, ক্যাম্ফ, ক্যাম্ফ-ব্রোম (শিশুদিগের বিসূচিকায় পতনাবস্থা)।

ক্রিয়োজোটাম।

৪১ মন।—মস্তকমধ্যে স্তম্ভিতভাব; দেখিতে বা শুনিতে পায় না।

চিন্তাশক্তির অভাব। স্মরণশক্তি হ্রাস। বিস্মৃতি।

বিষণ্ণ চিত্ত, কান্দিতে প্রবৃত্তি, কিম্বা মৃত্যু কামনা; সংগীতাদিতে তাঁহাকে কান্দিতে বাধ্য করে।

কোপনতা ও বিষণ্ণতা।

মানসিক আবেগ বশতঃ রোগসকল।

২ চৈতন্য।—প্রাতে খোলাবায়ুতে মাথাঘোরা, তৎসহ মদিরামত্তের ন্যায় টলিয়া পড়া, কিছু চাপিয়া ধরিতে হয়।

মস্তকমধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর ।—কপালে বাহিরের দিকে চাপযুক্ত বেদনা।

মস্তকের নানাস্থানে ভার ও চাপবোধ, তৎসহ অনুভব হয় যেন মস্তিষ্ক কপালের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে।

মস্তকের বামপার্শ্ব হইতে কপালে দপদপানি ও স্পন্দন।

অক্ষিপটে মাথাধরা। কপালে পুরাতন সাময়িক মাথাধরা, বিদ্ধকর বেদনা।

নিদ্রালুতা সহ মাথাধরা।

৪ বহির্মস্তক ।—কপালে উদ্ভেদ, যেরূপ মদ্যপায়ীদিগের।

কেশ উঠিয়া যায়। করোটীত্বকের স্পর্শে চৈতন্যাধিক্যতা এবং যখন চুল আঁচড়ান যায়।

৫ চক্ষু ।—অস্পষ্ট দৃষ্টি :—যেন জালের মধ্যদিয়া দেখিতেছে; যেন চক্ষু সম্মুখে কিছু উড়িতেছে, তাহাতে সদত চক্ষু মুছিতে হয়।

একদৃষ্টি, জীবনশূন্য ও স্তম্ভিত চেহারা।

চক্ষুমধ্যে কণ্ডূয়ন ও জ্বালানুভব, চক্ষুর কিনারায়, ঘর্ষণে বৃদ্ধি।

ক্ষত সহ চক্ষুমধ্যে উত্তাপ। জ্বালাকর উত্তাপ, তৎসহ অশ্রুস্রাব, উজ্জ্বলালোকে বৃদ্ধি।

উত্তপ্ত, বিদাহী, জ্বালাকর অশ্রুস্রাব।

চক্ষু অন্তঃপ্রবিষ্ট, তৎসহ চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডলাকার দাগ, অক্ষিপুট ও তাহার কিনারার পুরাতন স্ফীততা।

অক্ষিপুটের সংযোজনা।

৬ কর্ণ ।—শ্রবণ শক্তি হ্রাস।

মস্তক মধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ; ঋতুর পূর্ব্বে ও সময়ে গুন্ গুন্ শব্দ ও শ্রবণশক্তির হ্রাস। কর্ণ মধ্যে সূচীবেধ।

কর্ণোপরি সরস পীড়কা, তৎসহ গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিসমূহের স্ফীততা।

৭ নাসিকা ।—নাসিকা সম্মুখে দুর্গন্ধ, তৎসহ ক্ষুধার অভাব।

কপালে ভার ও দপদপানিসহ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

উভয় নাসারন্ধ্র হইতে পাতলা, উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত।

অধিক হাঁচিসহ সর্দ্দি, সরস বা শুষ্ক।

বৃদ্ধদিগের পুরাতন সর্দ্দি।

দক্ষিণ নাসাপুটে এপিথিলিয়াল কর্কটরোগ।

নাসিকায় শুষ্ক সর্দ্দিসহ পুনঃ পুনঃ হাঁছি।

৮ **মুখমণ্ডল।**—শিশুদিগের বৃদ্ধবৎ চেহারা।

চেহারা :—মৃত্তিকাবৎ ; রক্তশূন্য, সবুজবর্ণ, তৎসহ গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থি-সমূহের স্ফীততা।

উত্তাপের আবেগ (flushes), তৎসহ গণ্ডদ্বয়ের সীমাবদ্ধ আরক্তিমতা।

মুখমণ্ডল উত্তপ্ত ; গণ্ডদ্বয় লালবর্ণ, কর্ণদ্বয় শীতল।

মুখদূষিকা (একূনি)।

জ্বালাকর বেদনা ; কথা কহিলে বা পরিশ্রমে বৃদ্ধি।

আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে উপশম ; স্নায়বীয়, উত্তেজনশীল।

৯ **নিম্ন মুখমণ্ডল।**—ওষ্ঠের ছাল উঠিয়া যায় ও ফাটিয়া যায়।

সদত ঠোঁট ভিজাইতে চাহে কিন্তু তৃষ্ণা নাই।

অধরে মটরের মত বড় অর্ব্বুদ, তৎসহ বিদাহী, জলবৎ রসস্রাব, তাহাতে চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান বেদনাযুক্ত হয়।

১০ **দন্ত।**—আকৃষ্ট বেদনাযুক্ত দন্তশূল, রগ ও কর্ণদ্বয় পর্য্যন্ত প্রসারিত।

বিনষ্ট দন্তসমূহ হইতে দুর্গন্ধ।

দন্তশূল :—রগ ও মুখমণ্ডলের বামপার্শ্ব পর্য্যন্ত প্রসারিত।

অত্যন্ত বেদনাযুক্ত দন্তোদ্গম, দাঁত যেমন উঠে অমনি নষ্ট হইয়া যায় ; দন্তোপরি কাল দাগ হইয়া দাগ নষ্ট হইতে থাকে।

মাড়ী :—নীলাভ লালবর্ণ ; প্রদাহিত, উপর চোয়ালে বামপার্শ্বে।

যে দাঁত সম্পূর্ণ উঠে নাই এরূপ একটা দাঁতের উপর মাড়ী স্ফীত, তাহাতে আক্ষেপ উপস্থিত হয়।

সহজেই মাড়ী হইতে রক্তস্রাব, মাড়ী স্কর্ব্বুটিক, স্পঞ্জবৎ ও ক্ষতযুক্ত।

মাড়ী ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, রক্ত কাল, শীঘ্রই জমিয়া যায়।

১১ **জিহ্বা, ইত্যাদি।**—তিক্তাস্বাদ কিম্বা বিস্বাদ।

যাহা খায় তাহাই তিক্ত লাগে।

১২ **মুখমধ্য।**—মুখমধ্য হইতে পচা গন্ধ।

১৩ **গলমধ্য।**—দক্ষিণ পার্শ্বে গলাধঃকরণ কালে চাপ।

কর্কশতা ও শুষ্কতা সহ গলমধ্যে চাঁচিয়া তোলা।

গলমধ্যে ক্ষুদ্র গোলাকার নীলাভ লালবর্ণ দাগ।

গলমধ্যে কণ্ডুয়নানুভব।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অত্যন্ত তৃষ্ণা।

তীক্ষ্ণ ক্ষুধা, বিশেষতঃ মাংসের জন্য।

মাংসে বিতৃষ্ণা, মাংস খাইয়া বমন করে।

ক্ষুধামান্দ্য।

১৫ পানাহার।—জলপান করিলে পর তিক্তাস্বাদ বোধ হয়।

উষ্ণ খাদ্যে উপশম।

উপবাস করিতে সাহস করে না।

মদিরা সেবনে প্রবল ইচ্ছা, তৎসহ দুর্ব্বলকারী প্রদর।

অম্লখাদ্য হইতে পাকাশয় কামড়ায় (ache)।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার ও হিক্কা, বিশেষতঃ উঠিয়া বসিলে, বা লইয়া বেড়াইলে।

উদ্গার :—অম্ল ; শূন্য।

গর্ভাবস্থায় বিবমিষা ; সদত বমনেব প্রবৃত্তি ও যথার্থ বমন করা।

বমন :—আহারের ২।৩ ঘণ্টা পরেই অজীর্ণ খাদ্য ; দৃষ্টির অস্পষ্টতা সহ ; যাহা ভুক্ত হইয়াছে।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ের উপর দিয়া অনুপ্রস্থ ভাবে ফাট ফাট বোধ, কসিয়া কাপড় পরা অসহ্য।

পাকাশয়ে বা তাহার বামপার্শ্বে বেদনাবিশিষ্ট শক্ত স্থান।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতপ্রদেশে সূচীবেধ।

পূর্ণবোধ সহ যকৃতপ্রদেশে মৃষ্ট বেদনা ; কাপড় শিথিল করিতে হয়।

প্লীহা প্রদেশে চাপবোধ, চাপদিলে বেদনাবিশিষ্ট।

পূর্ণতানুভব, যেন অত্যন্ত অধিক আহার করিয়াছেন।

১৯ উদর।—উদরে ক্ষতবৎ বেদনা।

নাভিপ্রদেশে বেদনা।

উদর ঢাকের ন্যায় স্ফীত, কিন্তু শক্ত বা বেদনাযুক্ত নহে।

উদর স্ফীত নহে কিন্তু শক্ত।

অন্ত্রমধ্যে জ্বালা।

উদরে প্রসববেদনাবৎ বেদনা।

গভীর নিশ্বাসগ্রহণে উদরে টাটানি বেদনা।

উদরে কষ্টকর শীতলতানুভব; অজীর্ণ রোগ।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলত্যাগকালে সরলান্ত্রে খালধরাবৎ বেদনা।

মল:—জলবৎ, কিম্বা ভসকা, পচা মলত্যাগ, তাহাতে অজীর্ণ খাদ্য পদার্থ থাকে; শাদা, অত্যন্ত দুর্গন্ধ; পুনঃ পুনঃ সবুজাভ জলবৎ।

মলত্যাগের নিষ্ফল, যন্ত্রণাদায়ক বেগ।

কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন ও কেবল অধিক বেগ দিলে তবে বহির্গত হয়।

২১ মূত্রে।—প্রচুর, বর্ণবিহীন মূত্র সহ মূত্রত্যাগের পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা।

মূত্রস্রাব হ্রাস; যদিও অধিক জলপান করে; পুনঃ পুনঃ বেগ, বিশেষতঃ রাত্রিতে, উঠিতে হয়, যদিও কিন্তু অল্প পরিমাণে প্রস্রাব হয়।

মূত্র:—ঘোলা; লালাভ, তৎসহ তাহাতে লালবর্ণ অধঃক্ষেপ; শাদা অধঃক্ষেপ পড়ে; বর্ণ বিহীন; দুর্গন্ধ।

রাত্রিতে বিছানায় প্রস্রাব, প্রস্রাবের ইচ্ছা সহ জাগে কিন্তু প্রস্রাববেগ ধারণ করিতে পারে না; কিম্বা স্বপ্ন দেখে যে প্রস্রাব করিতেছে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—স্ত্রীসঙ্গমকালে জননযন্ত্রে জ্বালা ও ধ্বজভঙ্গ, তৎসহ পরদিন উপস্থের স্ফীততা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু:—অতি আগাইয়া, অতি প্রচুর, এবং অতি দীর্ঘস্থায়ী; তৎপরে তীব্র গন্ধবিশিষ্ট রক্তযুক্ত রস পড়ে, তৎসহ সেই সমস্তস্থলে কণ্ডূয়ন ও দংশন; আর্ত্তবস্রাবকালে ন্যূনাধিক বেদনা, কিন্তু বেদনার পরে অধিক বর্দ্ধিত হয়; স্রাব সবিরাম হয়, এক সময়ে প্রায় স্থগিত হয়, আবার পুনরারম্ভ হয়। (কর্ণ দেখ)।

ঋতুর পূর্ব্বে গর্ভের ন্যায় মোটা দেখায়।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব:—কাল ও দুর্গন্ধ, তৎসহ ভ্রমি; নাড়ী নাই; দুর্গন্ধযুক্ত বড় বড় রক্তজমাট বহির্গত হয়।

পেলভিসে ভার ও কোঁথপাড়া; এবং অনুভব হয় যেন কিছু যোনি মধ্য-দিয়া বাহির হইতেছে; সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

শ্বেতপ্রদর:—পচা, বিদাহী, ক্ষতকারী; কাপড়ে হরিদ্রাবর্ণ দাগ লাগে, মাড় লাগার ন্যায় শক্ত হইয়া থাকে; অবিদাহী বা বিদাহী (acrid), কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত চুলকায়; দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে কিম্বা ঋতুর কয়েক দিন পূর্ব্বে বৃদ্ধি; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

পেলভিসের গভীরমধ্যে অত্যন্ত প্রবল জ্বালানুভব।

জরায়ুর মুখ সবিস্তার উন্মুক্ত, প্রায় উল্টান, উহার ভিতরে ফুলকপির ন্যায়; জরায়ুগ্রীবায় ক্ষতবৎ বেদনা।

যোনির স্কিরাস (কর্কট রোগ বিশেষ), সামান্য স্পর্শে বেদনাদায়ক।

সঙ্গমকালে:—প্রবল বেদনা, বেদনার পূর্ব্বে উদ্বেগ ও কম্পন; ঐ সমস্ত স্থানে জ্বালা, জ্বালার পরে পরদিন কালবর্ণ রক্তস্রাব।

জরায়ুগ্রীবায় কঠিন পিণ্ডবৎ পদার্থ ও তাহাতে সঙ্গমকালে ক্ষতবৎ বেদনা।

ভগ মধ্যে ক্ষতকারী কণ্ডূয়ন, তৎসহ চুলকাইলে পর জ্বালা; যোনিওষ্ঠের জ্বালা ও স্ফীততা; যোনিওষ্ঠ ও উরুর মধ্যে প্রবল কণ্ডূয়ন।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় বিবমিষা; প্রচুর লালাস্রাব।

প্রাতঃকালে কিছু খাইবার পূর্ব্বে ঈষৎ মিষ্ট জল বমন, প্রাতঃকালিক ও ম্যাধ্যাহ্নিক আহার বমিত হয় না।

রাত্রিকালীন আহারের পরে বমন।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইয়া গর্ভস্রাবের আশঙ্কা। (৩য় মাসে রক্ত কৃষ্ণবর্ণ)।

অত্যন্ত দুর্গন্ধ, ক্ষতকারী লোকিয়া; পুনঃ পুনঃ প্রায় স্থগিত হয়, আবার তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করে।

লোকিয়া (প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব) কাল্চেবর্ণ, দলাদলা এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

স্তনদ্বয়ে সূচীবেধ। স্তনদ্বয় শুকাইয়া যায় এবং তন্মধ্যে ক্ষুদ্র, কঠিন বেদনাবিশিষ্ট পিণ্ডবৎ পদার্থ সকল।

স্তনদ্বয় কঠিন, নীলাভলাল এবং মামরীবৎ পদার্থযুক্ত বিবর্দ্ধন সকল-দ্বারা আবৃত, ঐ মামরী তুলিলেই তাহা হইতে রক্ত পড়ে।

২৫ লেরিংক্স।—কর্কশ, স্বরভঙ্গতাযুক্ত বাক্যকথন।

গলমধ্যে কর্কশতা এবং তৎসহ স্বরভঙ্গতা, প্রাতে হাঁছিলে থাকে না।

লেরিংক্সের দূষিত প্রকারের উপাস্থিবেষ্টক ঝিল্লি প্রদাহ, উহাদ্বারা লেরিং-
ক্সের এবং বিশেষতঃ অন্ননলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আক্রান্ত হয়।

২৬ **শ্বাসক্রিয়া।**—শ্বাসের হ্রস্বতা, তৎসহ বক্ষে ভারবোধ এবং গভীর নিশ্বাস লইবার পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি, বক্ষ ঘৃষ্টবৎ অনুভূত হয়, যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

উদ্বেগসহ কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া; বক্ষে যন্ত্রণাবোধ।

২৭ **কাসী।**—শিস দেওয়া শব্দযুক্ত, শুষ্ক; সন্ধ্যাকালে শয্যায়; প্রাতে শুষ্ক আক্ষেপিক তাহাতে ওয়াক উঠে; কাসীর সহিত মূত্র বহির্গত হয়; কাসীর সহিত সহজেই শাদা গয়ার উঠিয়া আইসে।

প্রত্যেক কাসীর আক্রমণের পরে প্রচুর, পুঁজযুক্ত গয়ার।

সাময়িক রক্তনিষ্ঠীবন, তৎসহ সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণ, পুঁজবৎ গয়ার। কালবর্ণ, জমাট রক্ত গয়ার উঠে।

পুনঃ পুনঃ রক্তনিষ্ঠীবন, বক্ষে বেদনা, বৈকালে জ্বর, এবং প্রাতে ঘর্ম্ম।

বৃদ্ধদিগের পরিশ্রান্তিকর কাসী, প্রচুর গয়ার, ঘন, হরিদ্রাবর্ণ কিম্বা শাদা।

২৮ **ফুসফুস।**—সূচীবেধ:—বামবক্ষে ঠিক হৃৎপিণ্ডের উপরে; বক্ষে এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত, সমস্ত প্রাতে দুইপ্রহর পর্য্যন্ত; প্রথমে বাম, পরে দক্ষিণ বক্ষে; দক্ষিণ বক্ষে, তাহাতে শ্বাসক্রিয়ার প্রতিবন্ধক জন্মে।

বক্ষে বেদনা, চাপে উপশম। বক্ষে ভারবোধ।

২৯ **হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।**—হৃৎপিণ্ডের নিকট উদ্বেগ।

সূচীবেধ:—হৃৎপিণ্ডের উপরে; হৃৎপিণ্ডমধ্যে।

বিশ্রামকালে সমস্ত ধমনীমধ্যে স্পন্দন।

নাড়ী:—ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল ও দ্রুত; কোমল, দ্রুত ও কম্পবান।

৩১ **গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।**—গ্রীবার গ্রন্থিসমূহ স্ফীত।

রাত্রিতে পৃষ্ঠদেশে বেদনা; শয়নকালে বৃদ্ধি।

অনুভব যেন কটিদেশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে; বিশ্রামে বৃদ্ধি; সঞ্চালনে হ্রাস।

কটিদেশ ও ত্রিকাস্থি প্রদেশে প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা, মূত্রত্যাগের বেগ এবং মলত্যাগের নিষ্ফল বেগ।

কটিদেশে ক্রমাগত জ্বালা।

৩২ **ঊর্দ্ধাঙ্গ।**—বাহুতে সূচীবেধ, স্কন্ধ সন্ধি হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত।

কনুইসন্ধিতে বেদনা যেন কণ্ডরাসকল অত্যন্ত ছোট।

বাম সম্মুখ বাহুতে লালবর্ণ উচ্চ দাগসকল।

অঙ্গুলিসকল শাদা ও অসাড়, বিশেষতঃ প্রাতে শয্যা হইতে উঠিলে পর।

বাম বৃদ্ধাঙ্গুলিতে বেদনা, যেন মচকাইয়া গিয়াছে।

৩৩ **নিম্নাঙ্গ।**—বাম নিতম্বসন্ধিতে বেদনা।

নিম্নাঙ্গে শুড়শুড়ি বোধ।

সমগ্র পায়ে যেন একখানি ক্ষত আছে এইরূপ বেদনা।

নিতম্বসন্ধিতে প্রেকবিদ্ধবৎ বেদনা, পর্য্যায়ক্রমে সমগ্র উরুদেশে অসাড়তা ও অনুভব শক্তির অভাব।

উভয় চরণের শাদা স্ফীততা।

দক্ষিণ জানু ও বাম গুল্‌ফে সূচীবেধ।

পায়ের তলায় ক্ষতবৎ বেদনা; তথায় জ্বালা-কণ্ডূয়ন।

চরণদ্বয়ের শীতল স্ফীততা।

৩৪ **সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।**—সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে যেন আঘাতপ্রাপ্তি অথবা সুদীর্ঘ ভ্রমণের ন্যায় বেদনা।

হস্তপদাদির চর্ম্ম শুষ্ক ও কর্কশ। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির অলসতা।

৩৫ **অবস্থিতি, ইত্যাদি।**—বিশ্রামকালে অনুভব হয় যেন নড়িতেছে।

বিশ্রামে বেদনা বৃদ্ধি হয় বোধ হয়। সঞ্চালনে প্রবৃত্তি।

৩৬ **স্নায়ু।**—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

সামান্য পরিশ্রমে শ্রান্তি; এবং সুদীর্ঘ পথ হাঁটিলে যেরূপ হয় সেইরূপ।

অনিদ্রাসহ শয্যাশায়ী দুর্ব্বলতা।

দন্তোদ্গমকালে আক্ষেপ।

সমগ্র শরীরের অস্থিরতা ও উত্তেজনা, সঞ্চালন অপেক্ষা বিশ্রামে বৃদ্ধি।

৩৭ **নিদ্রা।**—পুনঃ পুনঃ হাইতোলা সহ অত্যন্ত নিদ্রালুতা।

অনিদ্রা, মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে বৃদ্ধি।

শিশু সতত কোঁথায়, কিম্বা অর্দ্ধমুদিত নেত্রে নিদ্রা যায়; কিম্বা খিট্ খিটে, নিদ্রাহীন; দন্তোদ্গমকালে।

বিনা কারণে সমস্ত রাত্রি ছটফট্ করে।

নিদ্রা যাইতে না যাইতেই চমকাইয়া উঠে।

নিদ্রাকালে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করে।

ক্রন্দনের স্বপ্ন; উচ্চ হইতে পতনের; বিষাক্ত হওয়ার; উজ্জ্বল অগ্নির।

সাধারণতঃ নিদ্রার পরে উপশম।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—সাধারণতঃ উষ্ণতায় উপশম।

অনেক লক্ষণ খোলাবায়ুতে, শীতল বায়ুতে, শীতল জলে স্নান করিলে, ধৌত করিলে, বর্দ্ধিত হয়।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—বিনা তৃষ্ণায় ক্ষণিক শীত।

শীত, বিশ্রামকালে প্রবল।

কম্পসহ শীত, মুখমণ্ডলে উত্তাপের আবেগ, মুখমণ্ডল লালবর্ণ, এবং চরণদ্বয় বরফবৎ শীতল।

শীত, তৎসহ অত্যন্ত শারীরিক অস্থিরতা।

শীত, পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ, মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের শীতলতা।

উত্তাপ প্রধানতঃ মুখমণ্ডলে।

৪১ অনুভব।—অনুভব শক্তির অভাব।

৪২ তন্তু।—রক্তস্রাব, ক্ষুদ্র ক্ষত হইতে অধিক রক্ত স্রাব হয়।

রক্তস্রাব ও অতি দুর্গন্ধ মল। *টাইফাস।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ছাল উঠিয়া যাওয়া (হাজিয়া যাওয়া)।

সন্ধিসমূহে বাতের বেদনা, এবং সূচীবেধ, প্রধানতঃ নিতম্ব ও জানুর।

অসাড়তা, অনুভবশক্তি বিলুপ্ত।

দ্রুত শীর্ণতা।

৪৩ চর্ম্ম।—কণ্ডূয়ন:—সন্ধ্যাগমে এত প্রবল যে তাহাতে পাগল করিয়া তুলে।

আঘাতের ন্যায় উদ্ভেদ।

শরীরের সর্ব্বাঙ্গে বসন্তের ন্যায় বড় বড় গুটিকা।

উদ্ভেদ, শুষ্ক ও সরস, প্রায় সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ হাত পায়ের পৃষ্ঠদেশে, হাতের তলায়, কর্ণমধ্যে, জানুপশ্চাতে, তৎসহ অত্যন্ত কণ্ডূয়ন।

পুরাতন ক্ষত, বেদনাবিশিষ্ট, পচা।

৩৭ অবস্থা।—তাঁহার (স্ত্রী) বয়সের তুলনায় তিনি অতি লম্বা।

ক্ষীণকায়, কৃশাঙ্গ।

বৃদ্ধবৎ চেহারা শিশুগণ, কষ্টে জাগাইতে হয়।

বৃদ্ধা স্ত্রীলোক।

৩৮ সম্বন্ধ।—ক্রিয়োজোটের পরে সলফার এবং আর্সেনিক সুফলপ্রদ।

ক্রিয়োজোটের প্রতিবিষ :—নক্সভমি, একো।

কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিসের পরে ইহা সুফল প্রদান করে না।

ক্লিমেটিস ইরেকটা।

পরীক্ষক :—ষ্টার্ক।

১ মন।—সহজে চিন্তা করিতে পারে না।

একাকী থাকিতে ভয়, কিন্তু সুখপ্রদ সঙ্গীর সহবাসে অপ্রবৃত্তি।

খিট্‌খিটে, কথা কহে না।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—বাম রগে প্রেকবিদ্ধবৎ বেদনা।

মস্তিষ্কের সম্মুখ ভাগে চাপ ও আততিযুক্ত (tensive) বেদনা, বসিয়া থাকা অপেক্ষা ভ্রমণে বৃদ্ধি; তৎসহ মস্তকের ভার।

৪ বহির্মস্তক।—অক্সিপটে উদ্ভেদ, গ্রীবা পর্য্যন্ত প্রসারিত; সরস, টাটানি, তৎসহ কীটসঞ্চারণবৎ অনুভব ও হুলবেধযুক্ত কণ্ডূয়ন।

৫ চক্ষু।—চক্ষুর জ্বালা চক্ষু মুদিলে বেশী।

চক্ষু ক্ষতবৎ জ্বালা করে, কৈশিকাসকল বৰ্দ্ধিত; অশ্রুস্রাব।

আইরিস প্রদাহ। আভ্যন্তরিক অপাঙ্গের জ্বালা ও প্রদাহ।

উজ্জ্বল সূর্য্যালোকজনিত রোগ সকল।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে ঘণ্টা শব্দবৎ। কর্ণপত্রে জ্বালাকর বেদনা ও উত্তাপ।

৭ নাসিকা।—হাঁচি সহ প্রবল প্রতিশ্যায়।

স্রাবের সহিত রক্তের দাগ। নাসিকায় শুষ্কতা ও উত্তাপ।

৮ মুখমণ্ডল।—রক্তশূন্য ও রুগ্ন চেহারা।

মুখমণ্ডলের দক্ষিণপার্শ্বের কামড়ানি; ধূমপানে উপশম, বেদনাযুক্ত পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁটে কর্কট পীড়া; ক্ষতের সীমায় বেদনা।

ঠোঁটে সরস পীড়কা। চিবুকে পুঁজযুক্ত ফুস্কুড়ি।

১০ দন্ত।—দন্তশূল:—সূচীবিদ্ধ ও আকৃষ্ট বেদনা রাত্রিতে বৃদ্ধি, শীতল জলে ক্ষণকালের জন্য উপশম, মুখে বায়ু টানিলে এবং খোলাবায়ুতে উপশম; শয্যার উষ্ণতায় বৃদ্ধি।

বিনষ্ট দন্ত অতি লম্বা অনুভূত হয়, সংস্পর্শ অত্যন্ত বেদনাদায়ক; সহজেই প্রচুর লালাস্রাব।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—প্রাতে জাগিলে পর জিহ্বা শুষ্ক।

১২ মুখমধ্য।—শ্বাসবায়ু অপরের পক্ষে দুর্গন্ধযুক্ত।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে সর্ব্বাঙ্গে দুর্ব্বলতা এবং ধমনীমধ্যে স্পন্দন।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—তামাকের ধূমপানে বিবমিষা,ও পদদ্বয়ে দুর্ব্বলতা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—স্পর্শে বা বক্র হইলে যকৃৎপ্রদেশে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

১৯ উদর।—উভয় বঙ্ক্ষণ স্থানের বর্দ্ধিত চৈতন্যাধিক্যতা:

উদর হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত ছিন্নকর বেদনা, শ্বাসক্রিয়ায় এবং মূত্রত্যাগকালে বৃদ্ধি।

* বঙ্ক্ষণগ্রন্থির স্ফীততা ও কাঠিন্য।

২০ মল, ইত্যাদি।—পুনঃ পুনঃ মল ক্রমশঃ পাতলা হইতে থাকে।

কোষ্ঠবদ্ধ।

২১ মূত্র।—মূত্রাশয়ের স্নায়ুশূল; প্রস্রাবপথ ও শুক্রবাহক নলী অধিক আক্রান্ত।

প্রস্রাব পুনঃ পুনঃ কিন্তু স্বল্প।

মূত্রধারা প্রতিহত, তৎসহ প্রস্রাব সময়ে জ্বালা, কিন্তু আরম্ভের সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

প্রস্রাবপথে তীব্র সূচীবেধ। মূত্রের অধঃক্ষেপ পুঁজের ন্যায়।

প্রস্রাবের পরে অসাড়ে ফোটা ফোটা মূত্রত্যাগ।

প্রস্রাবপথের দীর্ঘকালস্থায়ী সঙ্কোচন ও আকুঞ্চন, মূত্র ফোটা ফোটা পড়ে, যেমন আক্ষেপিক নিরুদ্ধপ্রকাশ (ষ্ট্রিকচার) রোগে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা দুর্ব্বল।

স্ত্রীসঙ্গমকালে শুক্রক্ষরণ সময়ে উপস্থে জ্বালা।

দক্ষিণ শুক্রবাহক নলী চৈতন্যাধিক, অণ্ডকোষ উপরের দিকে আকৃষ্ট।

অণ্ডকোষে বেদনা। অণ্ডকোষ বেদনাযুক্ত, প্রদাহিত ও স্ফীত।

অণ্ডকোষের কাঠিন্য। মুষ্কের (স্ক্রোটামের) দক্ষিণার্দ্ধের স্ফীততা; অণ্ডকোষ শিথিল ও ঝুলায়মান।

দিবসে অনিচ্ছায় (অসাড়ে) লিঙ্গোত্থান।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অতি আগাইয়া।

কোমলত্বপ্রাপ্ত স্থিরাসবোগ, তৎসহ ক্ষতকারী প্রদর ও ছিন্নকর বেদনা।

২৪ গর্ভাবস্থা।—বাম স্তনের স্থিরাস, তৎসহ স্কন্ধ কিম্বা গ্রন্থি, কিম্বা বাহু-মধ্যে সূচীবেধ, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত; শীতল বায়ুতে, রাত্রিতে, চন্দ্রের বৃদ্ধির সময়ে বৃদ্ধি।

২৫ লেরিংক্স।—গলমধ্যে শুষ্কতা ও জ্বালা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—পাহাড়ে উঠিতে বাধাপ্রাপ্ত, কিম্বা অসমান পথে হাঁটিলে।

২৭ কাসী।—কাসী সাধারণতঃ শুষ্ক।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—বক্ষের কষ্ট বোধ। বক্ষে কামড়ানি (aching)।

বক্ষের বামপার্শ্ব অধিক আক্রান্ত। বক্ষে সূচীবেধ বেদনা।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে ভিতর হইতে বাহিরের দিকে তীক্ষ্ণ সূচীবেধ।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বগলের গ্রন্থিসমূহের স্ফীততা।

বাহু ও হস্তদ্বয়ের মাংসপেশীতে চাপ বা আকৃষ্ট বেদনা।

হস্তদ্বয়ে বাতের বেদনা।

অঙ্গুলি সন্ধিসমূহে বাতজনিত অস্থিগুল্ম।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—উরুদ্বয়ে ছাল উঠে এরূপ দদ্রু।

টিবিয়া অস্থিদ্বয়ে বিদ্ধ, বা চাপযুক্ত বেদনা।

নিম্নাঙ্গে বাতের বেদনা।

৩। সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—দুর্ব্বলতা, ভার ও পরিশ্রান্তি অনুভব।
৬। নিদ্রা।—নিদ্রায় অত্যন্ত প্রবৃত্তি ও নিদ্রালুতা।
সন্ধ্যা ও রাত্রিতে অনিদ্রা।
১০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্পসহ শীত, তৎপরে ঘর্ম্ম; শীত ও ঘর্ম্মের মধ্যে উত্তাপ হয় না।
অনাবৃত হইলে কম্প। শুষ্ক উত্তাপ। এক পার্শ্বের উত্তাপ।
রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম, প্রাতের সময়ে অধিক, তৎসহ গাত্র খুলিতে অনিচ্ছা।
১২ তন্তু।—চর্ম্ম ও মাংসপেশী শিথিল।
গ্রন্থিসমূহের উত্তপ্ত, বেদনাযুক্ত স্ফীততা।
১৩ চর্ম্ম।—উদ্ভেদ চন্দ্রকলা বৃদ্ধির সময়ে প্রদাহিত এবং হ্রাসের সময়ে শুষ্ক দেখায়; সরস পামা, ভয়ানক চুলকায়; শীতল জলে ধৌত করিলে, শয্যার উষ্ণতায়, সরস পুস্টিসে বৃদ্ধি।
গ্রীবা ও মস্তকপশ্চাতে (অক্সিপটে) উদ্ভেদ।
৮ সম্বন্ধ।—পিট্রোলিয়ামের ন্যায় গ্রীবা ও অক্সিপটে impitigo।
ক্লিমেটিস সাইলিসিয়ার পরে সুফলপ্রদ।
ক্লিমেটিসের প্রতিবিষ:—ব্রাইওনিয়া (দন্তশূলের জন্য)।

কুপ্রাম মেটালিকাম।

(তাম্র ধাতু)।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—সদত ক্রন্দন করে।
উন্মত্ততা:—কামড়ায় ও মারে; দ্রব্য সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন করে।
প্রলাপ:—যে তাহার নিকট আইসে তাহাকেই দেখিয়া ভয়, তাহা হইতে পিছাইয়া যায়; পলায়নের চেষ্টা করে।
অদম্য বিষণ্ণতা, সদত অস্থিরতা, যেন কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে।
মানসিক প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল।

‖ ইন্দ্রিয় সকল অল্প তীক্ষ্ণ। *ওপাউঠা।

‖ ইন্দ্রিয় সকল তীক্ষ্ণ ; অতিচৈতন্যাধিক। *হুপিঙ্কক কাশী।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—তৎসহ পরিশ্রান্তি ; সঞ্চালনে বৃদ্ধি, শয়নে উপশম।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকমধ্যে বেদনা, যেন শূন্য (গহ্বর) বোধ।

প্রবল ক্রমাগত মাথাধরা, নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তর বর্দ্ধিত হয়।

রগে সূচীবেধ ও চক্ষুদ্বয়ের আরক্তিমতা।

মস্তকে রক্তাধিক্যতা, তৎসহ হস্তপদাদির আক্ষেপিক সঞ্চালন।

মস্তিষ্কের পীড়া, শিশুদিগের সর্দ্দির জ্বরে, কষ্টে দন্তোদ্গম কিম্বা উদ্ভেদ জ্বরের সহিত।

মৃগীর আক্রমণের পরে মাথাধরা।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তকের এপাশ ওপাশ সঞ্চালন।

‖ শিশুগণ মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না। *মস্তিষ্ক পীড়াসমূহ।

৫ চক্ষু।—দৃষ্টি অস্পষ্ট। চক্ষু :—জ্যোতিহীন, ঘোলা, অন্তঃপ্রবিষ্ট ও চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ দাগ।

চক্ষুমধ্যে সন্ধ্যাগমে অত্যন্ত কণ্ডূয়ন। চক্ষু লালবর্ণ, প্রদাহিত।

অক্ষিগোলকের দ্রুত ঘূর্ণন, এবং অক্ষিপুট মুদিত।

৭ নাসিকা।—নাসিকায় অত্যন্ত রক্তাধিক্যতার অনুভব।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব :—কেবল দক্ষিণপার্শ্বে।

প্রচুর সরস প্রতিশ্যায়। নাসিকা অবরুদ্ধ।

৮ মুখমণ্ডল।—চেহারা :—বিষণ্ণ, হর্ষশূন্য ; যন্ত্রণার ; শয্যাশায়ী দুর্ব্বলতার।

মুখমণ্ডল :—অত্যন্ত লালবর্ণ, অক্ষিপুট মুদিত এবং অক্ষিগোলক সদত ঘূর্ণিত ; নীলবর্ণ ; রক্তশূন্য ; অন্তঃপ্রবিষ্ট ; বরফবৎ শীতল।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মুখ সজোরে বন্ধ। ঠোঁট নীলবর্ণ। মুখ হইতে ফেনা।

১০ দন্ত।—দন্ত হইতে রগ পর্য্যন্ত বিদীর্ণকর বেদনা। মাড়ী ক্ষতযুক্ত।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—মিষ্ট বা ঈষৎ মিষ্ট ধাতব ; তাম্রবৎ।

জিহ্বা :—লালবর্ণ ; শুষ্ক ও কর্কশ, কণ্টকসকল বর্দ্ধিত ; শাদা বা হরিদ্রাভ ক্লেদাবৃত। পুরাতন জিহ্বাপ্রদাহ।

১২ মুখমধ্য।—কাসী সহ ফেনিল লালা।

মুখমধ্য শুষ্ক। *মস্তিষ্ক রোগসমূহে।

লালানিঃসারক গ্রন্থির কাঠিন্য, তাহাতে নালী ঘা থাকুক বা না থাকুক।

১৩ গলমধ্য।—তালু লালবর্ণ, ফেসেস প্রদাহিত।

টন্সিলগ্রন্থি প্রদাহিত।

গড় গড় শব্দে তরল পদার্থ অন্ননলী বহিয়া নামে।

১৫ পানাহার।—এক ঢোক ঠাণ্ডা জল পানে কাসী বা বমন উপশম হয়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা :—বমনের পূর্ব্বে; হাপানি রোগের প্রারম্ভে।

সতত উদ্গার। ঋতুর (স্ত্রী) সময়ে বিবমিষা, বমন ও খালধরা।

ঋতু না হইয়া পুনঃ পুনঃ বিবমিষা ও ভয়ানক বমন।

মস্তিষ্ক রোগ সহ বিবমিষা, বমন।

বমন :—ঘোলের ন্যায় তরলপদার্থ; সফেন শ্লেষ্মা; পিত্তযুক্ত; রক্তযুক্ত।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়গহ্বরে চাপ।

বিবমিষা সহ পাকাশয়ে চাপ।

উদ্গার, পাকাশয়ে গড় গড় ডাকা।

অনুভব হয় যেন একটা গোলাকার পদার্থ পঞ্জরাস্থিসমূহের নিম্নে ইতস্ততঃ নড়িতেছে, তাহা হইতে নানাপ্রকার শব্দ হয়, তরলপদার্থ খাইলে বৃদ্ধি; কসিয়া কাপড় পরিলে কিম্বা উদরের চতুর্দ্দিকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিলে উপশম।

এপিগ্যাষ্ট্রিক প্রদেশে জ্বালা, ঐ স্থান স্পর্শে বেদনা।

অনুভব হয় যেন পাকাশয় মধ্যে কিছু তিক্ত পদার্থ রহিয়াছে।

১৯ উদর।—উদরে খালধরা।

উদরে অতি প্রবল শূলবেদনা, কর্ত্তন, আকৃষ্ট বেদনা; উদর অন্তঃপ্রবিষ্ট; পেটবেদনা চাপে বর্দ্ধিত হয় না।

উদর এবং উর্দ্ধ ও নিম্নাঙ্গে আক্ষেপ, তৎসহ যন্ত্রণাসূচক চীৎকার।

ঔদরিক মাংসপেশীর আক্ষেপিক সঞ্চালন।

২০ মল, ইত্যাদি।—কোষ্ঠবদ্ধ, পর্য্যায়ক্রমে উদরাময়।

উদরাময় :—প্রচুর; অধিক বায়ুনিঃসরণ হয়।

মস্তিষ্ক রোগ সহ শিশুদিগের গ্রীষ্মকালিক উদরাময়।

কৃমি (সূত্র বা গোলাকার)।

২১ মূত্র।—মূত্রের স্বল্পতা বা উৎপত্তি সম্পূর্ণ রুদ্ধ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুর পূর্ব্বে আক্ষেপিক শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

ঋতুর পূর্ব্বে বা সময়ে, কিম্বা ঋতুরুদ্ধ হইলে উদরে প্রবল, অসহ্য খাল-ধরা, বক্ষ পর্য্যন্ত প্রসারিত; তাহাতে বিবমিষা, বমন এবং কখন কখন হস্তপদাদির আক্ষেপ ও তীব্র চীৎকার জন্মে।

২৪ গর্ভাবস্থা।—প্রবল বমন সহ প্রসবকালে আক্ষেপ; কিম্বা প্রত্যেক বেদনার সহিত দেহ পশ্চাতে বক্র হয়, হস্তপদাদি ছড়াইয়া ফেলে এবং মুখ উন্মুক্ত করে।

গর্ভাবস্থায় শরীরের স্থানে স্থানে আক্ষেপ।

অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ভেদালির ব্যথা (প্রসবান্তিক বেদনা), বিশেষতঃ যে সকল স্ত্রীলোকের বহুসন্তান হইয়াছে।

খালধরাযুক্ত ভেদালির ব্যথা, তাহাতে হস্তপদাদিতে আক্ষেপ উপস্থিত হয়।

প্রসবের পরে গাত্রে উদ্ভেদ ও আক্ষেপ।

স্তনের স্ফীততা ও কাঠিন্য।

২৫ লেরিংক্স।—শুষ্ক শীতল বায়ু নিশ্বাস লইবামাত্র স্বরভঙ্গতা।

কথা কহায় কষ্ট, স্বর শক্তিহীন।

কাসীর সহিত লেরিংক্সের সঙ্কোচন।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়া :—শিশ দেওযাবৎ শব্দযুক্ত; দ্রুত ঘড় ঘড় শব্দ-যুক্ত; হ্রস্ব; হাপায়; গলমধ্যে যেন বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে বোধ হয়।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা :—হ্রস্ব, অগভীর, দ্রুত শ্বাসক্রিয়া,—কাসী, হাস্য, দ্রুত ভ্রমণ প্রভৃতিতে বৃদ্ধি।

প্রবল হাঁপানির আক্রমণ হঠাৎ আইসে, ১ হইতে ৩ ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়, এবং হঠাৎ স্থগিত হয়।

২৭ কাসী।—কাসী :—শুষ্ক; শুষ্ক, শ্বাসরোধক, রাত্রিতে বৃদ্ধি; সন্ধ্যায় শুষ্ক, প্রাতে সামান্য গয়ার, তৎসহ পচাগন্ধ ও পচাস্বাদযুক্ত কাল রক্ত; অপ্রতিহত, একটা কথাও কহিতে পারে না, নাসিকা

হইতে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মাস্রাব; শীতল বায়ুনিশ্বাস লইলে, গভীর নিশ্বাস গ্রহণে, হাস্যে, বৃদ্ধি; শীতল জলপানে, উপশম; হুপশব্দক, শিশুগণ শক্ত হইয়া উঠে, শ্বাসক্রিয়া স্থগিত হয়, কিছুক্ষণ পরেই চৈতন্য প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহারা বমন করিয়া আরোগ্য হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে।

৩০ হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডের নিম্নে সূচীবেধ।

হৃৎকম্পন। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে প্রেকবিদ্ধবৎ বেদনা।

মেদাপকর্ষতা, ধীরনাড়ী, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ; এঞ্জাইনা পেক্টরিস।

নাড়ী:—অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল; সূত্রবৎ; ক্ষুদ্র, ও কঠিন।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার গ্রন্থিসমূহ কঠিনত্বপ্রাপ্ত।

গ্রীবা পর্য্যন্ত পৃষ্ঠদেশের সমস্ত মাংসপেশীর পক্ষাঘাত; এবং হস্তপদাদির; নিম্নাঙ্গ স্ফীত (ইডিমা), কিন্তু তাহাতে অনুভবশক্তি থাকে।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধসন্ধি একবারে অচল। বাহুদ্বয়ের অসাড়তা ও খঞ্জতা।

হস্ত ও অঙ্গুলি সমূহে উৎক্ষেপ। হস্ত ও অঙ্গুলিসমূহ অচল ও প্রদাহিত।

সূচীবিদ্ধ, বিদীর্ণকর কিন্তু আকৃষ্টবৎ বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত।

নিম্নাঙ্গের উৎক্ষেপ; নিম্নাঙ্গ পশ্চাৎদিকে আকৃষ্ট হয়।

মাংপেশীর সঙ্কোচন সহ নিম্নাঙ্গের খঞ্জতা।

পদদ্বয়ের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, জানু যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে।

পায়ের ডিমে আক্ষেপ ও খল্লী (খালধরা)।

পদতলে জালা। চরণদ্বয়ের বরফবৎ শীতলতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে খল্লী।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পরিশ্রান্তি।

সন্ধিসমূহের আকুঞ্চন।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি নীলিমাপ্রাপ্ত (cyanotic)।

৩৫ স্নায়ু।—দীর্ঘস্থায়ী পরিশ্রান্তি। মাংসপেশীর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

অত্যন্ত শয্যাশায়ী দুর্ব্বলতা, তৎসহ স্নায়বীয় উত্তেজনশীলতা, শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িতে হয় এরূপ অস্থিরতা।

ইন্দ্রিয়গণের অতিশয় প্রখরতা ও চৈতন্যাধিক্যতা সহ স্নায়বীয় কম্পন।
নিদ্রাকালে উৎক্ষেপ, স্পন্দন কিম্বা চমকাইয়া উঠা।
সমগ্রদেহের অনম্যতা ; শরীরের সম্মুখ দিকে বক্রতা।
মাংসপেশী ও কণ্ডরার (টেণ্ডনের) সঙ্কোচন।
ত্বরিতাক্ষেপ :—মস্তিষ্করোগ সংসৃষ্ট; হস্তপদের অঙ্গুলিতে প্রথম আরম্ভ।
অপস্মারের ন্যায় আক্ষেপ :—কম্পন, চীৎকার ব্যতীত অচেতন হইয়া পতন ; মুখ হইতে ফেনা নিঃসরণ, দেহের পশ্চাতে ধনুকবৎ বক্রতা; পরে শিরঃপীড়া ; রাত্রিতে নিদ্রাকালে ; প্রত্যেক অমাবশ্যায়।
দন্তোদ্গমকালে শিশুদিগের আক্ষেপ।
শিশু উপুড় হইয়া শুইয়া আক্ষেপ সহ পাছা ঊর্দ্ধে তুলিতে থাকে।

১০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—জ্বরভাব, যেন শীতল বায়ু চর্ম্ম হইতে বহির্গত।
সর্ব্বাঙ্গে শীত, হস্তপদাদিতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল।
সমগ্র দেহের বরফবৎ শীতলতা।
চর্ম্ম :—সরস ও ঠাণ্ডা, বিশেষতঃ হস্তপদাদি ; শুষ্ক, জ্বালাযুক্ত উত্তপ্ত ; উষ্ণ, শুষ্ক ও কুঞ্চিত।
পদতলে জ্বালা। রাত্রিতে শীতল ঘর্ম্ম।
পদতলে ঘর্ম্ম এবং পদতলের ঘর্ম্ম হঠাৎ অবরুদ্ধ।

১১ তন্তু।—অস্থিমধ্যে বেদনা, যেন তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে।
স্ফীততামধ্যে পূযোৎপত্তির সহায়তা করে।
কৌষিক (সেলুলার) তন্তুর প্রদাহ।
অস্থিক্ষয় (কেরিস)।

১৬ চর্ম্ম।—উদ্ভেদ না হইয়া অসহ কণ্ডূয়ন।
হামের উদ্ভেদ বাহির হয় এবং দিবাকালীন কাসী হ্রাস হয়।
উদ্ভেদ বসিয়া যায়, তৎসহ আক্ষেপ, বমন বা ওয়াকতোলা ; হস্তপদাদির উৎক্ষেপ ও রক্তশূন্য মুখমণ্ডল।

১৮ সম্বন্ধ।—অধিক মাত্রায় কুপ্রামের প্রতিবিষ শর্করা কিম্বা অণ্ডলাল।
তাম্রসংযুক্ত খাদ্য খাইয়া বিষাক্ত হইলে হেপার সলফার তাহার প্রতিবিষ।

যদ্যপি কুপ্রামে রোগ বর্দ্ধিত হয় তাহা হইলে কর্পূরের আরকের আঘ্রাণ লইলে তাহা নিবারিত হয়।

ক্ষুদ্রমাত্রার প্রতিবিষ :—বেলেড, চায়, কোনি, ডল্কা, হেপার, ইপিকা, মার্ক, নক্সভমি।

হুপ্‌শব্দক কাসী রোগে কুপ্রামের পরে ভিরাট্রুম সুফলপ্রদ।

কুপ্রম ক্যালকেরিয়া-কার্ব্বের কার্য্যাবশেষপূরক।

কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—স্মরণশক্তি বিলুপ্ত।

কার্য্য করিতে অপ্রবৃত্তি।

মানুষের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং তথাপি একাকী থাকিতে অনিচ্ছা।

সম্পূর্ণ তাচ্ছিল্য।

সামান্য কারণে সহজেই বিরক্ত হয়, কান্দিয়া ফেলে।

অপ্রফুল্ল চিত্ত।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—উপবিষ্টাবস্থা হইতে উঠিতে মস্তক যেন চক্রাকারে ঘূর্ণিত হয়; শয়নে বৃদ্ধি, যেন সমস্ত শয্যা চক্রাকারে ঘূর্ণিত হইতেছে; যখন শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে বা মস্তক ফিরিয়া দেখে; ভ্রমণে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মাথাধরা যেন মস্তক অতি পূর্ণ রহিয়াছে ও বিদীর্ণ হইবে; প্রাতে জাগিলে পর।

কপালে প্রাতে কিম্বা মধ্যাহ্নে ভিতর হইতে বাহিরে সূচীবিদ্ধ বেদনা।

মস্তকে ছিন্নকর বেদনা, শুইয়া পড়িতে হয়।

বিবমিষা সহ ছিন্নকর মাথাধরা।

৫ চক্ষু।—দৃষ্টির দুর্ব্বলতা; অপটিক স্নায়ুর আংশিক পক্ষাঘাত বশতঃ।

নিকটদৃষ্টি (shortsighted)।

বস্তু সকল লালবর্ণ দেখায়; রামধনুকবৎ বর্ণ।

আঘাত বশতঃ ছানি। অক্ষিতারকা প্রসারিত।

কর্ণিয়ার উপরে ক্ষত (দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্বে), অত্যন্ত আলোকাসহতা কিন্তু আরক্ততা অতি অল্প।

চক্ষুর জ্বালা।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে ঘণ্টাশব্দ; গুন্‌গুন্ ও গোঁগোঁ শব্দ।

শ্রবণশক্তির বেদনাযুক্ত চৈতন্যাধিক্যতা, শব্দে চমকাইয়া উঠে।

কর্ণে সূচীবেধ। কর্ণ মল (খোল) সঞ্চয়; খোল দেখিতে বিনষ্ট কাগজের ন্যায়, পুঁজ বা শ্লেষ্মা মিশ্রিত; কিম্বা রক্তবৎ লালবর্ণ; কঠিন কর্ণ মল, ও শব্দে চৈতন্যাধিক।

কর্ণপশ্চাতে অর্ব্বুদ ও স্ফোটক।

প্যারটিডগ্রন্থি স্ফীত ও কঠিন।

৭ নাসিকা—তীব্র ঘ্রাণশক্তি।

নাসিকা হইতে পুঁজযুক্ত স্রাব।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। পুনঃ পুনঃ হাঁছি।

৮ মুখমণ্ডল।—মৃত্তিকাবৎ, হরিদ্রাবর্ণ; রক্তশূন্য।

রাত্রিতে হুলবেধযুক্ত, ছিন্নকর মৌখিক শূল।

মুখমণ্ডলে সরস ও প্রসারণীয় দদ্রু।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—। ঠোঁটের কর্কটরোগ।

ঠোঁট ও দন্ত কাল মামরী দ্বারা আবৃত।

ঠোঁট:—জ্বালাকর; শুষ্ক; চিড়িকমারা।

ঠোঁটে ফোস্কা, বা উদ্ভেদ। সবম্যাক্সিলারি গ্রন্থি স্ফীত ও কঠিন।

১১ জিহ্বা।—আস্বাদ:—তিক্ত।

জিহ্বার পক্ষাঘাতবশতঃ কষ্টকৃত বাক্যকথন।

জিহ্বা স্ফীত, বেদনাযুক্ত, অনম্য।

১৩ গলমধ্য।—অন্ননলী মধ্যে চাপবোধ, যেন একটী গোলাকার পদার্থ পাকাশয় হইতে উঠিতেছে।

১৪ পানাহার।—আহারান্তে পাকাশয় হইতে অম্ল উদ্গার।

অল্প পরিমাণে দুগ্ধ পান করিলে হঠাৎ উদর স্ফীত হয়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার :—দুর্গন্ধি; বারম্বার শূন্য; তৎসহ বুকজ্বালা।

বমন :—প্রবল; পরিষ্কার, অম্লজলের মধ্যে কাফি চূর্ণবৎ কাল পদার্থ।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে পূর্ণতা ও পরিতৃপ্তি বোধ।

পাকাশয়ে বেদনা, সর্ব্বদাই আহারের ২।৩ ঘণ্টা পরে, কিন্তু আবার রাত্রেও।

চাপযুক্ত, জ্বালাকর, পিষ্টবৎ বেদনা, পাকাশয়গহ্বর হইতে পৃষ্ঠদেশ ও স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রসারিত।

পাকাশয়গহ্বরে চাপ ও ক্ষতবৎ বেদনা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতপ্রদেশে সূচীবেধ।

যকৃতপ্রদেশে বেদনাযুক্ত ছিন্নকর। যকৃতের কঠিন স্ফীততা।

১৯ উদর।—উদরের স্ফীততা।

উদর হইতে বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত সূচীবেধ।

উদরমধ্যে চিমটিকাটাবৎ বেদনা, যেন উদরাময় আরম্ভ হইবে।

অবরুদ্ধ বায়ুবশতঃ পেটবেদনা।

বায়ুনিঃসরণ হওয়ার পূর্ব্বে উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের নিষ্ফল বেগ; কিম্বা প্রত্যেক বার অল্প মল নির্গত হয়।

মল :—অজীর্ণ, বেদনাশূন্য, নিদ্রাকালে অসাড়ে; বেদনাযুক্ত, উদরাময়ের; কুন্থনসহ কঠিন।

মলত্যাগকালে সরলান্ত্রে জ্বালা।

প্রত্যেক মলত্যাগের পরে সকম্পন দুর্ব্বলতা।

২১ মূত্র।—বর্ণশূন্য; শাদা, ঘোলা; তৎসহ শাদা অধঃক্ষেপ।

প্রস্রাবকালে মূত্রধারা সবিরাম।

মূত্রাশয় গ্রীবার তীক্ষ্ণ, ছিন্নকর বেদনা।

রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গোত্থান না হইয়া রতীচ্ছা।

স্বপ্ন না হইয়া শুক্রক্ষরণ : ৪৮।

কামোদ্রেক না হইয়া প্রত্যেক সঞ্চালনে প্রষ্টাটিক রস নিঃস্রাব; তৎসহ

মেঢ্রত্বকের কণ্ডূয়ন।

কামেচ্ছা রুদ্ধ হওয়া কিম্বা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা হেতু মন্দফল।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ছিন্নকর বেদনাসহ ডিম্বকোষের কাঠিন্য ও বিবৃদ্ধি। জরায়ুগ্রীবার হূলবেধ। একই সঙ্গে কাঠিন্য ও স্খলন (prolapsus)।

জরায়ুপ্রদেশে জ্বালা, টাটানি, কামড়ানি অনুভব।

প্রত্যেক ঋতুর সময়েই স্তনদ্বয় বেদনাযুক্ত হয় ও টাটায়।

ঋতুকালে ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে চাপ, এবং পদদ্বয়ে আকৃষ্ট বেদনা।

বামবক্ষে চিড়িকমারা বেদনাসহ কষ্টরজঃ (রজঃশূল)।

ঋতু:—রুদ্ধ; অতি বিলম্বে ও স্বল্প; ঋতুব পূর্ব্বে বিষণ্ণতা ও পরে বিদাহী শ্বেতপ্রদর।

শ্বেতপ্রদর:—ঘন, দুগ্ধবৎ, তৎসহ সঙ্কোচক, প্রসববেদনাবৎ বেদনা, ঐ বেদনা উভয় পার্শ্ব হইতেই আইসে।

প্রদর স্রাবের পূর্ব্বে উদরে মোচড়ানি বেদনা।

আঘাত বশতঃ ভগের কাঠিন্য। ভগে প্রবল সূচীবেধ।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় ভয়ানক বিবমিষা ও বমন।

প্রসবকালে জরায়ুমুখের অনম্যতা।

গর্ভাবস্থায় কাসী, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

স্তনে অর্ব্বুদ, তাহাতে বিদ্ধকর বেদনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি, গ্রন্থিতে স্বাভাবিক বেদনা।

দক্ষিণ স্তনের কঠিনতা, স্পর্শে বেদনাযুক্ত, এবং রাত্রিতে সূচীবেধ।

বাম-স্তনে সূচীবেধ।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংক্সে শুষ্ক স্থান, তৎসহ সদত কাসির উত্তেজনা। স্বরভঙ্গতা।

২৭ কাসী।—সজোরে আক্ষেপিক কাসীর আক্রমণ, ঐ কাসী বক্ষ ও গলমধ্যে কণ্ডূয়নযুক্ত ও শুড় শুড়ি বশতঃ, কিম্বা লেরিংক্সে শুষ্ক স্থান বশতঃ উপস্থিত হয়, রাত্রিতে এবং শয়নে বৃদ্ধি।

শ্লেষ্মার দিবসে; কষ্টকৃত; রক্তযুক্ত, প্রচুর ও পুঁজযুক্ত; শ্লেষ্মারে পচা আস্বাদ ও গন্ধ।

কাসী :—সরল কিন্তু তুলিতে পারে না ; যাহা উঠে তাহা গিলিয়া ফেলে ; আক্ষেপিক, শুষ্ক, সন্ধ্যা ও রাত্রিতে বৃদ্ধি

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—পানান্তে প্রবল হৃৎকম্পন।

নাড়ী শক্তিসম্বন্ধে অসমান, এবং কখন কখন পর্য্যায়সম্বন্ধে অসমান।

৩০ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ দৃষ্ট ও টাটানি অনুভূত হয়।

৩১ নিম্নাঙ্গ।—ভ্রমণে দক্ষিণ উরুতে দুর্ব্বলতানুভব, এমনকি কম্পন পর্য্যন্ত।

জানুতে বেদনা, পরিশ্রান্তি হইতে যেমন হয়।

জানুসন্ধিতে খট্‌খট্ শব্দ।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—কম্পন। হস্তপদাদি নাড়িতে পারে না ; হাঁটিতে অক্ষম।

বেদনাযুক্ত খঞ্জতা, সমস্ত সন্ধি যেন আঘাত প্রাপ্ত।

৩৬ স্নায়ু।—সমস্ত অঙ্গাদির কম্পন।

গুল্মবায়ু (হিষ্টিরিয়া), ক্ষীণকায়, দুর্ব্বল, শুষ্কতাপ্রাপ্ত দেহ।

আক্ষেপ না হইয়া পৈশিক পক্ষাঘাত।

অল্প ভ্রমণের পরেই পরিশ্রান্ত, মূর্চ্ছা এবং যেন পক্ষাঘাতবিশিষ্ট।

৩৭ নিদ্রা।—প্রাতে স্তম্ভিত। বিলম্বে নিদ্রা হয়; মধ্যরাত্রির পরে।

বেদনাবশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হয় ; স্বপ্ন ভীতিপ্রদ।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—প্রাতে ও বৈকালে (৩ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত) শীত ও শীতলতা।

শীত, তৎসহ ক্রমাগত উষ্ণতার জন্য ইচ্ছা, বিশেষতঃ সূর্য্যোত্তাপ।

প্রাতে আভ্যন্তরিক শীত ; তৎসহ বৈকালে কম্প।

অত্যন্ত উত্তাপ, আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক, তৎসহ অত্যন্ত স্নায়বীয়তা।

একই সঙ্গে উত্তাপ ও প্রচুর ঘর্ম্ম।

দিবারাত্রি ঘর্ম্ম, যেমন নিদ্রা হয় অমনি ঘর্ম্ম, কিম্বা এমন কি চক্ষু মুদিলে।

৪১ তন্তু।—গ্রন্থির স্ফীততা, তৎসহ শুড়শুড়ি ও সূচীবেধ ; ছেঁচা ও ঘাটা-ঘাতের পরে।

মৃৎপাণ্ডু (ক্লোরোসিস), শীত শীত বোধ, অত্যন্ত ভ্রমিবোধ, হৃৎকম্পন, মুখমণ্ডল রক্তশূন্য, ঋতু রুদ্ধ এবং প্রচুর শ্বেতপ্রদর।

১৬ চর্ম্ম।—শরীরের সর্ব্বত্র কণ্ডূয়ন।

পীড়কা :—সরস, জ্বালাকর, ক্ষতকারী, মামরীযুক্ত।

কাল্‌চেবর্ণ ক্ষত, তৎসহ রক্তযুক্ত, দুর্গন্ধ স্রাব, বিশেষতঃ আঘাতের পরে; দ্রুত বিস্তৃত হয়।

প্রবল শারীরিক পরিশ্রম বশতঃ আঘাত।

১৭ অবস্থা।—বৃদ্ধব্যক্তি।

দৃঢ়কায় স্ত্রীলোকের পক্ষে উপযোগী।

শিশুগণ :—শুষ্কতাপ্রাপ্তি, তৎসহ পুনঃ পুনঃ অম্লোদ্গার, রাত্রিতে বৃদ্ধি, দিবসে হ্রাস।

১৮ সম্বন্ধ।—কোনিয়ামের প্রতিবিষ :—কফি, নাইট্রি-এসি।

কোনিয়াম প্রতিষেধ করে :—নাইট্রি-এসি।

তুলনা কর :—ক্লিমে (স্তন), ডিজিটে (মূত্রাশয়), জেলসেম (পক্ষাঘাত), সিকে (জরায়ুর ফাইব্রইড), ভার্বাস্ক (কামোদ্দীপক স্বপ্ন ব্যতীত রেতঃস্খলন)। যক্ষ্মাকাসের শুষ্ক কাসীতে হায়োসায়েমাস ও ড্রসেরা ব্যর্থ হইলে কোনিয়াম ফলপ্রদ।

ক্রোকাস স্যাটাইভাস।

(জাফরান বা কুঙ্কুম)।

পরীক্ষক :—ষ্টাফ।

১ মন।—কিছু লিখিতে বসিলে স্মরণশক্তি অভাবে তাহা লিখিতে পারে না।

পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতি :—বিষণ্ণতা ও প্রফুল্লতা, কিম্বা ঐ দুইটীভাব পর্য্যায়ক্রমে।

অস্বচ্ছন্দ, ব্যাকুলিত ও দুঃখিত ভাব।

গান করিবার অতিশয় ইচ্ছা।

২ মস্তকাভ্যন্তর।—দক্ষিণরগে সহসা খোঁচার ন্যায় অনুভব, তাহা মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তজ্জন্য চমকিত হইয়া উঠে।

৫ চক্ষু।—বারম্বার চক্ষু মিট্ মিট্ করা ও মোছা, বোধ হয় যেন চক্ষুর উপরে সূত্রবৎ শ্লেষ্মা রহিয়াছে।

আলোক স্বাভাবিক অপেক্ষা অপরিষ্কার দেখায়, বোধ হয় যেন অবগুণ্ঠন দ্বারা আবৃত রহিয়াছে।

কনিনীকা অতিশয় প্রসারিত।

চক্ষুর অভ্যন্তরে যেন অবিরত জল আসিতেছে এরূপ অনুভব।

উপর পাতার স্পন্দন ও কণ্ডূয়ন।

বারম্বার দৃঢ়রূপে অক্ষিপুট রুদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি।

৭ নাসিকা।—কপালে বড় বড় শীতল ঘর্ম্মবিন্দুসহ নাসিকা হইতে আঠা আঠা, কৃষ্ণবর্ণ, গাঢ় রক্তস্রাব। প্রবল হাঁছি।

১২ গলমধ্য।—উপজিহ্বা (য়ুভুলা) যেন দীর্ঘ হইয়াছে এপ্রকার অনুভব, গলাধঃকরণকালে এবং অন্য সময়েও।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—আস্বাদহীন উদ্গার, প্রবল বুকজ্বালা।

বক্ষ ও গলমধ্যে বিবমিষা অনুভব।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় ও উদরের স্ফীততা।

পাকাশয়ে উৎসেচন অনুভব।

পাকাশয়-গহ্বরে যেন কোন জীবিত পদার্থ লাফাইতেছে এপ্রকার অনুভব।

১৯ উদর।—উদরে যেন কোন পদার্থ লম্ফন করিতেছে এরূপ অনুভব, তৎসহ বিবমিষা ও ভমি।

উদরে শ্বাসরোধক সূচীবেধ, তৎসহ জরায়ুর প্রদাহ।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলদ্বারের বামপার্শ্বে সময়ে সময়ে সূচীবেধ।

মলদ্বারে সূত্রকৃমির ন্যায় সুর সুর। মলদ্বারে অসহ্য মোচড়ানি।

মলে কাল রক্ত।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—সঙ্গম প্রবৃত্তির উদ্রেক।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুস্রাব হইবে এ প্রকার অনুভব, তৎসহকারে উদর বেদনা ও যোনির দিকে চাপ।

অমাবশ্যা ও পূর্ণিমায় ঋতুস্রাব।

ঋতুস্রাব প্রচুর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী, কিন্তু ঠিক নিয়মিত সময়ে; রক্ত কাল, সংযত, রজ্জুর ন্যায়।

দেহ উত্তপ্ত হইলে, কোঁথ দিলে বা ভারীদ্রব্য তুলিলে এবং গর্ভস্রাব বা প্রসবের পরে জরায়ু হইতে কাল আঠা আঠা, রজ্জুবৎ, কাল সংযত রক্ত জরায়ু হইতে বাহির হয়; সামান্য সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

২৫ গর্ভাবস্থা।—লোকিয়া (প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব) কাল, রজ্জুবৎ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসবায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও ন্যক্কারজনক।

২৭ কাসী।—দুর্ব্বলকর প্রবল শুষ্ক কাসের আক্রমণ, পাকাশয়গহ্বরে হাত দিলে উপশম।

রক্তনিষ্ঠীবন সহ কাসী।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষস্থলে গুরুত্ব, বারম্বার দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের আবশ্যকতা।

বামবক্ষে মৃদু সূচীবেধ।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—ঊর্দ্ধবাহু সঞ্চালনে বেদনা। হস্ত ও অঙ্গুলিতে নীহার-স্ফোটক।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জানু ভাঙ্গিয়া পড়ে। বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নীহার স্ফোটক। পদতলে জ্বালা।

৩৬ স্নায়ু।—যেন প্রবল শারীরিক পরিশ্রমের ন্যায় সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত অবসন্নতা ও শ্রান্তি, তৎসহ অতিশয় নিদ্রালুতা এবং অনুভব হয় যেন চক্ষুর পাতা ফুলিয়াছে।

মাংসপেশীতে উৎক্ষেপ।

লম্ফন, নৃত্য, হাস্য, শিশ দেওয়া, সকলকেই চুম্বন করিতে চাহে।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রায় গান করে।

স্বপ্ন :—এলোমেলো; ভীতিপ্রদ।

৩৯ আক্রমণ।—অমাবস্যা ও পূর্ণিমা : ২৩।

৪১ অনুভব।—শরীরের নানাস্থানে জীবিত পদার্থের ন্যায় উল্লম্ফন অনুভব।

৪৬ চর্ম্ম।— চর্ম্মে কণ্টকবেধ ও সুর সুরি।

চর্ম্মোপরি লালবর্ণ দাগ।

চর্ম্মের আরক্তিমতা।

৪৮ সম্বন্ধ।—ক্রোকাসের প্রতিবিষ :—একো, বেলেড, ওপি।

ক্রোটান টিগলিয়াম।

পরীক্ষক :—হেনকে।

১ মন।—বিমর্ষ, অসন্তুষ্ট।

ব্যাকুলতা অনুভব, যেন কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে।

২ চৈতন্য।—মস্তকের ভারবোধ।

দুর্ব্বলতা ও উদরাময় সহ মাথাঘোরা ও ভ্রমিবোধ।

৩ চক্ষু।—কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা।

প্রচুর অশ্রুস্রাব।

কিরাটাইটিস। কঞ্জঙ্কটাইভা-প্রদাহ।

৬ কর্ণ।—বামকর্ণের অভ্যন্তরে আক্ষেপিক বেদনা।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—জিহ্বা শুষ্ক। *শিশু বিসূচিকা।

১১ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে শূন্যতানুভব।

পাকাশয়ে দুর্ব্বলতানুভব।

১২ উদর।—উদর পূর্ণ ও স্ফীত, তৎসহ নাভির নিকটে মোচড়ানি বেদনা।

শূন্যতা ও ক্ষুধানুভব; পেটডাকা।

অন্ত্রে, প্রধানতঃ বামপার্শ্বে কল কল শব্দ, যেন অন্ত্র কেবল জলপূর্ণ।

অন্ত্রের মধ্যে জলের ন্যায় প্রবল শব্দ।

নাভির নিকটে মোচড়ানি।

উষ্ণ দুগ্ধ খাইলে পেটবেদনা হ্রাস।

২০ মল, ইত্যাদি।—আধ্মান, এবং তৎপরে সত্বর মল-প্রবৃত্তি।

সহসা মলস্রাব, ও তৎসহ অতিশয় বায়ুনিঃসরণ।

মল :—হরিদ্রা জল; আমমিশ্রিত, তৎসহ পুনঃ পুনঃ বেগ; সবুজ বা সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণ, তরল; চট্‌ চটে আম; তীব্রবেগে বহির্গত হয়।

উদরাময় পানান্তে বৃদ্ধি; স্তনপান করিলে; আহারকালে; গ্রীষ্মকালে।

নাভিপ্রদেশে চাপদিলে মলদ্বার পর্য্যন্ত একপ্রকার ক্লেশানুভব, মলদ্বারে অবিরত বহির্দ্দিকে চাপানুভব।

মলদ্বারে জ্বালা।

মলদ্বারে বেদনা, বোধ হয় বলপূর্ব্বক কোন গোঁজ বাহির হইতেছে।

২২ **পুংজননেন্দ্রিয়।**—লিঙ্গমুণ্ডে ও মুষ্কে পুনঃ পুনঃ ক্ষতকারী কণ্ডূয়ন।

মুষ্ক কুঞ্চিত, প্রবল কণ্ডূয়নযুক্ত, তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে; চুলকাইলে উপশম।

মুষ্কে বিদাহী, কণ্ডূয়নকর বেদনা, বিচরণে উহা বৃদ্ধি পায়; ঐ স্থানের আরক্ততা। *মুষ্কের পামা, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

মুষ্ক ও উপস্থে ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ।

২৩ **স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।**—জননযন্ত্রের প্রবল কণ্ডূয়ন, ধীরে ধীরে চুলকাইলে উপশমিত হয়।

২৪ **গর্ভাবস্থা।**—স্তন কঠিন ও স্ফীত, তৎসহ চুচূক হইতে স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত বেদনা।

চুচূক স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা, শিশুর স্তনপানে সেই পার্শ্বের চুচুক হইতে স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত অসহ্য বেদনা।

২৮ **ফুসফুস।**—বোধ হয় যেন ফুসফুস প্রসারিত করিতে পারা যাইবে না।

বক্ষের উপর-পার্শ্বে পূর্ণতানুভব, ও তৎসহ বামবক্ষে ও উভয় স্কন্ধাস্থির দিকে জ্বালাকর সূচীবেধ।

৩৬ **স্নায়ু।**—অত্যন্ত অধিক দুর্ব্বলতা।

৪৬ **চর্ম্ম।**—বামউরুতে মুষ্কের ঠিক বিপরীত দিকে রক্তবর্ণ সরস, দুর্গন্ধ রসস্রাবী পীড়কা; উহা স্পর্শে ও বিচরণে অতিশয় বেদনা।

চর্ম্মের আরক্ততা, কণ্ডূয়ন ও যন্ত্রণাপ্রদ জ্বালা, জলপূর্ণ ও পূজপূর্ণ পীড়কার উৎপত্তি; পীড়কা হইতে ত্বকোন্মোচন (স্খলন)।

কণ্ডূয়নশীল পূয়পূর্ণ পীড়কা (পষ্টূল)। ▌পামা সহ কণ্ডূয়ন।

ক্রোটেলাস।

(গোক্ষুর সাপের বিষ)।

১ মন।—অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা। খিট্‌খিটে, সামান্য কারণে রাগান্বিত।
মানসিক ভ্রম; কাল্পনিক শত্রুর সহিত দ্বন্দ্ব করিতেছে স্বপ্ন দেখিয়া উঠে; ভাবেন শত্রু বা ভয়ঙ্কর জন্তুদ্বারা পরিবেষ্টিত।
প্রলাপ, অলসতা, নিদ্রালুতা, নিদ্রাবিভূততা।
▌টাইফইডজ্বরে মৃদু (গুন্ গুন্) প্রলাপ।
▌পানাত্যয়; প্রায় সদত নিদ্রালুতা, কিন্তু ঘুমাইতে পারে না।
▌বিষাদ, তৎসহ ভয়; ব্যাকুলতা; ক্রন্দন।
▌বিমর্ষতা, কেবল সদত মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা:—তৎসহ ভ্রমি, দুর্ব্বলতা, স্নায়বীয় কম্পন, তৎসহ রক্তশূন্য মুখমণ্ডল; তৎসহ পতন ও অচৈন্যতা।
ভ্রমি:—সোজা হইয়া বসিলে; বার বার ভ্রমির আক্রমণ; ভ্রমি ও পতন।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মৃদু, ভারযুক্ত, কামড়ানি মাথাধরা, প্রাতে জাগিলে বৃদ্ধি; মাথাধরার সহিত মাথাঘোরা, বিবমিষা ও অলসতা।
দপদপানি মাথাধরা, বিবমিষা; ঋতুর পূর্ব্বে।
▌কপালের মধ্যস্থলে প্রবল বেদনা; কনিনীকা প্রসারিত; প্রচুর ঋতু।
দক্ষিণ চক্ষুমধ্যে, মস্তকোপরি ও গ্রীবার পশ্চাতে স্নায়ুশূলের বেদনা।

৪ বহির্মস্তক।—পূজযুক্ত ফুস্কুড়ি, স্ফোটক, কার্ব্বঙ্কল, অতি ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয়, তাহা অস্বাস্থ্যসূচক কিম্বা রক্তস্রাবযুক্ত।

৫ চক্ষু।—দৃষ্টি:—পড়িতে অস্পষ্টতা; বিলুপ্ত; অক্ষিপুট পড়িয়া থাকে।
চক্ষু হইতে রক্ত বাহির হয়।
▌চক্ষুমধ্যে জ্বালা। অশ্রুস্রাব সহ আরক্ততা।
▌চক্ষুর উর্দ্ধভাগে চাপ ও যন্ত্রণা।
▌চক্ষু এবং সর্ব্বশরীরের হরিদ্রাবর্ণ।

৬ কর্ণ।—কর্ণ হইতে রক্ত বাহির হয়। স্নায়বীয় বধিরতা; শব্দে অসাড়।

৭ নাসিকা।—▌নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, বিশেষতঃ ডিপথিরিয়ার সময়ে।
▌উপদংশ দোষঘটিত কিম্বা উদ্ভেদ জ্বরের পরে নাসাক্ষত।

৮ মুখমণ্ডল।—বর্ণ:—রক্তশূন্য, স্ফীতভাব; হরিদ্রাবর্ণ; আরক্ত; মৃতবৎ।
শীতল ঘর্ম্ম, ঠোঁট ও অক্ষিপুটের কম্পন।
চোয়াল আবদ্ধ। ঠোঁট স্ফীত; অনম্য ও অসাড়।

১০ দন্ত।—▌রাত্রিতে দন্ত সংঘর্ষণ করে।
মাড়ী স্ফীত, বেদনাযুক্ত; রক্তস্রাবী।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বা আরক্ত ও টাটানি; ▌ হরিদ্রাবর্ণ; অচল ও অসাড়, ▌ স্ফীত ও বহির্গামী।

১২ মুখমধ্য।—লালাস্রাব; লালা রক্তযুক্ত বা ফেনিল।

১৩ গলমধ্য।—▌ তৃষ্ণাসহ শুষ্ক।
কণ্টকবেধ, ফসেস মধ্যে আকুঞ্চন অনুভব।
হঠাৎ গলবেদনা, যেন উপজিহ্বা ঘুভুলা ইত্যাদি স্ফীত হইতেছে।
▌ কোন কঠিন পদার্থ গলাধঃকরণে অত্যন্ত কষ্ট।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—▌ অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণা, শুষ্ক জিহ্বা, জ্বর।
▌ ক্ষুধার্ত্ত, কম্পন, দুর্ব্বলতা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বুকজ্বালা। উদ্গার তীব্র, অম্ল।
বমন:—ও মাথাটলা; তৃষ্ণাসহ অবিরত; ঘাসের ন্যায় সবুজ; ব্যাকুলতা, হৃৎকম্পন, দুর্ব্বল নাড়ী সহ পিত্তযুক্ত; খাদ্যের প্রবল।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়োপরি ভার, টাটানি। যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, অস্থিরতা, শীতলতা, দুর্ব্বল নাড়ী।
▌ পাকাশয়ের চতুর্দ্দিকে কাপড় সহ্য করিতে পারে না।
▌ পাকাশয় এত উত্তেজনশীল যে কিছুই তথায় থাকিতে পারে না (বমন হইয়া যায়)।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—বেদনা, চিড়িকমারা; কামলা; এবং তৎসহ নাসিকা, মুখমধ্য, ইত্যাদি হইতে কালবর্ণ রক্তস্রাব।
গভীর শ্বাস লইলে যকৃতপ্রদেশে বেদনা; কোষ্ঠবদ্ধ।

১৯ উদর।—সমগ্র উদরের স্ফীততা।

পেরিটোনাইটিস, বিশেষতঃ রক্তদূষিত রোগসমূহে ; গাত্রতাপ হ্রাস।

▌ কুচকির গ্রন্থিসমূহ বর্দ্ধিত ; গলিত, অস্বাস্থ্যসূচক পূঁজ।

২০ মল, ইত্যাদি ।—▌ মলদ্বার এবং শরীরের অন্যান্য দ্বার হইতে শোণিতস্রাব ।

কোষ্ঠবদ্ধ, তৎসহ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতা ও মাথাধরা।

▌ কাল, তরল রক্তযুক্ত রক্তামাশয়ের স্রাব ; অসাড়ে ; দুর্ব্বলতা ও ভ্রমি। হঠাৎ অত্যন্ত শীতলতা ও নীলবর্ণতা ; মূত্রোৎপত্তি রুদ্ধ ; ক্ষীণ নাড়ী।

২১ মূত্র ।—▌ টাইফইড, ডিপথিরিয়া প্রভৃতি রোগে প্রস্রাবে এল্‌বুমেন।

▌ মূত্র অধিক পিত্ত বশতঃ সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয় ।—লিঙ্গের সম্পূর্ণ শিথিলতাসহ সঙ্গম লালসা বর্দ্ধিত।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ।—▌ রজঃশূল; ঋতুর পূর্ব্বে উরুদেশ প্রভৃতিতে বেদনা; দুইদিন প্রচুর রজঃস্রাব, তৎপরে আরও ৪ দিন অল্প অল্প থাকে ; হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল, পদদ্বয় শীতল।

২৪ লেরিংক্স ।—স্পর্শে বেদনাযুক্ত। স্বরভঙ্গতা, ক্ষীণ স্বর।

২৫ শ্বাসক্রিয়া ।—শ্বাসক্রিয়া :—ব্যাকুলতা পূর্ণ ; গলায় আকুঞ্চনসহ বাধাপ্রাপ্ত ; দ্রুত, কষ্টকৃত, তৎসহ দুর্ব্বল নাড়ী।

২৭ কাসী ।—▌ রক্তাক্ত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবনসহ কাস। ▌ হুপশব্দক কাসী, দুর্ব্বলতা, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ বা শাদা, কাসীর আক্রমণের পরেও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত ঐরূপ থাকে ; নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

২৮ ফুসফুস ।—▌ বৃদ্ধদিগের বক্ষোদক রোগে শ্বাসকষ্ট; জ্বর ও কম্পজ্বরেও।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী ।—▌ হৃৎকম্পন ; হৃৎপিণ্ড কাঁপিতেছে অনুভব হয়। নাড়ী :—দ্রুত কিন্তু দুর্ব্বল ; দ্রুত, সূত্রবৎ, সবিরাম, অনিয়মিত।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ ।—বাম বগলের গ্রন্থিসমূহ স্ফীত ও বেদনা।

নখের নিম্ন হইতে রক্তক্ষরণ।

▌ হস্তদ্বয় শ্রান্ত, দক্ষিণ অপেক্ষা বাম বেশী।

৩৩ নিম্নাঙ্গ ।—পায়ের ডিম গুলফ, অঙ্গুলিসমূহে খালধরাবৎ বেদনা। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে চরণদ্বয়ের স্ফীততা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ।—সন্ধি ও অস্থিসমূহে মুষ্টবৎ বেদনা।

ভার, যেন বোধ হয় অস্থিসকল ভারী কাষ্ঠে নির্ম্মিত।

জানু, পৃষ্ঠদেশ প্রভৃতিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

৩৮ স্নায়ু।—আক্ষেপ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কম্পন; মুখে ফেনা উঠে; প্রবল চীৎকার, প্রলাপ।

শক্তির হ্রাস; যৎসামান্য শ্রমে সহজে শ্রান্তি; পেশীসকল কাজ করিতে চাহে না; এক পার্শ্বের পক্ষাঘাত।

কম্পনসম্বলিত দুর্ব্বলতা।

৩৯ নিদ্রা।—অনিদ্রা। নিদ্রায় চমকিত হয়।

নিদ্রালু, কিন্তু ঘুমাইতে পারে না।

স্থিরভাব, নিদ্রালুতা, কোমা।

লক্ষণসকল সাধারণতঃ নিদ্রার পরে বৃদ্ধি।

স্বপ্ন:—ভ্রমণের; বিবাদের; মৃতব্যক্তির।

৪০ শীত, জ্বর ঘর্ম্ম।—জ্বর:—শুষ্ক চর্ম্ম, শুষ্ক জিহ্বা; কিম্বা জিহ্বা হরিদ্রা-বর্ণ ক্লেদাবৃত, তাহার কিনারাদ্বয় ও অগ্রভাগ লালবর্ণ; প্রলাপ, মৃদু (গুন্ গুন্) বকা; মূত্র স্বল্প; কোষ্ঠবদ্ধ, কিম্বা দুর্গন্ধি, পিত্ত বা রক্তযুক্ত মল, রক্তস্রাব-প্রবণতা, শরীরের প্রত্যেক দ্বার এবং এমন কি চর্ম্মের ছিদ্র হইতে শোণিতক্ষরণ, চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ; পিত্ত বা রক্ত বমন; যকৃত বেদনা; হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল, ভ্রমি, তজ্জন্য টাইফইড, পৈত্তিক, স্বল্পবিরাম, পীত জ্বর, পাইমিয়া প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়।

৪১ আক্রমণ।—সুস্পষ্ট সাময়িকতা, বেদনা হঠাৎ আইসে ও যায়, কিম্বা প্রতিমাস, একবৎসর অন্তর প্রত্যাবর্ত্তন করে।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণপার্শ্বের উপর বেশী ক্রিয়া।

৪৩ তত্ত্ব।—ক্রোটেলাস স্নায়ু ও রক্ত আক্রমণ করে; তজ্জন্য মাথাটলা, গভীর কোমা; কম্পন, ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ, পক্ষাঘাত; নানা প্রকার তন্তুর রক্তাধিক্যতা, মৃদু প্রকারের প্রদাহ, মস্তিষ্ক, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদিতে এবং সিরসগহ্বর-সমূহে কালিমা বর্ণ ও এফুশান; কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব; গলিত ও পচা ক্ষত

ইত্যাদি অবস্থা উৎপাদন করে। ইহা তজ্জন্য দুর্ব্বলতা-
সংযুক্ত রোগসমূহে ব্যবহৃত হয়।

হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা যথা :—ক্ষীণ নাড়ী, ধীর রক্তসঞ্চালন, নীলাভ চর্ম্ম, ভ্রমি, সাধারণ দুর্ব্বলতা প্রভৃতিই ইহার বিশেষ নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

সর্ব্বশরীরের শোথ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—▌ স্পর্শে বৃদ্ধি। ▌ কীটাদির হুল-বেধ ; ▌ শবব্যচ্ছেদকালে ক্ষত ; টীকা দেওয়া হইতে রোগ।

৪৬ চর্ম্ম।—সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডূয়ন, হুলবেধ। আঘাত। কীটদংশন বা হুলফুটান।

▌ নীহার স্ফোটক, গলিত ক্ষতের আশঙ্কা।

▌ চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ ; কামলা, সেপ্টিসিমিয়া, ইত্যাদি।

কালিমা (কালশিরা) দাগ, ইত্যাদি। বিসর্প।

পষ্টুল, স্ফোটক, গলিত ক্ষত, এব্‌সেস ইত্যাদি ; যখন জ্বর মৃদু প্রকারের, ঐ সকল স্থান নীলবর্ণাভ এবং উহা হইতে স্রাব স্বল্প, ধীর, কিম্বা কাল, অস্বাস্থ্যসূচক ; গলিত ক্ষতের সহিত উদরাময়।

৪৮ সম্বন্ধ।—ইহার সদৃশ ঔষধ:—ল্যাকেসিস, নেজা ও ইলাপ্স। তরল রক্তস্রাব, হরিদ্রাবর্ণ চর্ম্ম (তজ্জন্য কাল বমন সহ পীতজ্বর রোগে), ডিপথিরিয়া রোগে নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে ক্রোটেলাস ব্যবহৃতব্য। নেজায় আরও অধিকতর স্নায়বীয় লক্ষণাদি দেখিতে পাওয়া যায়। ল্যাকেসিসের লক্ষণ:— চর্ম্ম শীতল ও শুষ্ক না হইয়া শীতল ও চট্‌চটে ; দগ্ধ খাসের ন্যায় অধঃক্ষেপসহ রক্তস্রাব ; এবং বিশেষতঃ বামপার্শ্বের রোগসমূহ। ইলাপ্স কর্ণ হইতে পুঁজস্রাবে এবং দক্ষিণ ফুসফুসের রোগ সমূহে প্রযুজ্য। সর্পবিষে রক্ত সংযত হইয়া লম্বা দড়ির ন্যায় হয়।

আরও তুলনা কর:—ট্যারেণ্ট্, আর্সে, লরো (ধনুষ্টংকার ; হৃৎপক্ষাঘাতক কাসী), এপি, কার্ব্ব-ভেজ, সাইলি (টীকা দেওয়া), ক্যাম্ফ।

গ্যাম্বোজিয়া।

পরীক্ষক:—হেরিং।

২ চৈতন্য। বিশ্রাম বা সঞ্চালনকালে মাথাঘোরা।

সমস্ত মস্তকে ভারবোধ, তৎসহ নিদ্রালুতা ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা।

৩ চক্ষু।—চক্ষুর প্রবল জ্বালা ও আলোকাসহ্যতা, সন্ধ্যাকালে বা বৈকালে, খোলাবায়ুতে ভ্রমণে উপশম কিন্তু প্রাতে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

সন্ধ্যাকালে চক্ষুর প্রবল কণ্ডূয়ন।

রাত্রিতে অক্ষিপুটের সংযোজনা, প্রাতে জ্বালা, দিবসে আলোকাসহ্যতা।

৬ চর্ম্ম।—বাম কর্ণে সদত ঘণ্টাশব্দবৎ।

৭ নাসিকা।—প্রবল পুরাতন হাঁচি।

দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের শুষ্কতা।

৮ দন্ত।—দক্ষিণ কসের দন্তে ছিন্নকর বেদনা।

২ মুখমধ্য।—মুখগহ্বরের শুষ্কতা।

৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে দক্ষিণ পার্শ্বে প্রবল সূচীবেধ।

গলমধ্যে ক্ষতবৎ ও জ্বালা।

৬ বিবমিষা ও বমন।—পুনঃ পুনঃ প্রবল শূন্য উদ্গার।

বিবমিষা, বমনের প্রবৃত্তি, মুখমধ্যে লালা সঞ্চয়।

ভ্রমি সহ ভয়ানক ভেদ বমন।

৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় ও উদরে শূন্য বোধ।

পাকাশয়ে চর্ব্বণ বোধ। পাকাশয়ে সদত টাটানি বেদনা।

পাকাশয়ে ক্ষতবৎ বেদনা, আহারান্তে দূর হয়।

৮ উদর।—আহারের ঠিক পরেই উদরে চিমটিকাটাবৎ বেদনা।

সমস্ত উদরে পুনঃ পুনঃ প্রবল চিমটিকাটাবৎ বেদনা; কিম্বা তৎসহ উদরাময় ও মলদ্বারে জ্বালা।

অন্ত্রকূজন (পেট ডাকা)।

উদর স্ফীত, তৎসহ নাভিপ্রদেশে চিমটিকাটা বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—প্রচুর বায়ু নিঃসরণ, বিশেষতঃ সন্ধ্যা ও রাত্রিতে।

মল:—জলবৎ, পিচ্ছিল, অজীর্ণ, গন্ধশূন্য ; মলত্যাগকালে কোঁথপাড়া ও পেট বেদনা ; মলদ্বার স্খলন ও অঙ্গাদিতে শীতল ঘর্ম্ম ; প্রচুর, জলবৎ, হরিদ্রাবর্ণ কিম্বা জমাট দুগ্ধবৎ, দুর্গন্ধি, সজোরে বহির্গত হয় ; গাঢ় সবুজ আম, দুর্গন্ধি, ক্ষতকারী ; মলত্যাগের পরে অত্যন্ত উপশম, যেন অন্ত্র হইতে কষ্টকর পদার্থ বাহির হইয়া গেল ; প্রচুর, জলবৎ, তৎসহ পেট বেদনা ও বেগ ; রক্তযুক্ত, রক্তামাশয়বৎ।

২১ মূত্র।—বাম বৃক্ককে সূচীবেধ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—শ্বেত প্রদর।

৩০ বহির্বক্ষ।—স্তনাগ্রে পুনঃ পুনঃ অতিশয় বেদনাযুক্ত সূচীবেধ।

বক্ষোপরে ভার, তাহাতে অনিদ্রা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধদ্বয়ে বেদনা।

উর্দ্ধাঙ্গে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, সন্ধ্যাকালে উপস্থিত বা বৃদ্ধি হয়।

৩৪ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—অধিকাংশ লক্ষণই বসিয়া থাকিলে উপস্থিত হয়, এবং খোলা বায়ুতে ভ্রমণ কালে দূরীভূত হয়।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালুতা। উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্বপ্ন কর্তৃক নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

৩৮ সময়।—লক্ষণসকল বিশেষতঃ সন্ধ্যা বা রাত্রিতে উপস্থিত হয়।

৪৩ চর্ম্ম।—শরীরের নানা স্থানে প্রবল কণ্ডূয়ন, চুলকাইলে পর জ্বালা, সন্ধ্যা ও রাত্রিতে বৃদ্ধি।

চুলকাইলে পর জ্বালা ও ক্ষতবৎ বেদনা, তৎসহ সেই স্থানের স্ফীততা ও আরক্ততা, সন্ধ্যা ও রাত্রিতে বৃদ্ধি।

সর্ব্বাঙ্গে পিপীলিকাদংশনবৎ, সন্ধ্যা ও রাত্রিতে বৃদ্ধি।

গ্রাফাইটিস।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—বিস্মৃতি। মস্তকমধ্যে দুর্ব্বলতা, চিন্তা করিতে পারে না।
কাজ করিতে অপ্রবৃত্তি।
বিমর্ষতা ও নিরাশা, কেবল মৃত্যুচিন্তা। বিষণ্ণতা ও বিলাপ প্রবৃত্তি।
অত্যন্ত ব্যাকুলতা (উদ্বেগ)। খিট্‌খিটে।
রাত্রিতে নানা চিন্তাবশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে।

২ চৈতন্য।—মস্তকে রক্তাগম, তৎসহ উত্তাপানুভব।
প্রাতে শয্যা হইতে উঠিতে মদিরামত্তের ন্যায় বোধ।
মাথাঘোরা :—ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিলে; প্রাতে জাগিলে পর; সন্ধ্যাকালে, শুইয়া পড়িতে বাধ্য হয়, শৈরিক রক্তসঞ্চালনের ধীরতা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপাল :—গভীর স্থানে চাপ; আকৃষ্ট; ছিন্নকর; বিদীর্ণকর।
রগে সূচী বা হুলবেধ বেদনা।
মস্তকের পার্শ্বে দপদপানি।
চাপযুক্ত বেদনা :—মস্তকশীর্ষে; অক্ষিপটে।
দক্ষিণ রগে ছিন্নকর বেদনা।
ঋতুকালে প্রবল মাথাধরা ও বিবমিষা।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীত্বক দুষ্টবৎ অনুভব হয়।
করোটীত্বকের শীতলতা।
মস্তকোপরি একটী ক্ষুদ্র স্থানে জ্বালা।
খোলাবায়ুতে ভ্রমণকালে মস্তকোপরি ঘর্ম্ম।
করোটীত্বকে কণ্ডূয়ন।
করোটীত্বকের পামা, সমগ্র মস্তকে, তাহাতে অপরিষ্কার মামরী ও কেশসকল জটা বান্ধিয়া যায়।
কেশ পতন, এমন কি মস্তকের পার্শ্বদ্বয়ে।

৫ চক্ষু।—আলোকাসহ্যতা; তৎসহ চক্ষুর শ্বেতাংশের আরক্ততা।

গ্যাসের আলোকাপেক্ষা সূর্য্যালোক অসহ্য।
আলোকে চক্ষু ঝলসিয়া যায়; সূর্য্যালোকে চক্ষুমধ্যে ছিন্নকর বেদনা হয়।
নিকট দৃষ্টি।
অক্ষর সকল :—লিখিতে দ্বিত্ব দেখায়; পড়িতে মিশিয়া যায়।
চক্ষুসম্মুখে আলোক কম্পন।
যেন কুয়াসা মধ্য দিয়া দেখিতেছেন; অবনত হইলে চক্ষুসম্মুখে প্রত্যেক পদার্থ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়।
চক্ষুমধ্যে প্রাতে ও সন্ধ্যায় চাপযুক্ত বেদনা।
আকৃষ্ট বেদনা, চক্ষু হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রসারিত।
চক্ষুতে জ্বালা ও উত্তাপ।
চক্ষুমধ্যে জ্বালা ও কামড়ানি।
কর্ণিয়াতে ক্ষত, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহা নাড়ীসকল দৃষ্ট হয়; তৎসহ সরস পামাবৎ উদ্ভেদ।
কর্ণিয়া ও কঞ্জঙ্কটাইভাতে পষ্টুল ও অধিক অশ্রুস্রাব।
খোলাবায়ুতে অশ্রুস্রাব, পুরাতন রোগেও।
চক্ষু হইতে পাতলা, বিদাহী স্রাব; চক্ষু হইতে পুঁজবৎ স্রাব।
ভিতর দিকের কোণ :—কণ্ডূয়ন, জ্বালা; সূচীবেধ, টাটানি।
বহির্দ্দিকের কোণ :—টাটানি ও ফাটা; ফাটা ও সহজেই রক্তপড়ে।
চক্ষুতে উত্তাপ এবং চক্ষুর কোণে কিছু পুঁজ।
অক্ষিপুট ও ল্যাক্রিমালগ্রন্থির স্ফীততা।
অক্ষিপুটের ভার; চক্ষু খুলিতে পারে না।
অক্ষিপুট :—শুষ্ক, কণ্ডূয়ন সহ কর্কশ; কিনারা (প্রান্ত) প্রদাহিত কিম্বা মামরীদ্বারা আবৃত; রাত্রি ও প্রাতে সংযোজিত; স্ফীতিযুক্ত।
বাম নিম্নাক্ষিপুট ঝুলিয়া পড়ে।
অক্ষিপুট (কিনারা) উল্টান।
উভয় চক্ষুতে অঞ্জনি।

কর্ণ।—সঙ্গীত শ্রবণে ক্রন্দনেচ্ছা।

কর্ণমধ্যে প্রতিধ্বনি, এমন কি নিজের কথা ও প্রত্যেক পদক্ষেপ।

কর্ণমধ্যে হিস্ হিস্, ঘন্টাশব্দ, শোঁ শোঁ, গোঁ গোঁ, ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ।

রাত্রিকালে প্রবল গোঁ গোঁ শব্দ, কর্ণ কোন সময়ে তালাধরা বোধ হয় (পূর্ণিমার সময়ে)।

কর্ণের সম্মুখে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শব্দ।

কর্ণেরমধ্যে খট্ খট্ শব্দ :—সন্ধ্যাকালে আহারের সময়ে; চোয়াল সঞ্চালনে, কিন্তু কেবল প্রাতে শয্যায় শুইয়া; হাঁচিলে।

অনুভব হয় যেন কর্ণ সম্মুখে একখানি চর্ম্ম রহিয়াছে।

প্রতিপাদবিক্ষেপে বোধ হয় যেন দক্ষিণ কর্ণে একটা কপাট খুলিতেছে ও রুদ্ধ হইতেছে।

কর্ণের শুষ্কতা সহ শ্রবণশক্তির বিলোপ।

কর্ণমধ্যে সূচীবেধ। তীব্র চাপ বোধ।

উভয় পটহ্ শাদা পদার্থে আবৃত কিন্তু ছিদ্র নহে।

শ্রবণপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আরক্ত ও হাজাবৎ।

উভয় কর্ণ হইতে পাতলা, জলবৎ, দুর্গন্ধিস্রাব।

কর্ণ হইতে পুঁজ গড়াইয়া পড়ে।

কর্ণ হইতে খারাপ গন্ধ।

কর্ণোপরি তাম্রবর্ণ গুল্ম।

কর্ণ পশ্চাতে সরস উদ্ভেদ সহ, উভয় কর্ণের স্ফীততা।

পাম্মা; বামকর্ণের পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া গণ্ড ও গ্রীবা পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তি অতি তীব্র, পুষ্পের আঘ্রাণ সহ্য করিতে পারে না।

নাসিকা হইতে যেন দগ্ধ কেশের ন্যায় গন্ধ।

ঘ্রাণশক্তি বিলোপ :—তৎসহ নাসিকার শুষ্কতা; তৎসহ প্রতিশ্যায়।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব :—সন্ধ্যাকালে, রাত্রিতে, প্রাতে।

নাসিকা হইতে রক্তাক্ত শ্লেষ্মাস্রাব।

নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ ঘন, হরিদ্রাভ, দুর্গন্ধি শ্লেষ্মাস্রাব।

পুঁজযুক্ত, দুর্গন্ধি নিঃস্রাব।

নাসিকার শুষ্কতা।

নাসিকা রুদ্ধ, তৎসহ শব্দ, খারাপ গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মাস্রাব।

নাসিকা হাজিয়া যাওয়া।

প্রতিশ্যায় রোগে শ্লেষ্মা প্রায়ই শক্ত চাপ কিম্বা মামরী বাঁধিয়া থাকে।

নাসিকায় শুষ্ক মামরী, তৎসহ টাটানি, ফাটা ও ক্ষতযুক্ত নাসারন্ধ্র।

নাসিকার স্ফীততা। নাসিকা আরক্ত।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—পাণ্ডুবর্ণ ও জীর্ণপ্রায়; পাণ্ডুবর্ণ ও স্ফীতভাব; মৃৎপাণ্ডুবর্ণ; আরক্তিম।

বিসর্প :—মুখমণ্ডলের উভয় পার্শ্বের; গণ্ডদ্বয়ের, তৎপূর্ব্বে পর্য্যাক্রমে শীত ও উত্তাপ; বাম গণ্ডের, আওডিনের অপব্যবহার বশতঃ; মুখমণ্ডলের অর্দ্ধাংশের পক্ষাঘাত।

মুখমণ্ডলে সরস ফুস্কুড়ি।

মুখমণ্ডলে মামরীযুক্ত ক্ষত, চর্ম্ম শুষ্ক, কোষ্টবদ্ধ, বৃহৎ মল।

শ্মশ্রু কেশ পতিত হয়।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—নিম্ন চোয়ালে বেদনাযুক্ত ক্ষুদ্র গুল্ম বিশেষ।

ওষ্ঠ :—উৎক্ষেপ; হুলবেধ; স্ফীত; বেদনাযুক্ত ফুস্কুড়ি।

মুখের কোন ক্ষতযুক্ত।

অধরের ভারবোধ। ঠোঁটের অবদরণ।

সব্‌ম্যাক্সিলারি গ্রন্থির স্ফীততা ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

১০ দন্ত।—দন্তে চাপযুক্ত বেদনা, স্পর্শ বা দংশনে বৃদ্ধি।

বায়ুতে ভ্রমণকালে কর্ষের দন্তে আকৃষ্ট বেদনা।

ছিন্নকর বেদনা, উষ্ণতায় বৃদ্ধি; শয্যায় শয়নে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

শীতল জল পানান্তে হুলবেধযুক্ত দন্তশূল।

দন্তশূল, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

মাড়ীর স্ফীততা ও মুখের শুষ্কতা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—অম্ল; লবণাক্ত; তিক্ত; পচা ডিম্বের ন্যায়।

জিহ্বা চৈতন্যাধিক। জিহ্বা শাদা ক্লেদাবৃত।

জিহ্বার নিম্নপার্শ্বে শাদাটে, বেদনাযুক্ত ক্ষত।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য ও মাড়ী হইতে পচা গন্ধ।

অম্ল, খাঁরাপ গন্ধ।

শ্বাসবায়ুতে প্রস্রাবের ন্যায় গন্ধ।

লালা বর্দ্ধিত, অধিক নিষ্ঠীবন।

প্রাতে মুখগহ্বরের শুষ্কতা।

১৩ গলমধ্য।—তালু :—টাটানি বোধ হয়; ও ফসেস কিঞ্চিৎ আরক্ত।

গলমধ্যে সদত খল্লী, যেন খাদ্য নামিবে না।

গলমধ্যে গোঁজের ন্যায় রাত্রিকালীন বেদনা।

গলমধ্যে কর্কশতা ও ক্ষতবৎ।

গলমধ্য শ্লেষ্মাপূর্ণ বোধ হয়।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা :—উত্তম; প্রচুর ক্ষুধা, কিম্বা মোটেই ক্ষুধা নাই, তৎসহ অধিক তৃষ্ণা, কিম্বা উদরের পূর্ণতা অনুভব।

তৃষ্ণা না থাকিয়া পানেচ্ছা।

বিতৃষ্ণা :—মাংসে; মৎস্যে; লবণে।

১৫ বিবমিষা ও বমন।—ভোজনের পরে হিক্কা।

উদ্গার :—অম্ল; ভুক্ত খাদ্যের; উহাতে পাকাশয়ের চাপ বোধ উপশমিত হয়।

আহারান্তে বুকজ্বালা।

বিবমিষা :—ও মাথাঘোরা; ও ব্যাকুলতা সহ ঘর্ম্ম; যেন ভ্রমির ন্যায়, তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়; গলমধ্যে আক্ষেপ সহ, উদ্গার সহ; মাথাধরা সহ; বমনের প্রবৃত্তি সহ; ও অম্ল বমন; প্রাতে, আহারান্তে।

বমন :—অম্ল; খাদ্যের।

বমন, ভেদ, ও বরফবৎ শীতল ঘর্ম্ম, তৎসহ মাথাধরা।

১৬ পাকস্থলী।—পাকাশয় গহ্বরে বেদনাযুক্ত কষ্টকর অনুভব।

রাত্রি ও প্রাতে পাকাশয় গহ্বরে চাপ।

পাকাশয় প্রদেশে বন্ধন ও সঙ্কোচনবৎ বেদনা।

পাকাশয় মধ্যে পিণ্ডবৎ অনুভব, তৎসহ সদত আঘাত, যেন দুইটী হাতুড়ি দিয়া।

পাকাশয়ে বেদনা।—তাহাতে খাইতে বাধ্য হয় ; উষ্ণ দুগ্ধে উপশম, সিদ্ধ মাংস ও শীতল পানীয়ে বৃদ্ধি।

আধ্মান সহ পাকাশয়ে মোচড়ান বেদনা।

পাকাশয় ও উদরে পূর্ণতানুভব।

সাময়িক পাকাশয়-শূল, তৎসহ তৃষ্ণা, বিশেষতঃ অতিরিক্ত মদ্যপান বশতঃ।

পাকাশয়ের পুরাতন সর্দ্দি ও পুনঃ পুনঃ উদ্গার।

১৮ **হাইপোকণ্ড্রিয়া।**—দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়ামে সূচীবেধ।

যকৃতপ্রদেশে কঠিনতা।

বাম হাইপোকণ্ড্রিয়ামে সূচীবেধ।

বাম হাইপোকণ্ড্রিয়ামের ভিতরে জ্বালা, সেই পার্শ্বে শুইলে বৃদ্ধি।

হাইপোকণ্ড্রিয়া ও নিতম্বে কর্ত্তনকর, কোঁথপাড়া বেদনা।

১৯ **উদর।**—নিম্নোদরে খল্লী (খালধরা)।

পেটবেদনা —আহারের ঠিক পরেই।

উদরে মোচড়ান, খননকর বেদনা।

দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে উদরের বামপার্শ্বে বেদনা, এবং তদ্বিপরীত।

নাভির নিম্নে বেদনা, যেন অন্ত্র ছিন্ন হইযাছে।

উদরের বামপার্শ্বে সূচীবেধ।

উদর স্ফীত, শক্ত।

উদর গহ্বরে সিরম সঞ্চয়।

বাহ্যিক উদরের স্ফীততা (ইডিমা)।

উদরের কণ্ডুয়ন। অন্ত্রকূজন (ডাকা)।

আবদ্ধ বায়ু। কুচ্‌কিদেশে বেদনা।

কুচ্‌কিতে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

কুচকির গ্রন্থির স্ফীততা।

২০ **মল, ইত্যাদি।**—অত্যন্ত বায়ুনিঃসরণ।

মল :—কদাচিত উদরাময় ও তাহা বেদনাশূন্য ; গাঁইটবিশিষ্ট, গাঁইট-সকল সূত্রবৎ আমবৎদ্বারা সংযোজিত ; অম্লগন্ধি ; কঠিন, বড় বড়, তৎসহ রক্ত ও আম।

কোষ্ঠবদ্ধ :—বড়, গাঁইটবিশিষ্ট মল; পুরাতন, তৎসহ যকৃত প্রদেশের কঠিনতা; তৎসহ সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতা ও মলদ্বারের ফাটা।

ক্রিমি।

মলদ্বারের ফাটা (বিদারণ); মলত্যাগকালে প্রবল, তীক্ষ্ণ, কর্ত্তনকর বেদনা, তৎপরে কয়েকঘণ্টা পর্য্যন্ত আকুঞ্চন ও কামড়ানি (aching), রাত্রিতে বৃদ্ধি।

মলত্যাগকালে বেগ না দিয়াই সরলান্ত্র নির্গমন।

বৃহৎ অর্শবলি।

অর্শ, তৎসহ উপবেশনে বেদনা, যেন ছুরিকা দিয়া চিরিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে প্রবল কণ্ডূয়ন, ও তাহা স্পর্শে অত্যন্ত টাটানি।

সরলান্ত্রের অর্শ, তৎসহ মলদ্বারে জ্বালাকর পীড়কা।

২১ মূত্র।—স্বল্প মূত্রস্রাব সহ মূত্রত্যাগের বেগ।

রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ।

প্রস্রাবপথে মূত্রত্যাগকালে সূচীবেধ বা জ্বালা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—অদম্য কামোদ্রেক; প্রবল লিঙ্গোত্থান।

সঙ্গমে অপ্রবৃত্তি সহ ধ্বজভঙ্গ।

সঙ্গমকালে উপযুক্ত (proper) সুখানুভবের অভাব।

লিঙ্গোত্থান না হইয়া প্রায় অসাড়ে রেতস্খলন।

লিঙ্গের শিথিলতা সহ স্বপ্নদোষ।

মেঢ্রত্বক ও মুষ্কের শোথবৎ স্ফীতত্তা।

হাইড্রসিল (বামপার্শ্বের), তৎসহ মুষ্কে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—সঙ্গমে অত্যন্ত অপ্রবৃত্তি।

দক্ষিণ ইলিয়াক গহ্বরে কমলা লেবুর আকার অর্ব্বুদ, পার্শ্বেও ঐরূপ একটী; উভয়ই গোল, কঠিন ও অল্প সচল; চাপে বেদনাযুক্ত নহে, কিম্বা তার বশতঃ কোন অসুবিধা (কষ্ট) হয় না।

বাম ডিম্বকোষ হইতে পেলভিস ও উরু মধ্যদিয়া নিম্নে বেদনা।

জরায়ু মুখ পশ্চাতে অবস্থিত, অনেক কষ্টে তবে অঙ্গুলি তথায় পৌঁছে।

জরায়ুতে বেদনা।
ভগেরদিকে বেদনাযুক্ত চাপ।
ঋতু :—অতি স্বল্প ও অতি বর্ণশূন্য ; প্রবল পেটবেদনা সহ অতি বিলম্বে ; রক্ত কখন কখন কাল।
ঋতুর সময়ে :—উদরে উত্তাপ ; বেগ, চাপ, ঠিক প্রসববেদনার ন্যায় ; স্বরভঙ্গতা ; অলসতা ও দুর্ব্বলতা।
ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে প্রচুর শ্বেতপ্রদর।
প্রচুর শ্বেতপ্রদর, সম্পূর্ণ শাদা, বিশেষতঃ প্রাতে, শয্যা হইতে উঠিবার সময়ে, ভ্রমণ বা উপবেশনকালে পৃষ্ঠদেশে দুর্ব্বলতা।
▌প্রদরস্রাব ঝলকে ঝলকে, দিন বা রাত্রি।
যোনিমধ্যে ফুস্কুড়ি কিম্বা হাজিয়া যাওয়া।
ভগের শোথবৎ স্ফীততা।
পেরিনিয়ম, ভগ ও উরুদ্বয়ের মধ্যে হাজিয়া যাওয়া।

২৪ গর্ভাবস্থা।—মেদসঞ্চয়ের প্রবণতা।
চুচুক বেদনাযুক্ত।
▌স্তনে এব্‌সেসের পরে শক্ত ক্ষতস্থান চিহ্ন থাকে।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর :—সঙ্গীতে পরিষ্কার হয় না ; সন্ধ্যাকালে স্বরভঙ্গতা ; পুরাতন স্বরভঙ্গতা।
লেরিংক্স প্রদেশ স্পর্শে চৈতন্যাধিক।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়ায় শুষ্ক শব্দ হয়।
নিদ্রা যাইবার সময়ে যেন শ্বাসরুদ্ধ হইবে এইরূপ বক্ষের সঙ্কোচন।
শ্বাসরোধ বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হয়, সাধারণতঃ মধ্যরাত্রির পরে, শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিতে, কিছু ধরিতে এবং কিছু খাইতে হয়।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষের খল্লী। বক্ষে বেদনা।
বক্ষের মধ্যস্থলে বেদনা, তৎসহ কাসী, ক্ষতবৎ ও টাটানি।
বক্ষে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।
গয়ার :—লবণাক্ত ; দিবা ও সন্ধ্যায়।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে :—সঙ্কোচন, চাপ ; সূচীবেধ।

হৃৎকম্পন :—তৎসহ উদ্বেগ ; তৎসহ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষের মাংসল স্থানে হূলবেধ।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা পশ্চাতে বেদনা।

গ্রীবা পশ্চাতে অনম্যতা ; এবং তৎসহ মাথাধরা।

গ্রীবা পার্শ্বে বেদনাশূন্য স্ফীত গ্রন্থিসকল।

পৃষ্ঠদেশে সঙ্কোচন বেদনা।

ভ্রমণকালে পৃষ্ঠ ও কটিদেশে দুর্ব্বলতা।

ত্রিকাস্থিতে বেদনা, তৎসহ শুর শুর অনুভব ও সূচীবেধ।

কটিদেশে ব্যথা করে, যেন ঘৃষ্ট বা ভগ্ন হইয়াছে।

মূত্রত্যাগকালে কক্সিক্স অস্থিতে বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ ও গ্রীবা বেদনাযুক্ত।

বাতের কিম্বা জ্বালাকর বেদনা, বিশেষতঃ বাম স্কন্ধে।

দক্ষিণ ঊর্দ্ধবাহু টাটানি, বেদনাযুক্ত ও স্ফীত।

কনুইয়ের বক্রতার স্থানে দক্র, ভয়ানক চুলকায়।

বাম হস্ত অসাড় ও মৃতবৎ।

হস্তে শৃঙ্গবৎ শক্ত স্থান।

বৃদ্ধাঙ্গুলি সন্ধিতে যেন মচকানবৎ বেদনা।

অঙ্গুলিসমূহের বাত রক্তের (gout) স্ফীততা।

অঙ্গুলি মধ্যে ক্ষতবৎ, সরস স্থান।

নখ সকলের স্থূলতা প্রাপ্তি, পর্দ্দা পর্দ্দা উঠিযা যায়, কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ ও কর্কশ।

নখের ভিতরে প্রদাহিত, দপদপানি ও অসাড়তা ; পাকে না।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পদদ্বয়ের মধ্যে অবদরণ (হাজিয়া যাওয়া)।

উরুদ্বয়ে ছিন্নকর বা ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

উরুদ্বয়ের অসাড়তা।

জানুদ্বয়ে ঘৃষ্ট বেদনা।

জানুগহ্বরে সরস পীড়কা।

পায়ের ডিমে খল্লী। পদদ্বয়ের ভার।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির অত্যন্ত শোথবৎ স্ফীতি (ইডিমা), প্রধানতঃ নিম্নাঙ্গ,

ঐ স্ফীত স্থান বৃহৎ, তৎসহ জানুর নিম্নে চর্ম্মহইতে প্রচুর পরিমাণে সদত জলবৎ রসক্ষরণ, চর্ম্ম অবদরণ (হাজিয়া যাওয়া)।

নিম্নাঙ্গে ক্ষত, তৎসহ বিদাহী পুঁজ, চর্ম্মের শুষ্কতা ও কোষ্ঠবদ্ধ।

চরণদ্বয়ে সাড়হীন ক্ষত।

অঙ্গুষ্ঠের অনম্যতা ও সঙ্কোচন।

ক্ষত, কিম্বা বৃদ্ধাঙ্গুলিতে বিস্তৃতিশীল ফোস্কা।

নখের স্থূলতা প্রাপ্তি।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

ছিন্নকর বেদনা :—চরণ ও হস্তদ্বয়ে; সমস্ত অঙ্গাদিতে।

হস্তপদের চমকাইয়া উঠা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে ভার।

৩৬ স্নায়ু।—সঞ্চালন শক্তি বিলুপ্ত (Cataleptic) অবস্থা, চৈতন্য আছে কিন্তু নড়িতে বা কথা কহিতে শক্তি নাই।

সর্ব্বাঙ্গ মধ্য দিয়া কম্পন অনুভব।

পরিশ্রান্ত অনুভব। অলসতা।

দুর্ব্বলতা। শ্রান্তিবোধ। শয্যাশায়ীবৎ ক্ষীণতা।

৩৭ নিদ্রা।—সদত হাইতোলা।

অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও নিদ্রালু।

নিদ্রালুতা :—দিবসে, শুইতে বাধ্য।

রাত্রিতে অগভীর নিদ্রা।

রাত্রিতে নানাপ্রকার কল্পনা।

অনিদ্রা। নিদ্রায় চমকাইয়া উঠা।

স্বপ্ন :—সুস্পষ্ট, উদ্বেগপূর্ণ; ভীতিপ্রদ, ভয়ঙ্কর, বিরক্তিজনক।

৪০ শীত জ্বর, ঘর্ম্ম।—প্রাতে শয্যায় শীত শীত বোধ।

শীত ও শীত শীত বোধ, প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে।

উত্তাপ সন্ধ্যা ও রাত্রিতে; এবং তৎসহ অস্থিরতা।

সামান্য সঞ্চালনে ঘর্ম্ম হয়।

প্রচুর নৈশ ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম প্রায়ই কেবল দেহের সম্মুখভাগে।

ঘর্ম্মে হরিদ্রা দাগ লাগে, অম্ল ও খারাপ গন্ধ, এবং প্রায়ই শীতল।

৪৩ অনুভব।—আভ্যন্তরিক স্থান সমূহে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

নানা স্থানে খালধরাবৎ অনুভব।

নানাস্থানে অসাড়তা।

৪৪ তন্তু।—পুরাতন ক্ষত চিহ্নে জ্বালাকর বেদনা।

রুগ্নস্থানের শীর্ণতা।

গ্রন্থিসমূহের স্ফীততা ও কাঠিন্য।

শোথবৎ স্ফীতি (ইডিমা) যুক্ত পীড়া।

৪৬ চর্ম্ম।—শরীরের নানাস্থানে কণ্ডূয়ন।

উদ্ভেদ সহ প্রবল কণ্ডূয়ন ও জ্বালা।

প্রচুর রসস্রাবী পামা, মেদপ্রবণ ব্যক্তিদিগের।

শরীরের নানাস্থানে কণ্ডূয়নযুক্ত পীড়কা, তাহা হইতে জলবৎ, চট্‌চটে পদার্থ ক্ষরিত হয়।

চর্ম্মের ক্ষত আরোগ্য হইতে চাহে না, সহজেই ক্ষত হয়।

পুরাতন ক্ষত, তাহাতে দুর্গন্ধ পুঁজ, মাংসবৃদ্ধি, কণ্ডূয়ন, হুলবেধ।

পুরাতন ক্ষত চিহ্ন আবার ক্ষত হয়।

৪৮ সম্বন্ধ।—কার্য্যাবশেষপূরক —আর্সে, কষ্টি, ফের, হেপার।

গ্রাফাইটিস প্রতিষেধিত হয়:—একো, আর্সে, নক্স-ভমিকা দ্বারা।

গ্রাফাইটিস প্রতিষেধ করে:—আর্সে, আওডি, রসটক্স।

গ্রাফাইটিস লাইকোপোডিয়ামের পরে সুফলপ্রদ।

গোয়েকাম।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—স্মৃতি ক্ষীণতা, বিশেষতঃ নাম বিস্মরণ।

উদ্দেশ্যহীন একদৃষ্টি:—প্রাতে।

পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি। বিমর্ষ ও বিষণ্ণ।

২ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালের অগ্রপ্রান্তভাবে মাথাধরা।

মস্তিষ্কে প্রবল, তীক্ষ্ণ সূচীবেধ।

মস্তকের একপার্শ্বে মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত বাতের বেদনা।

৪ বহির্মস্তক।—গ্রীবা পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত মস্তক ও মুখমণ্ডলের বাম-পার্শ্বের স্নায়ুশূল।

মস্তকের বাহ্যাংশে স্পন্দনযুক্ত দপদপানি ও রগে সূচীবেধ; বাহ্যিক চাপে এবং ভ্রমণে কিয়ৎক্ষণের জন্য দূরীভূত হয়, উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান হইলে বৃদ্ধি।

ঘর্ম্ম প্রধানতঃ মস্তক ও কপালে (খোলা বায়ুতে ভ্রমণকালে)।

করোটীতে ছিন্নকর বেদনা।

৫ চক্ষু।—চক্ষে স্ফীততা ও বহির্ম্মুখতা অনুভব, অক্ষিপুট এত ক্ষুদ্র যে চক্ষু আবৃত করিতে পারিবে না এইরূপ বোধ হয়।

চক্ষুদ্বয়ের স্ফীততা, কনিনীকা প্রসারিত।

৬ কর্ণ।—বামকর্ণে ছিন্নকর বেদনাসহ প্রবল কর্ণ বেদনা।

৭ নাসিকা।—নাসিকার অস্থিসমূহে বেদনা।

মস্তক হইতে নাসিকা পর্য্যন্ত বেদনা।

নাসিকা স্ফীত। সরস প্রতিশ্যায়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলে উত্তাপ, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে।

মুখমণ্ডল।—আরক্ত ও বেদনাবিশিষ্ট স্ফীত; চক্ষু, নাসিকা ও গণ্ড স্ফীত হয়; বৃদ্ধবৎ দেখায়।

দক্ষিণ হনুঅস্থি ও গণ্ডে ছিন্নকর ও বেদনাযুক্ত সূচীবেধ।

১০ দন্ত।—দুই চোয়াল পরস্পর দংশনে দন্তশূল।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—খাদ্যের ঠিক আস্বাদ পাওয়া যায় না।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য প্রদাহ।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে প্রবল জ্বালা।

টন্সিল প্রদাহের আশঙ্কা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—প্রবল ক্ষুধা, বৈকালে ও সন্ধ্যায়।

অধিক তৃষ্ণা।

দুগ্ধে বিতৃষ্ণা।

১৮ বিবমিষা ও বমন।—পুনঃ পুনঃ শূন্যোদ্গার।
গলমধ্যে শ্লেষ্মার অনুভব বশতঃ বিবমিষা।
প্রতি প্রাতে অতি কষ্টে জলবৎ শ্লেষ্মা বমন করে।

১৯ পাকস্থলী।—পাকাশয় ও উদরে জ্বালা।
পাকাশয়ে খালধরা ও বেদনা।

১৯ উদর।—সমগ্র উদরে অত্যন্ত বায়ুসঞ্চয়; আবদ্ধ বায়ুবশতঃ উদরে চিমটিকাটাবৎ বেদনা।
অন্ত্রবৃদ্ধি।

২০ মল, ইত্যাদি।—উদরাময় প্রাতে আরম্ভ হয়।
শিশুবিসূচিকা; শীর্ণতা; মুখমণ্ডল যেন বৃদ্ধ ব্যক্তির ন্যায়।
কোষ্ঠবদ্ধ:—কঠিন ও খণ্ড খণ্ড মল, অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

২১ মূত্র।—প্রচুর দুর্গন্ধ মূত্রসহ, মূত্রত্যাগের পরেও ক্রমাগত বেগ বোধ।
প্রস্রাবকালে যেন কিছু দংশন করিতে করিতে আসিতেছে এইরূপ প্রস্রাবপথে কর্তন বোধ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—স্বপ্ন না হইয়া স্বপ্নদোষ।
প্রমেহের ন্যায় স্রাব।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—তরুণ ও পুরাতন ডিম্বকোষ প্রদাহ, বিশেষতঃ বাতরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের।

২৪ লেরিংক্স।—শ্বাসনলী, প্রধানতঃ লেরিংক্সে, প্রবল, আক্ষেপিক, প্রদাহযুক্ত পীড়া, তৎসহ এরূপ হৃৎকম্পন যে শয্যা হইতে উঠিতে পারে না; যেন শ্বাসরোধবৎ অনুভব হয়।

২৫ কাসী।—শুষ্ক, তৎসহ প্রবল জ্বর; উত্তপ্ত মুখমণ্ডল।
প্রচুর শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন সহ কাসী, এবং পরে দুর্গন্ধ পূঁজ নিষ্ঠীবন রক্ত উঠে।
শুষ্ক কাসী, অল্প শ্লেষ্মা খণ্ড তুলিলে উপশম; বাতের রোগী।

২৮ ফুসফুস।—প্লুরিসি রোগে সূচীবেধ; বাম পার্শ্ব, গভীর শ্বাসে বৃদ্ধি; বিশেষতঃ যক্ষ্মাকাস রোগে।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎকম্পন।

হঠাৎ হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে যেন শ্বাসরোধ অনুভব; নিদ্রাবস্থাতেও সহসা আইসে ও তজ্জন্য শুষ্ক কাসী হয়।

নাড়ী ক্ষুদ্র, কোমল ও বর্দ্ধিত গতি।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—মস্তক হইতে গ্রীবাপর্য্যন্ত বেদনা।

গ্রীবা হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত ভ্রমণকালে পৃষ্ঠদেশের এক পার্শ্বের অত্যন্ত অনম্যতা।

দুই স্কন্ধাস্থি মধ্যে সঙ্কোচক বেদনা।

বৈকালে পৃষ্ঠদেশে শীত শীত বোধ।

পৃষ্ঠদেশে কম্প ও জ্বরের শীত।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাম বাহুতে বাতের বেদনা, স্কন্ধ কিম্বা কনুই হইতে মণি-বন্ধ পর্য্যন্ত।

দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলিতে সূচীবেধ।

হস্তদ্বয় উষ্ণ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জানুতে বাতরক্ত (gout) সম্বন্ধীয় প্রদাহ ও এবসেস।

পাছায় কণ্টকবেধ, যেন সূচের উপর বসিয়াছেন।

উরুদ্বয়ে, বিশেষতঃ দক্ষিণ উরুতে, যেন মাংসপেশী ছোট পড়িয়াছে এই রূপ টান টান অনুভব, তৎসহ ভ্রমণকালে অলসতা, স্পর্শে বৃদ্ধি, বসিলে উপশম।

বেদনা উরু বা পদের মধ্যস্থলে আরম্ভ এবং জানু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়।

পায়ে ছিন্নকর, আকৃষ্ট বেদনা, দক্ষিণ চরণ হইতে জানু পর্য্যন্ত।

নিম্নাঙ্গে পরিশ্রান্তি বোধ।

দক্ষিণ পদ স্ফীত ও আকুঞ্চিত, অনম্য, অচল, তুলিয়া উরুতে সংলগ্ন।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গাদিতে ছিন্নকর ও হুলবেধ বেদনা।

পারদ অপব্যবহারের পরে নানা প্রকার বেদনা।

বাতের ছিন্নকর বেদনা, তৎপরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সঙ্কোচন (অর্থাৎ ছোট হইয়া যাওয়া)।

হস্তপদাদির মাংসপেশীতে ছিন্নকর, কণ্টকবেধ বেদনা ও সেই সমস্ত স্থানে উত্তাপ।

৩৮ স্নায়ু।—পরিশ্রান্তি, যেরূপ অত্যন্ত পরিশ্রমের পর হয়, বিশেষতঃ ঊরু ও বাহুদ্বয়ে।

আকুঞ্চিত অঙ্গাদিতে অচল অনম্যতা।

৩৯ নিদ্রা।—রাত্রিকালে অস্থিরতা ও অনিদ্রা।

চীৎ হইয়া শুইলে বুকচাপা ধরে; চীৎকার স্বর করিয়া জাগিয়া উঠে।

জাগিলে পর:—সমস্তই যেন অতি কসা বোধ হয়; বস্ত্রাদি আর্দ্র অনুভব হয়।

▌ যেন পতনানুভব সহ পুনঃ পুনঃ নিদ্রা ভঙ্গ।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—ভিতরে ভিতরে সর্ব্বাঙ্গে শীত শীত বোধ, তৎপরে সন্ধ্যাগমে উত্তাপ, প্রধানতঃ মুখমণ্ডলে, তৃষ্ণা থাকে না।

আভ্যন্তরিক শীত শীত অনুভব, এমন কি অগ্নির নিকট বসিয়াও, প্রধানতঃ বৈকাল ও সন্ধ্যাকালে।

প্রবল জ্বর, মুখমণ্ডলে দাগ; চক্ষু, নাসিকা ও গণ্ডদ্বয় স্ফীত, শুষ্ক কাসী।

▌ বেদনাবিশিষ্ট অঙ্গাদিতে উত্তাপানুভব, বাতের রোগী।

চর্ম্ম উত্তপ্ত, বিশেষতঃ হস্তদ্বয়ের।

৪১ তন্তু।—সমস্ত স্রাবেই অত্যন্ত অসহ্য দুর্গন্ধ।

সন্ধিসমূহের বাতজনিত স্ফীততা।

▌ ফাইব্রস তন্তুর উপরে ক্রিয়া প্রকাশ করে।

স্ফীততা সহ অস্থিসমূহে কামড়ানি (aching)। *উপদংশ।

অত্যন্ত শীর্ণতা। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সঙ্কোচন।

সমস্ত সন্ধিতেই বেদনা, এমনকি বক্ষেও।

অস্থি ক্ষয় ও অস্থিসমূহের স্পঞ্জবৎ অবস্থা প্রাপ্তি।

সঙ্কোচন, তৎসহ সামান্য সঞ্চালনে বেদনা।

▌ সন্ধিসমূহ স্ফীত, বেদনাযুক্ত এবং সামান্য চাপ অসহ্য; কোন প্রকার উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না।

৪২ চর্ম্ম।—চুলকাইলে উপশম বোধ হয়।

কণ্ডুয়নযুক্ত, সরস উদ্ভেদ।

৪৩ অবস্থা।—▌ উপদংশ।

শিশুগণ। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণ।

৪৮ সম্বন্ধ।—পারদ অপব্যবহার-জনিত বাত, বাতরক্ত (gout), সঙ্কোচন প্রভৃতিতে গোয়েকাম উপকারী।

নক্সভমিকা গোয়েকামকে প্রতিষেধ করে।

শিশু বিসূচিকায় সলফারের পরে গোয়েকাম সুফলপ্রদ।

তুলনা কর :—রসটক্স, রডো, ফাইটো, ষ্টিলি, ক্যালি-হাইড্র, মার্ক।

গ্লোনয়েনাম।

পরীক্ষক :—হেরিং।

১ মন।—চৈতন্য বিলুপ্ত হয়, অজ্ঞান হইয়া পড়ে, পর্য্যায়ক্রমে মস্তক ও হৃৎপিণ্ডে রক্তাধিক্যতা।

সুপরিচিত পথসকল অপরিচিত বোধ, বাড়ীতে যাইবার পথ অতি দীর্ঘ।

উজ্জ্বল, অনেক বকে, নানা প্রকার চিন্তা মনে আইসে।

উঠিয়া পলায়ন করিতে চাহে।

উন্মত্তপ্রায়, জানালা হইতে লম্ফপ্রদানের চেষ্টা (মাথাধরা সহ)।

২ চৈতন্য।—মস্তক অতিশয় বৃহত্তর অনুভব।

মস্তক কোন দিকে টলিয়া পড়িবে অনুভব, তজ্জন্য মস্তক সোজা রাখিবার নিমিত্ত সদত চেষ্টা।

মাথাঘোরা :—ভ্রমি, চক্ষুর সম্মুখে কাল দাগ, অবনত বা মস্তক সঞ্চালনে এবং খোলা বায়ুতে বৃদ্ধি।

ভ্রমি, বিবমিষা, মুখমণ্ডল রক্তশূন্য, মস্তকমধ্যে স্পন্দন।

আতপ-ঘাত (সর্দ্দি গর্ম্মি) :—মাথাঘোরা, প্রবল বেদনা; মুখমণ্ডল রক্তশূন্য, নাড়ী ক্ষীণ; কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া, বিবমিষা; নিদ্রাবিভূত; কিম্বা মস্তকমধ্যে দপদপানি; চক্ষু স্থির; নাড়ী পূর্ণ, ধীর; জিহ্বা ক্লেদাবৃত, ক্ষুধা নাই।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—চক্ষু ও নাসিকার ঊর্দ্ধভাগে এবং কর্ণের পশ্চাতে

আততিযুক্ত (tensive) বেদনা, তৎপরে গলার নিকট শ্বাসরোধক অনুভব।

নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে মাথাধরা।

সমস্ত মস্তকমধ্যে টাটানি অনুভব, মস্তক নাড়িতে ভয় হয়; অনুমান যেন মস্তক বিচূর্ণ (খণ্ড খণ্ড) হইয়া পড়িবে।

নাড়ীর সহিত সমকালিক মস্তিষ্ক মধ্যে আঘাত বোধ।

দপদপানি :—বগে; মস্তকশীর্ষে; অক্সিপটে; সমগ্র মস্তকে।

উষ্ণ ঘর্ম্ম সহ কপালে অতীব্র মাথাধরা।

কপালে প্রবল বেদনা, বগে দপদপানি ভ্রমণে বৃদ্ধি।

অতীব্র, চাপযুক্ত বেদনা, অক্সিপট ও গ্রীবায় বেশী, মস্তক সঞ্চালন কিম্বা গ্রীবা বাঁকাইলে বৃদ্ধি।

মস্তিষ্ক অতি বৃহৎ অনুভব হয়; ফাটিয়া যাইবে অনুভব; ধমনীর পূর্ণতা ও দপদপানি, সমস্ত রক্ত যেন উর্দ্ধে (মস্তকে) উঠিতেছে অনুভব।

মস্তিষ্ক যেন তরঙ্গাকারে সঞ্চালিত হইতেছে।

মস্তকে হঠাৎ, প্রবল রক্তাধিক্যতা; প্রত্যেক নাড়ীর স্পন্দনে, প্রতি পদবিক্ষেপে, প্রতি আন্দোলনে দপদপানি (স্পন্দন) অনুভূত হয়; রক্ত গ্রীবা, গলমধ্য কিম্বা বক্ষঃস্থল হইতে উত্থিত হয়।

আধকপালে মাথাধরা, অর্দ্ধেক আলোক এবং অর্দ্ধেক অন্ধকার দেখে।

অতি মূত্র নিঃসরণ সহ মাথাধরা।

মাথাধরা তৎসহ মুখমণ্ডল লালবর্ণ, নাড়ী বর্দ্ধিতগতি, মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম, অচৈতন্যতা; খোলাবায়ুতে, নিদ্রার পরে, বমনের পরে উপশম।

মাথাধরার বৃদ্ধি :—মস্তক নাড়িলে বা কাঁপাইলে; অবনত; পশ্চাতে বক্র; শয়নের পরে; সিড়িতে উঠিতে; আর্দ্র বায়ুতে; সূর্য্যাতপে; গ্যাসের আলোকে কাজ করিতে; দেহ অত্যুত্তপ্ত হইলে, তৎসহ প্রচুর ঘর্ম্ম; টুপির স্পর্শ অসহ্য; শীতল বায়ুতে; পড়িতে, লিখিতে; মদ্যে।

উপশম :—অনাবৃত করিলে; খোলাবায়ুতে।

আতপ-ঘাত (সর্দ্দি গর্ম্মি)।

৫ চক্ষু।—চক্ষুর সম্মুখে বিদ্যুৎ শিখা ও স্ফুলিঙ্গ দর্শন।

নাড়ীর প্রতি স্পন্দনে পদার্থ সকল নৃত্য করিতেছে দেখায়।

মাথাধরা, ভ্রমি, চক্ষুর সম্মুখে কাল দাগ সহ অস্পষ্ট দৃষ্টি।

কনিনীকা সঙ্কুচিত। *আতপ-ঘাত।

কনিনীকা প্রসারিত; ঊর্দ্ধনেত্র; আতপ-ঘাত; চক্ষু ঊর্দ্ধ ও বহির্দ্দিকে ঘূর্ণিত; আক্ষেপ।

চক্ষু লালবর্ণ, বহির্গামী, প্রমত্ত দৃষ্টি, একদৃষ্টি।

আলোকাসহ্যতা। প্রত্যেক বস্তু অর্দ্ধেক উজ্জ্বল ও অর্দ্ধেক অন্ধকার দেখায়।

৬ কর্ণ।—বধিরতা, কর্ণ যেন রুদ্ধ (তালা লাগা।)

কর্ণমধ্যে ঘণ্টাশব্দ, নাড়ীর স্পন্দন শ্রুতিগোচর হয়।

দক্ষিণ কর্ণে ভিতর হইতে বহির্দ্দিকে দপদপ-বিদ্ধকর বেদনা।

কর্ণমধ্যে ও চতুর্দ্দিকে পূর্ণতানুভব।

কর্ণদ্বয় আরক্ত।

৮ মুখমণ্ডল।—আরক্তিম, উত্তপ্ত, বিশেষতঃ চক্ষু ও কপালের নিকটে, তৎসহ মাথাধরা, পর্য্যায়ক্রমে আরক্তিম ও পাণ্ডুবর্ণ; জ্বরের উত্তাপের সময়ে, সর্দ্দিগর্ম্মিতে ও মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতা সময়ে পাণ্ডুবর্ণ।

মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম।

মৌখিক শূল, মাংসপেশীর উৎক্ষেপ, এমন কি অচৈতন্যতা, ঘড় ঘড় করিয়া শ্বাসক্রিয়া।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—সর্দ্দিগর্ম্মিতে চোয়াল রুদ্ধ।

অধর স্ফীত অনুভব হয়।

১০ দন্ত।—স্পন্দন ও দপদপানি বেদনা, দন্ত লম্বা বোধ হয়; বিনষ্ট।

মাড়ীতে তীব্র বিদ্ধবৎ বেদনা, উত্তাপ প্রয়োগে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডায় উপশম।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—তিক্ত, তৎসহ বিবমিষা; দুর্গন্ধযুক্ত, মিষ্ট।

জিহ্বা:—কোন ক্লেদাবরণ না থাকিয়া দুগ্ধবৎ শাদা, প্রবল মাথাধরা; কিম্বা অল্প ক্লেদ; খাইতে পারে না; দুর্ব্বল।

১২ মুখমধ্য।—লালা বর্দ্ধিত, পিচ্ছিল।
মুখে ফেনা। আক্ষেপ।
মুখগহ্বরের উপরিভাগে টাটানি ও স্ফীততা অনুভব, তৎসহ স্পন্দন।

১৩ গলমধ্য।—কোমল তালু :—শুষ্ক।
কঠিন তালু যেন স্ফীত এইরূপ বোধ; দপদপানি; ফসেসে স্ফীতানুভব।
গলমধ্য যেন স্ফীত হইতেছে এপ্রকার অনুভব।
গলমধ্যে শুড় শুড়ি, উত্তাপ ও বেদনাবোধ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—তামাক খাইতে অধিকতর ইচ্ছা।
শীতল জল চায়।
ক্ষুধা রহিত; আতপ-ঘাত।

১৫ পানাহার।—মদ্যে সকল লক্ষণই বৰ্দ্ধিত হয়।

১৬ বিবিমিষা ও বমন।—বিবমিষা —রক্তাধিক্যতা সহ; আতপ-ঘাতে কাঠবমি ও ভ্রমি বোধ।
বমন —আক্ষেপিক, মস্তকোদক রোগে; আতপ-ঘাতে।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে বেদনা। এপিগ্যাষ্ট্রিয়ামে যন্ত্রণা বোধ।
পাকাশয় ও মস্তকে এরূপ অনুভব হয় যেন তিনি সূর্য্যোত্তাপে ছিলেন।
পাকাশয় গহ্বরে স্পর্শে বেদনা, অবনত হইলে বৃদ্ধি।

১৮ উদর।—অন্ত্রকূজন, উদ্গার, দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ।
কর্ত্তনবৎ বেদনা, প্রধানতঃ নাভির নিম্নে।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—পাতলা, স্বল্প, তৎসহ অত্যন্ত অন্ত্রকূজন; প্রচুর, পাতলা, তৎসহ পেটবেদনা, মলদ্বারে উত্তাপ, বিবমিষা ও হঠাৎ বেগ বোধ।
হঠাৎ ঋতু রোধ সহ উদরাময়।

২১ মূত্র।—প্রচুর, অত্যন্ত এল্বুমেনযুক্ত, রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করিতে উঠিতে হয়; লালবর্ণ, ত্যাগকালে জ্বালা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুর পরিবর্ত্তে :—মস্তকে রক্তাধিক্যতা, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ; উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি; শীতল বায়ুতে ভ্রমণে উপশম; উদরাময়; ভ্রমি।

ঋতুর পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে কিম্বা অন্য সময়ে মস্তকে পূর্ণতানুভব ও দপদপানি।

বয়ঃসন্ধি সময়ে :—উত্তাপের বেগ (বা রাগ), মস্তকে চাপ বোধ, ঝিমঝিমা, অচৈতন্যতা, মাথাঘোরা, চরণদ্বয়ের স্ফীততা।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় রক্তাধিক্যতা (নানাস্থানে)।

আক্ষেপ :—অচৈতন্য; মুখমণ্ডল উজ্জ্বল লালবর্ণ; স্ফীতভাব; নাড়ী পূর্ণ, কঠিন; মূত্র প্রচুর ও এল্‌বুমেনযুক্ত।

২৮ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়া :—ভারযুক্ত, কষ্টকৃত, ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত; যন্ত্রণাদায়ক; দ্রুত; প্রায়ই গভীর নিশ্বাস লইতে হয়; দীর্ঘশ্বাস বিশিষ্ট।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের পরিশ্রমযুক্ত ক্রিয়া; কষ্টবোধ; দ্রুত নাড়ী।

হৃৎপিণ্ডে তীক্ষ্ণ বেদনা। হৃৎপিণ্ডে পূর্ণতানুভব।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সহজেই উত্তেজিত; প্রবল হৃৎকম্পন সহ স্পন্দনযুক্ত মাথাধরা; অবনত হইলে বৃদ্ধি।

নাড়ী :—দ্রুত; পর্য্যায়ক্রমে পতন ও উত্থান; মাথাধরা, সঞ্চালন ও ভ্রমণকালে বর্দ্ধিত; দ্রুত, ক্ষুদ্র, অনিয়মিত, তৎসহ হৃৎপিণ্ডের প্রবল ক্রিয়া; অর্দ্ধাঘাতে মৃদু ও ক্ষীণ।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুদ্বয় :—স্নায়বীয়, অসুখ বোধ; ভারী, যেন রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হইয়া গিয়াছে; বাম বাহুতে অসাড়তা।

মাথাধরার পরে মণিবন্ধের দুর্ব্বলতা। বাম হস্তের অঙ্গুলিতে বাতের বেদনা।

অঙ্গুলিতে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব হয়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জানু ভাঙ্গিয়া পড়ে, উরুদ্বয় মাথাধরার সময়ে দুর্ব্বল বোধ হয়; বাম উরু অসাড়।

অর্দ্ধাঘাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি শিথিল, স্পন্দহীন।

বাম জানুতে বাত; সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে দুর্ব্বলতা বশতঃ উঠিতে পারে না; মাথাধরা, আরম্ভ করিলে বৃদ্ধি।

ঝিনঝিনি, হৃৎকম্পন সহ শীতল চরণদ্বয়।

১৬ স্নায়ু।—শয্যাশায়ী দুর্ব্বলতা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে অস্থিরতা, উঠিতে ও হাটিতে বাধা হয়।

আক্ষেপ :—অপস্মারবৎ, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতা, স্বল্প বা রুদ্ধ ঋতুস্রাব; হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ, বৃদ্ধাঙ্গুলি হাতের তলায় প্রক্ষিপ্ত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, চক্ষু ঊর্দ্ধদিকে ঘূর্ণিত, তৎপরে নিদ্রাবিভূততা; বামপার্শ্বের আক্ষেপ, অঙ্গুলিসকল বিস্তৃত; মুখমণ্ডল পর্য্যায়ক্রমে আরক্ত ও পাণ্ডুবর্ণ।

১৭ নিদ্রা।—নিদ্রালু; হাইতোলা।

অস্থির নিদ্রা; সংন্যাসের ভয়ে নিদ্রাভঙ্গ হয়।

এলোমেলো স্বপ্ন। কষ্টে জাগাইতে হয়।

১৮ সময়।—প্রাতে ও পূর্ব্বাহ্নে বৃদ্ধি :—মাথাধরা, অলসতা, পেটবেদনা।

অপরাহ্ন ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি :—মাথাধরা ও উদরাময়।

২০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত :—দেহ উত্তপ্ত হইলে; ঘর্ম্মের সহিত পর্য্যায়ক্রমে; বমনসহ; সবিরাম জ্বর।

সার্ব্বাঙ্গিক উষ্ণতা; উত্তাপের তরঙ্গ ঊর্দ্ধদিকে ধাবিত হয়; সর্দ্দিগর্ম্মিতে জরের উত্তাপ, তৎসহ দ্রুত, ক্ষুদ্র নাড়ী।

ঘর্ম্ম :—ঘর্ম্মে উপশম হয়; মুখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর; রক্তাধিক্যতা সময়ে মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম; নিদ্রার পরে।

২১ তন্তু।—নানাস্থানে রক্তাধিক্যতা, রক্ত ঊর্দ্ধদিকে ধাবিত; রক্তবহানাড়ী স্পন্দিত হয়; শিরা সকল (জুগুলার, টেম্পরাল) স্ফীত হয়।

২২ অবস্থা।—মেদযুক্ত স্থূলকায় স্ত্রীলোক।

স্নায়বীয় (বায়ুপ্রধান), রক্তপ্রধান ব্যক্তি।

২৮ সম্বন্ধ।—গ্লোনয়েনের প্রতিবিষ :—একো, ক্যাম্ফ, কফি, নক্সভমি।

চায়না।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—চিন্তা ও কল্পনা সকল মনোমধ্যে বহুল উদিত হয়, বিশেষতঃ সন্ধ্যা ও রাত্রিতে।

সামান্য বিষয়ে অতিশয় আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা।

সাতিশয় নির্ভরসা ও গোলযোগাসহতা সহ অত্যন্ত উত্তেজনশীলতা।

ঔদাস্য ও বিরাগ।

অসান্ত্বনীয় উদ্বেগ; ভীত ও আশঙ্কচিত্ত।

ক্রোধপ্রবণতা, সহজে রাগোৎপত্তি।

সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি।

২ চৈতন্য।—মস্তকের ভার, দৃষ্টিহীনতা, কর্ণে ঘণ্টাশব্দবৎ; গাত্র শীতল। * রক্তস্রাবের পর।

শিরোঘূর্ণন :—শারীরিক রসরক্তাদি তরল বিধানের অপচয়ের পর; রক্তাল্পতা হইতে; মস্তক দুর্ব্বল বোধ হয়, উহা সোজা রাখিতে পারে না; মস্তকোত্তলন কালে।

মস্তকের জড়তা, যেন প্রতিশ্যায় বা মত্ততা হইতে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—অতি প্রবল দপদপকর-শিরঃপীড়া।* রক্তস্রাবের পরে। অনুভব হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইবে, তৎসহ অনিদ্রা; সঞ্চালন বা ধাক্কা লাগিলে বৃদ্ধি; গৃহমধ্যে ও চক্ষুরুন্মীলনে উপশম।

সমস্ত মস্তক মৃষ্টবৎ অনুভব হয়; মানসিক চিন্তায় বৃদ্ধি।

প্রতিশ্যায় অবরুদ্ধ জন্য শিরঃপীড়া; খোলাবায়ুতেও মানসিক চিন্তায় বৃদ্ধি।

মস্তিষ্কে মৃষ্টবৎ বেদনা; সঞ্চালন, এমন কি তাকাইলে বৃদ্ধি; রাত্রিতে বৃদ্ধি।

অতিরিক্ত রতিক্রিয়া বা হস্তমৈথুনাদির পর মস্তক-পৃষ্ঠে শিরোবেদনা।

শিরোবেদনা বায়ুপ্রবাহে, খোলাবায়ুতে ও সামান্য সংস্পর্শে বৃদ্ধি; দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিলে উপশম।

প্রাতে হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত মস্তক-পৃষ্ঠ হইতে সমগ্র মস্তকে শিরোবেদনা; শয়নে বৃদ্ধি, দণ্ডায়মান বা ভ্রমণ করিতে হয়।

৪ বহির্মস্তক।—উষ্ণ ঘর্ম্ম সহ কপালে জ্বালা।

করোটীত্বক স্পর্শে অতিশয় চৈতন্যাধিক, কেশ নাড়িলে কেশমূলে বেদনা লাগে।

মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ অনাবৃত বায়ুতে ভ্রমণকালে।

৫ চক্ষু।—রাত্রিকালীন অন্ধতা।

আলোকে কষ্ট; অন্ধকারে উপশম।

চক্ষু সম্মুখে অগ্নিকণা, বা কৃষ্ণবর্ণ দাগ সকল।

বালুকাপাতের ন্যায় চক্ষুতে চাপানুভব; আলোকাসহ্যতা; চক্ষু উষ্ণ, লালবর্ণ।

অক্ষর সকল পাণ্ডুবর্ণ এবং শ্বেতবর্ণ কিনারা-বেষ্টিত দেখায়।

মদ্যপায়ীদিগের অস্পষ্ট দৃষ্টি; হস্তমৈথুনাদির পর মস্তকে রক্তাগম-প্রবণতা।

৬ কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে সূক্ষ্ম ঘণ্টাধ্বনি, দুর্ব্বলতা।

শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতা; কর্ণমধ্যে গুন্ গুন্ শব্দ।

কর্ণমধ্যে সূচীবেধ।

কর্ণমধ্যে ছিন্নকর বেদনা; সামান্য সংস্পর্শে বৃদ্ধি; কর্ণদ্বয় রক্তবর্ণ।

৭ নাসিকা।—আঘ্রাণশক্তি অতি তীব্র।

শুষ্ক প্রতিশ্যায়, দন্তশূল, অশ্রুস্রাব; অধিক হাঁচি।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, রক্তাল্পতা; কর্ণমধ্যে ঘণ্টাধ্বনি; মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, ভ্রমি।

নাসিকা হইতে নিয়মিত রক্তস্রাব, বিশেষতঃ প্রাতে গাত্রোত্থান কালে।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের শিরাসকল স্ফীত।

মুখমণ্ডল:—জ্বরের সময়ে রক্তবর্ণ; দেহের শুষ্কতা সহ গর্ত্তবিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ; চক্ষুর চতুর্দ্দিকে পাণ্ডুবর্ণ, নীলবর্ণ; হরিদ্রাবর্ণ; মৃৎবর্ণ; হরিদ্রা বা কৃষ্ণবর্ণ।

বায়ুশূল, সাময়িক আক্রমণ; বেদনা অসহ্য, চর্ম্ম সামান্য স্পর্শে চৈতন্যাধিক; দেহের স্থানে স্থানে দুর্ব্বলতা অনুভব হয়; মুখমণ্ডল পর্য্যায়ক্রমে রক্তবর্ণ ও রক্তশূন্য; বেদনা বাম হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে।

৯ **নিম্ন মুখমণ্ডল।**—ঠোঁটঃ—জ্বালাকর; স্ফীত; শুষ্ক, শক্ত, ফাটা, কালচেবর্ণ; ও আকুঞ্চিত।

সব্‌ম্যাক্সিলারি-গ্রন্থি স্ফীত, গলাধঃকরণকালে বেদনাবিশিষ্ট।

১০ **দন্ত।**—দন্তশূল, কপাল ও হস্তের শিরাসকল পূর্ণ; দপ্‌দপ্‌কর বেদনা।

▌ দন্তশূল, যখন শিশু স্তন পান করে।

দন্তশূল অতি সামান্য মাত্র স্পর্শে, শরীর সঞ্চালনে, চা পানে, খোলা-বায়ুতে কিম্বা প্রবল হাওয়া লাগিলে বৃদ্ধি; দাঁতে দাঁতে চাপ দিলে উপশম।

ঘর্ম্মকালে দন্তশূল।

১১ **জিহ্বা, ইত্যাদি।**—আস্বাদঃ—অতি তীক্ষ্ণ; প্রাতে পচা; গলমধ্যে তিক্ত; বিস্বাদ, জলবৎ।

খাদ্য তিক্ত বা অতি লবণাক্ত আস্বাদ বোধ হয়।

জিহ্বা শাদা; কিম্বা হরিদ্রাবর্ণ; পুরু, অপরিষ্কার ক্লেদাবরণ।

প্রাতে জিহ্বা শাদা; শিশু সমস্ত রাত্রি অস্থির; প্রাতে অক্ষুধা।

১২ **মুখমধ্য।**— পারদ সেবনের পর কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত দিবারাত্রি লালা-স্রাব, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ পাকাশয়ের।

১৩ **গলমধ্য।**—গলাধঃকরণ-কষ্ট, যেন অন্ননলীর সঙ্কোচন বশতঃ।

গলমধ্যে গলিত ক্ষত (গ্যাংগ্রিন)।

১৪ **ইচ্ছা, অনিচ্ছা।**—মদ্যপানের ইচ্ছা; মিষ্টান্নের ইচ্ছা; অম্লাস্বাদ যুক্ত, শীতল দ্রব্যের ইচ্ছা।

শিশুগণ নানাপ্রকার দ্রব্য চায়, কিন্তু ঠিক বলিতে পারে না কোনটী।

অতি প্রচুর ক্ষুধা; রাত্রিতে বৃদ্ধি।

রাক্ষসী ক্ষুধা। *শুষ্কতা প্রাপ্তি।

খাদ্যে বিতৃষ্ণা, যেন অতিরিক্ত ভোজন হইয়াছে।

রুটী, মাখন, মাংস, চর্ব্বিযুক্ত পদার্থ, এবং উষ্ণ খাদ্যে অনিচ্ছা।

ক্ষুধা রহিত, বিবমিষা, বমনেচ্ছা।

সর্ব্বপ্রকার খাদ্যে বিতৃষ্ণা, এমন কি তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময়েও;

* পরিশ্রমে ভয়; দিবসে নিদ্রালু; অক্ষিদ্বয় হরিদ্রাবর্ণ।

১৫ পানাহার।—দুগ্ধ পানের পর অম্লোদগার।

মৎস্য, অতিরিক্ত চা পান, অপরিষ্কার জল এবং ফল ভক্ষণ হইতে পাকাশয়িক দোষ সকল।

উষ্ণ পানীয়ে পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটে।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—দুগ্ধ পানের পরে বুক জ্বালা।

উদ্গার ; অম্ল উদ্গার।

ভুক্ত পদার্থের কিম্বা তিক্ত আস্বাদযুক্ত উদ্গার।

বমন:—অম্ল ; কাল্‌চে ; রক্তযুক্ত ; রাত্রিতে বৃদ্ধি।

১৭ পাকাশয়।—পাকাশয়-গহ্বরে স্পন্দন।

অল্প পরিমাণ ভোজনান্তে পাকাশয়ে ভারযুক্ত চাপ বোধ।

পাকাশয়ে ঠাণ্ডা বোধ ; সদত পরিতৃপ্ত বোধ, তথাপি খাইতে পারে, কিন্তু খাইলে পরে কষ্ট হয়।

পাকাশয় ও অন্ত্রে পূর্ণতাবোধ ; উদরাধ্মান ; উদ্গারে উপশমিত হয় না।

ধীর পরিপাক ক্রিয়া, পাকাশয়ে ভুক্ত দ্রব্য অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অজীর্ণাবস্থায় থাকে, বিশেষতঃ অনেক বেলা করিয়া আহার করিলে।

রক্ত বমন, অত্যন্ত রক্তস্রাব, দুর্ব্বল, রক্তশূন্য, হাত পা ঠাণ্ডা। পাকাশয় স্পর্শে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক।

রক্তের পরিমাণ হ্রাস হইলে পাকাশয়-শূল ; অম্লোৎপত্তি ; আহার বা পানান্তে উদর স্ফীত হয ; পরিতৃপ্তি বোধ ; সঞ্চালনে উপশমিত।

পাকাশয়ে ক্ষতবৎ বেদনা বোধ, সামান্য স্পর্শও অসহ্য।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত-প্রদেশে বেদনা, যেন ত্বকের নিম্নে ক্ষত হইয়াছে বোধ ; স্পর্শে বৃদ্ধি।

যকৃত স্ফীত, শক্ত।

পিত্ত-শিলা বশতঃ শূল বেদনা।

বর্দ্ধিতাকার প্লীহা।

ধীরে ধীরে ভ্রমণ কালে প্লীহা মধ্যে কামড়ানি, সূচীবিদ্ধ বেদনা।

১৯ উদর।—নাভির নিম্নে চাপযুক্ত কামড়ানি বেদনা।

পেট বেদনা (Colic) সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িলে উপশম।

পেট বেদনা (Colic) রাত্রিতে ও আহারান্তে বৃদ্ধি।

উদর স্ফীত, উদ্গার তুলিতে চাহে।

উদর আধ্মানযুক্ত; কিম্বা, সঞ্চিত বায়ুবশতঃ আক্ষেপিক, সঙ্কোচক বেদনা।

অতিরিক্ত চা পান বশতঃ উদরাধ্মান।

প্রতিদিন বৈকালে ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে পেটবেদনা।

আধ্মানযুক্ত উদর, যেন কঠিন পদার্থ দ্বারা চাপ দিতেছে; কিম্বা আবদ্ধ বায়ু জনিত আক্ষেপিক, সঙ্কোচক বেদনা।

২০ মল ইত্যাদি।—মলঃ—পাতলা, কটাবর্ণ, বেদনাশূন্য তৎসহ দুর্ব্বলতা-যুক্তব; সফেন, বেদনাশূন্য উদরাময়িক, তৎসহ উদরমধ্যে উৎসেচন বোধ; বেদনাশূন্য, কালবর্ণ; পাতলা, বায়ু নিঃসরণ সহ, প্রাতঃকালে; দুর্গন্ধযুক্ত, অজীর্ণ, কিম্বা শাদা ভসকা, রাত্রিতে; হরিদ্রাবর্ণ, জলবৎ, অসাড়ে।

উদরাময় ক্রমশঃ আরম্ভ হয়, ক্রমে ক্রমে অধিকতর জলবৎ হয়, তৎসহ শীঘ্রই শীর্ণতা উপস্থিত হয়।

সরলান্ত্র হইতে শ্লেষ্মা (আম) স্রাব।

রক্তস্রাবী অর্শ, জ্বালাকর ও কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট।

মলদ্বারে শুড় শুড়ি।

২১ মূত্র।—পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ। প্রস্রাব দ্বারের মুখে জ্বালা, বিশেষতঃ কাপড়ের সংঘর্ষণে বেদনাযুক্ত।

মূত্র :—ঘোলা, স্বল্প; শাদা ঘোলা, তৎসহ শাদা অধঃক্ষেপ।

স্বল্প, সবুজাভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ, ইষ্টকচূর্ণবৎ অধঃক্ষেপ।

২২ পুং জননেন্দ্রিয়।—সঙ্গমেচ্ছা; কামোদ্দীপক কল্পনাসকল।

কামোদ্দীপক কল্পনাসহ ধ্বজভঙ্গ।

রাত্রিকালিক স্বপ্নদোষ, পুনঃ পুনঃ ও দুর্ব্বলকারী।

অতিরিক্ত কিম্বা দীর্ঘকাল ব্যাপী শুক্রক্ষরণের ফলাফল; হস্তমৈথুন।

শুক্রবাহক নলী ও অণ্ডকোষের বেদনাযুক্ত স্ফীততা; বাম অণ্ডকোষ ও মেঢ্রত্বকের বাম পার্শ্বে ছিন্নকর বেদনা; সন্ধ্যাকালে অণ্ডকোষদ্বয়ে সঙ্কোচক বেদনা। * প্রমেহের পরে।

২৩ স্ত্রী জননেন্দ্রিয়।—অতিরিক্ত রতিক্রিয়া কিম্বা রক্তস্রাব বশতঃ ডিম্বকোষ প্রদাহ, ঐ স্থান সংস্পর্শে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক।

শোথ:—ডিম্বকোষ দ্বয়ের; জরায়ুর।

ঋতু:—অতি আগাইয়া, প্রচুর, কাল রক্তজমাট, তৎসহ বক্ষ ও উদরে খিলধরা; বেদনাযুক্ত।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, রক্ত কালবর্ণ, মুর্চ্ছা, আক্ষেপ।

রক্তযুক্ত রক্তরসের (সিরম) স্রাব, পর্য্যায়ক্রমে পুঁজ স্রাব।

শ্বেতপ্রদর:—ঋতুর পরিবর্ত্তে কণ্ডূয়নসহ শ্বেতপ্রদর; তৎসহ জরায়ুর আক্ষেপিক সঙ্কোচন, বেদনা বিশিষ্ট, যোনি ও মলদ্বারের দিকে যেন ঠেলে বাহির হইতেছে এইরূপ; ঋতু বর্দ্ধিত।

২৫ গর্ভাবস্থা।—সূতিকাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের কামোন্মত্ততা।

গর্ভস্রাব; উদর স্ফীত, উদ্গারে উপশমিত হয় না।

রক্তস্রাব জন্য প্রসববেদনা স্থগিত হইয়া যায়।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, কর্ণনাদ, ভ্রমি, দেহ শীতল, দৃষ্টি বিলুপ্ত; কৃষ্ণবর্ণ সংযত রক্তস্রাব; জরায়ুর আক্ষেপ; পাখার হাওয়া খাইতে চায়।

প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব (লোকিয়া) দীর্ঘস্থায়ী; ডিম্ব কোষের নিকট আকৃষ্টবৎ বোধ; কিম্বা স্রাব দুর্গন্ধ, পূয়বৎ।

২৫ লেরিংক্স।—লেরিংক্স ও ট্রেকিয়াতে টাটানি বোধ।

দুর্ব্বলতা সহ ইনফ্লুয়েঞ্জা।

স্বর ভঙ্গ, স্বর কর্কশ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—হাপকাশ; শরৎকাল, ভিজা বায়ু, কিম্বা রক্তক্ষরণের পরে বৃদ্ধি।

মস্তক নীচ করিয়া শ্বাস লইতে পারে না।

শয়ন করিলে বক্ষঃস্থলে চাপানুভব।

রাত্রিকালে শ্বাসরোধক কষ্টের আক্রমণ; আক্ষেপিক কাশী।

নিশ্বাসগ্রহণ ধীর, কষ্টকৃত; প্রশ্বাসপ্রক্ষেপ দ্রুত, স্বল্পস্থায়ী।

বক্ষস্থলে চাপানুভব, যেন পাকস্থলীর পূর্ণতা ও ক্রমাগত বাক্যকথন জন্য।

শ্বাসবায়ু শীতল।

২৭ কাসী।—কাসী :—লেরিংক্স ও ষ্টার্ণামে বেদনা সহ ; সমগ্র বক্ষগহ্বরে বেদনা সহ।

কাসে বাম নিম্নোদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা বোধ হয় ; শ্লেষ্মা কষ্টে উঠে, কৃষ্ণবর্ণ।

শুষ্ক, আক্ষেপিক কিম্বা শ্বাসরোধক নৈশ কাসী যেন গন্ধকের ধূম হইতে, তৎসহ পিত্তযুক্ত বমন।

কাসী প্রথমে শুষ্ক ও বেদনাদায়ক, পরে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা।

নিষ্ঠীবন পিচ্ছিল, শাদাটে।

কাসীর বৃদ্ধি :—মস্তক নীচ করিয়া বা বাম পার্শ্বে শয়নে ; সঞ্চালনে ; গভীর নিশ্বাস, হাস্য ও আলাপে ; পানাহারে ; সন্ধ্যায় ; সামান্য বায়ু প্রবাহে ; রসরক্তাদির স্রাবের পরে ; জাগরিত হইলে পর।

২৮ ফুসফুস।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, রক্তাল্পতা, পদদ্বয়ের স্ফীততা।

রক্তস্রাবান্তে কিম্বা পৈত্তিক লক্ষণ সহ ফুসফুস প্রদাহ ; কিম্বা ফুসফুস পচনের (গ্যাংগ্রিণ) প্রারম্ভাবস্থা।

বক্ষে চাপানুভব, যেন প্রবল রক্তাগম জন্য ; প্রবল হৃৎকম্প ; রক্তযুক্ত নিষ্ঠীবন ; হঠাৎ দুর্ব্বলতা।

দক্ষিণ বক্ষে বগলপর্য্যন্ত সূচীবেধ, তাহাতে সম্মুখে বক্র হইতে নিশ্বাস লইতে পারে না ; বামবক্ষে সূচীবেধ।

মদ্যপায়ীদিগের যক্ষ্মাকাস, ফুসফুসের পূয়োৎপত্তি।

রক্ত নিষ্ঠীবন এবং তাহার পরে ফুসফুসের পূয়োৎপত্তি।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎকম্প :—তৎসহ মুখমণ্ডলে রক্তাগম, মুখমণ্ডলের উষ্ণতা ও আরক্তিমতা, এবং হস্তদ্বয় শীতল ; রস রক্তাদি স্রাবের পর।

নাড়ী :—দ্রুত, কঠিন ; ক্ষীণ, দ্রুত ; অসমান, সবিরাম।

৩০ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যস্থানে প্রস্তরের ন্যায় চাপানুভব।

পৃষ্ঠদেশ ও উরুদ্বয়ে খঞ্জবৎ, আকৃষ্টবৎ, ছিন্নকর বেদনা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধাস্থিদ্বয়ে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে কামড়ানি বেদনা; সামান্য চাপে বৃদ্ধি বোধ।

বামহস্তের পৃষ্ঠের স্ফীততা।

লিখিবার সময়ে হস্তকম্পন।

হস্তদ্বয়ের শিরাসকল স্ফীত।

একহস্ত বরফবৎ শীতল, অন্যহস্ত উষ্ণ।

নখসকল নীলবর্ণ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—উরুসন্ধির পীড়া; তৎসহ প্রচুর পূয়োৎপত্তি, ঘর্ম্ম, উদরাময়।

দক্ষিণ জানুসন্ধিতে বেদনা, উর্দ্ধে উরু কিম্বা নিম্নে পদ পর্য্যন্ত; বেদনা সঞ্চালন অপেক্ষা সংস্পর্শে বৃদ্ধি।

যেন দীর্ঘকাল ভ্রমণের ন্যায় পদদ্বয় ক্লান্ত বোধ হয়।

দক্ষিণ জানুতে উষ্ণ স্ফীততা, সামান্য স্পর্শে বেদনাবিশিষ্ট।

চরণদ্বয়ের উষ্ণ, আমবাতিক স্ফীততা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষতঃ উরুদেশের গুরুত্ব।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেদনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি।

স্ফীত সন্ধিসকলের চতুষ্পার্শ্বের স্থান সকল সামান্যস্পর্শে চৈতন্যাধিক; রাত্রিতে বৃদ্ধি।

৩৬ স্নায়ু।—অতিশয় দুর্ব্বলতা, কম্পন, সর্ব্ব প্রকার পরিশ্রমে বিতৃষ্ণা; বেদনা ও বায়ু প্রবাহে অনুভবাধিক্য।

শারীরিক রস রক্তাদি ক্ষয়জনিত পীড়া সকল।

আক্ষেপ :—অত্যন্ত রক্তস্রাব বশতঃ।

রসরক্তাদি ক্ষয়বশতঃ পক্ষাঘাত; হস্ত মৈথুন জন্য পক্ষাঘাত।

যে পার্শ্বে শয়ন করে সেই পার্শ্বের অবশতা।

৩৭ নিদ্রা।—দিবাভাগে ও আহারান্তে অপ্রতিরোধ্য নিদ্রালুতা।

অবিরত তন্দ্রা বা অতৃপ্তিকর নিদ্রা।

মস্তকে বেদনাসহ অনিদ্রা, জাগরিত হইলে ভয়ঙ্কর স্বপ্নবশতঃ উৎকণ্ঠা।

নানা প্রকার চিন্তা মনে উদয় হয় বলিয়া অনিদ্রা।

জাগরিত হইলে পর :—শিরোঘূর্ণন, ক্ষুধা, ঘর্ম্ম, অলসতা, অতৃপ্তিবোধ, মস্তক উষ্ণ, বক্ষে কষ্টবোধ।

৪০ শীত, জ্বর ঘর্ম্ম।—শীতের পূর্ব্বে হৃৎকম্প, উৎকণ্ঠা ও ক্ষুধা।

সর্ব্বাঙ্গে শীত, জলপানে শীত বৃদ্ধি হয়, শীতের পূর্ব্বে বা পরে তৃষ্ণা কিন্তু শীতের সময়ে তৃষ্ণা থাকে না।

আভ্যন্তরিক অতি প্রবল শীত, তৎসহ হস্তপদাদি বরফবৎ শীতল, এবং মস্তকে রক্তাধিক্যতা।

অপরাহ্নে শীত ও উষ্ণতা পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়।

শীত প্রধানতঃ অপরাহ্ন বা সন্ধ্যাকালে; পূর্ব্বাহ্নে কম।

দেহ শীতল কিন্তু মুখমণ্ডল উত্তপ্ত।

দীর্ঘস্থায়ী উত্তাপ, তাহা প্রায়ই শীতের অনেকক্ষণ পরে উপস্থিত হয়।

উত্তাপাবস্থায় :—তৃষ্ণার অভাব অথবা কেবল শীতল জলের তৃষ্ণা; গাত্র অনাবৃত করিতে ইচ্ছা; খাদ্যে বিতৃষ্ণা; কিম্বা প্রচুর ক্ষুধা; যকৃত, বক্ষ, পৃষ্ঠ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা।

ঘর্ম্মঃ—দুর্ব্বলকারী, রাত্রিতে বা প্রাতে; প্রচুর তৃষ্ণাসহ আংশিক, শীতল বা প্রচুর; তৈলাক্ত; যে পার্শ্বে শয়ন করে সেই পার্শ্বে ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসার বৃদ্ধি।

রাত্রি ও প্রাতে প্রচুর ঘর্ম্ম।

আংশিক ও শীতল ঘর্ম্ম; কিম্বা তৃষ্ণাসহ প্রচুর ঘর্ম্ম; সহজেই ঘর্ম্ম হয় বিশেষতঃ রাত্রিতে নিদ্রাকালে।

জ্বর, তৎসহ মুখশোষ, ওষ্ঠজ্বালা; মুখমণ্ডল আরক্ত; প্রলাপ; গাত্র অনাবৃত করিলে শীত; অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা।

ঘর্ম্ম রুদ্ধ।

বিলেপীজ্বর, পুনঃপুনঃ নৈশঘর্ম্ম, উদরাময়, পাণ্ডুবর্ণ, চর্ম্ম শুষ্ক, শিথিল; অনিদ্রা; বায়ুপ্রধান; ক্ষুধা; ক্ষয় বা দুর্ব্বলকারী রোগ, বা রক্তাদি ক্ষয় প্রভৃতির পরে।

প্রচুর ঘর্ম্মসহ তরুণ জ্বর।

বিকার জ্বরঃ—১, ২, ৮, ৯, ১১, ১৮, ১৯, ২০, ২৬, ৩৬, ৩৭।

৪৩ আক্রমণ।—একদিন অন্তর আক্রমণঃ—রক্তাধিক্যতা; শীত বা কম্প; স্নায়ুশূল।

শুক্ল পক্ষে বৃদ্ধি

পর্য্যায়ক্রমে দুর্ব্বলতা ও অতিশয় শক্তি অনুভব, বিশেষতঃ সন্ধিসমূহে।

৪৪ তন্তু।—মুখ, নাসিকা, বা অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব; অম্ল দ্রব্য খাইতে চায়।

গ্রন্থি স্ফীত, উষ্ণ, বেদনাযুক্ত।

হরিৎপাণ্ডু, শোথ, জীর্ণশক্তির খর্ব্বতা; দুর্ব্বলকারী রোগ বা স্রাবের পরে।

ক্ষত কৃষ্ণবর্ণ ও বিগলিত হইয়া উঠে।

শীর্ণতা বিশেষতঃ হস্তপদের; শিশুদিগের শুষ্কতা প্রাপ্তি।

সরস বিগলন (গ্যাংগ্রিন); ঐ স্থান কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে।

বৃদ্ধদিগের সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, উদরী; প্লীহা যকৃতের রোগবশতঃ শোথ; মদ্যপায়ীদিগের।

প্রচুর ঘর্ম্মসহ অস্থিপূতি (কেরিস)।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মঃ—শুষ্ক, শিথিল; হরিদ্রাবর্ণ; সমগ্র শরীরের চর্ম্ম, এমন কি হাতের তলাও অনুভবাধিক্য।

ক্ষত হইতে রক্ত মিশ্রিত রস পড়ে, ঐ রসে পচা গন্ধ; ক্ষত অনুভবাধিক্য।

ক্ষত অগভীর তাহা হইতে প্রচুর স্রাব।

পানি বসন্ত, গুটিকা সকল কৃষ্ণবর্ণ।

৪৭ অবস্থা।—ক্ষয় ও দুর্ব্বলকর স্রাবহেতু দুর্ব্বলীকৃত ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তি।

ঋতু বন্ধ হইয়া গেলে বৃদ্ধা রমণীগণ; প্লুরিসি, শোথ।

৪৮ সম্বন্ধ।—চায়নার প্রতিবিষঃ—আরে, আর্সে, কার্ব্ব-ভেজ, ইউফেট-পার্ফ, ফের, ইপিকা, ল্যাকে, নেট্রাম-মিউরে, নক্স-ভমি, পলসা, সিপি, সলফ, ভিরাট্র।

আর্সেনিক, ক্যালকেরিয়া, কফিয়া, হেলিবোরস, আওডিয়াম, মার্কুরিয়াস, সলফার ও ভিরাট্রম জনিত রোগসমূহে চায়না প্রায়ই প্রযুক্ত হয়।

ক্যামমিলার অপব্যবহার-জনিত রক্তস্রাবেও চায়না ব্যবহৃত হয়।

চায়না ফেরামের কার্য্যাবশেষপূরক।

চায়না প্রতিষেধ করেঃ—আর্সে, ইপিকা।

হিষ্টিরিয়া বা বায়ু-প্রধান স্ত্রীলোকদিগের সবিরাম জ্বরে ট্যারেণ্ট্যুলার সহিত চায়না তুলনা কর।

চিনিনাম সলফুরিকাম।

(সাধারণ সলফেট অব কুইনাইন)

১ মন।—প্রফুল্ল ও উত্তেজিতাবস্থা; পরে নিরাশা।

আসন্ন বিপদের আশঙ্কা, উৎকণ্ঠা।

স্মরণশক্তি গোলমেলে; বিশেষ্য পদ সকল নাম করিতে পারে না।

২ চৈতন্য।—মস্তক মধ্যে চক্রবৎ বিঘূর্ণন অনুভব।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—অতিপ্রবল দপদপকর শিরোবেদনা; শিরোঘূর্ণন; মুখমণ্ডলে উত্তাপ; কেবল দুর্ব্বলতাবশতঃ অজ্ঞাতসারে অক্ষিপুট বন্ধ করে।

মাথাঘোরা; তৎসহ কর্ণনাদ, কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া, এবং বিবমিষা বোধ।

প্রবল মাথাধরা; কপাল ও রগে দপদপকর চাপযুক্ত, কিম্বা ছিন্নকর বেদনা।

নির্দ্ধারিত সময়ে সবিরাম স্নায়ুশূল।

সবিরাম শিরোবেদনা।

৫ চক্ষু।—জাল অথবা কুয়াসাবৎ অস্পষ্ট দৃষ্টি।

অক্ষি কণিনীকা বিস্তারিত।

চক্ষু আলোকে চৈতন্যাধিক্য; উজ্জ্বলালোকে চক্ষু দিয়া জল পড়ে।

চক্ষুসম্মুখে উজ্জ্বল আলোক ও অগ্নিকণা।

আলপিনের মস্তকের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুসকল দক্ষিণ চক্ষুর সহিত সঞ্চালিত হয়।

অন্ধতা। অক্ষিপুটের উৎক্ষেপ।

চক্ষুর উপরিভাগে অতিপ্রবল স্নায়ুশূল বেদনা, প্রতিদিন উপস্থিত হয়।

৬ কর্ণ।—কর্ণনাদ; কান ভোঁ ভোঁ করে।

৮ মুখমণ্ডল।—পাণ্ডু বর্ণ; রুগ্ন।
মুখমণ্ডল ফুলা ফুলা; স্ফীত।
সন্ধ্যাকালে বাম হনু অস্থির নিকট কামড়ানি বেদনা।
মুখমণ্ডল ও অক্ষিঝিল্লির কামলাবৎ হরিদ্রা বর্ণ।
বাম নিম্ন চোয়ালের স্নায়ুশূল।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য শুষ্ক।
তৃষ্ণা, প্রধানতঃ কেবল ঘর্ম্মের সময়ে।
জিহ্বা শাদা; পুরু হরিদ্রা ক্লেদাবৃত।
লালা বর্দ্ধিত।
আস্বাদ:—বিস্বাদ; তিক্ত।
বাক্য কথন কষ্টকৃত।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—শয়ন করিবার ঈষৎ পূর্ব্বেই যকৃত দেশে বেদনা।
প্লীহাপ্রদেশে অল্প অল্প বেদনা, চাপ দিলে দূরীভূত হয়। প্লীহায় সূচীবেধ।
সবিরাম জ্বরের পরে প্লীহার বেদনাযুক্ত বিবৃদ্ধি; এবং তৎসহ শোথও।

২০ মল ইত্যাদি।—রক্তামাশয়; জ্বর সবিরাম, অথবা মলে বিগলন (গ্যাংগ্রিন) বৎ দুর্গন্ধ।
নৈশ উদরাময়।
মূত্র ঘোলা লালবর্ণ, এবং তীব্র গন্ধ বিশিষ্ট।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপ্রদেশে উৎকণ্ঠাবোধ; হৃৎকম্প; কিম্বা হৃৎপিণ্ড ক্ষীণ, সাধারণ দুর্ব্বলতা।
নাড়ী পূর্ণ ও বৃহৎ, দুর্ব্বল ও কম্পবান।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবাদেশীয় শেষ এবং পৃষ্ঠদেশীয় প্রথম কশেরুকা চাপে চৈতন্যাধিক্যতা; পৃষ্ঠ দেশীয় সমস্ত কশেরুকাতেই চৈতন্যাধিক্যতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—দুর্ব্বলতা; কম্পন; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর ইচ্ছা শক্তির আধিপত্য অনেকটা হ্রাস।
প্রাদাহিক বাত, জ্বর স্বল্পবিরাম বা সবিরাম; সন্ধিসকল অতিশয় চৈতন্যাধিক।

৩৯ স্নায়ু।—অস্থিরতা, স্পর্শে ও শব্দে অত্যধিক চৈতন্যাধিক্যতা। দুর্ব্বলতা; কম্পন; ভ্রমিবোধ; ক্ষুধা।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত; প্রতিদিন ঠিক একই সময়ে জ্বর আইসে।

▌ বৈকালে ৩টার সময়ে সুস্পষ্ট কম্প দিয়া জ্বর।

▌ জ্বরে শীত, উষ্ণ ও ঘর্ম্মাবস্থা সুস্পষ্ট বর্ত্তমান থাকে এবং জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম হয়।

▌ প্রাতে ১০ হইতে ১১ টা এবং বৈকালে ৩ টা হইতে ১০ টার মধ্যে শীত করিয়া জ্বর, জ্বর সাময়িক, আগাইয়া আইসে, কিম্বা দ্ব্যহিক পালা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্পন; প্লীহার বেদনা; পৃষ্ঠ দণ্ড চৈতন্যাধিক; মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ; তৃষ্ণা; ঠোঁট নীলবর্ণ; কর্ণ নাদ।

সার্ব্বাঙ্গিক শীত, বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে।

হস্তপদাদি এবং নাসিকা ও চিবুক শীতল।

জ্বরের উত্তাপ অতি প্রবল; মস্তকে পূর্ণতা বোধ, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ; অত্যন্ত পিপাসা; হস্তপদের শিরা সকল বর্দ্ধিতকায়; চর্ম্ম উষ্ণ ও শুষ্ক।

বৈকালে ৪টার সময়ে উত্তাপাবেগ ও তৃষ্ণা।

তৃষ্ণাসহ ঘর্ম্ম; স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলেও প্রচুর ঘর্ম্ম, ঐ ঘর্ম্ম ধীরে ধীরে উত্তাপাবস্থার পরে আসিয়া উপস্থিত হয়; অতি সামান্য সঞ্চালনেও প্রচুর ঘর্ম্ম হয়; প্রত্যুষে শয্যায় শয়নাবস্থায় প্রচুর ঘর্ম্ম; ঘর্ম্ম প্রচুর ও দুর্ব্বলকর; নৈশ উদরাময়। ঘর্ম্ম ▌ নিদ্রাবস্থায় অতি প্রচুর।

৪১ আক্রমণ।—▌ লক্ষণসকল সাময়িক, একদিন অন্তর কিম্বা আগাইয়া আগাইয়া আইসে।

▌ যখন টাইফইড জ্বর, উদ্ভেদ জ্বর (যথা হাম বসন্তাদি), ফুসফুস প্রদাহ প্রভৃতি রোগে সবিরাম লক্ষণসকল দৃষ্ট হয় অথবা অতি সত্বর দূষিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন চিনিনাম সলফুরিকাম প্রয়োগ সম্বন্ধে বিবেচ্য।

৪২ তন্তু।—শীত বোধসহ পূয়োৎপত্তি; প্রচুর স্ফীততা (ইডিমা), বিশেষতঃ প্লীহা যকৃত রোগে; ম্যালেরিয়া।

৪৮ সম্বন্ধ।—তুলনা কর:—সিড্রন (ঘড়ি ধরিয়া ঠিক একই সময়ে জ্বর আইসে; দুর্ব্বলতা; কিন্তু প্রভেদ এই যে সিড্রনের দুর্ব্বলতা স্নায়ু বিধান হইতে এবং কুইনাইনের দুর্ব্বলতা ঘর্ম্ম হইতে উৎপত্তি); আর্স; ইউপেট-পার্ফ।

ইহার পরে হেলিয়ান প্রয়োগ করিলে জ্বরের পুনরাক্রমণ বন্ধ হয়।

চিনিনাম আর্সেনিকোসাম।

১ মন।—উৎকণ্ঠা ও নৈশ প্রলাপ।

বিমর্ষচিত্ত; মানসিক জড়তা; চুপ করিয়া ও একাকী থাকিতে ভাল বাসে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—অর্দ্ধাবভেদক, শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়।

মস্তক মধ্যে গোলমেলে অনুভব।

সম্মুখ ও পশ্চাৎ মস্তকে শিরঃপীড়া।

দক্ষিণ রগ ও চক্ষুপরি স্নায়ুশূলের বেদনা।

মস্তকের বামপার্শ্বে ছিন্ন ও বিদ্ধকর বেদনা, তাহাতে চক্ষুপর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়; ঐ বেদনার আক্রমণের সময়ে (যাহা ঠিক নিয়মিতরূপে মধ্যরাত্রির সময়ে উপস্থিত হয়) কর্ণনাদ, বিবমিষা ও বমন।

৫ চক্ষু।—অতি প্রবল আলোকাসহ্যতা, উষ্ণ অশ্রুবারি মুষল ধারে পতিত হয়, উভয় চক্ষে বৃহৎ ক্ষত।

অর্দ্ধাবভেদক রোগে চক্ষু সম্মুখে আলোক কম্পন এবং তৎসহ বেদনা ও অশ্রুপতন।

৬ কর্ণ।—কর্ণনাদ; অর্দ্ধাবভেদক রোগে।

৭ নাসিকা।—সরস প্রতিশ্যায়, প্রচুর স্রাব।

পূয় ও রক্তযুক্ত পদার্থে নাসিকা অবরুদ্ধ; ডিপথিরিয়া।

নাসাপ্রান্ত হাজিয়া যাওয়া।

৮ মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুবর্ণ, স্ফীতভাব; সবিরাম জ্বরে।

সবম্যাক্সিলারি ও প্যারটিড গ্রন্থির স্ফীতি; ডিপথিরিয়া রোগে।

১২ মুখমধ্য।—মুখে দুর্গন্ধ; ডিপথিরিয়া ও স্কার্লাটিনা রোগে।

১৩ গলমধ্য।—ডিপথিরিয়া; মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ; সব্‌ম্যাক্সিলারি গ্রন্থি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত; নাসিকা পূয ও রক্তযুক্ত পদার্থে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ; নাসাপ্রান্ত ক্ষতযুক্ত; জলপানে অতিশয় কষ্ট; অতিশয় দুর্ব্বলতা ও শয্যাশায়িতা; অনিদ্রা; নাড়ী ক্ষুদ্র ও অতি দ্রুত।

১৭ পাকস্থলী।—অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণা।

মৎস্য ও ডিম্ব খাইবামাত্র বেদনাশূন্য উদরাময় উপস্থিত হয়।

তিনি (স্ত্রী) শীতল জল ভালবাসেন না।

বিবমিষা ও বমন, তৎপরে নিদ্রা।

২০ মল।—ম্যালেরিয়াজনিত উদরাময়; মল পাতলা, জলবৎ, দুর্গন্ধযুক্ত; তৎসহ পেটে বেদনা।

২১ মূত্র।—আক্ষেপিক মূত্ররোধ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসরোধের আক্রমণ প্রাতে আরম্ভ হয় এবং দুইপ্রহর পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে, তৎসহ ঠোঁট, হস্তদ্বয় ও নখসকল নীলবর্ণ।

শ্বাসরোধের আক্রমণের সময়ে সম্মুখে হেলিয়া বসিতে হয়; অন্য কোন অবস্থায় বসিতে কষ্ট হয়।

উৎকণ্ঠাসহ শ্বাসকষ্ট।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—বক্ষশূল (এঞ্জাইনা পেক্টরিস) তৎসহ শোথের লক্ষণ, শৈরিক রক্তাধিক্যতা ও নীলিমাপ্রাপ্তি।

নাড়ীক্ষুদ্র; অত্যন্ত দ্রুত (২০০); অনিয়মিত।

বামস্তন্য প্রদেশে অতি প্রবল স্নায়ুশূলের বেদনা; পঞ্জকামধ্যস্থ স্নায়ুশূল।

৩৭ নিদ্রা।—শ্বাসরোধক আক্রমণের পরে গভীর নিদ্রা।

অস্থির নিদ্রা; অস্থিরতা।

৩৮ সময়।—বৃদ্ধি:—রাত্রিতে; মধ্যরাত্রির পরে; প্রতিদিন বা একদিন অন্তর; সরস (ভিজা) ও শীতল বায়ু হইতে।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সবিরাম জ্বর; শীত পূর্ব্বাহ্ণে, ঠিক যে নিয়মিত

সময়ে তাহা নহে; কখন দিন একবার জ্বর, আবার কখন একদিন অন্তর; কখন জ্বরের শেষে ঘর্ম্ম হয়, কখন হয় না; জ্বরের পূর্ব্বে মাথাধরা, হাইতোলা ও আড়ামুড়ি ভাঙ্গা।

সন্ধ্যাকালে শীত তরঙ্গবৎ আসিয়া উপস্থিত হয়, তৎসহ অস্থিরতা; গা কাঁটা দেয়।

শীতের পরে মধ্যরাত্রির সময়ে জ্বর; নাড়ী পূর্ণ ও বলশালী এবং গাত্র হইতে বস্ত্রাদি ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা।

জ্বরের পরে ঘর্ম্ম হয় না, কিন্তু প্রাতে দুর্ব্বল ও গা মাটীমাটী বোধ, এবং আহারের ক্ষুধা থাকে না।

ডিপথিরিয়া ও দূষিত স্কার্লাটিনা রোগে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও শয্যাশায়িতা সহ অতি প্রবল জ্বর।

ব্যবহার।—সবিরাম জ্বর; ম্যালেরিয়া জনিত রোগসকল; অর্দ্ধাবভেদক; মাথাধরা; ডিপথিরিয়া; দূষিত স্কার্লাটিনা; মস্তকের পশ্চাৎ ও সম্মুখে এবং পশুর্কা মধ্যস্থ স্নায়ুশূল; টুবার্কুলোসিস; মৃগীবৎ আক্ষেপ; ইত্যাদি।

তুলনা কর।—এপি, আর্সে, আরে, চিনি-সল্‌ফ, চায়।

চেলিডোনিয়াম।

১ মন।—অত্যন্ত অন্যমনস্ক, কি করিতে হইবে বা করিয়াছেন তাহা তিনি (স্ত্রী) ভুলিয়া যান।

ক্রন্দন, বিষণ্ণতা।

উৎকণ্ঠা :—কোন কাজেই সুস্থির হইতে পারেন না; যেন তিনি (স্ত্রীং) কোন পাপকার্য্য করিয়াছেন।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—তৎসহ পিত্তবমন ও যকৃতে বেদনা; তৎসহ মস্তকমধ্যে গোলমেলে বোধ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে চাপবোধ, চক্ষুপর্য্যন্ত বিস্তৃত, চক্ষু নাড়াইলে টাটানিবৎ বেদনা।

মস্তকের দক্ষিণপার্শ্বে চাপবিশিষ্ট বেদনা।

মস্তক ও মুখমণ্ডলের বামপার্শ্বে প্রবল বেদনা।

পশ্চাৎমস্তকে ভার বোধ, তৎসহ বামকর্ণমধ্যে চাপবোধ।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তক ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন। কর্ণপশ্চাতে টেম্পরাল অস্থিতে বেদনা।

৫ চক্ষু।—চক্ষুসম্মুখে উজ্জ্বলবর্ণ দাগসকল, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে অশ্রুবারি পতন হয়।

চক্ষুসম্মুখে কুয়াষাবৎবোধ।

বস্তুসকল দ্বিত্ব দেখায়।

কর্ণিয়ার অসচ্ছতা।

অক্ষিঝিল্লি (কঞ্জকটাইভা) স্ফীত, কালচে লালবর্ণ, কর্ণিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

চক্ষুর শ্বেতাংশ মলিন হরিদ্রাবর্ণ।

অক্ষিপুট স্ফীত, লালবর্ণ, অতি অল্পই খুলিতে পারে।

প্রাতে অক্ষিপুট সংযোজনা।

ভ্রু ও রগে স্নায়ুশূল বেদনা।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে উচ্চরবে, দূরস্থ গোঁ গোঁ শব্দানুভব।

কর্ণমধ্যদিয়া যেন বায়ু বহির্গত হইতেছে অনুভব হয়।

কর্ণ অবরুদ্ধ বোধ হয়।

৭ নাসিকা।—প্রতিশ্যায়:—শুষ্ক, নাসিকা অবরুদ্ধ, সরস ও হাঁচি।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখের চেহারা:—উৎকণ্ঠাযুক্ত; রুগ্ন।

মুখমণ্ডল:—হরিদ্রাবর্ণ, বিশেষতঃ কপাল, নাসিকা ও গণ্ডদ্বয়; অন্তঃপ্রবিষ্ট; পাণ্ডুবর্ণ।

দক্ষিণ হনু অস্থি বোধ হয় যেন স্ফীত।

মুখমণ্ডলে উত্তাপাবেগ।

১০ দন্ত।—বৈকালে দক্ষিণ কর্ণ হইতে দক্ষিণ পার্শ্বের দন্ত পর্য্যন্ত ছিন্নকর বেদনা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—তিক্ত; বিস্বাদ।

জিহ্বা :—পিচ্ছিল, শাদা বা ধূসর শ্লেষ্মাবৃত ; পুরু হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মাবৃত ও কিনারা লালবর্ণ, তাহাতে দাঁতের দাগ পড়িয়াছে।

১২ মুখমধ্য।—মুখে তিক্ত জল সঞ্চিত হয়।

মুখের শুষ্কতা।

মুখ হইতে দুর্গন্ধ।

১৩ গলমধ্য।—তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করার ন্যায় শ্বাসরোধ বোধ।

লেরিংক্সের উপর যেন চাপ পড়িয়াছে, তাহাতে গলাধঃকরণের বাধা জন্মে।

গলমধ্যে শুষ্কতা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—দুধ খাইতে ইচ্ছা, দুধ সহ্য হয়।

অনিচ্ছা :—মাংস।

বিতৃষ্ণা ও বিবমিষা সহ ক্ষুধা বিলুপ্ত।

১৫ পানাহার।—সকল রোগই আহারান্তে হ্রাস বোধ হয়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা। পিত্তযুক্ত উদ্গার।

বিবমিষা :—তৎসহ পাকাশয়ে উত্তাপ ; তাহাতে শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি করে।

বুকজ্বালা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ের পূর্ণতা সহ চাপ বোধ।

পাকাশয়-গহ্বর ও দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়ামে সঙ্কোচন, চাড় ও চৈতন্যাধিক্যতা বোধ।

পাকাশয়-গহ্বরে যন্ত্রণা বোধ।

চর্ব্বণ ও পিষ্টবৎ বেদনা ; আহারকালে উপশম।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃৎপ্রদেশ হইতে পৃষ্ঠাভিমুখে বেদনা ধাবিত হয়।

যকৃৎপ্রদেশে সূচীবেধ ; যকৃৎপ্রদেশে চাপযুক্ত বেদনা।

বাম হাইপোকণ্ড্রিয়াম চাপে চৈতন্যাধিক।

১৯ উদর।—বিবমিষা ও নাভির অন্তঃপ্রবেশ সহ পেটবেদনা।

নাভি-পরিসরে বেদনা, বোধ হয় যেন উদর রজ্জু দ্বারা আকুঞ্চিত হইতেছে।

উদরের স্ফীতভা, বোধ হয় পূর্ণ ও অস্বস্তিকর।

অন্ত্রমধ্যে ডাকা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা।

উভয় কুঁচকি প্রদেশে আক্ষেপিক আকৃষ্টবৎ বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—সরলান্ত্রে কীট দংশন ও কণ্ডুয়ন।

পুনঃ পুনঃ বায়ু নিঃসরণ।

মল :—পাতলা, লেহবৎ, উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ; লেহবৎ, ধূসরবর্ণ; পাণ্ডুবর্ণ, পিচ্ছিল; রাত্রিকালে আমযুক্ত উদরাময়; কোষ্ঠবদ্ধ, ছাগলের নাদির মত।

২১ মূত্র।—দক্ষিণ বৃক্কক ও যকৃতে আক্ষেপিক বেদনা; বৈকালে ৪টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি।

আবিল মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে মূত্রনালীতে প্রবল বেদনা।

মূত্রত্যাগের পুনঃ পুনঃ বেগ।

মূত্র :—প্রচুর, শাদাটে, ফেনিল; লালবর্ণ ও আবিল; ঘোর হরিদ্রাবর্ণ, পরিষ্কার; কপিশাভ লোহিত।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোত্থান, এমন কি দিবসেও।

শিশ্নে বেদনা।

আকৃষ্টবৎ বেদনা :—শুক্রবাহক নলীদ্বয়ে; অণ্ডকোষে।

স্ক্রোটামের আরক্তিমতা, উত্তাপ ও স্ফীততা, তদুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরস ফুস্কুড়ি গুলি গলিয়া যায় ও পরদিন শুষ্ক মামরী পড়ে।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অতি বিলম্বে; অতি প্রচুর; দক্ষিণ স্কন্ধাস্থি নিম্নে বেদনা।

যোনিমধ্যে জ্বালা, প্রতিদিন ঠিক একই নির্দ্ধারিত সময়ে উহা প্রত্যাবর্ত্তন করে।

২৪ গর্ভাবস্থা।—অস্বাভাবিক খাদ্য দ্রব্য সকল খাইতে ইচ্ছা।

দুগ্ধ হ্রাস।

২৫ লেরিংক্স।—স্ফীত বোধ হয়; অনুভব হয় যেন কেহ চাপিয়া ধরিয়াছে। স্বরভঙ্গতা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—হ্রস্ব ও দ্রুত শ্বাসক্রিয়া, তৎসহ এক প্রকার কষ্টবোধ, ঐ কষ্ট কয়েকবার গভীর নিশ্বাস লইলে উপশমিত হয়।

২৭ কাসী।—প্রবল, কতকটা আক্ষেপিক; থাকিয়া থাকিয়া শুষ্ক কাস; যক্ষ্মাকাসের ন্যায় কাস, তৎসহ অধিক শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন এবং তৎসহ ষ্টার্ণামের পশ্চাতে, বিশেষতঃ রাত্রিতে, বেদনা; প্রাতে প্রচুর শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন।

২৮ ফুসফুস।—নিশ্বাস লইলে বাম বক্ষে সূচীবেধ। বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা।

শ্বাস প্রশ্বাসে বক্ষে কষ্টবোধ; বস্ত্রাদি অতি কসা বলিয়া বোধ হয়।

ষ্টার্ণামের মধ্যাংশের পশ্চাতে আক্ষেপিক চাপ বোধ, তাহাতে রাত্রিতে জাগাইয়া তুলে; উহা বায়ুনলীভুজ পর্য্যন্ত প্রসারিত এবং তন্মধ্যে আকুঞ্চন অনুভব।

বক্ষে সূচীবেধ, দক্ষিণপার্শ্বে বেশী।

দক্ষিণদিকের নিম্ন পঞ্জরাস্থিতে টাটানি বোধ।

বক্ষের সমগ্র দক্ষিণ পার্শ্বে গভীর স্থানে বেদনা।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—অত্যন্ত অনিয়মিত হৃৎকম্পন।

বক্ষে কসিয়া ধরা অনুভব সহ প্রবল হৃৎকম্পন।

নাড়ী:—ধীর; ক্ষুদ্র ও দ্রুত।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার অনম্যতা, গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্বের মাংসপেশীর অনম্যতা।

দক্ষিণ গ্রীবাদেশীয় মাংসপেশীতে বেদনা।

মস্তকপশ্চাতে (অক্সিপটে) গুরুত্ব, বাম কর্ণের দিকে চাপানুভব সহ পৃষ্ঠদেশের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা।

দক্ষিণ অংশ ফলকাস্থির নিম্নকোণে অবিরত বেদনা, ঐ বেদনা বক্ষঃস্থল বা পাকস্থলী পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে।

দক্ষিণ অংশফলকাস্থির নিম্নে সূচীবেধ।

কশেরুকাসমূহে বেদনা, সঞ্চালন ও চাপে বৃদ্ধি।

সম্মুখে বক্র হইলে কটিদেশীয় নিম্ন কশেরুকা সকল যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এইরূপ অনুভব।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা।

মণিবন্ধে অনম্যতা।

অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগে ছিন্নকর বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্ব, উরু, পদ ও চরণদ্বয়ে আকৃষ্টবৎ বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে বেশী।

জ্বালা ও অনম্যতা সহ দক্ষিণ জানুতে বেদনা; সঞ্চালনকালে বৃদ্ধি।

গুলফসন্ধিতে অনম্যতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ:—ভারী, অনম্য ও খঞ্জ অনুভব হয়; পক্ষাঘাতবৎ অনুভব হয়।

বাত, কোন খানে অতি সামান্য সংস্পর্শ কষ্টদায়ক বোধ হয়; উপশম না হইয়া ঘর্ম্ম।

বাত, নিম্নাঙ্গে বেশী; ভ্রমণে বৃদ্ধি।

৩৬ স্নায়ু।—আহারান্তে অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অলসতা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কম্পন ও উৎক্ষেপ, পরিশ্রান্তি, অলসতা, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি।

৩৭ নিদ্রা।—দিবসে নিদ্রালুতা।

নিদ্রালুতা, শুইতে ইচ্ছা কিন্তু নিদ্রা হয় না।

মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে অস্থির নিদ্রা।

মাথাধরা সহ অনিদ্রা।

স্বপ্ন:—মৃতদেহের এবং সৎকারের।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—আভ্যন্তরিক শীত:—সন্ধ্যাকালে শয়নে প্রবল কম্প সহ; খোলাবায়ুতে ভ্রমণ কালে।

সমগ্র শরীরের শীত ও শীতলতা; হস্তপদাদিতে বেশী, তৎসহ শিরা সকলের পূর্ণতা।

দক্ষিণ চরণ বরফবৎ শীতল।

কম্প:—বাহিক শীতলতা না থাকিয়া; কম্প পৃষ্ঠ বহিয়া নাযে।

সন্ধ্যাকালে শয়নান্তে বিনা তৃষ্ণায় আভ্যন্তরিক উত্তাপ।

হস্তদ্বয়ের জ্বালাকর উত্তাপ, তথা হইতে সমগ্র শরীরে প্রসারিত হয়।

উত্তাপ:—মস্তক ও মুখমণ্ডলের; অংশফলকাস্থিদ্বয়ে; নিতম্বসন্ধিতে।

নিদ্রিতাবস্থায় মধ্যরাত্রির পরে ও প্রাতের সময়ে ঘর্ম্ম।

২৬ চর্ম্ম।—হরিদ্রাবর্ণ, চর্ম্মের কণ্ডূয়ন।

পুরাতন পচা প্রসারণশীল ক্ষত।

২৭ অবস্থা।—ক্ষীণদেহ ব্যক্তিগণ যাহাদের ভুঁড়ী, চর্ম্মরোগ, সর্দ্দি কিম্বা স্নায়ু-শূল প্রবণতা আছে।

২৮ সম্বন্ধ।—লিডামের পরে চেলিডোনিয়াম সুফলপ্রদ।

চেলিডোনিয়ামের পরে আর্সেনিক প্রায়ই উপকারী হয়।

অম্ল, মদ্য, ও কাফি পানে চেলিডোনিয়ামের ক্রিয়া স্থগিত হয়।

চেলিডোনিয়াম প্রতিষেধ করে :—ব্রাইওনিয়া।

জিঙ্কাম।

পরীক্ষক :—ফ্রাঞ্জ।

১ মন।—অজ্ঞান (অচেতন); মস্তিষ্ক মধ্যে রক্তরস (সিরাম) সঞ্চয়; চরণদ্বয় অবিরত সঞ্চালন; উদ্ভেদ সকল সম্পূর্ণ বাহির হইতে না পারিলে প্রায়ই এইরূপ অবস্থা হয়।

মস্তকে হুলবেধবৎ বেদনা সহ দুর্ব্বল স্মরণশক্তি।

জাগরিত হইলে যেন ভয় প্রাপ্তির ন্যায় একদৃষ্টিতে থাকে এবং এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে গড়াগড়ি দেয়।

দুই প্রহর সময়ে বিমর্ষ চিত্ত; সন্ধ্যাকালে প্রসন্ন চিত্ত; অথবা বিপরীত।

২ চৈতন্য।—অক্সিপটে শিরোঘূর্ণন, তৎসহ ভ্রমণকালে বামদিকে পতন; বুদ্ধিশক্তির অলসতা ও স্তম্ভিত ভাব। বিশেষতঃ বৈকালে ও সন্ধ্যাকালে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—নাসামূলে চাপবোধ, যেন উহা মস্তক মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে।

সন্ধ্যাকালে কপালের ক্ষুদ্র স্থানে তীব্র চাপবোধ।

অর্দ্ধাবভেদক; ছিন্নকর ও হুলবিদ্ধ বৎ।

দক্ষিণ ও বাম রগে আক্ষেপবৎ ও ছিন্নকর বেদনা।

মস্তকে টাটানি বেদনা।

আভ্যন্তরিক মাথাধরা, প্রধানতঃ এক পার্শ্বে, মদ্যপান, উষ্ণগৃহে ও আহারান্তে বৃদ্ধি।

অতি সামান্য মাত্র মদ্যপানেও মাথা ধরে।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীতে টাটানি বা ক্ষতবৎ বেদনানুভব; সন্ধ্যাকালে শয্যায় শয়নে ও আহারান্তে বৃদ্ধি, চুলকাইলে উপশম।

কেশপতন তাহাতে সম্পূর্ণ টাক পড়ে, তৎসহ করোটীত্বকে টাটানিবৎ বেদনা থাকে।

৫ চক্ষু।—আলোকে চৈতন্যাধিক, মস্তিষ্ক আক্রান্ত।

দৃষ্টিহীনতা :—প্রবল শিরঃপীড়ার সময়ে, মাথাধরা গেলেই উহা চলিয়া যায়।

চক্ষু অপরিষ্কার ও জলপূর্ণ। * মস্তিষ্ক রোগ।

আলোকযুক্ত বস্তু দেখে। * অস্ত্রক্রিয়ার পরে।

উপদংশজনিত আইরাইটিস (তারকামণ্ডল প্রদাহ), রাত্রিতে বৃদ্ধি; তৎসহ উষ্ণ, জ্বালাকর অশ্রুস্রাব।

কঞ্জংটাইভিটিস (অক্ষিঝিল্লি প্রদাহ), রাত্রিতে বৃদ্ধি; চক্ষুর আভ্যন্তরিক কোণে প্রদাহ বেশী।

টিরিজিয়াম।

উপরাক্ষিপুট ভারী, যেন পক্ষাঘাত যুক্ত।

শৈশব চক্ষু প্রদাহের পরে মাংস বৃদ্ধিযুক্ত অক্ষিপুট।

৬ কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণে পটহের নিকট বারংবার তীব্র সূচীবেধ।

কর্ণ বেদনা বিশেষতঃ বালকদিগের।

দুর্গন্ধ পূয়যুক্ত কর্ণস্রাব।

৭ নাসিকা।—শুষ্ক, মস্তিষ্ক আক্রান্ত।

স্বরভঙ্গতা ও বক্ষে জ্বালা সহ প্রতিশ্যায়।

নাসিকার অভ্যন্তরে ক্ষতের ন্যায় অনুভব।

নাসিকার এক পার্শ্বের স্ফীততা ও তৎসহ আঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত।

৮ মুখমণ্ডল।—একবার পাণ্ডু, একবার রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল; মস্তিষ্ক রোগ।
দক্ষিণ গণ্ডে স্থিরাস।
ইনফ্রা-অর্বিটাল স্নায়ুতে জ্বালা, উৎক্ষেপ, সূচীবেধ, তৎসহ অক্ষিপুট নীলবর্ণ; অতি সামান্য মাত্র স্পর্শে ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—হরিদ্রাভ ক্ষত সহ ঠোঁট ও মুখের কোণ বিদারিত।
ঠোঁটের উপরে পুরু আঠাবৎ রস।

১০ দন্ত।—উপরকার সম্মুখের দন্তমূলে এবং কঠিন তালুতে আকৃষ্টবৎ বা জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা।
মাড়ী ভোজন কালে বেদনাযুক্ত; ক্ষতযুক্ত, শাদা, সহজেই রক্ত পড়ে।
সব্‌-ম্যাক্সিলারি গ্রন্থির স্ফীততা সহ দন্ত লম্বা ও শিথিল অনুভব হয়।

১১ জিহ্বা ইত্যাদি।—আস্বাদ :—মিষ্ট; ধাতব; রক্তবৎ; গলাভ্যন্তরে (ফসেস মধ্যে) তিক্ত।
জিহ্বা :—শুষ্ক, কথা কহিতে চায় না, মূলে ক্লেদাবৃত ও শুষ্ক (মস্তিষ্ক রোগ); বামপার্শ্বে স্ফীত; কথা কহিতে অক্ষম; ফুস্কুড়িতে আবৃত।

১২ মুখমধ্য।—লালাস্রাব বর্দ্ধিত, তৎসহ গণ্ডাভ্যন্তরে কীটহন্টনবৎ শুড়্‌শুড়ি বোধ।

১৩ গলমধ্য।—টন্সিল গ্রন্থিদ্বয়, কোমল তালু এবং জিহ্বা মূলে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ; মুখমধ্যে শাদাটে, কিঞ্চিৎ উন্নত, ক্ষতযুক্ত স্থান সকল। * প্রমেহ রোগের পরবর্ত্তী ফলস্বরূপ।
তালুতে বেদনা, বিশেষতঃ জৃম্ভন কালে।
সন্ধ্যাকালে গলমধ্যে শুষ্কতা শ্লেষ্মাসঞ্চয়; গলমধ্যে ক্ষতবৎ বেদনা।
গলাধঃকরণ কালে বাহ্যিক মাংসপেশীতে খিলধরাবৎ বেদনা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অনিচ্ছা :—মাংস, মৎস্য এবং মিষ্টান্নে; উষ্ণদ্রব্যে। হাতের তলায় উষ্ণতা সহ তৃষ্ণা।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে :—৩, ৪, ১৬, ১৯, ২৬, ৩১, ৪০।
বৃদ্ধি :—শর্করা হইতে (বুকজ্বালা); মদ্যপান হইতে (প্রায় সকল লক্ষণই); দুগ্ধ (অম্লোদ্গার)।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—গলমধ্যে মিষ্ট মিষ্ট পদার্থ ঠেলিয়া উঠে, তৎসহ মুখে মিষ্টাস্বাদ বা রক্তের আস্বাদ।

পৃষ্ঠদণ্ডের মধ্যস্থলে চাপবোধ সহ উদগার।

বুকজ্বালা; গর্ভাবস্থায় পা ফুলা ও প্রসারিত শিরা।

বিবমিষা, তৎসহ কাঠবমি এবং তিক্ত শ্লেষ্মা বমন; অতি সামান্য সঞ্চালনে উহা প্রত্যাবর্ত্তন করে।

এক ঢোক কিছু পাকস্থলীতে পৌছান মাত্র অমনি তাহা উঠিয়া পড়ে।

কষ্টের সহিত রক্তবমন বা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলী ও হাইপোকণ্ড্রিয়ার খাল ধরা, এবং অন্ননলীর আকুঞ্চন, তৎসঙ্গে শ্বাসকষ্ট ও শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি; নিশ্বাস গ্রহণকালে বৃদ্ধি।

চাপ দিলে পাকাশয়-গহ্বরে জ্বালা; সন্ধ্যাকালে।

প্রথম আহারের পূর্ব্বে পাকাশয় গহ্বরে জ্বালা,উহা অন্ননলী পর্য্যন্ত প্রসারিত।

রক্তবমন।

পাকাশয় গহ্বর হইতে গলমধ্যে যেন কীট উঠিতেছে অনুভব, তাহাতে কাসী উপস্থিত হয়।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃৎ প্রদেশে খালধরাবৎ বেদনা, তৎসহ আহারান্তে শ্বাসকষ্ট।

যকৃত বিবর্দ্ধিত, শক্ত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত; পা ফুলা; রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা বমন করে।

প্লীহামধ্যে সূচীবেধ, চাপে বৃদ্ধি।

১৯ উদর।—উদরমধ্যে চাপ ও ফাট ফাট বোধ।

আধ্মানশূল, মধ্যে, সন্ধ্যাগমে ও রাত্রিতে, এবং বিশ্রামে বৃদ্ধি; উচ্চরবে উদর-কূজন; উষ্ণ, সরস বায়ু নিঃসরণ হয় কিন্তু তাহাতে কোন উপশম হয় না।

অন্ত্রবৃদ্ধি।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল:—পুনঃ পুনঃ, অল্প অল্প, কখন কখন অসাড়ে; পিচবৎ; কিম্বা শুষ্ক ও ভঙ্গুর; কোমল, ভক্কা, কিম্বা পাতলা,

তৎসহ ফিকাবর্ণ রক্ত; কষ্টকৃত; শুষ্ক, কঠিন, অশ্রোতুর; অনেক বেগ দিলে নিঃসৃত হয়।

২১ মূত্র।—মূত্রাধারে মূত্রের অতি প্রবল চাপবোধ; আসন পিড়ি হইয়া বসে এবং যদিও মূত্রাধার পূর্ণ বোধ হয় তথাপি কিছুমাত্র মূত্র নিঃসৃত হয় না।

কেবল পশ্চাতে হেলান দিয়া বসিলে মূত্র ত্যাগ করিতে পারে; মূত্রে বালুকাকণা।

প্রাতে আবিল মূত্র।

পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ, ঐ মূত্র কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে তন্নিমে শাদা তুলাবৎ অধঃক্ষেপ জমে।

ভ্রমণ, কাসী ও হাঁছিবার সময়ে অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

২২ পুং জননেন্দ্রিয়।—সহজেই উত্তেজিত; সঙ্গমকালে অতি সহজেই শুক্র নিঃসরণ হয়; কিম্বা শুক্র নিঃসরণ অতি কষ্টে এবং প্রায় অসম্ভব হয়।

দীর্ঘস্থায়ী ও অতি প্রবল লিঙ্গ কাঠিন্য।

বিনা কারণে প্রচুর পরিমাণে প্রষ্টাটিক রস নিঃসরণ।

অণ্ডকোষ প্রদাহ:—আঘাত বশতঃ, তৎসহ আকৃষ্ট বৎ বেদনা এবং একটী অণ্ডকোষ ঊর্দ্ধদিকে আকৃষ্ট; কর্ণস্রাব বিলোপের পর।

অণ্ডকোষের শুষ্কতা প্রাপ্তি।

শুক্রমেহ (স্পার্মাটোরিয়া); স্বপ্ন না হইয়া শুক্র নিঃসরণ, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ও অন্তঃপ্রবিষ্ট, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডলাকার দাগ।

জননেন্দ্রিয় নিকটস্থ স্থানের কেশ পতন।

উপদংশ বা অপর কারণ জনিত বাম কুচকি দেশের বাঘী আরোগ্য করে।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রাত্রিতে অদম্য রতীচ্ছা; হস্তমৈথুনেচ্ছা।

বাম ডিম্বকোষ প্রদেশে প্রেকবেধবৎ বেদনা, চাপে উপশম, কিন্তু কেবল আর্ত্তবস্রাব কালেই সম্পূর্ণ উপশমিত হয়।

পর্য্যায়ক্রমে পাণ্ডুবর্ণ ও আরক্তবর্ণ মুখমণ্ডল সহ স্বল্পরজঃ বা রজোরোধ। (এমিনোরিয়া)।

কষ্টরজঃ বা রজোশূল (ডিসমেনোরিয়া)—ঋতুর সময়ে হস্তপদাদি ভার বোধ হয়, জানুদ্বয়ের নিকট অতি প্রবল আকৃষ্ট বোধ, যেন জানুদ্বয় মুচড়াইয়া ফেলা হইবে; হঠাৎ পাকাশয়ে কষ্টবোধ, তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রাদি শিথিল করিয়া দিতে হয়; শীত শীত বোধ।

ঋতু:—অতি আগাইয়া ও অতি প্রচুর, খণ্ড খণ্ড সংযত রক্ত বাহির হয়, প্রধানতঃ ভ্রমণ কালে; আর্ত্তবস্রাব রাত্রিতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

জরায়ুর ক্ষত, স্রাব রক্তাক্ত, জ্বালাকর, কিন্তু ক্ষত অনুভব শূন্য বোধ হয়।

শ্বেতপ্রদর:—ঋতুর পরে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ, তাহাতে জননেন্দ্রিয়ের কণ্ডূয়ন উৎপন্ন হয়; ঋতুর ৩ দিন পূর্ব্বে ও পরে ঘন শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ।

কর্ত্তনবৎ পেটবেদনা, তৎপরে শ্বেতপ্রদর।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভস্রাব-প্রবণতা।

প্রসবান্তিক আক্ষেপ যদ্যপি উদ্ভেদ (বিশেষতঃ যদ্যপি দীর্ঘস্থায়ী উদ্ভেদ) নূতন বিলুপ্ত হয়।

স্তনদ্বয় স্ফীত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত; ঋতু রুদ্ধ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—সন্ধ্যাকালে আহারান্তে, অপান বশতঃ হাপানি, শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন স্থগিত হইলে শ্বাসকষ্ট বর্দ্ধিত এবং শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন পুনরুপস্থিত হইলে শ্বাসকষ্ট হ্রাস হয়।

২৭ কাসী।—বক্ষে অল্প অল্প বেদনা সহ সমস্ত রাত্রি কাসী; আক্ষেপিক, শিশু জননেন্দ্রিয়ে হস্ত প্রদান করে; কাশীর সহিত পদদ্বয়ে প্রসারিত শিরা; মিষ্টান্ন ও মদ্যপানান্তে এবং ঋতুর সময়ে বৃদ্ধি।

শ্লেষ্মানিষ্ঠীবন:—হরিদ্রাবর্ণ, পূযযুক্ত, রক্তরেখাযুক্ত, আঠাবৎ; মিষ্ট, পচা বা ধাতব আস্বাদযুক্ত; কেবল রক্ত, প্রাতে ও দিবাভাগে।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষে বেদনা, যেন টুকরা টুকরা করিয়া কর্ত্তিত হইতেছে, তৎসহ আকুঞ্চন অনুভব।

বক্ষে জ্বালা। বক্ষে শীতলতা।

প্রতি স্পন্দনে বাম বক্ষে ও হৃৎপিণ্ডে সূচীবেধ।

উর্ণাস্থির পশ্চাতে শূন্য অনুভব।

৩০ **হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।**—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে অতি প্রবল বেদনা, কিঞ্চিৎ স্ফীততা এবং অতিশয় বেদনানুভবকতা।

হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত ও আক্ষেপিক ক্রিয়া।

৩১ **গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।**—লিখিলে বা কোন পরিশ্রম করিলে গ্রীবা-পৃষ্ঠে ক্লান্তি অনুভব। গ্রীবার অনম্যতা।

স্কন্ধাস্থিদ্বয়ে জ্বালা ; স্কন্ধাস্থিদ্বয় মধ্যে ফাট ফাট অনুভব।

সমগ্র পৃষ্ঠদণ্ড বরাবর জ্বালা, বসিলে বৃদ্ধি।

রাত্রিতে শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন কালে কটিদেশে বেদনা।

বসিয়া থাকিলে কিম্বা বসিবার সময়ে কটিদেশে বেদনা ; ক্রমাগত ভ্রমণে হ্রাস হয়।

৩২ **ঊর্দ্ধাঙ্গ।**—হস্তদ্বয়ের খঞ্জতা ও মৃতবৎ অনুভব ; উহা দেখিতে নীলবর্ণ।

লিখিবার সময়ে হস্তের দুর্ব্বলতা, অবশতা এবং কম্পন।

হস্তের চর্ম্ম বিদারিত ও শুষ্ক।

৩৩ **নিম্নাঙ্গ।**—পায়ের ডিমে যেন পিপীলিকা সঞ্চরণবৎ অনুভব।

পদদ্বয়ের রক্ত যেন অচল বোধ হয়।

চরণদ্বয় ঘর্ম্মাক্ত এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির নিকট বেদনা ; দুর্গন্ধ যুক্ত।

জলে ভিজাইয়া চরণদ্বয়ের ঘর্ম্ম রুদ্ধ হইয়া গেলে চরণদ্বয়ের পক্ষাঘাত ; মদ্য পানে বৃদ্ধি।

পাদদারী ও করদারী (নীহার স্ফোটক), চুলকাইলে ও ঘর্ষণে বৃদ্ধি।

রাত্রিতে চরণদ্বয়ের শীতলতা।

৩৪ **সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।**—বাত, ছিন্নকর, খঞ্জতা এবং কম্পন ; কিম্বা খিলধরা বেদনা ; কিম্বা আক্রান্ত অঙ্গে মুচড়ান অনুভব এবং নিদ্রাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গের বারম্বার উৎক্ষেপ ; দেহ অতি গরম হইলে এবং অতি পরিশ্রমে বৃদ্ধি।

৩৫ **স্নায়ু।**—নানা মাংসপেশীতে উৎক্ষেপ। সমগ্র শরীর নিদ্রাবস্থায় নাচিয়া উঠে।

হস্ত কম্পিত হয় ; মাছি ধরিতে যায় কিম্বা বিছানায় সরিয়া সরিয়া যায়।

কোরিয়া—ভয়প্রাপ্তি বশতঃ অথবা উদ্ভেদ বিলুপ্ত হওয়া বশতঃ।

লোকোমোটার এটাক্সি পীড়ার সূত্রপাত যখন বিদ্যুৎবৎ বেদনা স্পষ্ট ও প্রবলরূপে অনুভব হয়।

আক্ষেপ :—আক্রমণের পূর্ব্বে শিশু খিটখিটে হয়, দেহ উত্তপ্ত, রাত্রিতে অস্থির, দক্ষিণাঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হয়; পাণ্ডুবর্ণ বালকগণের দন্তোদ্গম কালে।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালুতা কিন্তু তথাপি ঘুমাইতে পারে না, মস্তক এমনি লঘু অনুভব হয়।

নিদ্রাকালে :—চীৎকার করিয়া উঠে, ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠে; সর্ব্বাঙ্গ ও হস্তপদাদি স্পন্দিত হয়।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত :—খোলা বায়ুতে; ঝড়ের পূর্ব্বে; পৃষ্ঠ দিয়া বহিয়া নামে; পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ, কোন শীতল দ্রব্য স্পর্শ করিয়া।

উত্তাপ :—আভ্যন্তরিক, তৎসহ উদর ও চরণদ্বয়ে শীত অনুভব; রাত্রিতে উদ্বেগপূর্ণ উত্তাপানুভব কিন্তু বাহ্যিক কোন উত্তাপ দেখা যায় না।

ঘর্ম্ম :—সমস্ত রাত্রি প্রচুর, গাত্র অনাবৃত করিতে চাহে; দুর্গন্ধযুক্ত।

৪১ তন্তু।—বিশেষতঃ রক্তাল্পদিগের; মস্তিষ্ক কাজ করিয়া পরিশ্রান্ত; যখন উদ্ভেদ বাহির হইতে পারে না।

শোথ, তৎসহ বৃক্ক প্রদেশে অসুখ বোধ।

৪৬ চর্ম্ম।—সন্ধির বক্রস্থানে কণ্ডূয়ন।

বেদনা, হঠাৎ বোধ হয় চর্ম্ম ও মাংসপেশীর মধ্যস্থানে।

সমগ্র শরীরে শুষ্ক দদ্রু।

৪৮ সম্বন্ধ।—জিঙ্কামের পরে ইগনেসিয়া সুফলপ্রদ কিন্তু নক্সভমিকা সুফল প্রদান করে না।

জিঙ্কমের প্রতিবিষ :—ইগনেসিয়া, হেপার।

জিঙ্কামের সহিত অপ্রযুজ্য :—ক্যামমিলা, নক্সভমিকা।

পশ্চাত মস্তকে (অক্সিপটে) সাময়িক মাথাধরা এবং কটিদেশে যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ বেদনা প্রভৃতি থাকিলে জিঙ্ক-পিক্রি-

কায় অধিকতর ফলপ্রদ। যখন রক্তাস্রাবের কিছুতেই আরোগ্য হইতে চাহে না (অসাধ্য) ও উদরের পার্শ্বদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং যখন পদদ্বয়ের স্পন্দন বশতঃ ঘুমাইতে পারে না তখন জিঙ্কম-সলফেট উপকারী।

জেলসিমিয়াম।

১ মন।—নিদ্রাবস্থায় প্রলাপ; অর্দ্ধ জাগ্রতাবস্থায় অসংলগ্ন বকা।

একাকী থাকিতে চাহে।

অধিক কথা কহে, উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয়, রগ প্রভৃতি স্থানে চিড়িকমারা; জ্বর।

বিষণ্ণতা; সন্তুষ্ট ও চিন্তাশূন্য মনোভাবের পরে উদ্বেগ।

বর্ত্তমান সম্বন্ধে চিন্তা। মৃত্যুভয়।

কুসংবাদ বা উত্তেজক সংবাদ জনিত রোগ সকল।

২ চৈতন্য।—শিরোঘূর্ণন, মস্তক মধ্যে গোলমেলে ভাব,—পশ্চাৎমস্তক (অক্সিপট) হইতে সমস্ত মস্তকে বিস্তৃত হয়; অক্ষিকনিনীকা প্রসারিত, অস্পষ্ট দৃষ্টি; সূর্য্য বা গ্রীষ্মের উত্তাপ জনিত সাধারণ অবসন্নতা।

শিরোঘূর্ণন, অস্পষ্ট দৃষ্টি, জ্বর; নড়িতে চেষ্টা করিলে যেন মদমত্তের ন্যায় অনুভব হয়; ধূমপানে বৃদ্ধি।

মাথা টলা, তৎসহ দৃষ্টিহীনতা, শীত শীত বোধ, দ্রুত নাড়ী; দৃষ্টিশক্তি হ্রাস বা দ্বিত্ব দৃষ্টি।

নড়িতে চেষ্টা করিলে মাংসপেশী সকল ইচ্ছাশক্তির বশবর্ত্তী থাকে না।

বালককে কোলে করিলে মাতার গাত্র জড়াইয়া ধরে, ভয় করে পড়িয়া যাইবে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে ও মূর্দ্ধা প্রদেশে প্রবল বেদনা, অস্পষ্ট দৃষ্টি, কর্ণনাদ; মস্তক যেন বর্দ্ধিত হইয়াছে অনুভব হয়।

মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যতা; কপালে ও মূর্দ্ধাপ্রদেশে যেন অলস বোধ, এবং আক্ষেপের পূর্ব্বে মেডলা প্রদেশে পূর্ণতা অনুভব।

অবসন্ন মধ্যে মূর্চ্ছা, মুখমণ্ডলের উষ্ণতা, শীত বোধ; ক্যারটিড ধমনীর স্পন্দন; জড়িত বাক্যকথন; মস্তিষ্ক যেন দুইবৎ অনুভব হয়; নাড়িতে গেলে অক্ষিগোলক বেদনাযুক্ত বোধ হয়; দ্বিত্ব দৃষ্টি।

মস্তকের গুরুত্ব মস্তক নাড়িলে কথঞ্চিৎ উপশমিত হয়; প্রচুর মূত্র-ত্যাগান্তে উপশম।

মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জার ঝিল্লিপ্রদাহ, উহার রক্তাধিক্যাবস্থা; প্রবল শীত, অক্ষিকনিনীকা প্রসারিত; পৃষ্ঠমজ্জা ও মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যতা।

বহির্মস্তক।—পশ্চাৎ মস্তক (অক্সিপট), পশ্চাৎ কর্ণ (ম্যাষ্টইড) ও গ্রীবাদেশীয় স্থানের উপরাংশে অমুগ্র বেদনা, ঐ বেদনা স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রসারিত; অর্দ্ধ মুদিত নয়নে বালিসের উপর স্থিরভাবে মস্তক ন্যস্ত করিলে উপশম; চক্ষুদ্বয় ভারযুক্ত, নিদ্রালু, লালবর্ণ।

মূর্দ্ধাপ্রদেশে চাপবোধ এত অধিক যে উহা স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রসারিত অনুভব হয়; মস্তক অত্যন্ত ভারী বোধ হয়।

জ্বর বা কম্পজ্বরের পরে খিলধরাবৎ আকৃষ্ট ও ছিন্নকর বেদনা, পাঠ বা পরিশ্রমে বৃদ্ধি।

স্নায়ুশূলজনিত শিরঃপীড়া; বেদনা সমস্ত মস্তকে বিস্তৃত, তাহাতে কপালে ও অক্ষিগোলকে বিদীর্ণকর বেদনানুভব; প্রাতে ১০টার সময়ে এবং শয়নাবস্থায় বৃদ্ধি; তৎসহ বিবমিষা, বমন, শীতল ঘর্ম্ম, শীতল চরণদ্বয়।

কর্ণোপরি দিয়া মস্তকের চতুর্দ্দিকে রজ্জুবন্ধনের ন্যায় অনুভব; করোটী-ত্বক বেদনাযুক্ত।

চক্ষু।—অক্ষিকনিনীকা প্রসারিত।

রক্তাধিক্যতা জনিত দৃষ্টিহীনতা; সংন্যাসের পরে

স্কন্ধের দিকে মস্তক অবনত করিলে দ্বিত্ব দৃষ্টি।

আইরিস ও কোরাইডের সিরস প্রদাহ; মস্তকের পশ্চাৎ দেশ পর্য্যন্ত অনুগ্র বেদনা, উষ্ণতা প্রয়োগে উপশম।

অক্ষিপুটের গুরুত্ব। স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে চক্ষু মুদিত হইয়া যায়।

৬ কর্ণ।—হঠাৎ ক্ষণিক স্মরণশক্তি বিলোপ, কর্ণমধ্যে বিবিধ শব্দানুভব।
সর্দ্দিজ বধিরতা, তৎসহ গলমধ্য হইতে কর্ণমধ্য পর্য্যন্ত বেদনা।

৭ নাসিকা।—প্রাতঃকালে হাঁচির আক্রমণ; নাসিকার শুড়শুড়ি।
জলবৎ ক্ষতজনক স্রাব; গলমধ্য হইতে বাম নাসারন্ধ্র পর্য্যন্ত যেন অত্যুত্তপ্ত জলস্রোত চলিতেছে অনুভব; দক্ষিণ নাসা রুদ্ধ; অনুনাসিক স্বর।
বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে প্রতিশ্যায়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখের চেহারা ভার, বুদ্ধিশূন্যবৎ, নিদ্রালুবৎ।
মুখমণ্ডল:—লালবর্ণ; হরিদ্রাবর্ণ, পাণ্ডুরোগ গ্রস্ত; রক্তশূন্য রুগ্নবৎ চেহারা।
মুখমণ্ডলের, বিশেষতঃ মুখের চতুর্দ্দিকে মাংসপেশীর আকুঞ্চন, তাহাতে কথা কহিতে কষ্ট বোধ হয়।
অক্ষিগোলকের স্নায়ুশূল সুস্পষ্ট থাকিয়া থাকিয়া আক্রমণ।

১০ দন্ত।—ঠাণ্ডা লাগিয়া বা কেবল স্নায়বীয় দন্তশূল; বেদনা দন্ত হইতে রগে।
দন্তোদ্গম:—বালক উন্মত্তবৎ, হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া জাগিয়া উঠে; মুখমণ্ডল গভীর রক্তবর্ণ; ব্রহ্মরন্ধ্র সজোরে স্পন্দিত হয়।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—খারাপ, তৎসহ রক্তবর্ণ লালা; তিক্ত।
জিহ্বা:—হরিদ্রাক্ত শাদা, শ্বাসবায়ুর দুর্গন্ধ; কটাবর্ণ, পুরু ক্লেদাবৃত; প্রায় পরিষ্কার; কিনারা লালবর্ণ, মধ্যস্থল শাদা।
জিহ্বা ও উপজিহ্বা আংশিক পক্ষাঘাতবিশিষ্ট, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতা বশতঃ মদমত্তের ন্যায় বাক্য জড়িত।
জিহ্বা বাহির করিতে পারে না, উহা এত কাঁপে; রক্তবর্ণ, ক্ষতবৎ, বেদনা বিশিষ্ট, মধ্য স্থলে প্রদাহিত।

১৩ গলমধ্য।—ফসেস শুষ্ক, জ্বালাযুক্ত, বেদনাবিশিষ্ট।
গলমধ্যে যেন অনুভব হয় পরিপূর্ণ রহিয়াছে; টন্সিল প্রদাহিত, স্ফীত, প্রধানতঃ দক্ষিণ দিকে বা দক্ষিণ দিকে আরম্ভ হয়।
গলাধঃকরণে কর্ণ মধ্যে চিড়িকমারিয়া উঠে।
গলাধঃকরণ কষ্ট; গলাধঃকরণের যন্ত্র সমূহের পক্ষাঘাত।

ডিপথিরিয়া ; পক্ষাঘাতের সূত্রপাত, দর্শন শক্তি হ্রাস।

অন্ননলী মধ্যে পিণ্ডবৎ পদার্থ অনুভব।

অন্ননলীতে পাকাশয় পর্য্যন্ত জ্বালা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অতি অল্প ক্ষুধা তৃষ্ণা, কিন্তু পানাহার করিতে পারে।

১৫ পানাহার।—মদ্যে বর্দ্ধিত হয়, বিশেষতঃ শিরঃপীড়া ও চক্ষুলক্ষণ সকল। তৃষ্ণা থাকে না বা অতি সামান্য।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—অম্লোদ্গার।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে যন্ত্রী, অশ্বারোহণ ও সোজা হইয়া বসিলে উপশম। পাকাশয় ও অন্ত্রে শূন্যতা ও দুর্ব্বলতানুভব।

পাকাশয়ে কষ্ট ও পূর্ণতা অনুভব, কাপড়ের চাপে বৃদ্ধি।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতের রক্তাধিক্যতা, তৎসহ শিরোঘূর্ণন, অস্পষ্ট দৃষ্টি ও মস্তকের পূর্ণতা।

১৯ উদর।—উদরের উপরাংশে হঠাৎ আক্ষেপিক বেদনা, তাহাতে সঙ্কোচন অনুভব অবশিষ্ট থাকে এবং চীৎকার করিয়া কাঁদিতে হয়।

সরস বায়ুতে তরুণ অন্ত্রপ্রদাহ (সর্দ্দিজ)।

ট্রান্সভার্স কোলনে ছিন্নবৎ বেদনা।

পরিভ্রমণশীল আধ্মানিক পেট বেদনা, সোজা হইয়া উপবেশনে হ্রাস ; নড়িতে চেষ্টা করিলে অধিক হয়, ক্রমাগত সঞ্চালনে হ্রাস হয়।

হরিদ্রাবর্ণ উদরাময় সহ সাময়িক পেট বেদনা ; সন্ধ্যাকালে।

নিম্নোদরে পেটকামড়ানি, প্রচুর পিত্তযুক্ত মল নিঃসরণে উপশমিত হয়।

টাইফাস জ্বর কালে দক্ষিণ ইলিয়াক প্রদেশে বেদনানুভব।

উদর কূজন, তৎসহ বায়ু উপরে ও নিম্নে নির্গত হয়।

২০ মল ইত্যাদি।—মল :—হরিদ্রাবর্ণ, বাহ্বায়ল ; পিত্তযুক্ত ; মৃৎবর্ণ ; সবুজ চার বর্ণ।

উদরাময় :—স্নায়বীয় (বায়ু প্রধান) ব্যক্তি দিগের হঠাৎ কোন মানসিক আবেগ যথা দুঃখ, ভয়প্রাপ্তি, কুসংবাদ ইত্যাদির পরে।

২১ মূত্র।—প্রচুর মূত্রস্রাব, তাহাতে মথাধরা উপশমিত হয়।

স্নায়বীয় শিশুদিগের মূত্রবেগধারণে অক্ষমতা (শয্যামূত্র)।

পর্য্যায়ক্রমে মূত্রকষ্ট ও অসাড়ে মূত্রত্যাগ, মূত্রাশয়ের আক্ষেপ।

অণ্ডলাল-মূত্র :—২৪, ৩৬।

২২ পুং জননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয় উত্তেজনশীল, দুর্ব্বল ; লিঙ্গোত্থান না হইয়া অজ্ঞাতসারে শুক্রক্ষরণ ; শুক্রমেহ (স্পার্মাটোরিয়া)।

মলত্যাগ কালে রেতঃস্রাব।

জননযন্ত্র শীতল, শ্লথ ; অণ্ডকোষদ্বয়ে টনটনানি বেদনা।

প্রমেহ অবরুদ্ধ ; তাহার পরে বাত বা অণ্ডকোষ প্রদাহ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—হঠাৎ কোন অবসাদক মানসিক আবেগ (যথা শোক, দুঃখ, ভয় প্রভৃতি) বশতঃ গর্ভস্রাবের আশঙ্কা।

জরায়ু যেন হস্ত দ্বারা পিষ্ট ; জরায়ুর সম্মুখ-বক্রতা (এণ্টিফ্লেকসান)।

ঋতু অবরুদ্ধ, তৎসহ মস্তকে রক্তাধিক্যতা, মস্তক ও মুখমণ্ডলে তীব্র চিড়িকমারা ও উৎক্ষেপযুক্ত বেদনা, আক্ষেপ (প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা)।

রজঃশূল (বাধক বেদনা), তৎপূর্ব্বে সবমন শিরঃপীড়া ও বমন, মস্তকে রক্তাধিক্যতা, গভীর লালবর্ণ মুখমণ্ডল।

শ্বেতপ্রদর, তৎসহ পৃষ্ঠদেশের নিম্নাংশে কামড়ানি বেদনা ; জরায়ু প্রদেশে ভারযুক্ত পূর্ণতানুভব ; স্বল্প রজঃ।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় :—দ্বিত্বদৃষ্টি, মাথাধরা, নিদ্রালুতা, শিরোঘূর্ণন, ক্যারটিড স্পন্দন, ধীর, ক্ষুদ্র নাড়ী ; হাটিতে পারে না কারণ মাংসপেশী সকল ইচ্ছার বশবর্ত্তী নহে ; উদর ও পদদ্বয়ে খল্লী ; অচৈতন্যতাসহ আক্ষেপ।

প্রসব বেদনা বিলুপ্ত, জরায়ু মুখ বিস্তৃতরূপ বিকশিত।

জরায়ুর সম্পূর্ণ দুর্ব্বলতা বা শিথিলতা প্রাপ্তি।

অণ্ডলাল-মূত্র (এল্বুমিনুরিয়া), তৃষ্ণাশূন্য, পরিভ্রমণশীল বেদনা।

জরায়ু-মুখের কাঠিন্য বশতঃ প্রসব বেদনা বিলম্বিত।

জরায়ু হইতে বেদনা সরিয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রসারিত হয় ; জরায়ু-মুখ কঠিন।

জরায়ু হইতে গলমধ্য পর্য্যন্ত তরঙ্গবৎ অনুভব, তাহাতে শ্বাসরোধ

অনুভব হয় ; ইহাতে প্রসব বেদনায় বাধা প্রদান করে ; আক্ষেপের পূর্ব্বলক্ষণ।

প্রসববেদনাকালে আক্ষেপ :—৩৬।

২৫ লেরিংক্স।—থাকিয়া থাকিয়া স্বরভঙ্গ ; তৎসহ গলমধ্যে শুষ্কতা ও কর্কশতা। গ্লটিসের পক্ষাঘাত।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—ধীর শ্বাসক্রিয়া ও ধীর নাড়ী ; শ্বাসক্রিয়া ভারবিশিষ্ট, কষ্টকৃত ; বক্ষে রক্তাধিক্যতা।

দীর্ঘস্থায়ী, কাকের ধ্বনিবৎ নিশ্বাস গ্রহণ ; হঠাৎ ও সজোরে প্রশ্বাস প্রক্ষেপ ; গ্লটিসের আক্ষেপ।

২৭ কাসী।—ফসেসে শুড়শুড়ি বা কর্কশতা বশতঃ কাসী ; স্বরভঙ্গ ; ক্ষতবৎ ও টাটানি ; প্রতিশ্যায় ; ব্রংকসের সর্দ্দি।

ঘুংরি কাসীবৎ কাসী ; হাম।

২৮ ফুসফুস।—রক্তাধিক্যতাযুক্ত ফুসফুস-প্রদাহ, তৎসহ উভয় পার্শ্বের স্কন্ধাস্থির নিম্নে কষ্টবোধ ; ঘর্ম্ম নির্গমনের অবরোধ বশতঃ উৎপন্ন।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের অতিরিক্ত ক্রিয়া।

হৃৎপিণ্ডের এরূপ ক্রিয়া বোধ হয় যে উহা যদিও স্পন্দনের চেষ্টা করে কিন্তু উহা সম্পূর্ণ সম্পন্ন করিতে অক্ষম, নাড়ী প্রত্যেক বার সবিরাম গতি হয় ; শয়নে বৃদ্ধি, বিশেষতঃ বামপার্শ্বে।

ভয় হয় পাছে অবিরত, বিচরণ না করিলে হৃদস্পন্দন স্থগিত হইবে।

স্নায়বীয় কম্প, কিন্তু চর্ম্ম উষ্ণ ; কাহাকে চাপিয়া ধরিতে বলে যাহাতে অধিক না কাঁপে। * হৃদরোগ।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া :—ক্ষীণ, ধীর ; অবসাদযুক্ত ; হস্তপদাদি শীতল।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষঃস্থলের মাংস পেশীতে সাময়িক বেদনা।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—পৃষ্ঠ দণ্ড হইতে মস্তক ও স্কন্ধ পর্য্যন্ত বেদনা।

গ্রীবা পশ্চাতে দক্ষিণ পার্শ্বে আকুঞ্চক বেদনা।

গ্রীবাদেশে পেশীশূল বেদনা।

পৃষ্ঠদণ্ডের রক্তাধিক্যতা ; দুর্ব্বলতা, অলসতা ; মাংসপেশী মুষ্টবৎ অনুভব হয় ও ইচ্ছার বশবর্ত্তী নহে।

লোকোমোটার এটাক্সি। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—উভয় বাহুতে গভীর স্থানে পৈশিক বেদনা।

হাতের তলা উত্তপ্ত, শুষ্ক।

বাহুদ্বয় দুর্ব্বল, অসাড়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পদদ্বয়ে গভীর স্থানে পৈশিক বেদনা, সঞ্চালনে উপশম হয়।

থাকিয়া থাকিয়া চিড়িক মারা বেদনা।

পদদ্বয়ে—উরু হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত—আকৃষ্ট, সঙ্কোচক, খল্লীবৎ বেদনা; সঞ্চালন বা ভ্রমণে বৃদ্ধি।

গুরুত্ব; ঐচ্ছিক সঞ্চালন শক্তি বিলুপ্ত; মাংসপেশী ইচ্ছার বশবর্ত্তী নহে; রাত্রিতে বেদনা।

হস্তপদাদির বিশেষতঃ চরণদ্বয়ের শীতলতা, যেন শীতলজল মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে। তৎসহ উৎকণ্ঠা ও পদদ্বয়ে বেদনা বোধ।

৩৪ সাধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি।—কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়াসহ হস্তপদাদি শীতল; হস্ত পদ শীতল।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে চাহে।

উচ্চ বালিসের উপরে রাখিলে মস্তকে আরাম বোধ।

সঞ্চালনের প্রারম্ভে বেদনা বৃদ্ধি, ক্রমাগত সঞ্চালনে উপশম।

৩৬ স্নায়ু।—দেহ ও মনের অতিরিক্ত উত্তেজনশীলতা; রক্ত সঞ্চালন বিধানের উত্তেজনা।

প্রত্যাবৃত্ত (রিফ্লেক্স) উত্তেজনা বশতঃ আক্ষেপ, এক পায়ের আক্ষেপ।

প্রসবান্তিক আক্ষেপ (সূতিকাক্ষেপ), তৎপূর্ব্বে অত্যন্ত অলসতা, কপালে ও মূর্দ্ধা দেশে অলসবোধ, মেডলা প্রদেশে পূর্ণতা অনুভব; মস্তক বৃহৎ অনুভব হয়; মস্তক ভারী, তৎসহ মুখের চেহারা অর্দ্ধ স্তম্ভিত প্রায়; মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ; বাক্যকথন জড়িত; নাড়ী ধীর ও পূর্ণ; দীর্ঘস্থায়ী প্রসব বেদনা বশতঃ; জরায়ু-মুখের কাঠিন্য, অণ্ডলাল মূত্র (এল্‌বুমিনুরিয়া)।

ধনুষ্টংকারবৎ আক্ষেপ; দাঁতী লাগিয়া যায়।

গতি শক্তির পক্ষাঘাত; মাংসপেশী সকল ইচ্ছার বশবর্ত্তী নহে।

স্নায়ুশূল।—তীব্র, তরুণ, হঠাৎ চিড়িক মারা বেদনা।

৩৭ নিদ্রা।—হাই তোলা। অনিদ্রা।

মুখমণ্ডল, মস্তক ও স্কন্ধের অতি প্রবল কণ্ডূয়ন বশতঃ অনিদ্রা; দন্তোদ্গম কালে অনিদ্রা।

যেমন নিদ্রিত হয় অমনি প্রলাপ।

শিরঃপীড়া বা পেট বেদনা বশতঃ জাগিয়া উঠে।

জ্বরের প্রারম্ভে তন্দ্রাদোষ; বিশেষতঃ শিশুদিগের।

অলস, নিদ্রালু কিন্তু নিদ্রা হয় না।

জাগরিত বা অর্দ্ধজাগরিতাবস্থায় থাকে এবং অসংলগ্ন বকে।

৩৮ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম,।—শীত শীত বোধ, পৃষ্ঠদেশ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে কামড়ানি; পরিশ্রান্ত অনুভব, তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার পৈশিক ক্রিয়া (সঞ্চালন) পরিত্যাগ করে; প্রতি দিন বৈকালে ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

শীত হস্তদ্বয়ে আরম্ভ হয়; শীত পৃষ্ঠ বহিয়া উঠে; হস্ত পদ শীতল অনুভব হয়।

চরণদ্বয় শীতল, তৎসহ মুখমণ্ডল ও মস্তকের উত্তাপ; শিরঃপীড়া।

সময়ে সময়ে অল্প অল্প গাত্র সরস হয়; ঘর্ম্ম ক্রমশঃ ও মধ্যম প্রকারের হয়, তাহাতে সদত বেদনা সকল উপশমিত হয়।

‖ টাইফইড (বিকার) জ্বর যখন স্নায়বীয় লক্ষণ সকলের প্রাধান্য থাকে।

উদ্ভেদ জ্বর (যেমন হাম, বসন্ত ইত্যাদি):—বিশেষতঃ শিশুদিগের উদ্ভেদ বাহির হইবার সময়ে আক্ষেপ আশঙ্কা। অতি প্রবল জ্বরের উত্তাপ, রক্তপূর্ণতা কিন্তু একোনাইট অপেক্ষা অল্প অস্থিরতা; বেলেডনা অপেক্ষা প্রাবল্য অল্প এবং তত হঠাৎ বৃদ্ধিও নহে; অলস; দুর্ব্বলতা দোষযুক্ত জ্বর; তন্দ্রাদোষ।

৩৯ আক্রমণ।—জ্বর স্বল্পবিরাম বা সবিরাম, সাময়িক আক্রমণ।

প্রতিদিন ঠিক একই সময়।

৪০ তত্ত্ব।—রক্তাধিক্যতা, তাহা ধামনিক হউক বা শৈরিক হউক, তৎসহ রক্ত সঞ্চালনের ধীরতা।

রক্তস্রাব, রক্ত ফোটা ফোটা পড়ে; লালবর্ণ।

সঞ্চালন বা গত্যুৎপাদক স্নায়ুকে অধিকতর আক্রমণ করে; স্নায়ু সকলের মধ্য দিয়া পৈশিক দুর্ব্বলতা উৎপাদন করে।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সর্দ্দি; জলবৎ শ্লেষ্মা, কখন ঘন (পূয়বৎ) স্রাব হয় না।

১৬ চর্ম্ম।—হামের ন্যায় উদ্ভেদ, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে।

চর্ম্মশুষ্ক ও উত্তপ্ত; পাকাশয়ের দোষ বশতঃ ও স্নায়বীয় জ্বর।

অরুণিমা (এরিথিমা), বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও গ্রীবাদেশে।

১৭ অবস্থা।—যুবা ব্যক্তি; শিশুগণ। রমণীগণ।

স্নায়বীয় (বায়ুপ্রধান) ব্যক্তিগণ।

১৮ সম্বন্ধ।—প্রতিবিষ:—চায়, কফি, লবণ।

ট্যাবেকাম।

(তামাক)

পরীক্ষক:—হার্টলব।

১ মন।—বিস্মৃতিপরায়ণ; কোন কথা অতি ধীরে ধীরে বুঝিতে হয়।

আহ্লাদযুক্ত, প্রফুল্ল, অধিক কথা কহে।

বিষণ্ণ; ব্যাকুলতা, বিলাপান্তে উহার উপশম।

মস্তিষ্কে কোনপ্রকার উত্তেজনাসম্ভূত রোগসমূহ, তৎপরে সুস্পষ্ট পাকাশয়িক লক্ষণসকল।

২ চৈতন্য।—শিরোঘূর্ণন:—মস্তকে অতিশয় ভারবোধ; পাকাশয়ের বিবমিষা সহকারে; ঘরের বাহিরে উপশম।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সবমন শিরঃপীড়া, অতি প্রত্যুষে আরম্ভ হয়, মধ্যাহ্নে অসহ্য হইয়া উঠে; ভয়ানক বিবমিষা, অতি প্রবল বমন, শব্দ ও আলোকে অতিশয় বর্দ্ধিত হয়।

শিরঃপীড়া অনাবৃত বায়ুতে উপশম হয়।

৪ চক্ষু।—সন্ধ্যাকালে অস্পষ্ট দৃষ্টি, যেন কোন আবরণের মধ্যদিয়া দেখিতেছে; এবং তৎসহ তির্য্যক্‌দৃষ্টি।

চক্ষুতে উত্তাপ ও জ্বালা; অক্ষিগোলক রক্তপূর্ণ, কর্ণিয়া শ্লেষ্মাবৃত, তাহা মুছিয়া ফেলিতে হয়।

৬ কর্ণ।—স্নায়বীয় বধিরতা।

অনুভব হয় যেন কর্ণ অবরুদ্ধ।

কর্ণদ্বয় অতি উত্তপ্ত ও লালবর্ণ অনুভব হয়।

৭ নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তি ক্ষীণ।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের শীর্ণতা ও মৃতবৎ পাণ্ডুবর্ণ, শীতল, ঘর্ম্মাবৃত।

মুখমণ্ডল নীলবর্ণ।

মুখমণ্ডল আকৃষ্ট, বিকৃত; চক্ষুদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট এবং চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ।

ঠোঁট বিদারিত (ফাটা), স্ফীত, কটাবর্ণ মামরী আবৃত।

মুখমণ্ডলের অস্থিতে ও দন্তে অত্যন্ত ছিন্নকর বেদনা।

১০ দন্ত।—ছিন্নকর, বিদীর্ণকর দন্তশূল।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—কথা কহিতে পারে না। * এঞ্জাইনা পেক্টরিস।

কষ্টকৃত বাক্য কথন।

১২ গলমধ্য।—গলমধ্য শুষ্ক ও শ্বাসরোধক অনুভব, গলাধঃকরণ করিতে পারে না; গলমধ্য ও মুখমধ্যে জ্বালা।

গলমধ্যে অতিশয় আকুঞ্চন অনুভব। * এঞ্জাইনা পেক্টরিস।

গলমধ্যে অধিক আঠাবৎ শ্লেষ্মা সঞ্চয়, তুলিতে কষ্ট হয়।

উপজিহ্বা (য়ুভুলা) স্ফীত।

১৫ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অত্যন্ত তৃষ্ণা। * শৈশব বিসূচীকা।

সদত ক্ষুধা; কিছু না খাইলে বিবমিষা; কিম্বা খাদ্যে বিতৃষ্ণা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—অতি সামান্য সঞ্চালনে বিবমিষা ও বমন। * শৈশব বিসূচীকা।

ভিরাট্রম ও সিকেলি দ্বারা ভেদ বন্ধ হইলে যে বিবমিষা ও শীতল ঘর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে তাহাতে ট্যাবেকাম প্রযুজ্য। * ওলাউঠা।

উদ্গার:—অম্ল, উত্তপ্ত; এবং অল্প অল্প খাদ্যেরও; কিম্বা উচ্চরবে।

বমন:—একটু নড়িতে গেলেই বিবমিষা; গর্ভাবস্থায় অতি ভয়ানক বিবমিষা; জল কিম্বা শ্লেষ্মাসহ অম্ল জলীয় পদার্থ উঠে।

সমুদ্রযাত্রা কালে বিবমিষা ও বমন ; শীতলতা, অতি সামান্য মাত্র শরীর সঞ্চালনে বৃদ্ধি ; জাহাজের ডেকের উপর পরিষ্কার শীতল বায়ুতে উপশম।

১৭ পাকাশয়।—পাকাশয়ের পাইলোরিক প্রদেশে আক্ষেপিক চাপ বোধ।

পাকাশয়-গহ্বরে অসহ্য যন্ত্রণা।

পাকাশয়ে ক্ষীণতা, শিথিলতা অনুভব।

নানা প্রকার কষ্টকর অনুভব সকল যথা :—জ্বালা, খল্লী, নিদ্রিত হইলেই হঠাৎ বেদনা, ইত্যাদি।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতে চাপ, ভার বা সূচীবেধ অনুভব।

যকৃত বর্দ্ধিত, তাহার উপর চাপ দিলে বেদনা পাকাশয়-গহ্বরে অনুভূত হয়।

১৯ উদর।—অন্ত্রে গড় গড় শব্দ।

আধ্মান বায়ুর সঞ্চরণ।

উদর আধ্মানযুক্ত, কোষ্ঠবদ্ধ, আম ও তৎসঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ অতি প্রবল বেদনা, আহারে বৃদ্ধি কিন্তু তথাপি এত ক্ষুধা যে থাকিতে পারে না।

অতি প্রবল জ্বালা, চীৎকার করিয়া উঠে, ভয়ঙ্কর বেদনা।

অন্ত্রের আক্ষেপ।

উদরের মাংসপেশীর অতি প্রবল সঙ্কোচন, নাভি অন্তঃপ্রবিষ্ট।

আবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি ; বিবমিষা, মৃতবৎ ভ্রমি, শীতল ; শীতল ঘর্ম্ম ; বমন ; হঠাৎ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতা।

২০ মল, ইত্যাদি।—হঠাৎ ভক্ষা, হরিদ্রাযুক্ত সবুজবর্ণ অথবা সবুজাভ পিচ্ছিল মল ; বেগ ; উদরমধ্যে বায়ু সঞ্চরণশীল।

কোষ্ঠবদ্ধ ; মল ছাগলের নাদির মত, অতি কষ্টে নিঃসৃত হয়।

দেহ শীতল, উদর উত্তপ্ত ; যতক্ষণ না উদর হইতে সমস্ত বস্ত্রাদি খুলিয়া ফেলা হয় ততক্ষণ সন্তুষ্ট হয় না। * শৈশব বিসূচীকা।

মল হরিদ্রাবর্ণ, কখন কখন সবুজাভ আম ; বমন ; দুর্ব্বলতা ; শীতল ঘর্ম্ম। * শৈশব বিসূচীকা।

ওলাউঠা, দেহ শীতল, মুখমণ্ডল বিকৃত, আক্ষেপ ; বমন, কিম্বা, ভেদ বমন কিছুই নাই ; পতনাবস্থা।

২১ মুত্র।—বৃক্কক শূল ; মূত্রবাহক নলী বহিয়া বেদনা (দক্ষিণ পার্শ্বে বেশী) ; শীতল ঘর্ম্ম, পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল, ভ্রমি, ভয়ানক বিবমিষা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—স্বপ্নদোষ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—উদর, জননযন্ত্র সমূহ, প্রস্রাব পথ প্রভৃতিতে সূচী-বিদ্ধ বৎ বেদনা।

বয়ঃসন্ধি সময়ের উপসর্গ সকল ; মাথা ঘোরে ; দুর্ব্বল ও ভ্রমি বোধ হয়।

২৪ গর্ভাবস্থা।—প্রাতঃকালিক বমন : ১৬।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—দ্রুত, উৎকণ্ঠাযুক্ত, অসমান। থাকিয়া থাকিয়া শ্বাসরোধ।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, কোষ্ঠবদ্ধ।

শ্বাসরোধ।

২৭ কাসী।—শুষ্ক কাসী। হুপশব্দক কাসী, প্রবল বেগ সহ বমন, পাকাশয়-গহ্বরে সূচীবেধ, গভীর নিশ্বাস লইতে অক্ষমতা।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—রাত্রিতে থাকিয়া থাকিয়া হৃদকম্পন, বক্ষে পাশা-পাশি কসিয়া ধরা বোধ, তৎসহ এঞ্জাইনা পেক্টরিস।

হৃৎপিণ্ডে কষ্টবোধ, নাড়ী ক্ষীণ, অসমান। * ওলাউঠা।

হৃদপ্রদেশে হঠাৎ উৎকণ্ঠা বোধ।

বামপার্শ্বে শয়নে প্রবল হৃৎকম্পন, দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিলে চলিয়া যায়।

নাড়ী :—দ্রুত, পূর্ণ, বৃহৎ ; অননুভবনীয়, ক্ষুদ্র, সবিরাম।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—এঞ্জাইনা পেক্টরিস সহ গ্রীবা বহিয়া স্নায়ুশূলের বেদনা উঠে ; আরও তৎসহ গলমধ্যে কসিয়া ধরা বোধ।

দুই স্কন্ধমধ্যে বেদনা। * এঞ্জাইনা পেক্টরিস।

কটিদেশে ও নিতম্বদেশে প্রবল বেদনা ; প্রায়ই ভ্রমণে উপশম।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বামবাহু ক্লান্ত, বেদনাযুক্ত।

বাহু ও হস্তদ্বয়ে খল্লী ; এক একটি অঙ্গুলিতে, বিশেষতঃ হস্ত ধৌত করিবার সময়ে ; অতি প্রত্যুষে।

বাহু ও হস্তদ্বয়ে আক্ষেপিক সঙ্কোচন। হস্তদ্বয় খঞ্জ ও শীতল অনুভব হয়; তৎপরে জ্বালা এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগ ফুলা।

হস্তদ্বয় বরফবৎ শীতল; দেহ উষ্ণ।

হস্তদ্বয়ের কম্পন।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জানু হইতে নিম্নে সমস্ত পা বরফবৎ শীতল।

বামপায়ে জানু হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত পিপীলিকা হণ্টন অনুভব।

চরণদ্বয়ের কম্পন ও চলৎশক্তিবিহীন দুর্ব্বলতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—শীতলতা, হস্তপদের কম্পন; শীতল ঘর্ম্ম। খল্লী, হস্তপদাদিতে ছিন্নকর বেদনা।

৩৬ স্নায়ু।—ক্লান্ত, অলস; কম্পন।

অনিচ্ছায় মাংসপেশীর সঙ্কোচন সহ ভয়ঙ্কর বেদনা।

মাংসপেশীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন, আক্ষেপ, সাধারণ অসাড়তা।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালুতা, অনাবৃত বায়ুতে গেলে চলিয়া যায়। ▌রাত্রিতে স্তম্ভনকারী নিদ্রা।

অনিদ্রা; নিদ্রাকালে স্পন্দন ও উৎক্ষেপ।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সন্ধ্যাকালে সমগ্রদেহে শীতলতা ও কম্প।

দেহ উষ্ণ, হস্ত বরফবৎ শীতল; কিম্বা, দেহ শীতল। * ওলাউঠা রোগে।

ঘর্ম্ম:—হস্তদ্বয়, কপাল, মুখমণ্ডল প্রভৃতিতে শীতলঘর্ম্ম; আঠাবৎ, শীতল; প্রচুর।

৪১ আক্রমণ।—লক্ষণ সকল থাকিয়া থাকিয়া দেখা দেয়।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ১৮, ১৯, ৪৬। বাম: ২৯, ৩২, ৩৩।

৪৪ তন্তু।—শীর্ণতা, বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশ ও গণ্ডদ্বয়ের।

৪৬ চর্ম্ম।—ওলাউঠারোগে শীতল।

মুখমণ্ডল ও দক্ষিণস্কন্ধে লালবর্ণ দাগ, স্পর্শে জ্বালা করে।

কণ্ডূয়ন, তৎসহ বক্ষ ও স্কন্ধোপরি লালবর্ণ কিম্বা হরিদ্রাবর্ণ দাগ; ফুস্কুড়ি।

৪৮ সম্বন্ধ।—ট্যাবেকাম প্রতিষেধ করে:—সাইকু, ষ্ট্যামো।

ট্যাবেকামের প্রতিবিষ:—ইপি (বমন); আর্সে (তাম্রকূট চর্ব্বন); নক্সভমি। (ধূমপানান্তে পরদিবস প্রাতে পাকাশয়িক লক্ষণ সকল);

কক্ষ (হৃৎকম্পন); ইগ্নে, পলসা (হিক্কা) ; ক্লিমে (দন্তশূল) ; সিপি (মুখমণ্ডলের দক্ষিণপার্শ্বের স্নায়ুশূল, অপাক, পুরাতন স্নায়বীয় দুর্ব্বলতার লক্ষণ সকল) ; লাইকোপো (ধ্বজভঙ্গ)।

প্লান্টেগো মেজাস অনেক সময়ে তামাকের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়াছে।

ট্যারেক্সেকাম।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—আপন মনে সতত গুন্‌গুন্ বকা। * টাইফাস জ্বর।

কথা কহিতে, হাসিতে এবং প্রফুল্ল হইতে ইচ্ছা।

২ চৈতন্য।—ভ্রমণকালে শিরোঘূর্ণন; কম্পজ্বরের বিজ্বরাবস্থা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—উপবিষ্টাবস্থায় বাম রগে আকৃষ্ট বেদনা, ভ্রমণ ও দণ্ডায়মানকালে স্থগিত হয়।

উপবিষ্টাবস্থায় বাম রগে সূচীবেধ, দাঁড়াইলে স্থগিত হয়।

পশ্চাৎমস্তকে তীব্র ছিন্নকর বেদনা। * টাইফস জ্বর।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তক একবার দক্ষিণ, একবার বামদিকে পড়ে।

৫ চক্ষু।—আলোকে বিতৃষ্ণা; চক্ষুতে হুলবেধ ও জ্বালা।

৬ কর্ণ।—বাহ্যকর্ণে আকৃষ্ট বেদনা।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; বামপার্শ্বে।

৮ মুখমণ্ডল।—উত্তপ্ত ও রক্তবর্ণ।

গণ্ড, নাসাপুট ও মুখের কোণে ফুস্কুড়ি।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ওষ্ঠ (উপর) বিদারিত।

১০ দন্ত।—খাদ্য চর্ব্বণকালে দন্ত শির শির করে, যেমন অম্লে দাঁত টকিয়া গেলে হয়।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—আহারের পূর্ব্বে তিক্ত; অম্ল, লবণাক্ত, বিশেষতঃ মাখন ও মাংসে।

জিহ্বা :—শাদা ক্লেদাবৃত, স্থানে স্থানে পরিষ্কার হয়, সেই সেই স্থান কালচেলালবর্ণ ও অতিশয় চৈতন্যাধিক।

১২ মুখমধ্য।—অম্লজল মুখমধ্যে সঞ্চিত হয়।

মুখমধ্যে লালা সঞ্চয়, তৎসহ অনুভব হয় যেন লেরিংক্স চাপিয়া বন্ধ করা হইয়াছে।

১৩ গলমধ্য।—খাদ্য গলাধঃকরণের সময়ে ওপরে, ক্লাভিকেল অস্থি পরিসরে কামড়ানি বেদনা, ঐ বেদনা গ্রীবার বামপার্শ্ব দিয়া কর্ণ মধ্যে উত্থিত হয়; অন্ননলী এতক্ষুদ্র অনুভব হয় যে খাদ্য দ্রব্য তাহার মধ্য দিয়া যাইবে না বোধ হয়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—তিক্ত উদ্গার; হিক্কা।

▌ কয়েকদিন পর্য্যন্ত জলপানের পরে উদ্গার।

রাত্রিতে উদ্গার, কাঠবমি ও বিবমিষা। * কম্পজ্বর।

বিবমিষা :—তৎসহ শিরঃপীড়া, উৎকণ্ঠা, এবং চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যের পরে বমন।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত বৰ্দ্ধিত, কঠিন।

প্লীহাপ্রদেশে বেদনা। * কম্পজ্বর।

১৯ উদর।—▌ উদর মধ্যে সঞ্চালন অনুভব, যেন বুদ্বুদ সকল উঠিতেছে ও ফুটিতেছে।

▌ হিষ্টিরিয়া দোষযুক্ত আধ্মান, পানান্তে উদ্গার; উদর মধ্যে বায়ু বুদ্বুদ সকল ফুটিতেছে বোধ হয়, ইত্যাদি।

উদর স্ফীত। * কামলা রোগ।

২০ মল, ইত্যাদি।—নিষ্ফল বেগ, তৎসহ অত্যন্ত অধিক কুন্থন, স্বল্প, কঠিন মল। * কম্পজ্বর।

মল কষ্টকৃত, যদিও কঠিন নহে। * কম্পজ্বর।

পেরিনিয়ামে কামোদ্দীপক কণ্ডূয়ন, তাহাতে চুলকাইতে হয়।

২১ মূত্র।—পুনঃ পুনঃ, প্রচুর ও বর্ণশূন্য মূত্র।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রত্যেকবার মূত্রত্যাগের পরে ঊর্দ্ধদিকে চিড়িক মারিয়া উঠে।

২৭ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অবরুদ্ধ।

২৮ ফুস্ফুস্।—বক্ষমধ্যে সূচীবেধ।

বক্ষমধ্যে প্রেক বেঁধাবৎ, খননবৎ বেদনা।

দক্ষিণ পঞ্জরাস্থি মধ্যবর্ত্তী মাংসপেশী সমূহে উৎক্ষেপ।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—কর্ণ হইতে নিম্নে গ্রীবা পর্য্যন্ত ছিন্নকর বেদনা।

পৃষ্ঠদণ্ডের বরাবর চাপযুক্ত সূচীবেধ, প্রধানতঃ সেক্রাম অস্থিতে, তৎসহ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুদ্বয়ের মাংসপেশীতে উৎক্ষেপ।

বাম বাহু, মস্তকের পার্শ্ব ও কর্ণ মধ্যে অসাড়তা অনুভব।

দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে চাপযুক্ত বেদনা।

হস্তদ্বয় উত্তপ্ত। অঙ্গুলির অগ্রভাগ সকল বরফবৎ শীতল।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বাম উরুতে সূচীবেধ বেদনা।

বাম পায়ের ডিমে চাপযুক্ত বেদনা।

দক্ষিণ পায়ের ডিমে উৎক্ষেপযুক্ত বেদনা, স্পর্শ করিবামাত্র স্থগিত হয়।

কেবল নিম্নাঙ্গে ছিন্নকর বেদনা, বিশ্রামকালে বৃদ্ধি। * টাইফাস জ্বরে।

জানু, পদদ্বয় ও অঙ্গুলিতে জ্বালা।

দাঁড়াইলে দক্ষিণ পায়ের উপর তলায় আকৃষ্টবৎ বেদনা; বসিলে স্থগিত হয়।

দক্ষিণ পায়ের তলায় অতি তীব্র বা সূক্ষ্ম সূচীবেধ বেদনা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি নাড়িতে পারে কিন্তু উহা বোধ হয় যেন আবদ্ধ কিম্বা শক্তিশূন্য।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি স্পর্শে ও অযথা অবস্থানে বেদনাযুক্ত।

৩৬ স্নায়ু।—দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত, বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে প্রবৃত্তি; অর্দ্ধচেতন।

দুর্ব্বলতা, ক্ষুধা রহিত, প্রতি রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম; তৃষ্ণা; অস্থির নিদ্রা।

৩৭ নিদ্রা।—হাইতোলা, বসিয়া থাকিলে নিদ্রালু।

রাত্রিতে জাগিলে পর উত্তাপ, প্রধানতঃ মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের।

নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে;—স্বপ্ন ও ঘর্ম্ম দ্বারা।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—সর্ব্বাঙ্গে শীত শীত বোধ; রাত্রিতে তৎসহ ঘর্ম্ম ও পাকাশয়িক উপসর্গ সকল।

আহার পানান্তে শীত। খোলা বায়ুতে শীত।

রাত্রে ৮টার সময়ে নাসিকা ও হস্তদ্বয় শীতল হয়; যখনই নিদ্রিত হয় তখনই ঘর্ম্ম বাহির হয়, প্রধানতঃ মস্তকে।

দীর্ঘস্থায়ী শীত, প্রচুর ঘর্ম্ম; প্লীহায় বেদনা।

প্রচুর দুর্ব্বলকারী নৈশ ঘর্ম্ম, তাহাতে চর্ম্মে কি দংশন করিতেছে বোধ হয়।

ঘর্ম্ম, প্রায়ই তৃষ্ণা সহ।

৪৪ তন্তু।—টাইফাস জ্বরের পরে স্নায়ুশূল ও বাত।

টেরিবিন্থিনা।

(টার্পিন তৈল)

পরীক্ষক :—হার্টলব।

১ মন।—স্তম্ভিত ভাব; গভীর নিদ্রা; মূত্রাবরোধজনিত তন্দ্রাদোষ; মূর্চ্ছা।

মন পরিষ্কার, পরে অচেতন, তৎপরে কোন বিষয়ে মন স্থির করিতে অক্ষমতা।

অলসবোধ, খোলসা প্রস্রাবত্যাগে উপশমিত হয়।

২ চৈতন্য।—হঠাৎ শিরোঘূর্ণন, তৎসহ দৃষ্টির অস্পষ্টতা।

৩মস্তকাভ্যন্তর।—পেটবেদনাসহ অনুগ্র মাথাধরা।

মস্তকে অতিশয় চাপ ও অত্যন্ত পূর্ণতা বোধ।

৫ চক্ষু।—আইরিস প্রদাহ; প্রস্রাব সম্বন্ধীয় লক্ষণসকল বর্ত্তমান থাকে।

চক্ষু মধ্যে ও উপরে বেদনা, রাত্রিতে কিম্বা রাত্রি ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি।

চক্ষু কালচে লালবর্ণ, আক্রান্ত পার্শ্বে মুখমণ্ডল লালবর্ণ।

৬ কর্ণ।—ঘড়ি বাজার ন্যায় কর্ণ মধ্যে শব্দানুভব।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তস্রাব।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের মৃত্তিকাবৎ বর্ণ, অন্তঃপ্রবিষ্ট চেহারা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বা মসৃণ, চাকচিক্যশালী যেন জিহ্বার কণ্টকসকল মোটেই নাই। *টাইফইড জ্বর।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে : ১৬।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—আহারান্তে পাকাশয়ে বমনোদ্রেক।

১৭ পাকাশয়।—পাকাশয় প্রদেশে অনুগ্র বেদনা।

যেন একটা গুলি গিলিয়া ফেলিয়াছে এরূপ বোধ, ঐ গুলি যেন পাকাশয় গহ্বরে আটকাইয়া রহিয়াছে।

১৯ উদর।—উদর স্ফীত :—টাইফইড জ্বর, সূতিকা জ্বর প্রভৃতিতে উদরাধ্মান, সকল জ্বরেতেই উপরি উল্লিখিত জিহ্বার লক্ষণ সমান বর্ত্তমান থাকিলে; পুনঃ পুনঃ পেট বেদনা; কোষ্ঠবদ্ধ।

কৃমি :—তৎসহ দুর্গন্ধ শ্বাসবায়ু, শ্বাসরোধ বোধ, শুষ্ক কাসী; গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও শুড়শুড়ি বোধ, তৎসহ অনুভব হয় যেন ছোট ছোট কৃমিসকল ইতস্ততঃ হাটিয়া বেড়াইতেছে, কখন কখন তৎসহ আক্ষেপ থাকে।

২০ মল, ইত্যাদি।—বৃক্কক প্রদাহ সহকারে অন্ত্রের প্রতিশ্যায (ক্যাটার) ও অতিসার।

ক্ষত সহ অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব।

মল জলবৎ, সবুজাভ, আম ও জলবৎ, প্রাতে বৃদ্ধি।

মলত্যাগের পরে সরলান্ত্রে ও মলদ্বারে ভয়ানক জ্বালা।

২১ মূত্র।—বৃক্কক পীড়া, আর্দ্র গৃহে বাস করিয়া বৃদ্ধি।

দক্ষিণ বৃক্কক হইতে নিতম্ব পর্য্যন্ত জ্বালা ও আকৃষ্ট বোধ।

উপবিষ্টাবস্থায় বৃক্ককে চাপ বোধ, সঞ্চালনে উপশম।

প্রবল জ্বালা সহকারে রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ।

মূত্র :—কৃষ্ণবর্ণ, তাহাতে কাফির গুড়ার ন্যায় অধঃক্ষেপ; অত্যন্ত শীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা; পরিষ্কার, জলবৎ, প্রচুর; রাত্রিতে মূত্রবেগধারণে অক্ষমতা; স্বল্প, আবিল, গাঢ়বর্ণ, এপিথিলিয়মযুক্ত অধঃ-

ক্ষেপ; এল্‌বুমেনযুক্ত; রক্তযুক্ত, রক্ত মূত্রের সহিত সম্পূর্ণ বিমিশ্রিত।

মূত্রাধারের বেগ, মূত্রকৃচ্ছ্র; বৃক্ক প্রদেশে জ্বালা; মূত্রে পিচ্ছিল, ঘন, কর্দ্দমবৎ অধঃক্ষেপ সঞ্চিত হয়।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রমেহ, তৎসহ মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাধারের বেগ, মূত্রমার্গে জ্বালা, লিঙ্গোচ্ছ্বাস বা কর্ডি।

২৪ গর্ভাবস্থা।—জরায়ুতে জ্বালা ও কোঁথপাড়া; জ্বালা সহকারে মূত্রত্যাগ। * প্রসবান্তিক জরায়ু প্রদাহ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া, যেন ফুসফুসের রক্তাধিক্যতা বশতঃ। হাপানি কাসী, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

২৭ কাসী।—বায়ু-নলীভুজের সর্দ্দি, তৎসহ অত্যন্ত অধিক শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন।

শুষ্ক কাসী, শ্লেষ্মা উঠে না কিম্বা রক্তের রেখাযুক্ত শ্লেষ্মা উঠে।

২৮ ফুসফুস।—ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব।

বক্ষপরিসরে অসহ্য জ্বালা ও কসিয়া ধরাবৎ বোধ, তৎসহ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির অত্যন্ত শুষ্কতা, কিম্বা প্রচুর শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—নাড়ী:—শক্তি ও দ্রুততা বর্দ্ধিত, ক্ষীণ, দ্রুত।

৩১ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বৃহত্তর স্নায়ু সমূহের বরাবর অতি তীব্র বেদনা।

বাতরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সায়াটিকা বেদনা, মূত্র লক্ষণ সকল মিলিলে।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালনে:—বেদনা হ্রাস হয়; হাপানি কাসী বৃদ্ধি হয়।

৩৯ স্নায়ু।—দুর্ব্বলতা, অলসতা।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—কম্প, তৎপরে সর্ব্বাঙ্গ শরীরে জ্বরের উত্তাপ, মাথাধরা, আরক্ত মুখমণ্ডল। * ব্রাইটের পীড়া।

প্রবল তৃষ্ণাসহ জ্বর। প্রচুর ঘর্ম্ম।

৪২ ত্বক্।—বায়ুপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিসমূহের শুষ্কতা ও জ্বালা।

বৃক্করোগ সহ শোথ। শীর্ণতা।

৩৮ সম্বন্ধ।—ফস্ফরস কর্ত্তৃক টেরিবিন্থ প্রতিষেধিত হয়।

তুলনা কর :—ক্যান্থারিস, কোপেবা।

ট্রিলিয়াম পেণ্ডুলাম।

পরীক্ষিত হয় নাই।

৯ নাসিকা।—প্রচুর রক্তস্রাব।

১০ দন্ত।—দন্তোত্তোলনের পরে দন্তমূলের গহ্বর হইতে রক্তস্রাব।

১১ পাকাশয়।—পাকাশয়ে উত্তাপ ও জ্বালা, অন্ননলী পর্য্যন্ত উঠে। রক্তবমন।

২০ মল, ইত্যাদি।—রক্তামাশয়, কখন মলে প্রধানতঃ কেবল রক্ত থাকে।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু স্থানচ্যুত, তজ্জনিত জরায়ু হইতে রক্তস্রাব; প্রচুর স্রাব।

অতি সামান্য সঞ্চালনে জরায়ু হইতে প্রচুর উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব; তৎপরে রক্তাল্পতাবশতঃ রক্ত ফিকাবর্ণ।

অতি পরিশ্রমের পরে ঋতু উপস্থিত হয়, যথা অধিকক্ষণ অশ্বারোহণ ইত্যাদি; প্রচুর স্রাব।

শ্বেতপ্রদর—রক্তযুক্ত, তৎসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; হরিদ্রাবর্ণ, প্রচুর, ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে।

রজোনিবৃত্তিকালে জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব; স্রাব প্রতি দুই সপ্তাহান্তর উপস্থিত হয়।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভস্রাবের আশঙ্কা; প্রচুর রক্তস্রাব।

প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব (লোকিয়া) অতি প্রচুর।

২৭ কাসী।—কষ্টকর, প্রচুর পূযযুক্ত শ্লেষ্মা, বিলেপী জ্বর; রক্ত নিষ্ঠীবন।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব সহ পৃষ্ঠদেশে বেদনা।

৩৪ তন্তু।—রক্তস্রাব প্রায়ই উজ্জ্বল লালবর্ণ, প্রচুর।

অনুভব হয় যেন অস্থি সকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; তৎসহ রক্তস্রাব।

ডঙ্কামারা।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—ঠিক কথা খুঁজিয়া পায় না।

মনের গোলযোগ, মন স্থির করিতে পারে না।

বেদনা সহ রাত্রিতে প্রলাপ।

ক্রোধ ব্যতীত তিরস্কারে প্রবৃত্তি।

অস্থির ও কলহপ্রিয়।

২ চৈতন্য।—প্রাতে জাগিলে পর মাথা টলে, চক্ষুসম্মুখে অন্ধকার, কম্পন ও দুর্ব্বলতা।

ইন্দ্রিয় সকলের জড়তা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে প্রেকবেধ, জ্বালা, তৎসহ মস্তিষ্কে খননবৎ অনুভব; সঞ্চালনে বৃদ্ধি, এমন কি বাক্যকথনে; মস্তক ভারী।

অনুগ্র শিরঃপীড়া, অবিরাম স্থায়ী; মস্তক, বক্ষ এবং পাকাশয়ে বেদনা, তৎসহ অত্যন্ত কষ্টবোধ, বিমর্ষচিত্ততা, কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া, মনের মধ্যে গোলমাল, এক বিষয়ে মন স্থির করিতে পারে না।

মস্তকে রক্তাধিক্যতা, কর্ণ মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ; পদদ্বয় ভিজাইলে বৃদ্ধি।

৪ বহির্ম্মস্তক।—মস্তিষ্ক মধ্যে এবং পৃষ্ঠদেশে শীত শীত বোধ; বোধ হয় যেন কেশসকল খাড়া হইয়া উঠিয়াছে; প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হয়।

করোটীত্বকের দদ্রু; কণ্ঠের নিকটস্থ গ্রন্থিসকল স্ফীত।

করোটীত্বকে পুরু মামড়ী, তাহাতে কেশ পতিত হয়।

৫ চক্ষু।—পড়িতে গেলে চক্ষুতে কামড়ানি বোধ; দৃষ্টি অস্পষ্ট; বিশ্রামে বৃদ্ধি।

স্ক্রফুলা-দূষিত শিশুদিগের দৃষ্টি বিলোপের উপক্রম।

অস্পষ্ট দৃষ্টি, যেন জালের মধ্য দিয়া দেখিতেছে।

চক্ষুপ্রদাহ; স্ক্রফুলা-দূষিতদিগের, অল্প একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই।

উপরাক্ষিপুটের পক্ষাঘাত।

৬ কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ।

অত্যুগ্র বেদনা, কর্ণ মধ্যে গুন্ গুন্ শব্দ।

কান কামড়ানি; বিবমিষা; ভোঁ ভোঁ শব্দ; রাত্রিতে স্থিরভাবে থাকিলে বৃদ্ধি।

প্যারটিড গ্রন্থির স্ফীততা; হামের পর হইলেও।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, উত্তপ্ত পরিষ্কার রক্ত, নাসিকার উপরিভাগে চাপবোধ; ভিজিলে পরে বৃদ্ধি।

শুষ্ক প্রতিশ্যায়; সঞ্চালনে উপশম; বিশ্রামে বৃদ্ধি; অতি সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই আবার প্রত্যাবর্ত্তন করে।

প্রবল প্রতিশ্যায়, চর্ম্ম শুষ্ক ও উত্তপ্ত : হস্ত পদাদি শক্ত, শীতল, অসাড় এবং বেদনাযুক্ত; সর্ব্বাঙ্গে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ।

মুখমণ্ডলের দদ্রু বিলোপবশতঃ মুখমণ্ডলে বেদনা ও শ্বাসকাস।

গণ্ডোপরি সরস উদ্ভেদ।

মুখ স্ফীতভাব। * শোথ।

মুখমণ্ডল, কপাল ও চিবুকে পুরু মামরী।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—শীতল বায়ুতে ঠোঁটের উৎক্ষেপ।

মুখমণ্ডল বিকৃত; এক পার্শ্বে আকৃষ্ট।

১০ দন্ত।—ঠাণ্ডা লাগিয়া দন্তশূল, বিশেষতঃ তৎসহ উদরাময়; মস্তক মধ্যে গোলমেলে ভাব; প্রচুর লালা স্রাব।

মাড়ী খাইয়া যায়, অল্পেতেই রক্ত পড়ে; লালা স্রাব।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—তিক্তাস্বাদ।

জিহ্বাগ্রভাগে কণ্ডূয়ন ও শুড়শুড়ি বোধ।

মুখমধ্য ও জিহ্বা শুষ্ক।

শুষ্ক, স্ফীত জিহ্বা।

জিহ্বা স্ফীতবশতঃ অস্পষ্ট বাক্যকথন, কিন্তু অনবরত কথা কহে।

ঠাণ্ডা লাগিয়া জিহ্বায় পক্ষাঘাত।

১২ মুখমধ্য।—লালা চটচটে; মাড়ী স্পঞ্জের ন্যায়।

লালাস্রাব বর্দ্ধিত।

তৃষ্ণা ব্যতীত মুখশোষ।

জিহ্বা ও মুখমধ্যে ক্ষত :—বাতজনিত; পারদ অপব্যবহারজনিত, তৎসহ লালাস্রাব এবং গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিসমূহের স্ফীততা।

১৩ গলমধ্য।—ফসেসে অধিক শ্লেষ্মা।

প্রত্যেক শীতের পরিবর্ত্তনে টন্সিল প্রদাহ।

চাপবোধ, যেন উপজিহ্বা অধিক লম্বা হইয়াছে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—আহারে রুচি ব্যতীত ক্ষুধা।

জ্বরের পরে ক্ষুধা। শীতল জলের অধিক তৃষ্ণা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা, রুচি রহিত।

বমনকালে অত্যন্ত শীতশীত বোধ।

অতি প্রত্যূষে আঠাবৎ শ্লেষ্মা বমন।

যে জল পান করিয়াছে সেই জল সহ সবুজাভ, হরিদ্রাবর্ণ, পিচ্ছিলপদার্থ বমন; শীতল জল পানান্তে।

১৯ উদর।—নাভির ঊর্দ্ধে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

ঠাণ্ডা লাগার পরে পেটবেদনা; পেট কামড়ানি, বিবমিষা, তৎপরে উদরাময়।

উদরের শোথ।

ঠাণ্ডা লাগিয়া কুচকির গ্রন্থিসমূহের স্ফীততা।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—শাদাটে, জলবৎ; পিচ্ছিল, জলবৎ, হরিদ্রা-যুক্ত সবুজ; রাত্রিতে বৃদ্ধি; পরিবর্ত্তনশীল,—শাদা, হরিদ্রা বা সবুজবর্ণ; জলবৎ; অম্লগন্ধ বিশিষ্ট; বিবমিষা, তৎসহ মলত্যাগের ইচ্ছা।

উদরাময় :—*ঠাণ্ডা লাগিয়া; কিম্বা, উষ্ণ হইতে ঠাণ্ডায় পরিবর্ত্তন বশতঃ*, বিশেষতঃ ঠাণ্ডা ও সরস বায়ুতে; প্রাতঃকালে প্রচুর পাতলা মল, দন্তোদ্গমকালে।

রক্তামাশয়:—শীতল সরস বায়ু হইতে; লালাস্রাব বর্দ্ধিত; সরলান্ত্রে জ্বালা ও কণ্ডূয়ন, গাত্রের উত্তাপ এবং তৃষ্ণা।

২১ মূত্র।—সদত মূত্রত্যাগের ইচ্ছা।

মূত্রাশয় ও মূত্রমার্গের নিকট বেদনাযুক্ত চাপবোধ, কয়েক ফোটামাত্র প্রস্রাব বাহির হয়, এবং তাহাতে শ্লেষ্মাময় পদার্থ অধঃক্ষেপ জমে।

মূত্র :—স্বল্প, দুর্গন্ধ, আবিল, কিছুক্ষণ থাকিলে তৈলবৎ, তাহাতে রক্তের সহিত শক্ত আঠাবৎ শাদা কিম্বা লালবর্ণ শ্লেষ্মা থাকে; দুর্গন্ধ কিম্বা শ্লেষ্মা-পূয মিশ্রিত।

ঠাণ্ডা বা আর্দ্র স্থানে থাকিয়া ব্রাইটের পীড়া।

মূত্রাবরোধ; ঠাণ্ডা লাগাইয়া বা শীতল জলপান করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্র।

অসাড়ে মূত্রত্যাগ; মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—ধ্বজ-ভঙ্গ; জননেন্দ্রিয়ের উপরে দদ্রু। * মেঢ্র-ত্বকে দদ্রু।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—সর্দ্দিজন্য রজোরোধ।

ঋতুর পূর্ব্বে গাত্রে পীড়কা।

ঋতু অতি বিলম্বিত, অতি স্বল্পস্থায়ী; শোণিত জলবৎ পাতলা।

স্তনদ্বয় রক্তাধিক্য, শক্ত; স্বল্পরজঃ।

২৪ গর্ভাবস্থা।—সর্দ্দিজন্য স্তন্যবোধ।

স্তন্যকালে মাতার গাত্রে উদ্ভেদ বাহির হয়।

স্তনে দদ্রু; যাহাদিগের শিশু স্তনপান করে।

ঠাণ্ডা বা আর্দ্রতা বশতঃ প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব অবরোধ।

২৫ লেরিংক্স।—কর্কশ, স্বরভঙ্গ স্বর, সর্দ্দি।

ইনফ্লুয়েঞ্জা (সংক্রামক সার্দ্দিজ্বর)।

ট্রেকিয়া শ্লেষ্মাপূর্ণ।

হাপানীকাসী, তৎসহ মুখমণ্ডলের দদ্রু বিলোপের পরে মুখমণ্ডলে বেদনা।

সরস হাপানী কাসী, শ্বাসকৃচ্ছ্র, সবস ঘড়ঘড় শব্দে কাসী, প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে; আর্দ্র বায়ুতে বৃদ্ধি।

শ্লেষ্মা সঞ্চয় বশতঃ বক্ষে শ্বাস কষ্টবোধ।

২৬ কাসী।—শুষ্ক, স্বরভঙ্গ, কর্কশ কাসী, কিম্বা সরল, প্রচুর শ্লেষ্মা-নিষ্ঠীবন সহ কাসী; শ্রুতিশক্তি হ্রাস; সর্দ্দিজ জ্বর।

হামের পরে পুরাতন শ্লেষ্মাযুক্ত কাসী।

হুপশব্দক কাসীর ন্যায় কাসী; প্রত্যেক নিশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি।

কেবল রক্ত নিষ্ঠীবন।

কাসী শয়নে, গৃহের উষ্ণতায় ও গভীর নিশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি; খোলা বায়ুতে উপশম।

হুপশব্দক কাসী:—লেরিংক্স ও ট্রেকিয়াতে প্রচুর শ্লেষ্মা-সঞ্চয় বশতঃ উত্তেজিত হয়।

২৮ ফুসফুস।—বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ, দুর্গন্ধযুক্ত নৈশ ঘর্ম্ম।

স্ক্রুফুলাদূষিত ব্যক্তিদিগের গুটিকোৎপত্তি (টুবার্কুলোসিস); গয়ার শক্ত, সবুজ; কাসী মধ্যমপ্রকারের; বক্ষের স্থানে স্থানে সূচী-বেধ; উদরাময়।

যক্ষ্মাকাশ। ফুসফুসাবরক ঝিল্লি প্রদাহ, ফুসফুসাবরক ঝিল্লিপ্রদাহ সহ ফুসফুস প্রদাহ, তৎসহ শক্ত, কষ্টকৃত, বিবর্ণ গয়ার।

বক্ষে জলসঞ্চয়, আর্দ্র বায়ুতে বৃদ্ধি।

বক্ষে শ্লেষ্মা, অনেকক্ষণ না কাসিলে উহা উঠে না; শ্বাসরোধক সর্দ্দি।

রক্তনিষ্ঠীবন, উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত, লেরিংক্সে শুড়শুড়ি, বিশ্রামে বৃদ্ধি।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—রাত্রিতে হৃৎকম্পন।

নাড়ী:—ক্ষুদ্র, কঠিন, বিশেষতঃ রাত্রিতে; পতনাবস্থা।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—সর্দ্দি লাগিয়া গ্রীবা অনম্য, পৃষ্ঠদেশ বেদনাযুক্ত, উরুদেশ খঞ্জ।

স্কার্লাটিনা বা হামে মেরুমজ্জাঝিল্লি-প্রদাহ, উদ্ভেদ সকল বাহির হয় না।

মেরুমজ্জার রক্তাধিক্যতা।

কটিদেশে শীতলতা অনুভব।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহু ও হস্তদ্বয়ে দদ্রু।

হস্তে আঁচিল। হস্তের তলায় ঘর্ম্ম।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—জানুতে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

পায়ের ডিমে স্ফীততা; স্ক্রফুলা।

গায়ের বিসর্প ; ছাল উঠিয়া যায় ; কণ্ডূয়ন।

৩৫। **সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।**—হস্তপদাদি শীতল।

তরুণ উদ্ভেদের পরিবর্ত্তে, কিম্বা পুরাতন উদ্ভেদ, উদরাময়ের সহিত পর্য্যায়ক্রমে দেখা দেয়।

ঠাণ্ডা লাগিলে সন্ধি সমূহে বেদনা।

জলে ভিজিলে বাত ; এক ভাবে থাকিলে প্রবল বেদনা, কেবল সঞ্চালনে হ্রাস হয়।

৩৬। **স্নায়ু।**—সাধারণ অসুস্থতা বোধ।

আক্ষেপ মুখমণ্ডলে প্রথম আরম্ভ হয়।

একপার্শ্বের আক্ষেপ ; বাক্‌রোধ।

দুর্ব্বলতা, অলসতা।

উদ্ভেদ :—বিলোপ ও ঠাণ্ডা লাগিয়া পক্ষাঘাত ; ঊর্দ্ধ ও নিম্নাঙ্গ এবং জিহ্বার পক্ষাঘাত ; পক্ষাঘাত-বিশিষ্ট হস্ত বরফবৎ শীতল।

৩৭। **নিদ্রা।**—সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যায় এবং ভয় প্রাপ্তির ন্যায় চমকাইয়া উঠে।

নিদ্রাকালে মুখ খোলা ও নাক ডাকিতে থাকে।

অস্থির নিদ্রা, নানাবিধ গোলমেলে স্বপ্ন, পুনঃ পুনঃ ঘর্ম্ম।

৩৮। **উত্তাপ ও বায়ু।**—উষ্ণতা, ৪০, ৪৬। উষ্ণবায়ু : ৩০, ২৮। উষ্ণ গৃহ : ২৭। ঠাণ্ডা : ৩৪, ৪৪, ৪৬। শীতলবায়ু : ১, ১১। শীতল, আর্দ্র বায়ু : ৩, ১৩, ২০, ২১, ২৪, ২৮, ৪৪, ৪৬। ভিজা বায়ু : ২৬, ২৮, ৩৪।

৩৯। **শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।**—শীত পৃষ্ঠদেশ হইতে আরম্ভ বা প্রসারিত হয়, উষ্ণতায় উপশমিত হয় না, প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে।

বেদনাসহ শীত। প্রবলতৃষ্ণা সহ শীত।

সর্ব্বাঙ্গে শুষ্ক জ্বালাকর উত্তাপ, পৃষ্ঠদেশে উত্তাপ ও জ্বালা।

উত্তাপের সহিত প্রলাপ কিন্তু তৃষ্ণা থাকে না।

চর্ম্মরোগ সহ দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

সর্ব্বাঙ্গে রাত্রি ও প্রাতে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম, দিনে পৃষ্ঠ, কান ও হাতের তলায় বেশী।

ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ এবং একেবারেই থাকে না।

৪২ পার্শ্ব।—বাম : ২৮। দক্ষিণ : ৩৩। বাম হইতে দক্ষিণ : ৩৩। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ৩১।

‖ উর্দ্ধদিকে বিদীর্ণকর বেদনা।* বাত।

৪৩ তন্তু।—রক্তস্রাব :—রক্ত জলবৎ, অথবা উজ্জ্বল লালবর্ণ।

চর্ম্ম নিষ্ক্রিয় ; শ্লৈষ্মিক স্থান সকল অতিরিক্ত ক্রিয়াশীল, বিশেষতঃ ঠাণ্ডা লাগিয়া উদ্ভেদ বিলোপবশতঃ।

গ্রন্থিসমূহের শীতল স্ফীততা, এবং গ্রীবা ও কুচ্কি দেশীয় গ্রন্থিসমূহের প্রদাহ ও কাঠিন্য।

জ্বর ও কম্পজ্বর, স্কার্লাটিনা এবং বাতজ্বরের পরে সার্ব্বাঙ্গিক শোথ।

আর্দ্র ও শীতল বাতাস লাগিয়া ঘর্ম্ম অবরোধের পরে শোথ।

স্ক্রুফুলা। শীর্ণতা।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্ম উত্তপ্ত, শুষ্ক।

জলবৎ রসস্রাবী দদ্রু, চুলকাইলে রক্ত পড়ে।

পুরু দদ্রু, চতুর্দ্দিক কিনারা লালবর্ণ ; গ্রন্থি সমূহ স্ফীত।

মশকদংশনের ন্যায় লাল লাল দাগ।

কণ্ডূয়নযুক্ত ফুস্কুড়ি বাহির হয়, মামরী পড়িয়া গেলে কণ্ডূয়ন স্থগিত হয় ; স্পর্শে চৈতন্যাধিক ; ধৌত করিলে বৃদ্ধি হয়।

স্ক্রুফুলাদূষিত শিশুদিগের পামা বা কাউর।

খোসপাচড়া বিলোপ।

বেদনাযুক্ত ক্ষত ; স্রাব স্বল্প।

অধিক কণ্ডূয়নসহ আমবাত ; চুলকাইলে পর জ্বালা করে ; উষ্ণতায় বৃদ্ধি, ঠাণ্ডায় উপশম।

হাতের পৃষ্ঠ ও মুখমণ্ডলে মাংসল ও বড় বড় এবং মসৃণ আঁচিল।

আর্দ্র, শীতল বায়ু লাগিয়া উদ্ভেদ সকল বসিয়া যায় : ২৬।

৪৭ অবস্থা।—শ্লেষ্মাপ্রধান, স্ক্রুফুলাদূষিত রোগীগণ যাহারা অস্থির ও খিট্‌খিটে ; শীত পরিবর্ত্তনে যাহাদের সর্দ্দি লাগে।

৪৮ সম্বন্ধ।—পারদ অপব্যবহারে :—লালাস্রাব ; গ্রন্থি স্ফীততা ; দূষিত ক্ষত ;

ব্রংকাইটিস; উদরাময়; বায়ুর সামান্য পরিবর্ত্তনে সর্দ্দি-প্রবণতা।

ডক্কামারা ব্যারাইটা-কার্ব্বনিকার কার্য্যাবশেষপূরক।

ডক্কামারার প্রতিবিষ :— ক্যাম্ফ, কুপ্র, ইপিকা, মার্ক।

ড্রসেরা।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—মানসিক অস্থিরতা; যখন পাঠ করে তখন কেবল একটী বিষয় অধিকক্ষণ পড়িতে পারে না, একটা ছাড়িয়া অপর একটা এইরূপ করে।

উদ্বেগ :—সন্ধ্যায় যখন একাকী থাকে এবং রাত্রিতে যখন জাগরিত হয়; সন্ধ্যাকালে যেন জলমগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করে।

অবিশ্বাস। অতিশয় খিট্‌খিটে, অতি সামান্য বিষয়ে বিরক্ত হয়।

২ চৈতন্য।—খোলাবায়ুতেভ্রমণে শিরোঘূর্ণন,বামদিকে টলিয়া পড়ার সম্ভব, মস্তকের ভার।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে চাপযুক্ত বেদনা, বেদনা ভিতর হইতে বাহিরের দিকে।

মস্তকের বামপার্শ্বে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

কপালে ছুরিকাবিদ্ধবৎ শিরঃপীড়া, মস্তক অবনত করিলে বৃদ্ধি।

মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে ছুরিকাবিদ্ধবৎ বেদনা, চক্ষু সঞ্চালনে বৃদ্ধি, হাতের উপর মস্তক রাখিলে উপশম।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীত্বকে জ্বালাকর বেদনা, দক্ষিণ বগের চর্ম্মে টাটানি-বৎ বেদনা।

করোটিত্বকের সম্মুখভাগে কণ্ডূয়ন, ঘর্ষণে উপশমিত হয়।

করোটিত্বকে ক্ষতকারী কণ্ডূয়ন।

৫ চক্ষু।—দূরদৃষ্টি, যত্নপূর্ব্বক কোন ক্ষুদ্র দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে দুর্ব্বলতা; চক্ষু সম্মুখে কম্পন, চক্ষু ঝলসিয়া যায়; আলোক, সূর্য্যালোক বা বাতির আলোকে বৃদ্ধি।

চক্ষু সম্মুখে জালবৎ বোধ; পাঠকালে অক্ষর সকল যোড়া লাগিয়া যায়।

৬ কর্ণ।—শ্রুতিশক্তি হ্রাস, তৎসহ কর্ণের নিকট গুন্ গুন্ শব্দ। কর্ণমধ্যে সূচীবেধ। দক্ষিণ আভ্যন্তরিক কর্ণে বেদনা।

৭ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

পুনঃ পুনঃ হাঁচি, তৎসঙ্গে সরস সর্দ্দি থাকুক বা না থাকুক।

প্রচুর সরস সর্দ্দি, বিশেষতঃ প্রাতে।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল স্ফীতভাব ও রক্তশূন্য।

গণ্ড ও চক্ষুদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট।

প্রাতে মুখের এক (বাম) পার্শ্ব শীতল, অন্য (দক্ষিণ) পার্শ্ব উত্তপ্ত।

মুখমণ্ডল উত্তপ্ত, হস্তদ্বয় শীতল।

মুখমণ্ডলে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি, তাহা স্পর্শ করিলে সূক্ষ্ম সূচীবেধ-বৎ বোধ হয়।

বাম অক্ষিপুটের নিম্নে গণ্ডোপরি চর্ম্মে কণ্টক বেধবৎ, জ্বালাকর বেদনা।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—বাম পার্শ্বের নিম্ন চোয়ালে সূচীবেধবৎ ও ছিন্নকর বেদনা, যেন বোধ হয় অস্থি-আবরক ঝিল্লিতে।

অধর মধ্যস্থলে বিদারিত।

ঠোঁটের শুষ্কতা এবং আস্বাদ শক্তি অল্প।

মুখের দক্ষিণ কোণে চর্ম্মে জ্বালা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—খাদ্য আস্বাদশূন্য বোধ হয়।

রুটি তিক্ত লাগে।

আস্বাদ :—আহারান্তে গলমধ্যে তিক্ত; পচা। জিহ্বার মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র গোলাকার বেদনাশূন্য স্ফীতভা।

জিহ্বোপরি সূক্ষ্ম কণ্টকবেধ বোধ।

জিহ্বার দক্ষিণ পার্শ্বে ও অগ্রভাগে সূচীবেধ ও জ্বালাকর বেদনা।

জিহ্বার অগ্রভাগে শুক্লবর্ণ ক্ষত।

১২ মুখমধ্য।—বাম গণ্ডের ভিতরে জ্বালাকর বেদনা, যেন মরিচ লাগিয়াছে।

প্রচুর জলবৎ লালা স্রাব। মুখ দিয়া জল উঠে।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—পুনঃ পুনঃ হিক্কা।

উদ্গারে তিক্ত বা অম্ল আস্বাদ। চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য খাইলে বিবমিষা; মধ্য রাত্রি হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি।

প্রাতে পিত্তবমন; শ্লেষ্মা, অথবা কাসীতে কাসীতে খাদ্যবমন; পানান্তে। বমনের পর বৃদ্ধি।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়-গহ্বরে আকুঞ্চক বেদনা, যেন সমস্তই উদরের মধ্যে টানিয়া লইতেছে, বিশেষতঃ গভীর নিশ্বাসগ্রহণ কালে।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—স্পর্শে ও কাসিতে গেলে বেদনা। কাসিতে হাইপোকণ্ড্রিযা হাত দিয়া চাপিয়া ধরিতে হয়।

১৯ উদর।—অম্ল খাদ্য খাইয়া পেট কামড়ানি।

বসিয়া থাকিলে উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে সূচীবেধ। উদরের মধ্য দিয়া পাশাপাশি দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্বে অত্যুগ্র সূচীবেধ। ভ্রমণ কালে যেন একবারে শ্বাসরোধ করিয়া ফেলে।

বাম কটিদেশ হইতে পুরুষাঙ্গে সূচীবেধ।

২০ মল, ইত্যাদি।—পেট-বেদনা সহ পুনঃ পুনঃ মল।

মল:—কোমল, তরল; শাদা, পিচ্ছিল ও দুর্গন্ধ এবং তৎসহ জলবৎ গন্ধশূন্য মূত্র।

মলের সহিত রক্তযুক্ত আম পড়ে; তৎপরে উদর ও কটিদেশে বেদনা।

মলত্যাগের পরেও সদত মলত্যাগের প্রবৃত্তি।

২১ মূত্র।—পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের বেগ, কিন্তু মূত্র স্বল্প, বারে বারে কেবল ফোটা ফোটা।

পুনঃ পুনঃ প্রচুর মূত্রত্যাগ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—শিশ্নে কণ্ডূয়নযুক্ত সূচীবেধ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রথম রজোদর্শনে বিলম্ব।

ঋতু অতি বিলম্বে; অতি স্বল্প।

রক্ত কালবর্ণ।

প্রসববেদনাবৎ বেদনা সহ শ্বেতপ্রদর।

২৪ লেরিংক্স।—স্বর:—স্বরভঙ্গ, গভীর কথা কহিতে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়; ভাঙ্গা গলা, স্বর বন্ধ।

উপজিহ্বা সতত এদিক ওদিক সঞ্চরমাণ।

কথা কহিতে লেরিংক্সের আকুঞ্চন।

লেরিংক্স মধ্যে পালক পতনবৎ বোধ, তাহাতে কাসী উৎপন্ন হয়।

লেরিংক্সে শ্লেষ্মা-সঞ্চয়, তাহা শক্ত কিম্বা কোমল।

বক্ষ ও গলমধ্যকার লক্ষণসকল, কথা কহিলে ও গান গাইলে বৃদ্ধি।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসকষ্ট, যেমন প্রত্যেক কথা কহেন, অমনি কণ্ঠ সঙ্কুচিত হয়; ভ্রমণকালে এরূপ হয় না।

কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া, মধ্যরাত্রির পরে বৃদ্ধি।

২৭ কাসী।—হুপশব্দক কাসী, থাকিয়া থাকিয়া আক্রমণ; যখন আক্রমণ হয় তখন উপর্য্যুপরি এত ঘন ঘন কাসী হয় যে নিশ্বাস লইবার সময় থাকে না; সন্ধ্যাকালে শয়নের পরে, রাত্রিতে; রাত্রি ২টার সময়ে জাগিয়া উঠে।

কাসীর সময়ে:—বমনের উদ্যম; জল, শ্লেষ্মা ও খাদ্য বমন; বক্ষের মাংসপেশীতে সূচীবেধ; কিম্বা নাসিকা ও মুখ দিয়া রক্তস্রাব।

কাসী বৃদ্ধি হয়:—উষ্ণতায়, জলপানে; ধূমপান; হাস্য; সঙ্গীত; ক্রন্দন; শয়নের পরে; মধ্যরাত্রির পরে বা প্রাতঃকালে।

নিষ্ঠীবন হরিদ্রাবর্ণ, তিক্ত, কিম্বা দুর্গন্ধ, আরও রক্তযুক্ত কিম্বা পূর্ববৎ।

২৮ ফুস্‌ফুস্।—বক্ষের আকুঞ্চন বোধ।

হাঁসিতে কিম্বা কাসিতে বক্ষে প্রবল সূচীবেধ, উপশম পাইবার জন্য হাত দিয়া বক্ষ চাপিয়া ধরিতে হয়।

বক্ষের মধ্যস্থলে জ্বালানুভব।

বক্ষের পাশাপাশি প্রবল, কষ্টকর সূচীবেধ, সঞ্চালন কালে দূরীভূত হয়।

৩০ বহির্বক্ষ।—শ্বাস লইতে বা কাসীতে বক্ষের মাংসপেশীতে সূচীবেধ।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা অনম্য ও সঞ্চালনে বেদনাযুক্ত।

প্রাতঃকালে পৃষ্ঠদেশে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বিশ্রাম কালে কেবল দক্ষিণ স্কন্ধে কম্পন। হস্তদ্বয় ঠাণ্ডা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—উরুদেশের পশ্চাৎদিকের মাংসপেশীতে চাপযুক্ত বেদনা,

চাপ দিলে ও অবনত হইলে বৃদ্ধি ; সেই পার্শ্বে রাত্রিতে শয়ন করিতে পারে না, উত্থান করিলে দূরীভূত হয়।

দক্ষিণ নিতম্বসন্ধি ও উরুদেশে খঞ্জকর বেদনা, তৎসহ মচকান ন্যায় গুল্ফ সন্ধিতে বেদনা ; ভ্রমণকালে খোঁড়ায়।

দক্ষিণ পায়ের ডিমে সূক্ষ্ম, কর্ত্তনবৎ সূচীবেধ, উপবেশন কালে উপস্থিত হয়, ভ্রমণকালে দূরীভূত হয়।

মচকান ন্যায় দক্ষিণ গুল্ফ সন্ধিতে ছিন্নকর বেদনা, কেবল ভ্রমণ কালে।

গুল্ফ সন্ধির অনম্যতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল যেন আঘাত প্রাপ্ত।

সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খঞ্জ অনুভব হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির অস্থি সমূহে চর্ব্বণকর ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, বিশেষতঃ সন্ধিসমূহে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবল ; সন্ধি সমূহে প্রবল সূচীবেধ ; বিশ্রামাপেক্ষা সঞ্চালন কালে অল্প বেদনা বোধ হয়।

৩৬ স্নায়ু।—সমগ্র দেহের দুর্ব্বলতা, তৎসহ চক্ষু ও গণ্ডদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট।

৩৭ নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ হাইতোলা ও আড়ামুড়ি ভাঙ্গা।

রাত্রিতে ভয় প্রাপ্তির ন্যায় পুনঃ পুনঃ নিদ্রা হইতে চমকাইয়া উঠে ; কিন্তু যখন জাগরিত হয় তখন কোন প্রকার ভয় থাকে না।

নিদ্রা হইতে পুনঃ পুনঃ জাগরণ।

অনিদ্রা। চীৎ হইয়া শুইয়া নিদ্রিত হইলে নাক ডাকে।

সুস্পষ্ট স্বপ্ন :—কতক সুখপ্রদ, কতক উৎকণ্ঠাপূর্ণ ; বিরক্তিকর, অন্যের অন্যায় কাজ সম্বন্ধে ; তৃষ্ণা ও জলপানের ; জাগিয়া উঠিলে তৃষ্ণা পায় ও জল পান করে।

১০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত, তৎসহ মুখমণ্ডলের শীতলতা ও রক্ত শূন্যতা এবং হস্তপদাদি শীতল।

পূর্ব্বাহ্নে শীত।

রাত্রিতে, শয্যায় শয়নাবস্থায় ও বিশ্রামকালে আভ্যন্তরিক শীত।

বিশ্রামকালে শীত ও কম্প, শরীরের সমস্ত স্থানই অতি শীতল, এমন কি শয্যায় শুইয়া থাকিলেও।

দিবাভাগে শীত, রাত্রিতে উত্তাপ।

উত্তাপ প্রায় কেবল মুখমণ্ডল ও মস্তকে।

সন্ধ্যাকালে দেহের উর্দ্ধাংশে অধিক উত্তাপ।

উত্তাপ, মধ্যরাত্রির পরে বৃদ্ধি।

শীতল ঘর্ম্ম :—কপালে ; চরণদ্বয়ে।

রাত্রিতে উষ্ণ ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ মধ্যরাত্রির পরে এবং প্রাতঃকালে, মুখমণ্ডলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর।

সমগ্র দেহে ঘর্ম্ম, তৎসহ এমন কাসী যে প্রবল কাঠ বমি উপস্থিত হয়।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মে কণ্টকবেধ, হুলবেধ, কণ্ডূয়ন।

কণ্ডূয়ন চুলকাইলে, ঘর্ষণে ও হস্তদ্বারা মুছিয়া ফেলিলে উপশম।

হামের ন্যায় উদ্ভেদ।

টাটানি বেদনা কিম্বা হুলবেধ অনুভবসহ উদ্ভেদ।

৪৮ সম্বন্ধ।—হুপশব্দক কাসীতে সলফার ও ভিরাট্রম উৎকৃষ্ট অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ। যক্ষ্মাকাসের শুষ্ক কাসীতে ড্রসেরার পরে কোনিয়াম উপকারী।

ড্রসেরা নক্সভমিকার কার্য্যাবশেষপূরক।

লেরিংক্সের পীড়ায় ড্রসেরা ইপিকার অনেকটা সদৃশ।

ড্রসেরার প্রতিবিষ :—ক্যাম্ফর।

ডায়াস্কোরিয়া ভিলোসা।

পরীক্ষক :—কুসিং।

১ মন।—বিষণ্ণভাব : ২২।

অযথা নামে আহ্বান।

২ চৈতন্য।—অলস, গোলমেলে, মাথাটলা ; মুখ শুষ্ক ও তিক্ত।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—অনুগ্র বেদনা, আহারান্তে বৃদ্ধি।

চক্ষুর্দ্ধে তীব্র বেদনা।

মস্তকে চাপক বেদনা ; বিবমিষা, মুখশোষ।

৫ চক্ষু।—চক্ষু ক্ষীণ, বেদনা বিশিষ্ট ; অক্ষিপুট সংযোজিত।
চক্ষুমধ্যে যেন কোন গোলাকার পদার্থ বা শল্য রহিয়াছে অনুভব।
৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে বেদনা।
বেদনা তীব্র, বা অনুগ্র, কর্ণের সম্মুখে ও পশ্চাতে পেষণ বোধ।
৭ নাসিকা।—নাসিকায় দুর্গন্ধ, যেন পিত্তযুক্ত।
নাসিকা অবরুদ্ধ, শুষ্ক ; কিম্বা জলবৎ স্রাব।
১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—শাদা, শুষ্ক ; হরিদ্রাযুক্ত শাদা ; অগ্রভাগে বেদনা, প্রাতে বৃদ্ধি।
আস্বাদ :—তিক্ত, খারাপ ; বিস্বাদ।
১২ মুখমধ্য।—শুষ্ক কিন্তু তথাপি চটচটে শ্লেষ্মাপূর্ণ ; তৃষ্ণার অভাব।
১৩ গলমধ্য।—ফসেস শুষ্ক, জ্বালাযুক্ত, বেদনাবিশিষ্ট।
১৫ পানাহার।—অপরিমিত আহার, খাদ্যের দোষ অথবা চা-পানকারী-দিগের অত্যধিক আধ্মানিক পেটবেদনা।
১৬ বিবমিষা ও বমন।—▌অত্যন্ত অধিক পরিমাণে আস্বাদশূন্য, তিক্ত, অম্ল, বা পচা ডিম্বের ন্যায় বায়ু উদ্গার উঠে, তাহাতে বেদনা আংশিক উপশমিত হয়।
১৭ পাকস্থলী।—▌কষ্টবোধ, তৎসহ পুনঃ পুনঃ তীব্র বেদনা ; পরিধেয় বস্ত্র ঢিল করিয়া দিতে হয় ; প্রাতে কষ্ট ও জ্বালা অনুভব ; উদ্গারে উপশম হয়।
পাকাশয় প্রদেশে কঠিন বেদনা।
▌পাকাশয়-গহ্বরে তীব্র, খল্লীবৎ বেদনা, তৎপরে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আস্বাদশূন্য বায়ু উদ্গার ; হিক্কা এবং অন্ত্র হইতে বায়ু নিঃসরণ।
১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—▌পাকাশয় ও পিত্তকোষ প্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা ; পাকাশয়-শূল।
▌যকৃতে তীব্র বেদনা, ঐ বেদনা চুচুক পর্য্যন্ত প্রসারিত।
১৯ উদর।—▌অন্ত্রে সমভাবে স্থায়ী মোচড়ান বেদনা, নিম্নোদরে বেশী ; বেদনা সতত স্থান পরিবর্ত্তন করে ; শয়নে বৃদ্ধি।

▌ নাভি প্রদেশে পেটকামড়ানি; সদত অন্ত্রগ্র কামড়ানি, তৎসহ সমস্ত অন্ত্রমধ্যে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা।

▌ অন্ত্র-কূজন; অধিক পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ হয়: তীব্র বেদনা।

▌ নাভি ও হাইপোগ্যাষ্ট্রীক প্রদেশে কষ্ট বোধ; কর্ত্তন, শূলবেদনাবৎ বেদনা; উদ্গার।

▌ পেটবেদনায় সম্মুখে অবনত হইয়া পড়ে; শয়নে বৃদ্ধি; আড়ামুড়ি ভাঙ্গিলে বা উঠিয়া দাঁড়াইলে ও ভ্রমণ করিলে উপশম; বেদনা সদত স্থায়ী, সময়ে সময়ে বৃদ্ধি। আধ্মানিক আক্ষেপ।

ভোজনান্তে আধ্মান; আধ্মানিক পেট বেদনা কিন্তু তৎসহ অতি সামান্য যান্ত্রিক বিকার (দোষ) থাকে বা মোটেই থাকে না।

বেদনা প্রথমে একটী ক্ষুদ্র স্থানে আরম্ভ হয় এবং তথা হইতে উর্দ্ধ ও নিম্নদিকে প্রসারিত হয়, বেদনার আক্রমণের প্রারম্ভে ঐ বেদনা পাকাশয়, যকৃত, প্লীহা অথবা জরায়ু পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে; প্রায়ই বেদনা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বিশেষতঃ অতি দূর দূর স্থানে সরিয়া সরিয়া যায়।

১০ মল, ইত্যাদি।—হঠাৎ মলত্যাগের বেগ, বিশেষতঃ অতি প্রত্যুষে।

কষ্ট ও বেগে বায়ু নিঃসরণ হয়, প্রায়ই তৎসহ জলবৎ মল নির্গত হয়, কিন্তু তাহাতে বেদনা আংশিক উপশমিত হয়।

প্রাতে মলত্যাগ; তৎপরে অর্শের বলি বহির্গত হয়, তৎপরে বেদনা ও কষ্ট অনুভূত হয়।

অনুভব হয় যেন মল অতিশয় উষ্ণ; উষ্ণ বায়ুনিঃসরণ।

প্রাতে প্রচুর পাতলা হরিদ্রা বর্ণ মলত্যাগ, তাহাতে অন্ত্রের বেদনা উপশম হয় না; মল দুর্গন্ধ ও পিত্তযুক্ত।

১১ পুং জননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয় সমূহের সদত উত্তেজনা, পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোত্থান।

রতীচ্ছা হ্রাস।

লিঙ্গোত্থান না হইয়া নিদ্রিতাবস্থায় রেতস্খলন; জননযন্ত্র সমূহ শীতল শ্লথ; দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ জানুদ্বয়ের; বিষণ্ণভাব।

কুচকিদেশে বেদনা, উহা অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত প্রসারিত।

অণ্ডকোষ প্রভৃতি স্থানে অতি তীব্র গন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম্ম।

২৭ কাসী।—গলমধ্যে অনেক নিম্নে কণ্ডূয়ন বশতঃ কাস।

২৮ ফুসফুস।—চুচুক প্রদেশে বেদনা।

ফুসফুসমধ্য দিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত এবং পৃষ্ঠ হইতে ফুসফুস পর্য্যন্ত বেদনা।

বক্ষের উর্দ্ধাংশে পাশাপাশি কসিয়া ধবার ন্যায় বেদনা; কষ্টবোধ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—শ্বাসরোধক তীব্র বেদনা, তৎসহ ভ্রমি।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—খঞ্জ ও অনম্য, কটিদেশে দুর্ব্বলতা।

কটিদেশে অনুগ্র বেদনা, মেরুদণ্ড বক্র করিলে বৃদ্ধি; তীব্র বেদনা, অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত প্রসারিত।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।— দক্ষিণ পায়ে বেদনা, সঞ্চালন কিম্বা উঠিয়া বসিবার সময় কেবল বেদনা অনুভূত হয়।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির নানাস্থানে তীব্র বেদনা; একস্থান হইতে স্থানান্তরে চিড়িক মারিয়া উঠে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দুর্ব্বল বোধ হয়, জানুদ্বয়ে বেশী: ২২।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—মাথাধরা ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার বেদনা প্রায়ই সঞ্চালনে উপশমিত হয়।

৩১ স্নায়ু।—প্রথমে স্নায়বিক বলকারক, তৎপরে কম্পন, আলস্য, ভ্রমি অবশতা ও শুড়শুড়ি প্রভৃতি উৎপাদিত হয়।

প্রধানতঃ স্নায়ু সকলের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে, বিশেষতঃ সোলার প্লেক্সাস ও মেরুমজ্জীয় স্নায়ুসমূহের উপর, তাহাতে সমগ্র শরীরে ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহে বেদনা উৎপন্ন করে।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—সাধারণতঃ খোলা বায়ুতে উপশম।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত শীত বোধ:—তৎসহ তিক্ত মুখ; তৎসহ অস্থি মধ্যে কামড়ানি, পৃষ্ঠদেশ কামড়ানি, ফুসফুসে বেদনা, গলবেদনা, ইত্যাদি।

হাত পা শীতল, নাড়ী ক্ষীণ কিন্তু জ্বর নাই; পেট বেদনার সহিত এইরূপ অবস্থা।

শীত শীত বোধ কালে সহজেই ঘর্ম্ম হয়।

৪২ পার্শ্ব।—বেদনা সকল প্রসারিত হয়; বিশেষতঃ উদর হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে।

৪৪ তন্তু।—সন্ধিসমূহ বেদনাযুক্ত; দুর্ব্বল জানুদ্বয়: ২২।

৪৬ চর্ম্ম।—নখসকল অস্বাভাবিক ভঙ্গুর বোধ হয়।

নানা স্থানে কণ্ডূয়ন ও জ্বালা।

আঙ্গুলহাড়া, বিশেষতঃ প্রারম্ভে যখন বেদনা, শীত ও যন্ত্রণাদায়ক, কিম্বা যখন কণ্টকবেধবৎ বেদনা অনুভব হয়; নখ সকল ভঙ্গুর।

৪৮ সম্বন্ধ।—কর্পূর কর্ত্তৃক ইহার ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয় অনুমান হয়।

তুলনা কর:—কলোসিন্থ (কলোসিন্থে পেটবেদনা এত ক্রমাগত স্থায়ী হয় না, এবং চাপ ও সম্মুখে অবনত হইয়া পড়িলে উপশম হয়।)

ডিজিটেলিস পরপুরিয়া।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—দিবারাত্রি কামোদ্দীপক চিন্তা সকল।

অশ্রুপূর্ণ, বিমর্ষচিত্ত।

আভ্যন্তরিক উৎকণ্ঠা।

উৎকণ্ঠা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যাকুলতা, অপরাহ্ণ ৩টার সময় বৃদ্ধি।

২ চৈতন্য।—শিরোঘূর্ণন—ভ্রমণ বা অশ্বারোহণ কালে; তৎসহ কম্পন; তৎসহ অত্যন্ত ধীর নাড়ী।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মানসিক চিন্তা করিতে কপালে চাপবোধ।

বালিসে মাথা গোঁজে, চুল ধরিয়া টানে; অতি চীৎকার শব্দে ক্রন্দন; সহজেই বমন করে; স্বল্প মূত্র; মুখমণ্ডল নীলীমাবর্ণ।

৫ চক্ষু।—দ্বিত্বদৃষ্টি।

দ্রব্যাদি হরিদ্বর্ণ, পীতবর্ণ বা রূপালিবৎ দেখায়।

অক্ষিঝিল্লির পুরাতন প্রদাহ।

অশ্রুস্রাব, উজ্জ্বল আলোক ও শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি।

প্রাতে অক্ষিপুট সংযোজনা। চক্ষুর তারা চৈতন্যশূন্য।

৬ কর্ণ।—নিদ্রিত হইলে সহসা মস্তকে কড় কড় শব্দ; ভয় পাইয়া চকিত হইয়া জাগিয়া উঠে।

জলফুটার ন্যায় কর্ণের নিকট শব্দ।

৮ মুখমণ্ডল।—নীলাভ রক্তবর্ণ; পাণ্ডুবর্ণ, মৃতবৎ চেহারা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—বিস্বাদ; পিচ্ছিল; সদত লালা স্রাব সহকারে ঈষৎমিষ্ট।

জিহ্বা শাদা ক্লেদাবৃত।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—রুচি নাই, জিহ্বা পরিষ্কার, পাকাশয় শূন্য।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা, যেন তাঁহার (স্ত্রী) মৃত্যু হইবে।

সতত বিবমিষা ও ওয়াক তোলা, জিহ্বা পরিষ্কার কিন্তু শাদা পিচ্ছিল পদার্থে আবৃত।

বমনের প্রবৃত্তি।

অদম্য ও স্থায়ী বিবমিষা ও বমন; বমনের পরেও বিবমিষা।

প্রাতঃকালে বমন —খাদ্য, পিত্ত।

১৭ পাকাশয়।—পাকস্থলীতে জ্বালা, অন্ননলী বহিয়া উর্দ্ধে উঠে।

পাকাশয়ে দুর্ব্বলতা, অনুভব হয় যেন তাঁহার মৃত্যু হইবে।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃৎপ্রদেশে টাটানি ও কাঠিন্য।

কামলা ও সহজেই বমন, নাড়ী ধীর।

১৯ উদর।—উদরে কর্ত্তন বোধ।

২০ মল, ইত্যাদি।—মূত্রের বেগের সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা; অতি অল্প, কোমল মল, তাহাতে উপশম হয় না।

মল :—প্রবল অতিসার (উদরাময়), ভস্মবর্ণ, বিলম্বিত ও খটিকাবর্ণ।

সন্ধ্যাকালে মলত্যাগ, তৎসহ বহুসংখ্যক সূত্রবৎ ক্রিমি বহির্গত হয়।

২১ মূত্র।—মূত্রত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা।

অবিরত মূত্রত্যাগের ইচ্ছা এবং প্রত্যেক বার অতি স্বল্প পরিমাণে মূত্র ত্যাগ হয়।

মূত্র ত্যাগের পরেও মূত্রপূর্ণ অনুভব হয়।

কয়েক ফোটা মাত্র বহির্গত হইলে মূত্রত্যাগের ইচ্ছা বর্দ্ধিত হয়, তাহাতে রোগীকে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইতে বাধ্য করে, যদিও সঞ্চালনে ঐ ইচ্ছা বর্দ্ধিত হয়।

যেন মূত্রমার্গ অতি ক্ষুদ্র এইরূপ আকুঞ্চন ও জ্বালানুভব, প্রষ্টেট গ্রন্থি বিবর্দ্ধিত।

মূত্র :—স্বল্প, গাঢ়, আবিল, কৃষ্ণবর্ণ।

মূত্রমধ্যে ইষ্টকচূর্ণবৎ অধঃক্ষেপ।

১২ পুংজননেন্দ্রিয়।—জনন যন্ত্র সমূহের অতিশয় দুর্ব্বলতা সহ রাত্রিকালে স্বপ্নদোষ, রেতস্খলনের পর অনুভব হয় যেন মূত্র পথ হইতে কি বহির্গত হইতেছে।

লিঙ্গমণি-প্রদাহ, মুদা, তৎসহ মূত্রত্যাগ কালে অধিক জ্বালা, মেঢ্র-ত্বকের শোথ।

অণ্ডকোষ স্ফীত। জল দোষ (হাইড্রোসিল)।

১৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুর পূর্ব্বে উদর ও পৃষ্ঠে প্রসব বেদনাবৎ বেদনা। শ্বেত প্রদর।

১৫ লেরিংক্স।—গলাধঃকরণের চেষ্টা করিলে শ্বাসরোধ।

অতি প্রত্যূষে স্বরভঙ্গ।

১৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়া ধীর, হাপানি কাসীর ন্যায়, অতি প্রত্যূষে আক্রমণ, বিশেষতঃ শীতকালে।

বেদনাযুক্ত হাপানি কাসী, ভ্রমণ কালে বৃদ্ধি।

১৭ কাসী।—গভীর আক্ষেপিক কাসী, উহা মুখ ও টেকিয়া মধ্যে কণ্ডূয়নবশতঃ উৎপাদিত হয়, প্রাতে থাকে না কিন্তু সন্ধ্যাকালে স্বল্প হরিদ্রাবর্ণ, জেলিবৎ শ্লেষ্মা থাকে, অতি কষ্টে ঐ শ্লেষ্মা উঠে।

মধ্য রাত্রে ও প্রাতের দিকে কাসীর বৃদ্ধি; দেহ উত্তপ্ত, আহার, শীতল জলপান, কথা কহিলে কিম্বা খোলা বায়ুতে ভ্রমণ করিলে বৃদ্ধি।

গয়ারে ঈষৎ মিষ্টাস্বাদ, সময়ে সময়ে তৎসহ অল্প কৃষ্ণবর্ণ রক্ত থাকে।

২৮ ফুস্‌ফুস্‌।—দুর্ব্বলীকৃত ও প্রসারিত হৃৎপিণ্ডবশতঃ ফুসফুসের শৈরিক রক্তাধিক্যতা।

চিৎ হইয়া শুইতে ইচ্ছা। ফুসফুস আকুঞ্চিত; নিষ্ঠীবন শক্ত কিম্বা রক্ত-মিশ্রিত শ্লেষ্মা।

বক্ষে অধিক দুর্ব্বলতা, কথা কহিতে পারে না।

হৃদরোগসহ ফুসফুস স্ফীতি (এম্ফিসিমা), সোজা হইয়া সম্পূর্ণ স্থিরভাবে শুইয়া থাকিলে উপশম।

সরস শ্লৈষ্মিক শব্দ, কিন্তু কাসী শুষ্ক; নাড়ী সূত্রবৎ। * বার্দ্ধক্যাবস্থায় ফুসফুস প্রদাহ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের প্রবল কিন্তু অধিক দ্রুত স্পন্দন নহে।

প্রচুর রক্তাম্বু ক্ষরণ সহ হৃদবেষ্টক ঝিল্লির (পেরিকার্ডিয়ামের) প্রদাহ।

নাড়ী:—ক্ষুদ্র, অনিয়মিত; ধীর; অত্যন্ত ধীর, বিশেষতঃ বিশ্রামকালে; প্রত্যেক সঞ্চালনেই দ্রুতগতি, পূর্ণ ও কঠিন হয়; প্রতি ৩য়, ৫ম বা ৭ম স্পন্দন ফাঁক যায়।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বামবাহুর ভার ও পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—চরণদ্বয়ের স্ফীততা ও বেদনা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে পক্ষাঘাতবৎ অনুভব।

৩৬ স্নায়ু।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

৩৭ নিদ্রা।—আলস্য, অত্যন্ত নিদ্রালুতা।

অস্থির, অপরিতৃপ্ত নিদ্রা।

রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ চকিত ও জাগরিত।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত অধিকাংশই আভ্যন্তরিক, তৎসহ মুখমণ্ডলে উষ্ণতা, শীত হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আরম্ভ হয়, এবং তৎপরে সমগ্রদেহে প্রসারিত হয়।

সমগ্র পৃষ্ঠদেশে শীতশীতবোধ ও কম্প।

আভ্যন্তরিক শীত ও বাহ্যিক উত্তাপ।

শীত তৎসহ মুখমণ্ডলের উষ্ণতা ও আরক্ততা।

শীত ও উত্তাপ পর্য্যায়ক্রমে।

শীতল ঘর্ম্মসহ হস্তপদের অতিশয় শীতলতা।

ঠাণ্ডায় অতি চৈতন্যাধিক্যতা অর্থাৎ সামান্য ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না।

দেহের উষ্ণতা এবং মুখমণ্ডলের শীতল ঘর্ম্ম।

এক হাত উষ্ণ, অপর হাত শীতল।

রাত্রিতে ঘর্ম্ম, প্রায়ই শীতল ও কতক চট্‌চটে।

ঠিক শীতের পরেই ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্ম :—দেহের উর্দ্ধাংশে ; মুখমণ্ডলে।

৪৫ তন্তু।—সন্ধিসমূহে বিদ্ধকর বেদনা।

চক্ষু, কর্ণ, ঠোঁট ও জিহ্বায় শিরাসকল পূর্ণ।

সমগ্র দেহে স্ফীততা ; তৎসহ দুর্ব্বল নাড়ী ও পদদ্বয় শীতল।

৪৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মের কণ্ডুয়ন।

ত্বকস্খলন।

কামলারোগ।

৪৭ অবস্থা।—বয়ঃ-সন্ধিসময়ে হঠাৎ উত্তাপের আবেগ, তৎপরে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, অনিয়মিত নাড়ী ; সামান্য সঞ্চালনেই হৃৎকম্পন উপস্থিত হয়।

৪৮ সম্বন্ধ।—ক্ষুদ্র মাত্রা ডিজিটেলিসের প্রতিবিষঃ—নক্সভমি, ওপি।

চায়নায় ডিজিটেলিসের মানসিক উৎকণ্ঠা বৰ্দ্ধিত করে।

তুলনা কর :—কনভ্যালেরিয়া, লাইকোপো।

থুজা।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—চিন্তা করিতে পারে না, ধীরে ধীরে কথা কহে, যেন কথা খুঁজিতেছে ; ভুলকথা ব্যবহার করে।

স্থিরচিন্তা :—যেন কোন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট রহিয়াছে ; যেন আত্মা ও দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ; যেন দেহ কাচ নির্ম্মিত ; যেন উদর মধ্যে কোন জীবিত জন্তু রহিয়াছে।

উন্মত্তা স্ত্রীলোক কাহাকেও নিকটে যাইতে বা স্পর্শ করিতে দেয় না।
কথা কহিতে অপ্রবৃত্তি, প্রাতে জাগিলে পর বৃদ্ধি।
অতি সামান্য বিষয়ে অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ততা।
অসন্তুষ্টচিত্ত ; কলহপ্রিয় ; অতি-উত্তেজিত, সামান্য বিষয়ে রাগান্বিত।
সঙ্গীতে ক্রন্দন এবং চরণদ্বয়ের কম্পন উৎপাদিত হয়।

২ চৈতন্য।—শিরোঘূর্ণন :—চক্ষুমুদিয়া থাকে, খোলে না ; উপবিষ্টাবস্থা হইতে উত্থান কালে, অবনত হইলে ; উর্দ্ধ ও পার্শ্বের দিকে তাকাইলে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপাল, রগ ও পশ্চাৎমস্তকে ছিন্নকর বেদনা; রাত্রে বৃদ্ধি।
কপালের বাম দিকে উন্নতস্থানে প্রেকবিদ্ধবৎ বেদনা।
মূর্দ্ধাদেশে যেন প্রেকবিদ্ধ হইতেছে এপ্রকার অনুভব ; বৈকালে ও প্রাতে ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি ; সঞ্চালনে এবং ঘর্ম্মে উপশম।
দুইরগে যেন প্রেক দিয়া ছিদ্র করিতেছে অনুভব।
অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা বশতঃ মাথাধরার বৃদ্ধি ; খোলাবায়ুতে ব্যায়াম, উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি এবং পশ্চাৎদিকে মস্তক ফিরাইলে উপশম।
মাথাধরা চা-পানে বৃদ্ধি।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীত্বক স্পর্শে ও বালিসের চাপে চৈতন্যাধিক ; ঘর্ষণে উপশম ; অতি প্রবল জ্বালাকর, ছিন্নকর, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, উষ্ণ শয্যায় শয়নে বৃদ্ধি।
পশ্চাৎমস্তক ও রগে উদ্ভেদ সরস ও ক্ষতকারী; স্পর্শে বৃদ্ধি, ঘর্ষণে উপশম।
শাদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খুস্‌কি ; কেশ শুষ্ক ও উঠিয়া যায়।
মধুবৎ গন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম্ম, প্রধানতঃ অনাবৃত স্থানে।
মস্তক ও মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া গরম রাখিতে চাহে।

৫ চক্ষু।—আলোকশিখা, প্রধানতঃ হরিদ্রাবর্ণ।
ক্ষীণদৃষ্টি।
অস্পষ্ট দৃষ্টি, ঝাপসা দৃষ্টি ঘর্ষণে উপশম।
স্কেলরোটিক আবরণের উপর প্রধান ক্রিয়া, তজ্জন্য ঐ আবরণ সম্বন্ধীয় সমস্ত রোগে উপকারী।

▌আইরিস বা তারকামণ্ডল প্রদাহ (আইরাইটিস), তৎসহ তারকামণ্ডলের উপর মাংসকন্দ; চক্ষুমধ্যে তীব্র সূচীবেধবোধ এবং তৎসহ চক্ষুর চতুর্দ্দিকে ও নিকটে অধিক উত্তাপবোধ।

চক্ষু আবৃত করিয়া গরম করিয়া রাখিলে উপশম; অনাবৃত করিলে অনুভব হয় যেন শীতল বায়ুপ্রবাহ চক্ষুমধ্য দিয়া বাহির হইতেছে, কিন্তু আবার সময়ে সময়ে চক্ষু মধ্যে অনুগ্র কামড়ানি বেদনা খোলাবায়ুতে উপশম হয়।

মাংসবৃদ্ধিযুক্ত অক্ষিপুট, যখন মাংসবৃদ্ধি সকল বড় বড় ও আচিলবৎ হয়।

▌পুরাতন অক্ষিঝিল্লি বা কঞ্জঙ্কটাইভা প্রদাহ, যখন রাত্রিতে বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় তখনই বৃদ্ধি হয়।

▌শুষ্ক গমের ভূষির ন্যায় অক্ষিপুট কিনারায় পীড়কা।

অক্ষিপুটের অভ্যন্তর ভাগে প্রদাহজনিত কোমলত্বপ্রাপ্তি।

▌অক্ষিপুটের উপরস্থিত অর্ব্বুদের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

* কর্ণ।—আভ্যন্তরিক কর্ণ স্ফীত অনুভব হয়, এবং শ্রুতিশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হয়।

জলফোটার ন্যায় কর্ণমধ্যে শব্দানুভব।

গ্রীবা হইতে কর্ণমধ্যে সূচীবেধ।

▌জলবৎ, পূয়যুক্ত কর্ণস্রাব, উহাতে পচামাংসের ন্যায় দুর্গন্ধ।

৭ নাসিকা।—মাছধোয়া জলের ন্যায় নাসিকায় গন্ধানুভব।

ঘরের বাহিরে সরস প্রতিশ্যায়, গৃহাভ্যন্তরে শুষ্ক।

নাসিকা দিয়া অধিক পরিমাণে গাঢ়, সবুজবর্ণ রক্ত ও পূযমিশ্রিত শ্লেষ্মা বহির্গত হয়; পরে কটাবর্ণ মামড়ী পড়ে; নাসিকা টাটায়; নাসাপুটে লালবর্ণ উদ্ভেদ, প্রায়ই সরস।

নাসারন্ধ্রে বেদনাযুক্ত মামড়ী।

* মুখমণ্ডল।—আরক্ত ও উষ্ণ এবং শিরাপূর্ণ; নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে জ্বালা, আরক্ত গণ্ডদ্বয়; স্ফীতভাব, শোথযুক্ত, বিসর্পযুক্ত।

চর্ম্ম উত্তপ্ত ও লালবর্ণ, ধৌত করিলে ছাল উঠিয়া যায়।

মৌখিক শূল (বেদনা), উহা বাম হনু অস্থি হইতে কর্ণ, দন্ত, নাসিকা

ও মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; বেদনাযুক্ত স্থান সকল অগ্নিবৎ জ্বলিতে থাকে, এবং সূর্য্যালোকে চৈতন্যাধিক।

বাম হনু অস্থিতে প্রেকদ্বারা ছিদ্রকরার ন্যায় অনুভব, স্পর্শে উপশমিত।

৯ **নিম্নমুখমণ্ডল**।—ঠোঁট রক্তশূন্য, স্ফীত এবং ছাল উঠিয়া যায়।

ঠোঁটের ভিতর পার্শ্বে ও মুখের কোণে শাদা অগভীর (সমতল) ক্ষত।

১০ **দন্ত**।—দন্তমূল ক্ষয়, দন্তের উপরাংশ (চূড়া) ঠিক থাকে ; ভাঙ্গিয়া যায়, হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়।

চা-পান হেতু দন্তশূল ; যখন দন্তশূল শীতল জলে উপশম ও উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি হয়।

মাড়ী স্ফীত, প্রদাহিত, কালচে লালবর্ণ রেখা বিশিষ্ট ; মাড়ীর কিনারা সকল শাদা ও পূয যুক্ত।

১১ **জিহ্বা, ইত্যাদি**।—আস্বাদঃ—মিষ্ট ; প্রাতে পচা ডিম্বের ন্যায় ; খাদ্যে লবণ হয় নাই অনুভব হয়।

জিহ্বা স্ফীত, দক্ষিণ পার্শ্বে বেশী।

জিহ্বার নিম্নে অর্ব্বুদ নীলবর্ণ, তাহার চতুর্দ্দিকে শিরাসকল স্ফীত।

১২ **মুখমধ্য**।—মুখমধ্যে ক্ষত।

১৩ **গলমধ্য**।—ক্ষতবৎ, শুষ্ক এবং যেন একটী পিণ্ডবৎ পদার্থ রহিয়াছে অনুভব, কিম্বা গলাধঃকরণ কালে যেন আকুঞ্চন অনুভব হয়।

গলমধ্যে অধিক শ্লেষ্মা সঞ্চয়, অতিকষ্টে তুলিতে হয়।

গলাধঃকরণে বেদনা, বিশেষতঃ ঢোক গিলিতে।

কসেসে শ্লৈষ্মিক গুটিকা সকল।

১৪ **ইচ্ছা, অনিচ্ছা**।—পর্য্যায়ক্রমে খাদ্যে রুচি ও অরুচি।

তৃষ্ণা, বিশেষতঃ রাত্রিতে, শীতল খাদ্য ও পানীয় খাইতে ইচ্ছা।

১৬ **বিবমিষা ও বমন**।—উদ্গার—পচা টক কিম্বা জ্বালাকর ; আহার করিতে করিতে শূন্য (বায়ু) উদ্গার।

শ্লেষ্মা কিম্বা চর্ব্বিবৎ পদার্থ বমন।

১৭ **পাকস্থলী**।—জলপানকালে জল সশব্দে পাকাশয়ে পতিত হয়।

পাকাশয়-গহ্বর স্ফীত ; চৈতন্যাধিক।

পাকাশয়ে কাঠিন্য (কঠিন স্থান সকল)।

১৯ উদর।—উপবেশন কালে উদরমধ্যে সূচীবেধ বোধ।

আধ্মান, অনুভব হয় যেন একটা জন্তু উদর মধ্যে ডাকিতেছে।

উদর বড়, স্ফীত ভাব ; স্থানে স্থানে উচ্চ হইয়া উঠে, যেন ভ্রূণের হাত ঠেলিয়া উঠিতেছে ; উদর মধ্যে অনুভব হয় যেন একটা জীবিত জন্তু নড়িতেছে।

নাভিতে টাটানি। কুচকি গ্রন্থিসমূহের বেদনাযুক্ত স্ফীততা।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—পাণ্ডুবর্ণ ; হরিদ্রাবর্ণ, জলবৎ, সজোরে নির্গত হয় ; তাহার সহিত সশব্দে অধিক বায়ু নিঃসরণ হয়, তাহার সহিত রক্ত থাকে ; তৈল বা চর্ব্বিযুক্ত ; গড় গড় শব্দে, যেমন শীপার সিপি খুলিয়া দিলে জল বাহির হয়।

উদরাময় :—প্রথম আহারান্তে প্রাত্যহিক ; টীকা দেওয়ার পরে ; চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য, পেঁয়াজ বা কাফি পানের পরে।

লিঙ্গোত্থান সহ মলত্যাগের নিষ্ফল বেগ।

কঠিন গোল গোল মল ; অন্ত্রের ক্রিয়ার অভাব অথবা মলবন্ধ বশতঃ ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধ।

অর্শ :—মলত্যাগ কালে তাঁহার (স্ত্রী) এত বেদনা উপস্থিত হয় যে তিনি মলত্যাগ হইতে ক্ষান্ত হন ; ভ্রমণ কালে অতিশয় জ্বালা করে ; মলদ্বার চিরিয়া যায় বা বিদারিত ; স্পর্শে চৈতন্যাধিক ; প্রায়ই তাহার সহিত আচিল বা মাংসকন্দ থাকে।

মলদ্বারের ছাল উঠিয়া যায় ; মলদ্বার হইতে রসনিস্রাব হয়।

২১ মূত্র।—বৃক্ক প্রদাহিত ; চরণদ্বয় স্ফীত।

সরলান্ত্র হইতে মূত্রাশয় পর্য্যন্ত সূচীবেধ।

মূত্রাশয় পক্ষাঘাতবৎ অনুভব হয় ; উহার মূত্র নিঃসরণের ক্ষমতা নাই।

পুনঃ পুনঃ মূত্রের বেগ এবং প্রচুর পরিমাণে মূত্র, সন্ধ্যাগমে ও সন্ধ্যাকালে তৎসহ মূত্রমার্গে সূচীবেধ।

রাত্রিতে, বা কাসিতে অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

মূত্রত্যাগের পরে অনুভব হয় যেন এককোটা গা বহিয়া পড়িতেছে।

ক্রমাগত বেগ ; কয়েক ফোটা করিয়া রক্ত নিঃসৃত হয়।

মূত্র :—অতি ঘন ঘন ও অতি প্রচুর ; শর্করা থাকে ও ফেনা উঠে ; প্রাতে কালচে লালবর্ণ ; কটাবর্ণ শ্লেষ্মা অধঃক্ষেপ জমে।

মূত্রমার্গে জ্বালা।

২২পুংজননেন্দ্রিয়।—রাত্রিতে বেদনাযুক্ত লিঙ্গোত্থান, তাহাতে নিদ্রা হয় না।

▌ গোলাকার, অপরিষ্কার উচ্চ ক্ষত, তাহার চতুর্দ্দিকে আরক্ততা ; সরস, বেদনাযুক্ত।

▌ উপদংশক্ষত, তৎসহ বেদনা, যেন শল্যবিদ্ধ হইতেছে।

▌ প্রমেহ :—প্রস্রাবকালে জ্বালাকর, মূত্রমার্গ স্ফীত ; মূত্রধারা দ্বিধা বিভক্ত ; স্রাব হরিদ্রাবর্ণ, সবুজ, জলবৎ ; প্রায়ই তৎসহ আঁচিল বা মাংসবৃদ্ধি থাকে ; শিশ্ন লালবর্ণ ও ছাল উঠা।

প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ, তাহাতে :—সন্ধিস্থিত বাত, প্রষ্টেটাইটিস, মাষকবিষ (সাইকোসিস) ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি উপস্থিত হয়।

মেঢ়ত্বকের স্ফীততা।

▌ মেঢ়ত্বক ও মেঢ়োপরি মাষকবিষ-সম্ভূত (সাইকোটীক) সরস মাংসবৃদ্ধি।

অণ্ডকোষদ্বয়ে কামড়ানি যেন ছেঁচা আঘাত লাগিয়াছে, ভ্রমণকালে বৃদ্ধি।

স্ক্রোটামে ঈষৎ মিষ্ট গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—যোনির অতি-চৈতন্যাধিক্যতা হেতু সঙ্গমক্রিয়া বন্ধ।

ঋতু অতিস্বল্পস্থায়ী ও অতি আগাইয়া ; ঋতুর পূর্ব্বে প্রচুর ঘর্ম্ম।

জরায়ুমুখে (অসে) ছাল উঠা। শ্লেষ্মাস্রাবী প্রদর।

▌ ফুলকপিবৎ মাংসকন্দ, সহজেই রক্ত পড়ে ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট।

▌ বাম ডিম্বকোষ প্রদাহিত, প্রত্যেক ঋতুকালে বৃদ্ধি ; অতি যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, ভ্রমণ বা অশ্বারোহণ কালে বৃদ্ধি ; শুইয়া থাকিতে বাধ্য।

ভগ ও বিটপ (পেরিনিয়াম) দেশে বেদনা, ভগে বিসর্প।

▌ মাংসকন্দ, সরস, পূয়যুক্ত, হুলবেধবৎ বেদনাযুক্ত ও রক্তস্রাবী।

▌ জ্বালা সহ অর্ব্বুদ।

২৪ গর্ভাবস্থা।—ভ্রূণ এত সজোরে নড়ে যে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং মূত্রাশয়ের বেগসহ মূত্রাশয়ে কর্ত্তনবৎ বেদনা উপস্থিত হয়।

তৃতীয়মাসে গর্ভস্রাব।

প্রসব বেদনা দুর্ব্বল এবং স্থগিত হইয়া আইসে।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—হ্রস্বশ্বাস:—ট্রেকিয়াতে শ্লেষ্মাসঞ্চয় বশতঃ; উপর উদর ও হাইপোকণ্ড্রিয়া প্রভৃতি স্থানের পূর্ণতা ও আকুঞ্চন বশতঃ।

হাপানিকাসী—রাত্রিতে বৃদ্ধি ও মুখমণ্ডল লালবর্ণ।

২৭ কাসী।—সন্ধ্যাকালে, শয়নের পরে, বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিলে, গযার সরল ও সহজে উঠে; কেবল দিবাভাগে, কিম্বা প্রাতে গাত্রোত্থানের পরে; যেমন কোন শীতল পানীয় বা খাদ্য আহার করে।

গয়ার:—সবুজ।

২৮ ফুসফুস।—শীতল জল পান করিয়া ফুসফুসের আক্ষেপ।

কোন শীতল দ্রব্য খাইয়া বক্ষে সূচীবেধ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎকম্পন:—সাময়িক, তাহা বিশ্রাম কিম্বা সঞ্চালন কালে; আরোহণ কালে; প্রাতে ভ্রমণকালে উৎকণ্ঠাযুক্ত।

সন্ধ্যাকালে অতি প্রবল স্পন্দন।

নাড়ী স্পন্দন পূর্ণ, দ্রুতগতি; প্রাতঃকালে দুর্ব্বল ও ধীরগতি।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিসমূহ স্ফীত।

গ্রীবাদেশের চর্ম্ম তৈলাক্ত।

কটিদেশ হইতে স্কন্ধাস্থিদ্বয় মধ্য পর্য্যন্ত জ্বালা।

পৃষ্ঠদেশে স্পন্দনানুভব।

মেরুদণ্ড বক্রীকৃত, সম্মুখে বক্র হইয়া দাঁড়ায়।

অধিককাল দণ্ডায়মান থাকিলে কটিদেশে খল্লীবৎ বেদনা; ভ্রমণ করিবার চেষ্টা করিলে অনুমান হয় যেন পড়িয়া যাইবেন।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—কনুইতে দদ্রু।

অঙ্গুলির অগ্রভাগসকল:—বিসর্পযুক্ত; যেন মৃতবৎ অসাড় ও শীতল।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—ভ্রমণকালে নিতম্বসন্ধি শিথিল এবং পদদ্বয় যেন কাষ্ঠনির্ম্মিত অনুভব হয়।

অঙ্গুলির অগ্রভাগ সকল রক্তবর্ণ ও স্ফীত।

অঙ্গুলিসমূহে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

পায়ের ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ।

পায়ের তলায় জালবৎ শিরাসকল দেখা যায়।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ও সন্ধিসমূহে সূচীবেধ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি প্রসাবিত করিতে গেলে সন্ধিসমূহে শব্দ হয়।

নখসকল ভঙ্গুর বা কোমল।

বাত, তৎসহ অবশ বোধ; উষ্ণতা, রাত্রিতে সঞ্চালন এবং রাত্রি ১২টার পরে বৃদ্ধি; ঠাণ্ডায় ও ঘর্ম্মের পরে উপশম।

৩৬ স্নায়ু।—ভ্রমণকালে দেহের লঘুত্ব অনুভব।

একপার্শ্বের পক্ষাঘাত।

দেহের ঊর্দ্ধাংশের উৎক্ষেপ। * তাণ্ডবরোগ।

দুর্ব্বলতা প্রাতে বৃদ্ধি।

চর্ম্ম বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিসংক্রান্ত রোগসমূহের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত করে বা তাহার উপর নির্ভর করে এরূপ স্নায়বিকলক্ষণ সকল; যথা উদ্ভেদ বিলোপ, প্রমেহ বিলোপ প্রভৃতি বশতঃ স্নায়ুশূল, ইত্যাদি।

৩৭ নিদ্রা।—অনিদ্রা:—চক্ষু মুদিলে ভূত দেখে; যে পার্শ্বে শয়ন করে তাহা বেদনাযুক্ত; উত্তাপ ও অস্থিরতা হেতু; মানসিক অবসাদ হেতু।

বামপার্শ্বে শয়ন করিলে উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্বপ্ন দেখে।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত:—প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে; বামপার্শ্বে, ঐ বামপার্শ্ব স্পর্শে শীতল অনুভব হয়; রাত্রি ১২টার পরে ও প্রাতঃকালে, তৃষ্ণা থাকে না; আভ্যন্তরিক শীত কিন্তু বাহিক উত্তাপ ও প্রবল তৃষ্ণা; তৎপরে ঘর্ম্ম।

উত্তাপ:—প্রাতে উত্তাপ, বৈকালে শীত; সন্ধ্যাকালে উত্তাপ, প্রধানতঃ মুখমণ্ডলে; আবৃত স্থানে শুষ্ক উত্তাপ; মুখমণ্ডলে জ্বালাকর উত্তাপ কিন্তু আরক্ততা থাকে না।

ঘর্ম্ম :—কেবল অনাবৃত স্থানসমূহে ; সার্ব্বাঙ্গিক, কেবল মস্তকে নহে ; প্রাতে ভ্রমণকালে প্রধানতঃ মস্তকে ; নিদ্রাকালে ঘর্ম্ম হয়, জাগরিত হইলেই স্থগিত হয় ; তৈলাক্ত, দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—সাময়িক: ২৯। তৃতীয় মাস: ২৪।

৪২ পার্শ্ব।—বাম: ৩, ৮, ২২, ২৩, ২৪, ২৯, ৪০।

দক্ষিণ : ১১। দক্ষিণ হইতে বাম : ১৮।

৪৪ তন্তু।—আক্রান্ত স্থানের শীর্ণতা ও অসাড়তা।

মাযক-বিষ (সাইকোসিস)।

প্রধানতঃ এপিথিলিয়ম সকল আক্রমণ করে, প্রথমে তাহাতে কঠিনত্ব ও বিবৃদ্ধি, পরে কোমলত্ব প্রাপ্তি উৎপাদন করে।

কঠিনত্ব প্রাপ্তি ; পরে কোমলত্ব প্রাপ্তি।

সন্ধি সকলের নিকট স্ফীততা।

৪৬ চর্ম্ম।—অপরিষ্কার দেখায়।

বেদনাযুক্ত বিম্বিকা (পেম্ফিগাস)।

কেশ পাতলা, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয়, চিরিয়া যায়।

এপিথিলিওমা।

উদ্ভেদ, কেবল আবৃত স্থান সমূহে, চুলকাইলে ভয়ানক জ্বালা করে।

রক্তস্রাবী কান্দিস বিবৃদ্ধি সকল।

শাদা, ছাল উঠিয়া যায়, শুষ্ক দদ্রু।

যতুক।

মাংসকন্দসকল ; আঁচিল ; সবস, শ্লৈষ্মিক গুটিকা সকল।

অগভীর ক্ষত সকল।

পৃষ্ঠদেশে শোণিতপূর্ণ স্ফোটক।

বসন্ত, পরিপক্কাবস্থা।

টীকা দেওয়ার কুফল সকল:—যথা শীর্ণতা ; অনিদ্রা ; উদরাময় ; অস্থিরতা ; কম্পন ; স্নায়ুশূল ; পক্ষাঘাত, ইত্যাদি।

৪৮ সম্বন্ধ।—থুজা শুক্লপ্রদ:—মার্ক, নাইট্রি-এসিডের পরে।

থুজা সাইলিসিয়ার কার্য্যাবশেষপূরক।